كتاب توحيد العبادة

(باللغة البنغالية)

تأليف
الشيخ محمد بن شامي شيبة

ترجمة
محمد عبدالرب عفان

একমাত্র আল্লাহর ইবাদত
তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ

সংকলন
মুহাম্মাদ বিন শামী শায়বাহ

ভাষান্তর
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

الناشر: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الديرة في الرياض

প্রকাশক: পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার, রিয়াদ, সউদী আরব

অনুবাদকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সমস্ত জগতের অধিপতি, যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই, সেই আল্লাহ তায়ালার ।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, সকল নবী ও রাসূলের ইমাম, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি । যিনি তাওহীদ-আল্লাহরই একত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবাদের প্রতি, যাঁরা এই তাওহীদকে বাস্তবায়ন ও এর উপর অটল থাকার ক্ষেত্রে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করেছেন । প্রিয় পাঠক!

তাওহীদ অর্থ যাবতিয় বাতিল মাবুদ-উপাস্যকে অস্বীকার করে আল্লাহকে তাঁর হক সমূহে একক স্বীকৃতি ও একক সাব্যস্ত করা বুঝায় । বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, অথচ বর্তমান সমাজ ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব দিলেও এ বিষয়টি সম্পর্কে সর্বাধিক উদাসিন ।

প্রত্যেক নবী-রাসূলই অন্য যে কোন ইবাদত, আমল ও কর্ম সূচীর পূর্বে তাওহীদকে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন । তাঁরা তাওহীদের পরিপন্থী শিরকের সাথে কখনো আপোষ করেননি । তাই আজও নবীদের ওয়ারিস-উত্তর সূরী আলেম, ইমাম-খতীব, বক্তা, সংস্থা-সংগঠন, জামাত ও দলের অপরিহার্য দায়িত্ব হলো, দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তাওহীদকে অগ্রাধিকার ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া ।

অতএব এ অসাধারণ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধী করে সম্মানিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন শামী বিন মুতায়েন শায়বাহ তাওহীদের মূল অংশ ইবাদতের তাওহীদ কেন্দ্রীক একটি অমূল্য বই সংকলন করেন, এবং তিনি বইটির নাম দেন **"কিতাব তাওহীদুল ইবাদাহ"** যার বাংলা নামকরণ করা হলো " একমাত্র আল্লাহর ইবাদত" তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ ।

প্রিয় পাঠক!

তাওহীদের বা আল্লাহকে একক বিশ্বাস করার রয়েছে তিনটি ক্ষেত্র বা বিষয় ঃ

যে তিন বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আল্লাহকে একক বিশ্বাস ও সেগুলিতে একক সাব্যস্ত করা জরুরী: প্রথম: আল্লাহর কর্মসমূহে আল্লাহকে একক বিশ্বাস ও সাব্যস্ত করণ । যেমন: তিনিই একক প্রতিপালক, স্রষ্টা, মালিক ইত্যাদি ।

দ্বিতীয়: বান্দার ইবাদত-আমলে আল্লাহকে একক বিশ্বাস ও একক সাব্যস্ত করণ । যেমন: নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্বের ক্ষেত্রে, অনুরূপ: দোয়া-প্রার্থনা, আহ্বান, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, জবাই, আশা, ভরসা ইত্যাদিতে তাঁকে একক সাব্যস্ত করণ । তৃতীয়: কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যে নাম ও গুণাবলী রয়েছে তাতে সৃষ্টির সাথে কোন সাদৃশ্য জ্ঞান, সৃষ্টির সাথে তুলনা,অর্থের অপব্যাখ্যা, কোন ধরণ পোষণ করা ব্যতীতই শব্দ ও মর্মের উপর বিশ্বাস পোষণ ও সাব্যস্ত করা ।

তবে উক্ত তিন বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মূল বিষয় হলো, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ । আর এ বিষয়টিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনূদিত বইটির লিখক প্রদান করেন এ বইটিতে, যা সত্যিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনিয় । কেননা মূল এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন ও তাঁদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং এর

ভিত্তিতেই জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা করবেন। অন্য বিষয়ের তাওহীদের সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কাফের-মুশরিকদের পুরাপুরি দন্দ না থাকলেও মূল দন্দ ছিল ইবাদতের তাওহীদের সাথে। যা আবু জাহাল, আবু লাহাব সহ মক্কার মুশরিকরা মেনে নিতে পারেনি।

রিয়াদস্থ পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার কর্তৃপক্ষ এর গুরুত্ব উপলব্ধী করেই বইটি অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। অতপর আমি বইটি অনুবাদ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। এ জন্যে আমি প্রথমে আল্লাহর নিকট জানাই অসংখ্য ও খালেস কৃতজ্ঞতা। তারপর কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের ইসলামী সেন্টার কর্তৃপক্ষের এবং আরো কৃতজ্ঞতা জানাই শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াসে যিনি শত ব্যাস্ততা সত্বেও বহু পরিশ্রম করে বইটির বর্ণ বিণ্যাসের দায়িত্ব পালন করেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি পশ্বিম বঙ্গের শায়খ মুকাম্মেল ভাইয়ের যিনি ব্যাস্ততা সত্বেও বইটির প্রুফ দেখে দেন। এ ছাড়াও যাঁরা যেভাবে বইটি প্রকাশ করাই সহযোগিতা করেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। যেহেতু নিশ্চয়ই আমি ভুলের উর্ধ্বে নই অতএব বলবো না যে, বইটিতে যদি ভুল থাকে, বরং বলি যে, বইটিতে অনুবাদে পাঠকের ও বিজ্ঞজনদের নজরে যে সব ভুল ধরা পড়ে তা আমাকে জানিয়ে উপকৃত করবেন। এ বিষয়ে আমাদের ভাষায় এ ধরণের বই অতি বিরল মনে করি। অতএব বইটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইসলামিক সেন্টারগুলির ইসলামী শিক্ষা কোর্সের সিলেবাস হিসেবে গ্রহণ হলে সঠিক আকীদা প্রচার ও প্রসারে বড় ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর নিকট দোয়া করি তিনি যেন বইটিকে আমাদের সবার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবূল করেন-আমীন।

নিবেদক:
সবার দোয়া প্রার্থী:
মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান
রিয়াদ,জামাদিউল উলা,১৪৩৬ হিজরী - ২০১৫ইং

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين- أما بعد:

- বইটিতে আমি মুসলিম ও অন্যান্যদের জন্য কতিপয় নির্দেশনাও উল্লেখ করেছি ।

বইটিতে যা কিছু সঠিক রয়েছে, তা মূলত আল্লাহর তাওফীকেই, আর যা ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে, তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু অ আল্লাহ আমাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাহ বিষয়ে যা কিছু লিখার তাওফীক দান করেছেন, তার মধ্যে এই কিতাবটিও (তাওহীদুল ইবাদাহ)এ সংক্রান্ত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ।

বইটিতে আমি যে সব বিষয় গুরুত্ব দিয়েছি:

১- অধিকাংশ পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন ।

২- কুরআন ও সুন্নাত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ ।

৩- বইটিতে আমি মূলত নির্ভরযোগ্য আলেমগণ যা সহীহ অভিহিত করেছেন এমন ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করিনি ।

৪লাইহি ওয়া সাল্লাম) মুক্ত । আল্লাহই তাওফীক দাতা ।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين

লেখক:

আল্লাহরই মুখাপেক্ষী

মুহাম্মাদ বিন শামী বিন মুতায়েন শায়বাহ

২৮শে সফর ১৪৩১হি:

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদুল ইবাদাহ (ইবাদতের তাওহীদ)

তাওহীদুল ইবাদাতের সংজ্ঞা:

ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত ও বিশ্বাস করা যে, তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন শরীক নেই। (তাওহীদে ইবাদাত কে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহও বলা হয়।)

তাওহীদুল ইবাদাহ প্রতিষ্ঠায় কুরআন:

কুরআন তাওহীদে র্ব্ব বুবিয়্যাহ (প্রভূত্বে তাওহীদ) এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর তাওহীদসহ আল্লাহর ইবাদতের একত্বের অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে। কেননা তাওহীদের প্রকারগুলির পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। মূলতঃ সেই স্বত্ত্বা ব্যতীত ইবাদতসমূহের উপযুক্ত কোন মাবূদ নেই, যিনি একমাত্র স্রষ্টা, র্ব্ব যীদাতা, কর্তৃত্বকারী, কর্তা, সকল কিছুর ব্যবস্থাপক, চিরঞ্জীব, সর্বস্বত্ত্বার ধারক, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বাজ্ঞ, বিজ্ঞানময়, সকল কিছু হতে অমুখাপেক্ষী; সব ধরণের অসম্পূর্ণতা ও দোষ-ত্র টি মুক্ত। তিনি ব্যতীত যত কিছু আছে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, যা খুশী তার কর্তা, তাঁর হুকুমের কেউ খণ্ডনকারী নেই, তাঁর ফয়সালার নেই কেউ প্রতিউত্তরকারী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কোন কিছুই তাঁকে অপারগকারী নেই। আকাশমন্ডলী ও যমীনের মধ্যে কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। কোন কিছুই তাঁর থেকে গোপন নেই, আর সমস্ত কিছুই তাঁর জ্ঞানের আয়ত্বে।

এ সমস্ত আল্লাহর গুণ, তাঁর ব্যতীত অন্য কারো জন্য উপযুক্ত নয়। এসবের মধ্যে অন্য কেউ তাঁর শরীক হতে পারে না। সুতরাং যাবতীয় ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই। অতএব, তিনি ব্যতীত কোনো ইবাদতই অন্য কারো জন্য জায়েয নেই। তাইতো সকল কিছুর সৃষ্টিতে, র্ব্ব যী দেয়াতে, সকল কিছুর ব্যবস্থাপনায়, নির্মাণ ও পুন:নির্মাণ এবং কোন কিছুতেই কেউ তাঁর শরীক নেই, অতএব, সকলকে বাদ দিয়ে একমাত্র তাঁরই জন্য যাবতীয় ইবাদত প্রতিষ্ঠা জরু র্ব্ব। সুতরাং ইবাদতসমূহে তাঁর কোনই শরীক হতে পারে না।

তাওহীদে উলূহিয়্যাহর অপরিহার্যতার দলীল

১। কুরআন তাওহীদে র্ব্ব বুবিয়্যাহ এবং আল্লাহর নাম ও গুনাবলীর তাওহীদের মাধ্যমে তাওহীদে উলূহিয়্যাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে। যেমন: আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا

تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١-٢٢].

অর্থাৎ হে মানুষ! ‘তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ‘ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার ।

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক’রে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, কাজেই জেনে বুঝে কাউকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করো না । (সূরাহ বাকারা: ২১-২২)

আলাহ তায়ালা অন্যত্রে বলেন:

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس:٣١-٣٢].

অর্থাৎ তাদের জিজ্ঞেস কর, ‘আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ?’ তারা বলে উঠবে, “আল্লাহ” । তাহলে তাদেরকে বল, ‘তবুও তোমরা তাক্বওয়াহ অবলম্বন করবে না?’ তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক । প্রকৃত সত্যের পর গুমারাহী ছাড়া আর কী থাকতে পারে? তোমাদেরকে কোন্‌দিকে ঘুরানো হচ্ছে? (সূরা ইউনুস: ৩১-৩২)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾[الزمر:٣٨].

অর্থাৎ তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর– আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে কে? তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ । তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহ আমার ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা কি সে ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে, তারা কি তাঁর অনুগ্রহ ঠেকাতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, নির্ভরকারীরা তাঁর উপরই নির্ভর করে ।(সূরা যুমার: ৩৮)

কুরআন এসব আয়াত হতে তাওহীদে ৱ রুবিয়্যাত দ্বারা তাওহীদে উলূহিয়্যাতের উপর দলীল উপস্থাপন করে ।

২। বান্দাদের প্রতি তাওহীদে উলূহিয়্যাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশ (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা যার কোন শরীক নেই ।) যেমন আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে তাঁর ইবাদতের আহ্বান জানিয়ে বলেন:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾[النساء:36].

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত কর, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। (সূরা নিসা: ৩৬)
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ [العنكبوت:17].

আর তাঁরই ‘ইবাদাত কর, আর তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা আনকাবূত: ১৭)
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾[يس:61].

অর্থাৎ আর আমারই ‘ইবাদাত কর, এটাই সরল সঠিক পথ। (সূরা ইয়াসীন: ৬১)

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ও উলূহিয়্যাহর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক:

১। যে সমস্ত মুশরিক আল্লাহর সাথে অন্যেরও ইবাদত করে, তারা অবশ্যই অস্বীকার করে না যে, আল্লাহর ইবাদত করতে হবে, কিন্তু অন্যরা ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ যে ইবাদতের হকদার তা তারা অস্বীকার করে। আর যে তাদেরকে لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইলাল্লাহ) কালেমার দিকে আহ্বান জানায় সে ক্ষেত্রে তারা বলে:

﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾[ص:5] .

অর্থাৎ সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো!’ (সূরা স্বাদ: ৫)
২। মক্কার মুশরিকগণ সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকা অবস্থায় শিরক করত এবং দু:খ-বিপদের সময় তারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করত। কেননা তারা খুব ভাল করে জানত যে, তারা যে বিপদে রয়েছে, তা মুক্ত করার সামর্থ এক আল্লাহরই রয়েছে। আর নিশ্চয়ই তাদের বাতিল মাবূদগুলি সে বিপদে তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। তারা না কিছু কল্যাণের সামর্থ রাখে, না কোন ক্ষতি করতে পারবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾[العنكبوت:65].

অর্থাৎ তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্ত:করণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে। অত:পর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তারা (অন্যকে আল্লাহ্‌র) শরীক ক’রে বসে। (সূরা আনকাবূত: ৬৫)
এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে।
৩। যেহেতু মুশরিকগণ প্রতিমা ও মূর্তি পূজারী তা সত্ত্বেও তারা স্বীকার করে যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত বাতিল মাবূদের ইবাদত করে থাকে, তাদেরকেও সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা নিজের ও তাদের ইবাদতকারীদের জন্য কোন অপকার ও উপকার, জীবন-মরণ ও পুনর্ত্থানের ক্ষমতা রাখে না। না তারা শ্রবণ করে, না দেখে, না তাদের কেউ

মুখাপেক্ষীহীন। তারা এও স্বীকার করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহই যাবতীয় সৃষ্টি, ব্র যীর ব্যবস্থা, উপকার-অপকার সাধন ও সকল কিছুর ব্যবস্থাপনায় একক-অদ্বিতীয় এবং তারা এও জানে যে, তারা নিজেরা না তাদের মাবূদসমূহ সে সবের কোন কিছুর ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে। তাই আল্লাহ তাদেরকে (বিশেষ মুহূর্তে) যা তারা স্বীকৃতি দেয় তাতে বাধ্য করেন।

তাওহীদে উলূহিয়্যার (ইবাদতের) বাস্তবতা ও তাৎপর্য:

১। তাওহীদ বান্দার উপর আল্লাহর অপরিহার্য হক। অর্থাৎ তারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, যাঁর কোনই শরীক নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তাকে তিনি আযাব দিবেন না। যেমন মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا) رواه الشيخان .

অর্থাৎ বান্দার উপর আল্লাহর অপরিহার্য হক হলো: তারা যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে, এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

২। এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আলাহ তাঁর সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করেন। যেমন আল্লাহ বালেন:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾[الأنبياء : 25].

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই 'ইবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া: ২৫)

প্রত্যেক নবী তাঁর জাতিকে বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾[النحل : 36].

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। (সূরা নাহল: ৩৬)

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾[الأعراف : 59].

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সত্য ইলাহ নাই।' (সূরা আরাফ: ৫৯)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁদের মাতা ভিন্ন কিন্তু দ্বীন অভিন্ন-এক। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত: إخوة لعلات এর অর্থ হলো, তাঁরা ভাই ভাই হওয়ার ক্ষেত্রে এক পিতার সন্তান কিন্তু মাতা ভিন্ন ভিন্ন ।

৩। এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আলাহ আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾[الأنبياء : 25].

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূলই পাঠাইনি যার প্রতি আমি ওহী করিনি যে, আমি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া: ২৫)

অবতীর্ণ কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হলো: তাওরাত, ইঞ্জিল,যাবূর, সহীফা ইব্রাহীম, সহীফা মূসা ও আল-কুরআন।

৪। এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আলাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আদেশ করেন, যে এ তাওহীদ বিমূখতা অবলম্বন করবে, তার বিরুদ্ধে তিনি যেন জিহাদ করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة : 73].

অর্থাৎ হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর, তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল! (সূরা তাওবা: ৭৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾[البقرة:193].

অর্থাৎ ফিত্না দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত এবং দীন আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (সূরা বাকারাহ: ১৯৩)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

অর্থাৎ আমি লোকজনের সাথে লড়াইয়ের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সাক্ষ্য না দিবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন

মাবূদ নেই ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় করবে। এ সব যদি সম্পাদন করে, তবে তারা আমার থেকে তাদের রক্ত ও ইসলামের হক ব্যতীত ধন-সম্পদ হেফাযত করে নিল, তাদের হিসাব আল্লাহরই উপর। (বুখারী ও মুসলিম)

৫। উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তায়ালা এর বিমূখদের সাথে লড়াই করার হুকুম দিয়েছেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾[الحج:৭৮].

অর্থাৎ আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। (সূরা হজ্জ: ৭৮)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً[التوبة: 123].

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যে সব কাফির তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ কর, যাতে তারা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়। (সূরা তাওবা: ১২৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ... الآية ﴾ [الصف : 10-11] .

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর তোমরা তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। (সূরা সাফ্‌ফ: ১০-১১)

তাওহীদের ফযীলত

ক। যে এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে:

যেমন উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

যে ব্যক্তি বলবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ .

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আরো সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল, নিশ্চয়ই ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর এক বান্দীর পুত্র, মারিয়ামের প্রতি তাঁর কালেমা (হও) প্রয়োগ করেন আর তিনি (ঈসা) আল্লাহর (এমন) আদেশের অন্তর্ভুক্ত (যা জিব্রীল (عليه السلام) মারিইয়ামের প্রতি ফুঁকে দেন), জান্নাত হক-সত্য, ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে যে দরজা দিয়ে চাইবে, সে দরজা দিয়েই প্রবেশ করাবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

খ। যে এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের হক ব্যতীত তার রক্ত ও মাল-ধন হারাম:

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই,) বলবে এবং আলাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, তা অস্বীকার করে, তার মাল-ধন ও রক্ত হারাম হয়ে যায়, আর তার হিসাব (বাতেনী হিসাব) আল্লাহর উপর বর্তায়। (মুসলিম)

গুনাহগার তাওহীদবাদী মুসলিমের জন্য জাহান্নামের হুশিয়ারী সম্পর্কিত মাসয়ালা:

যে সব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই) বলবে, নিশ্চয়ই সে জান্নাতে প্রবেশ করেব বা আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

অবশ্যই তা শাস্তির হুশিয়ারীর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ...الحديث﴾ رواه ابن ماجة (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হল, তার চল্লিশ দিন কোন নামায কবূল হবে না, এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস সহীহ)

উক্ত দু' ধরণের হাদীসের সমাধান নিম্নরূপ:

১। কারো মতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ সাক্ষ্য দেয়ার হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তা জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির একটি কারণ এবং তার রয়েছে দাবী। কিন্তু তার দাবী বাস্তবায়ন হবে না, যতক্ষণ তার শর্তসমূহ পূর্ণ না হবে এবং দাবী পূরনের উপর প্রতিবন্ধকতা মুক্ত না হবে। শর্তসমূহের মাত্র একটি শর্তও অনুপস্থিত হলে বা তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে (কালেমার) তার দাবীও অনুপস্থিত হবে। (এ উক্তি হলো আল হাসান ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহর (রাহেমাহুমাল্লাহ)

২। জাহান্নামের জন্য সে হারাম এর অর্থ হলো, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে না। সুতরাং আলাহ যদি চান যে, তাকে তার পাপের কারণে আযাব দিবেন, তাহলে শাস্তি দিয়ে তাকে পুনরায় তা থেকে জান্নাতে প্রবশে করাবেন। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

﴿ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾رواه الشيخان.

অর্থাৎ আলাহ তায়ালা বলেন: আমার ইজ্জত,মর্যাদা, অহংকার ও বড়ত্বের কসম, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে আমি তাকে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে বের করব। (বুখারী-মুসলিম)

(লেখক) আমি বলি: আহলে তাওহীদের মধ্যে যারা শাস্তির হুশিয়ারী প্রাপ্ত তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিলেও তারা অবশ্য জাহান্নামে স্থায়ি হবে না। অতএব আল্লাহ যাদেরকে ক্ষমা করবেন তাদেরকে বিনা আযাবেও জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন।

৩। অথবা জাহান্নাম হতে বের হওয়ার পরে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং সাধারণত: নিশ্চয়ই যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে (তাওহীদ গ্রহণ করল) সে মূলত

তেমন যা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে: যে কোন সময়ে তার উপকারে আসবে কিন্তু এর পূর্বে তার যা হওয়ার হবে। (বাযযার-হাদীস সহীহ) আলাহই অধিক জ্ঞাত।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্য দেয়াই তাওহীদে উলুহিয়্যাহ

আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহ্বান করে কুরআনের বর্ণনা, যেমন মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} (৩৫) سورة الصافات

অর্থ: তাদেরকে যখন 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই' বলা হত, তখন তারা অহংকার করত। (সূরা সাফফাত: ৩৫)

সুতরাং এটি প্রমাণিত হল যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্যই হল তাওহীদ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের অর্থ:

আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের দুটি রোকন:

১। না বাচক ২। হ্যাঁ বাচক।

না বাচক: لا إله "লা ইলাহা" বলতে আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয়, সব নাকচ ও অস্বীকার করা বুঝায়। কেননা তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই।

হ্যাঁ বাচক: إلا الله "ইল্লাল্লাহ" বলতে যাবতীয় ইবাদত এক আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা বুঝায়।

কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর বিশ্লেষণ:

لا (লা) লায়ে নাফী জিনস (যার পূর্বে এ লা ব্যবহার হয়, তার সমস্ত জাত-স্বত্তাকে নাকচ করে।

إله (ইলাহ) লায়ে নাফী জিনসের ইসম, নসবের হালতে ফাতাহ (যবর) হিসেবে মবনী।

লায়ে নফীর খবর উহ্য (মাহযুফ) আর তা হলো: بحق অথবা مستحق للعبادة সত্য বা ইবাদতের উপযুক্ত।

এখানে লায়ে নাফীর খবর (সত্য শব্দটি) যা উহ্য রয়েছে, তার দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ الحج(৬২).

অর্থাৎ এজন্য যে, আল্লাহ– তিনিই সত্য, আর তাঁকে বাদ দিয়ে তারা অন্য যাকে ডাকে তা অলীক, অসত্য। (সূরা হজ্জ:৬২)

কালেমায়ে শাহাদত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র ফজীলত

১। যে ব্যক্তি কালেমায়ে শাহাদাত বাস্তবায়ন করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও সে কিছু কিছু এমন পাপ করে, যাতে তার আসল ঈমান নষ্ট হয় না। এমনকি যদিও তাকে পাপের জন্য শাস্তি দেয়া হবে কিন্তু পরবর্তীতে তার স্থান জান্নাতই হবে। যেমন উবাদা ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ...الحديث) وفيه: (أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ...الحديث) رواه الشيخان .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ বতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল--- " (এতে আরো রয়েছে) আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন... । (বুখারী ও মুসলিম)

২। যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে নিশ্চয়ই কোন না কোন দিন কালেমা তাকে উপকৃত করবে, যদিও তার পূর্বে তার যা সাজা পাওয়ার পাবে। যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(من قال : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ) رواه البزار والبيهقي في الشعب (صحيح) .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, কালেমা তাকে কোন এক সময়ে উপকৃত করবে, যদিও তার পূর্বে যা তার প্রাপ্য (শাস্তি) পাবে। (আল বাযযার ও বায়হাকী, হাদীস সহীহ)

৩। কিয়ামতের দিন বান্দার (আমলের) যত রেকর্ড প্রকাশ পাবে, তার মধ্যে কালেমায়ে শাহাদাত "লা ইলাহা ইলাল্লাহ" এর কার্ডটি যত নথি-পত্র ও রেকর্ড রয়েছে, তার উপর ভারি ও উন্নীত হয়ে যাবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ) رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ আমালনামার রেকর্ডের মধ্য থেকে একটি কার্ড বের হবে, তাতে থাকবে "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।" অত:পর আল্লাহ বলবেন: তোমার মীযানের (আমল নামার) নিকট আস। সে বলবে: হে আমার রব! এসব রেকর্ডের সাথে এ কার্ডটি কিসের? তিনি বলবেন: নিশ্চয়ই তোমার উপর জুলুম করা হবে না। বলেন: এরপর সমস্ত রেকর্ড এক পাল্লায় আর ঐ কার্ডটি এক পাল্লায় রাখা হবে, যাতে রেকর্ডসমূহ হালকা হয়ে যাবে এবং ঐ কার্ডটির পাল্লাই ভারি হয়ে যাবে।

আল্লাহর নামের সাথে কোন কিছুই ভারি হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ ও হাকেম, হাদীস সহীহ।)

৪। নিশ্চয়ই এ কালেমায়ে শাহাদাত জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ। যেমন উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। (মুসলিম)

৫। যে ব্যক্তি এ কালেমা বলবে জাহান্নামের আগুন হতে তাকে বের করা হবে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً) .

অর্থাৎ জাহান্নাম হতে বের কর, যে বলবে: لا إله إلا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) অথচ তার অন্তরে এক যবের দানার পরিমাণও কল্যাণ থাকবে। জাহান্নাম হতে বের কর যে বলবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অথচ তার অন্তরে থাকবে এক গমের দানা পরিমাণ কল্যাণ। জাহান্নাম হতে বের কর, যে বলবে: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর তার অন্তরে এক অনু বা বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ থাকবে।

৬। কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" যদি এক পাল্লায় এবং সপ্তাকাশ ও সপ্তযমীন অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে সেগুলি নিয়ে কালেমা ভারি হয়ে ঝুকে যাবে এবং আকাশমন্ডলী ও যমীন যদি এক গোলক বা বৃত্তে পরিণত হয়, নিশ্চয়ই কালেমা তা ধ্বংশ করে দিবে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

(إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا ﷺ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِابْنِهِ إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) رواه أحمد (صحيح) .

অর্থাৎ আলাহর নবী নূহ عليه السلام এর নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হল, তিনি তাঁর ছেলেকে বলেন: নিশ্চয়ই তোমাকে আমি ওসীয়ত বর্ণনা করব: তোমাকে দু'টি বিষয়ের আদেশ ও দু'টি বিষয়ের নিষেধ করছি। তোমাকে আমি আদেশ করি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর। কেননা যদি সপ্তাকাশ ও সপ্তযমীন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এক পাল্লায়, তবে সেগুলি নিয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ঝুকে যাবে। আর সপ্তাকাশ ও সপ্তযমীন

যদি বিশাল গোলাকৃতিতে পরিণত হয়, তবে তাকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ধ্বংস করে দিবে। (আহমদ-সহীহ)

৭। এ কালেমা আকাশের দরজাগুলি তার জন্য খুলে দিবে। এমনকি আরশ পর্যন্ত পৌঁছাবে। যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) رواه الترمذي (حسن) .

অর্থাৎ কোন বান্দা যদি ইখলাস-একনিষ্ঠতার সাথে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে, তার জন্য আকাশের দরজাগুলি খুলে দেয়া হবে। এমনকি যদি সে কবীরা গুনাহ হতে বেচে থাকে, তবে তাকে আরশে পৌঁছে দেয়া হবে। (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)

৮। কালেমায়ে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা। যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ) رواه مسلم ,

অর্থাৎ ঈমানের সত্তর বা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা। আর সর্বনিম্ন হলো: রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

(الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) رواه الترمذي (صحيح) .

অর্থাৎ ঈমানের সত্তরের অধিক দরজা, যার সর্বনিম্ন হলো: রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর সর্বোচ্চ হলো: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” (তিরমিযী- হাদীস সহীহ)

৯। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” হলো: তাকওয়ার কালেমা:

যেমন তোফাইল বিন উবাই বিন কাব তার পিতা হতে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে (সূরা ফাতহ ২৬ নং আয়াত)

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾ رواه الترمذي (صحيح)

এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন: এর তাৎপর্য হলো: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” (তিরমিযী- হাদীস সহীহ)

১০। “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” হলো: সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত কালেমা। যেমন আল্লাহর বাণীতে রয়েছে:

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর অবলম্বনে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (সূরা ইবরাহীম: ২৭)

অনুরূপ বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾) رواه الشيخان .

অর্থাৎ মুসলমান যখন কবরে জিজ্ঞাসিত হবে, সাক্ষ্য দিবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" আর এটিই হলো আল্লাহর এ বানীর মর্ম:

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾

অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত বাণীর অবলম্বনে দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।' (বুখারী ও মুসলিম)

১১। যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু..." বলবে সে আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের ফজীলত প্রাপ্ত হবে, আর তা হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) رواه الشيخان .

যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.. কাদীর" দিনে একশত বার বলবে, তার জন্য দশ গোলাম আজাদ করার সমান সওয়াব, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, তার থেকে একশত গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। এর চেয়ে উত্তম আর কেউ করতে পারে না, তবে যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী আমল করবে সে ব্যতীত। (বুখারী ও মুসলিম)

১২। যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে সে আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের ফজীলত অর্জন করবে, আর তা হলো:

(مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) رواه الترمذي (صحيح) .

যে ব্যক্তি দশবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু...কাদীর" বলবে তার জন্য তা ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) এর বংশের চারজন গোলাম আজাদ করার সমান সে নেকী পাবে। (তিরমিজী-সহীহ)

১৩। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জান্নাতের চারা রোপন স্বরূপ:

যেমন ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ) رواه الترمذي (حسن) .

মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন: আপনি আমার পক্ষ হতে আপনার উম্মতকে সালাম বলবেন এবং তাদেরকে খবর দিবেন, জান্নাতের উত্তম মাটি ও মিঠা পানি ও তার রয়েছে সমতল (উর্বর) ভূমি আর তার **চারা হল: সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়ালল্লাহু আকবার**। (তিরমিযী, হাদীস হাসান)

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তাবলী:

বান্দার জন্য জরুরী হল, সে যেন নিম্নের শর্তাবলীর মধ্য হতে কোনটি ভঙ্গ না করে, প্রত্যেকটিই মৃত্যু পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে। সুতরাং সে যদি প্রত্যেকটিই বাস্তবায়ন করে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাকে উপকৃত করবে।
এশর্তগুলি মুখস্ত করা শর্ত নয় বরং তা বিশ্বাস ও আমলে বাস্তবায়ন করা জরুরী।

১। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ইলেম অর্জন করা:

অর্থাৎ এ কালেমার না ও হ্যাঁ সূচক অর্থ সম্পর্কে জানা। ইলেম হলো অজ্ঞতার বিপরীত।
সুতরাং সে জানবে যে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের আর কেউ হকদার বা উপযুক্ত মাবূদ নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾[محمد : 19].

অর্থাৎ জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। (সূরা মুহাম্মাদ: ১৯)

﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾[الزخرف : 86].

অর্থাৎ তবে যে জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় সে ছাড়া। (সূরা যুখরুফ: ৮৬)
উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একথা জেনে মৃত্যুবরণ করল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

২। ইয়াকীন-দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহ-শংষয়ের পরিপন্থী:-

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ ব্যতীত সত্য মাবূদ নেই উক্তিটির যেন অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় ও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই এবং তাতে তার কোনই সন্দেহ নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا...الآية﴾[الحجرات : 15]

অর্থাৎ মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে, অত:পর কোনরূপ সন্দেহ করে না, আর তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী। (সূরা যুখরূ ফ: ১৫)

পক্ষান্তরে যে সন্দেহ পোষন করবে সে নিশ্চয়ই মোনাফেক। অতএব, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা তার কোনই উপকারে আসবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾[التوبة : 45].

অর্থাৎ তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা তারাই করে যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না, যাদের অন্তর সন্দেহপূর্ণ, কাজেই তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। (সূরা তাওবা: ৪৫)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত:

(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه مسلم.

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। যে বান্দা বিনা সন্দেহে এ দু' সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

৩। ইখলাস-একনিষ্ঠতা:-

অর্থাৎ বান্দা যেন তার আমল-ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই যাবতীয় শিরক হতে খালেস ও মুক্ত করে আদায় করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾[البينة : 5] .

অর্থাৎ তাদেরকে কেবল হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। (সূরা বায়্যিনাহ: ৫)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ) رواه البخاري.

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আমার সুপারিশ পেয়ে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালেস অন্তরে বা মনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। (বুখারী)

৪। সততা-সত্যবাদিতা যা মিথ্যার পরিপন্থী:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾[العنكبوت : 1-3] .

অর্থাৎ আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? তাদের পূর্বে যারা ছিল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম; অত:পর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন্‌কাবুত: ১-৩)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾[التوبة:১১৯].

অর্থাৎ ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের অর্ন্তভুক্ত হও। (সূরা তাওবা: ১১৯)

আল্লাহ তায়ালা মোনাফিকদের ব্যাপারে বলেন, যারা মিথ্যা করে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾[البقرة :8-10].

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। তারা আলাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে, আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, অত:পর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা বাকারা: ৮-১০)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾[المنافقون: 1].

অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফেকূন: ১)

মুয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম) বলেন

(مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ যে কেউ অন্তর থেকে সততার সাথে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর দাবীকে আন্তরিক, মৌখিক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে কবূল করা:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য নবীদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাতে তাদের উম্মতের ব্যাপারে এসেছে যে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমাকে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে আযাব হতে মুক্তি দান করেছেন। পক্ষান্তরে যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতিশোধ নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[الروم :47].

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি রসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম তাদের নিজ নিজ জাতির নিকট। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। অত:পর যারা অন্যায় করেছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (সূরা রূম: ৪৭)

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হতে বিমূখ কপট-অহঙ্কারীদের ব্যাপারে খবর দেন যে, তারা নিশ্চয়ই তাদের অহঙ্কারের জন্য কঠিন আযাবের হকদার। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾[الصافات: 22].

অর্থাৎ (হুকুম দেয়া হবে) 'একত্র কর যালিমদেরকে আর তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদেরকেও, তারা যাদের 'ইবাদাত করত (সূরা সাফ্ফাত: ২২)

শেষে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ * وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴾[الصافات : 35-36].

অর্থাৎ তাদেরকে যখন বলা হত 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই', তখন তারা অহংকার করত। আর তারা বলত, "আমরা কি এক পাগল কবির কথা মেনে আমাদের মাবূদগুলোকে ত্যাগ করব? (সূরা সাফ্ফাত: ৩৫-৩৬)

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হিদায়েত-তরীকা ও ইলেম দিয়ে পাঠিয়েছেন। তার উদাহরণ হলো, যেমন উত্তম এক যমীনে পর্যাপ্ত ও পরিস্কার বৃষ্টিপাত হলো: সে যমীন পানি গ্রহণ করত ঘাস ও লতাপাতা পর্যাপ্ত উৎপাদন করল, সে যমীন ছিল আদর্শ মাটির তাই পানি ধারণ করল, যার ফলে আল্লাহ তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করলেন। সুতরাং তারা পান করল ও চাষাবাদ করল, তার মধ্যে কিছু অন্য সমতল ভূমি যাতে পানি ধারণ করতে পারে না, ঘাস-সব্জী উৎপাদন করতেও অক্ষম। তার দৃষ্টান্ত হলো, সেই ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ইলম অর্জন করল, আমি যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি তা দ্বারা উপকৃত হলো, তাই সে ইলম অর্জন করল ও অন্যকে শিক্ষা দিল এবং দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির যে তার জন্য মাথা উঠাল না ও আল্লাহর সেই হিদায়েত গ্রহণ করল না যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" র দাবী মেনে বাস্তবে রূপ দেয়া, এর বিপরীত হলো বর্জন করা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾[الزمر:54].

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও আর তাঁর অনুগত হও। (সূরা যুমার: ৫৪)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾[لقمان : 22].

অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করে আর সে সৎকর্মশীল, সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল। (সূরা লুকমান: ২২)

নিজ স্বত্ত্বাকে সোপর্দ করল, এর অর্থ হলো নিজে আনুগত্য করল, এমতাবস্থায় সে মুহসিন: অর্থাৎ আল্লাহকে বিশ্বাস ও সাব্যস্ত কারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় স্বত্ত্বাকে আল্লার দিকে সোপর্দ করল না, সে তাওহীদবাদী বা আল্লাহকে একক সাব্যস্ত কারী নয়। কেননা সে মজবুত হাতল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেনি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

* نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾[لقمان : 23، 24].

অর্থাৎ কেউ কুফরী করলে তার কুফরী তোমাকে যেন মনেকষ্ট না দেয়, তাদের প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই; অত:পর আমি তাদেরকে জানিয়ে দেব তারা কী করত। (মানুষের) অন্ত রসমূহে কী আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশি জানেন। অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে ভোগ করতে দেব, অবশেষে তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে (প্রবেশ করতে) বাধ্য করব। (সূরা লুকমান: ২৩-২৪)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) قال النووي: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছি, তার অনুগত না হবে। (ইমাম নববী বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)

৭। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর প্রতি, তার দাবী ও তা অনুযায়ী আমলকারীদের প্রতি ভালবাসা রাখা এবং যে তা ভঙ্গ করবে তার প্রতি ঘৃণা রাখা:

অর্থাৎ তার অনুসারীদের সাথে মিত্রতা পোষণ ও যারা তার অনুসারী নয় তাদের সাথে বৈরিতা পোষণ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [التوبة : 23] .

অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের পিতা আর ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকেই বেশি ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম। (সূরা তাওবা: ২৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة : 51].

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা মায়িদাহ: ৫১)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যা আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের অনুসরনের শর্তারোপ করে বলেন:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران : 31] .

অর্থাৎ বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আলাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুত: আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' । (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তের শিক্ষা:

১ । মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ এর সাক্ষ্য প্রদান ছাড়া শুধু "লা ইলাহা ইলাল্লাহ"র সাক্ষ্য পূর্ণতা লাভ করবে না । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾[التوبة:২৪] .

অর্থাৎ বল, 'যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা আর ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ব্যবসা তোমরা যার মন্দার ভয় কর, আর বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস (এসব) যদি তোমাদের নিকট প্রিয়তর হয়, আল্লাহ তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা হতে, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন ।' আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না । (সূরা তাওবা: ২৪)

২ । সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র একটি শর্ত । আর মুমিনদের প্রতি ভালবাসা করা এবং কাফেরদেরকে অপছন্দ করা ও তাদের প্রতি বৈরিতা পোষন করাও জরুরী । আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾[النساء:১০১].

অর্থাৎ নি:সন্দেহে কাফিরগণ তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।(সূরা নিসা: ১০১)

কাফেরদের বৈরিতা হবে চীরদিনের জন্য । সাধারণত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য কিন্তু যদি তাদের পক্ষ হতে আশঙ্কা থাকে তবে প্রকাশ্য নয় । যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران : 28].

অর্থাৎ তবে ব্যতিক্রম হল যদি তোমরা তাদের যুল্‌ম হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর । (সূরা আলে ইমরান: ২৮)

আলাহ তায়ালা ইব্রাহীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপারে বলেন:

﴿ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾[الممتحنة : 4] .

অর্থাৎ যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল– 'তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি । আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রু তা

ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে। (সূরা মুমতাহিনা: ৪)

৩। আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয় সবকে অস্বীকার করা জরুরী। যেমন আবু মালেক আল আশজায়ী তার পিতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে ও আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর উপাসনা করা হয় তার সাথে কুফরী করে, তার ধন-সম্পদ ও রক্তপাত হারাম তবে তার হিসাব আল্লাহর নিকট। (মুসলিম)

৪। বান্দার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা সকল কিছুর উর্ধে ও অধিক হওয়া জরুরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ....الآية﴾[التوبة:٢٤].

অর্থাৎ বল, 'যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা... । (সূরা তাওবা: ২৪)

বরং নিজের জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসা করা জরুরী। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানের মিষ্টতা সম্পর্কে বলেন:

(أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) رواه الشيخان.

অর্থাৎ তার নিকট যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত যত কিছু যত কেউ আছে তার অপেক্ষা প্রিয় হয়। (বুখারী-মুসলিম)

আবু হুরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার নিকট আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ হতে প্রিয়তম না হয়ে যাব। (বুখারী ও মুসলিম)

৫। ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করা জরুরী। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রতি দাওয়াত

আল্লাহর দ্বীনের (ইসলামের) দিকে এবং কালেমায়ে শাহাদাত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর" (তাওহীদের) দিকে দাওয়াত ও আহ্বান করা জরূরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ...الآية ﴾[آل عمران : 104].

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে..। (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেন:

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي...الآية﴾[يوسف : 108].

অর্থাৎ বল, 'এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাচ্ছি, আমি ও আমার অনুসারীরা, ইয়াকীন ও সঠিক প্রমাণের মাধ্যমে। (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

(إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...الحديث) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি এমন এক জাতির নিকট যাচ্ছো যারা আহলে কিতাব (কিতাবধারী)। সুতরাং তাদের নিকট যখন যাবে, তাদেরকে আহ্বান করবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, লা ইলাহা ইলাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই।) (বুখারী ও মুসলিম)

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাস্তবায়নের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

✸ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয়ই তার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়, সে যেন উক্ত সাক্ষ্যের হক প্রতিষ্ঠা করত: ফরজসমূহ আদায় করে ও আল্লাহ তার উপর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকে। আর যে উভয় সাক্ষ্য দিল, তাই নিছক সাক্ষ্যের ফলে তার কৃত অপরাধের জন্য পার্থিব্য শাস্তি মওকুফ হবে এমন নয়। যেমন সে উভয় সাক্ষ্য প্রদান করল কিন্তু যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করল। তাহলে তার সাথে অবশ্যই লড়াই করা হবে, কেননা তা হলো উভয় সাক্ষ্যের হক। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই) ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য প্রদান এবং নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত আমি লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

(বুখারী ও মুসলিম)
আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কেননা যাকাত হলো মালের হক। আর যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানীর ভিত্তিতেই:
(فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) رواه الشيخان.
অর্থাৎ তারা যদি তা মেনে নেয়, তবে তারা আমার নিকট কালেমার হক ব্যতীত তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ হেফাজত করে নিল, তবে তাদের হিসাব আল্লাহর উপরে। (বুখারী ও মুসলিম)
✸ যে বান্দা উভয় সাক্ষ্য তথা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ..." আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই ও নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলাহর রাসূল বাস্তবায়ন করল সে মূলত তাওহীদকে অপরিহার্যরূপে বাস্তবায়ন করল। আর সেই ব্যক্তি তার সাধ্যমত আল্লাহ তার প্রতি যা ওয়াজিব করেছেন তা পালন করবে এবং তা থেকে বিরত থাকবে যা কিছু আল্লাহ তার প্রতি হারাম করেছেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
(فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري .
অর্থাৎ আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করব, তা হতে তোমরা বেঁচে থাক এবং যখন কোন কাজের নির্দেশ দেই তোমরা তা সাধ্য মত পালন কর। (বুখারী)
✸যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (তাওহীদের) সাক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে আর সে ঝাড় ফুঁক করাবে না, শরীর দগ্ধ করে দাগ দেয়াবে না এবং কোন ভাবে সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ নির্ণয় করবে না এবং আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে, সে নিশ্চয়ই বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তার কোন হিসাব হবে না)। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবেন তাদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে বলেন:
(هُمْ الَّذِينَ لَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) رواه الشيخان
.
অর্থাৎ ওরা তাঁরাই যাঁরা সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ নির্ণয় করে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং শরীর দগ্ধ করে দাগ লাগায় না বরং তাদের রবের উপরেই তারা নির্ভর করে। (বুখারী)
যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর (তাওহীদের) সাক্ষ্য বাস্তবায়ন করবে কিন্তু সে ঝাড়ফুঁক করায় বা শরীর দগ্ধ করে দাগ লাগায় সেও নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু তাকে হিসাব দিতে হবে। যেমন "ঝাড়ফুক করায় না ও শরীর দগ্ধ করে দাগ দেয়ায় না...." হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়।

পরিচ্ছেদ

কালেমার দাবি অনুযায়ী মিত্রতা ও বৈরিতা

ক। বান্দা যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তগুলি বাস্তবায়ন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিত্রতা গড়ে, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত যত কিছু এমনকি তার জীবন হতেও উভয়ই তার নিকট প্রিয়তম হবে। সে মুমিনের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং সে কুফর ও কাফেরদের সাথে নিজেকে সম্পর্ক মুক্ত করবে। সে আল্লাহর ক্ষেত্রেই তাদের কুফরীর জন্য তাদের সাথে পরিপূর্ণরূপে শত্রুতা পোষণ করবে। সুতরাং সেই হলো অপরিহার্য মৌলিক ঈমানের পরিপূর্ণ মুমিন।

সে ফরজসমূহ পালন করে এবং হারামসমূহ বর্জণ করে।

খ। বান্দা যদি অপরিহার্য (মৌলিক) ঈমান আনে এবং তার সাথে নফল আমলসমূহ বৃদ্ধি করে ও মাকরূহসমূহ বর্জন করে তবে সে তার নফল আমল বৃদ্ধি অনুযায়ী সে পরিপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠতর মুমিন। আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেন:

(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ...الحديث) رواه البخاري .

অর্থাৎ আমার বান্দা যত ধরণের ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে তার মধ্যে আমার ফরজকৃত ইবাদতই আমার প্রিয়তম। আর বান্দা ফরজ আমলসহ নফলের মাধ্যমে যদি আমার নৈকট্য অর্জন করে তবে আমি তাকে এমন ভালোবাসতে করতে শুরু করি যে, ...(বুখারী)

গ। বান্দা যদি মিত্রতা ও বৈরিতার মৌলিক নীতি বজায় রাখে কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সে নিজের জীবনের মত ভালবসে, তার জীবনের অধিক তাদের উভয়কে ভাল না বাসে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার তুলনায় নিজের জীবনকে অধিক ভালবাসে,তবে সে অপরিহার্য-মৌলিক ঈমানের অসম্পূর্ণ মুমিন। সেজন্য সে পাপী ফাসেক।

ঘ। আর বান্দা যদি মিত্রতা ও বৈরিতার মৌলিকনীতি অবলম্বন করে কিন্তু সে আল্লাহর দ্বীনের কোন কিছুকে ঘৃনা করে, তবে সে মুমিন নয়, কেননা সে যেহেতু আল্লাহর দ্বীনের কোন কিছু ঘৃণা করে এমনকি যদিও তা নফল-সুন্নাতের অন্তর্ভুক্তও হয় সে একজন মুরতাদ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴾[محمد : 9].

অর্থাৎ তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, কাজেই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন। (সূরা মুহাম্মাদ: ৯)

ঙ। বান্দা যদি মিত্রতা ও বৈরিতা নীতি অবলম্বন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তাঁর

জীবন অপেক্ষা বেশী ভালও বাসে কিন্তু সে মুমিনদের জন্য তেমন পছন্দ করে না, যেমন তার পছন্দ নিজের জন্য বরং সে মুমিন ভাইয়ের অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে নিজের জন্য, তবে সে ব্যক্তি অপরিচহার্য ঈমানের অসম্পূর্ণ এবং পাপী ফাসেক ব্যক্তি।

মুমিনদের সাথে মিত্রতার লক্ষণ ও তার বিপরিত হতে সতর্কতা

১। মুসলমানের জন্য কুফর দেশ হতে মুসলিম দেশের দিকে হিজরত করা জরুরী; যদি দ্বীন ইসলামের নিয়ম নীতি ও ঐতিহ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء : 97-99].

অর্থাৎ যারা নিজেদের আত্মার উপর যুল্ম করেছিল এমন লোকদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে– 'তোমরা কোন্ কাজে নিমজ্জিত ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহ্‌র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান! কিন্তু যে সকল সহায়হীন পুরুষ, নারী ও বালক যারা উপায় বের করতে পারে না আর তারা পথও পায় না, আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ গুনাহ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা: ৯৭-৯৯)

২। মুসলমানদেরকে সাহায্য করা এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের যা প্রয়োজন তাতে সহযোগিতা করা জরুরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الأنفال:٧٢].

অর্থাৎ তবে তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে তাদের বিরুদ্ধে নয় যাদের সঙ্গে তোমাদের মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা আনফাল: ৭২)

৩। নিজের জন্য যা পছন্দ তা অন্য মুসলমানের জন্য পছন্দ করা জরুরী। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৪। মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে না করা, অপমান না করা এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ না করা। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) روه مسلم عن أبي هريرة ﷺ.

অর্থাৎ মুসলিম হলো মুসলিমের ভাই, সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে অপমান করবে না, তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তাকওয়া (আল্লাহর ভয়) তো এখানে, এ বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করেন, এভাবে তিনবার বলেন। ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। মুসলমানের উপর প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রু হারাম। (মুসলিম)

৫। মুসলিম ভাইকে ঘৃনা না করা, তার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করা বরং তার ভাইয়ে পরিণত হয়ে যাওয়া।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا) رواه مسلم عن أبي هريرة ﷺ.

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা কর না, প্রতারণামূলক দালালী কর না পরস্পরকে ঘৃনা কর না, পরস্পরকে পৃষ্টপ্রদর্শণ কর না, তোমরা কেউ কারো বেঁচা-কেনার উপর বেঁচা-কেনা করবে না বরং তোমরা পরস্পরে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও। (মুসলিম)

৬। মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শণ কর ন, তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রু প বা তার গীবত করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عسى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عسى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تلمزوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بالألقاب بِئْسَ الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فأولئك هُمُ الظالمون * ياأيها الذين آمَنُواْ اجتنبوا كَثِيراً مِّنَ الظن إِنَّ بَعْضَ الظن إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ واتقوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات : 11 - 12]

.

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! কোন সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (ঈমানের আগে কৃত

অপরাধকে যা মনে করিয়ে দেয় সেই) মন্দ নাম কতই না মন্দ! (এ সব হতে) যারা তাওবাহ করে না তারাই যালিম। হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাক। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজাখুঁজি করো না, একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ-ত্র টি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশি তাওবাহ ক্ববূলকারী, অতি দয়ালু। (সূরা হুজুরাত: ১১-১২)

৭। মুসলিম ভাইয়ের প্রতি উপদেশ প্রদান করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যা মুমিনের দাবী বর্ণনা করেন:

(الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِم) رواه مسلم .

অর্থাৎ দ্বীনের ভিত্তি হলো, নসীহত-উপদেশ আমরা বললাম: কার জন্য, তিনি বলেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমামদের ও তাদের সাধারণের জন্য। (মুসলিম)

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বাইআত করেন,

(إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নসীহত করার। (বুখারী ও মুসিলম)

৮। মুমিন ভাইকে শক্তিশালী কর ন:

আবু মূসা আশয়ারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) رواه الشيخان.

অর্থাৎ মুমিন মুমিনের জন্য ভবন সদৃশ, একজন অন্যজনকে শক্তিশালী করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৯। মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর বিয়ের প্রস্তাব না দেয়া, যতক্ষণ সে অনুমতি না দিবে বা প্রত্যাখ্যান না করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ মুসলিম যেন তার ভাইয়ের পন্য দরাদরির উপর যেন দরাদরি না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর যেন প্রস্তাব না দেয়। (মুসলিম)

১০। মুসলিম ভাইদের সংস্পর্শ ও সংশ্রব বজায় রাখুন এবং তাদের পক্ষ হতে কষ্টে ধৈর্যধারণ কর ন। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (صحيح).

অর্থাৎ যে মুমিন মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে তার অপেক্ষা উত্তম যে মানুষের সাথে মিশে না ও তাদের কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না। (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, সহীহ)

১১। মুমিন ভাইয়ের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিরোধ করা ন। যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ) رواه أبو داود (حسن).

অর্থাৎ মুমিন মুমিনের আয়না ও মুমিন মুমিনের ভাই তার ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিহত করবে এবং যথাসম্ভব তার সাথে থেকে তাকে হেফাজত করবে। (আবু দাউদ, হাসান)

১২। মুমিন ভাইয়ের সহমর্মী হোন। অতএব, তাদের আনন্দে আনন্দিত ও তাদের দু:খ-বেদনায় ব্যথিত হোন।

সাহল ইবনে সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ) رواه أحمد (حسن).

অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে মুমিনের সম্পর্ক শরীর ও মাথার সম্পর্কের মত। সুতরাং ঈমানদারদের ব্যাথায় মুমিন ব্যাথিত হবে, যেমন শরীর ব্যাথিত হয় মাথার ব্যাথার কারণে। (আহমদ-হাসান)

১৩। মুমিনগণ জান-মাল ও আত্মীক দিক দিয়ে যেন নিরাপদ থাকে।

ফুজালা বিন উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ) رواه ابن ماجة (صحيح).

অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন তো সেই যার পক্ষ থেকে মানুষ তাদের জান-মালের দিক দিয়ে নিরাপদ হবে এবং প্রকৃত মুহাজির তো সেই যে, পাপ ও গুনাহ বর্জন করে। (ইবনে মাজাহ, সহীহ)

১৪। আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হোন, যাদের সাথে তার মুমিন ভাইগণ ভালবাসা করে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হোন যে তাদের জন্য উপকারী।

যেমন সাহল ইবনে সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَ يُؤْلَفُ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ) رواه أحمد. وزاد في حديث جابر ﷺ: (وخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ).

অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন তো সেই যে মুহাব্বাতকারী ও যার সাথে ভালবাসা করা যায়। ওর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই , যে ভালবাসা করে না ও যার সাথে ভালবাসা করা যায় না। (আহমদ)

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে এ অতিরিক্ত আছে:

মানুষের মাঝে যে তাদের জন্য অধিক উপকারী সেই লোকদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

১৫। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সদা মুমিনদের সাথে থাকুন।

যেমন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) رواه أبو داود والنسائي (صحيح).

অর্থাৎ মুমিনগণ দিয়াত বা কেসাস (রক্তপণ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের, তাদের নিম্ন পর্যায়ের লোকের জিম্মা বা নিরাপত্তা প্রদান অবশিষ্টদের জন্য যথেষ্ঠ। তারা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতায় অমুসলিমদের বিরুদ্ধে এক বাহুর মত। (আবু দাউদ ও নাসায়ী-সহীহ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের হাদীসে রয়েছে:

(يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ...الحديث) رواه أبو داود وابن ماجة (حسن).

অর্থাৎ তাদের শক্তিশালীরা দূর্বলদের সহযোগিতা করবে এবং তাদের অভিযানরতরা অবস্থানরতদেরকে লক্ষ্য রাখবে..। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ (হাসান)

১৬। মুসলিম ভাই যেন আপনার জবান ও হাত হতে নিরাপদ হয়।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ...الحديث) رواه البخاري.

অর্থাৎ প্রকৃত মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যার জবান ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদ। (বুখারী)

১৭। আপনি যে মাল আপনার মুসলিম ভাইয়ের নিকট বিক্রয় করবেন, তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিন।

উকবা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي (صحيح).

অর্থাৎ মুসলিম হলো মুসলিমের ভাই। অতএব, মুসলমানের জন্য জায়েয নেই সে এমন পন্য তার ভাইয়ের নিকট বিক্রি করবে যার দোষ রয়েছে অথচ তার নিকট তা বর্ণনা করবে না। (আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী, হাদীস সহীহ)

১৮। মুসলিম ভাইয়ের সাথে খিয়ানত করবেন না, তার নিকট মিথ্যা বলবেন না এবং তাকে অপমান করবেন না।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ...الحديث) رواه الترمذي (صحيح).

অর্থাৎ মুসলিম মুসলিমের ভাই। অতএব, তার সাথে খেয়ানত করবেনা, মিথ্যা বলবে না ও তাকে অপমান করবে না। (তিরমিযী-সহীহ)

১৯। আপনার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি জুলুম করবেন না, তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবেন না, তার প্রয়োজন পুরণকারী হন, তার বিপদ-আপদ দূর কর ন এবং তার দোষ-ত্র টি গোপন কর ন।

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ মুসলিম মুসলিমের ভাই। অতএব, সে তার উপর জুলুম করবে না, তাকে (শত্রুর হাতে) সোপর্দ করবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের হাজত-প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ তার হাজত পূরণ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের কোন বিপদ দূর করবে, তার কারণে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার বিপদমুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২০। আপনার ভাইয়ের সাথে হিংসা করবেন না, দালালীর সাথে কেনা বেঁচা করবেন না এবং তাকে ঘৃনা করবেন না।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا...الحديث) رواه مسلم.

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর হিংসা কর না, দালালী কর না, ঘৃনা কর না, পৃষ্ঠপ্রদর্শণ কর না। (মুসলিম)

২১। মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাত কর ন, তার সাথে মিলিত হোন, আল্লাহর জন্য আপনি তাকে ভালোবাসুন।

সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া পাবে যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, এ হাদীসে তাদের মধ্যে একজন হলো:

(وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ)رواه الشيخان.

অর্থাৎ এমন দু'ব্যক্তি যারা পরস্পর আল্লাহর জন্যই ভালবাসা করে এবং আল্লাহর জন্যই মিলিত হয় ও আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

(قَالَ اللَّهُ ﷻ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ: আল্লাহ বলেন: আমার ভালবাসা জরুরী হয়ে যায়, যারা আমার জন্যই পরস্পর মহাব্বতকারী, সহ অবস্থানকারী, আমার জন্য পরস্পর যিয়ারতকারী এবং আমার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর হাদিয়া প্রদানকারী।

২২। মুসলমানের হক আদায় কর ন।

যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ) رواه مسلم.

অর্থাৎ মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক, বলা হলো সেগুলি কি হে রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেন: যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম দাও, যখন তোমাকে দাওয়াত দেয় কবুল কর, যখন উপদেশ চায় তাকে উপদেশ দাও, হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ বললে জবাব দাও, অসুস্থ হলে দেখতে যাও এবং ইন্তেকাল করলে তার জানাযায় শরীক হও। (মুসলিম)

২৩। তোমার ভাইয়ের পার্শে দাঁড়িয়ে সাহায্য কর যাতে সে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে নিজ হক নিতে পারে যে তার উপর যুলুম করেছে, যদি সে যালেম হয় তাহলে তাকে যুলুম থেকে দুরে সরিয়ে দাও।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ) رواه البخاري.

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর সে অত্যাচারি অথবা অত্যাচারিত হোক জনৈক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহর রাসূল, যখন সে অত্যাচারিত তখন তাকে সাহায্য করব, কিন্তু যখন

অত্যাচারি হবে তখন তাকে কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, যুলুম হতে বাধা দিবে অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, নিশ্চয় এটি তার সাহায্য। (বুখারী)

২৪। তোমার মুমিন ভাই ছোটদের প্রতি দয়া কর এবং বড়দের সম্মান কর

উবাদাত বিন সামেত হতে বর্ণিত, রাসূল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ) رواه أحمد (حسن). وقال ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا) رواه أحمد والترمذي (صحيح).

যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করল না ও আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করল না, এবং আমাদের আলেমদের হক বুঝল না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আহমাদ ও তিরমিজী-সহীহ)

২৫। আপনার মুমিন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ واستغفر لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات ﴾ [محمد : 19].

“ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ভুলত্র টির জন্য আর মু’মিন ও মু’মিনাদের জন্য। (সূরা মুহাম্মাদ: ১৯)

কাফেরদের সাথে মিত্রতার আলামত হতে সতর্কতা

১। মুসলিম ভাই! কাফেরদের ইবাদত-উপাসনা, কৃষ্টি-কালচার স্বভাব বৈশিষ্টে পোষাক ইত্যাদিতে তাদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য পোষণ করা হতে সতর্ক হোন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য পোষণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

২। দাড়ি কামান ও গোফ বড় করা এবং বিনা প্রয়োজনে তাদের কথা বার্তার অনুকরণ ও সাদৃশ্য পোষণ করা হতে সতর্কতা অবলম্বন কর ন।

৩। বিনা প্রয়োজনে কাফেরদের দেশে সফর করবেন না। কাফেরদের দেশে বসবাস করা হতে সতর্ক হোন। সেখান হতে সামর্থ থাকলে হিজরত করু ন।

৪। মুসলমানদের বির দ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য করবেন না।

৫। তাদের প্রশংসা ও গুণগান গাইবেন না। তাদের পক্ষ অবলম্বন ও তাদের সাফাই গাওয়া, তাদেরকে নিয়ে আনন্দিত হওয়া, তাদের বাতিল ও নষ্ট আকীদার প্রতি লক্ষ্য না করা হারাম মিত্রতার অন্তর্ভুক্ত।

৬। তাদের নামে নাম করণ, তাদের প্রতি ভালবাসা ও এধরণের বিষয় হতে সতর্ক হোন।

৭। কাফেরদের জন্য ক্ষমা চাইবেন না ও তাদের মৃত্যুবরণকারীদের জন্য রহমতের দোয়া করবেন না।

৮। তাদের উৎসব ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হতে এবং তার আয়োজনে সহযোগিতা, তাতে তাদেরকে অভ্যার্থনা জানানো বা সেখানে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকুন।
৯। তাদেরকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা বা মুসলিম বিরোধী শক্তির সাথে বন্ধুত্ব গড়া বা প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ ও নিরাপদ সহযোগীতা ব্যাতীত যুদ্ধে তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ হারাম।
যে তারিখ তাদের উপাসনা ও উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত ও বহিপ্রকাশ ঘটায় এমন তারিখ ব্যবহার করা হারাম।

কাফেরদের দেশে সফরের হুকুম

যদি কেউ সফর করে শরীয়ত সম্মত কাজের উদ্দেশ্যে যেমন: আল্লাহর পথে দাওয়াত বা এমন ইলেম অর্জনের জন্য যা মুসলমানদের প্রয়োজন অথচ তা মুসলিম দেশে নেই তবে এটি শরীয়ত সম্মত সফর।
যদি কেউ সফর করে এমন চিকিৎসার জন্য যে চিকিৎসা মুসলিম দেশে নেই বা এ ধরণের কিছু তবে সে সফর জায়েয।
তবে শুধু চিত্ত বিনোদন করার উদ্দেশ্যে সফর করা আর সেখানে অশ্লীলতা ও হারামের সম্মুখিন হয়ে প্রতিহত করার সামর্থ না থাকে এমন সফর অবশ্যই হারাম। (আলাহ্ই অধিক জ্ঞাত)

কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য পোষণের হুকুম

কাফেরদের সাথে এমন বিষয়ে সাদৃশ্য যা তাদের নিজস্ব আদর্শ-বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত তা অবশ্যই হারাম। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (صحيح) .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য পোষণ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ, সহীহ)

পরিচ্ছেদ

হিজরত

হিজরতের অর্থ:

হিজরত: হিজরত হলো কুফর দেশ হতে মুসলিম দেশের দিকে প্রস্থান করা ।

হিজরতের হুকুম:

✸মুসলিম যদি কাফেরদের দেশে বসবাস করে যেখানে সে স্বীয় ধর্মের অনুষ্ঠানাদী ও ঐতিহ্য প্রকাশ করতে না পারে । তবে এমন লোকদের সামর্থ থাকলে মুসলিম দেশে হিজরত করা ফরজ । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا...الآية﴾[النساء : 97].

অর্থাৎ 'আলাহ্‌র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরাত করতে'? ... । (সূরা নিসা: ৯৭)

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا) رواه أبو داود (صحيح) .

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক সেই মুসলিম হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করবে । সাহাবারা বলেন: কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, যেন তাদের উভয়ের ঘরের আগুন এক সাথে না দেখা যায় । (আবু দাউদ, সহীহ)

✸এমতাবস্থায় মুসলিম যদি ইসলামী দেশে হিজরত করতে সামর্থবান না হয়, তবে ক্ষমাযোগ্য তবে যখনই সে হিজরত করতে সামর্থবান হবে, তখনই হিজরত করবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ...الآية[النساء:98] .

অর্থাৎ কিন্তু যে সকল সহায়হীন পুরু ষ, নারী ও বালক যারা উপায় বের করতে পারে না আর তারা পথও পায় না । (সূরা নিসা: ৯৮)

✸মুসলিম যদি কাফেরদের দেশে স্বীয় ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার ও ঐতিহ্য ধরে রেখে প্রকাশ করতে পারে, এমতাবস্থায় তার ইসলামী দেশের দিকে হিজরত করা হবে সুন্নাত । তবে সেখানে তার অবস্থান যদি শরীয়ত সম্মত কারণে হয়, যেমন আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া ও অনুরূপ কর্মে তবে উক্ত দেশে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য সেখানে বসবাস শরীয়ত সম্মত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইবাদতের বর্ণনা

ইবাদতের অর্থ:

যে ইবাদতের জন্য আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলো: ইবাদত শব্দটি এমন এক পরিপূর্ণ নাম; আল্লাহ যা পছন্দ করেন ও যাতে খুশী হন, তা উক্তিমূলক হোক, কর্মমূলক হোক এবং প্রকাশ্য হোক ও অপ্রকাশ্য তা সবই অন্তর্ভুক্ত।

প্রকাশ্য ইবাদত: কালেমায়ে শাহাদত (উভয় সাক্ষ্য) উচ্চারণ করা, নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, রোযা, হজ্জ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ, মেহমানের প্রতি সম্মান, দান–খয়রাত ও আল্লাহর পথে দাওয়াত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

অপ্রকাশ্য ইবাদত: আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, পরকাল ও তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর ঈমান রাখা, আল্লাহর ভয়–ভীতি, তাঁর নিকট আকাঙ্ক্ষা, আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

ফরজ ও ফরজ নয় এর ভিত্তিতে

ইবাদতের প্রকারভেদ

১। ফরজ ইবাদতসমূহ: (ফরজসমূহ আদায় ও হারাম বর্জন)

এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَفَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا) رواه أحمد.

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মত কি আমি যদি ফরজ নামাযগুলি আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি, হারামকে হারাম জানি ও হালালকে হালাল জানি আর এর বেশী কিছু না করি, তবে কি জান্নাতে প্রবেশ করব, তিনি বলেন: হ্যাঁ। তারপর সে বলল: আল্লাহর শপথ এর চেয়ে বেশী কিছু করব না। (আহমাদ)

বান্দা যত কিছুর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে তার মধ্যে এ সমস্ত ফরজ ইবাদত অধিক প্রিয়। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) رواه البخاري.

অর্থাৎ বান্দা যত কিছুর মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে আমি যা তার উপর ফরজ করেছি, তা আমার নিকট অধিক প্রিয়। (বুখারী)

২। সুন্নাত ইবাদতসমূহ: (নফল) এর দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকে (পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়) বান্দা যত বেশী নফলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে, আল্লাহ তাকে তত বেশী ভালোবাসবেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে(যে হাদীস আল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন) রয়েছে:

(وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ...) رواه البخاري.

অর্থাৎ বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে বেশী বেশী নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে এমন কি আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি---- । (বুখারী)

আল্লাহর দাসত্বের অর্থ:

আল আবদ: যদি এর দ্বারা দাসত্ব, বিনীত ও হুকুমের অধীন বুঝায়, তবে তাতে সমস্ত মাখলুক-সৃষ্টি বুঝায় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم :93].

অর্থাৎ আকাশ আর যমীনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দাহ হয়ে উপস্থিত হবে না । (সূরা মারইয়াম: ৯৩)

আল-আবেদ: যদি এর দ্বারা আবেদ (ইবাদতকারী) বুঝায়, তবে অবশ্যই তা দ্বারা শুধু মুমিনদেরকে বুঝায় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الإسراء: 65] .

অর্থাৎ আমার প্রকৃত বান্দাহ্দের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না । (সূরা বানী ইসরাঈল: ৬৫)

সঠিক ইবাদতের ভিত্তি: ভালবাসা, ভয় ও আশা ঃ

✸ তা হলো, অতি বশ্যতার সাথে অগাধ ভালবাসা (পূর্ণ বশ্যতার সাথে পূর্ণ ভালবাসা) । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾[البقرة: 165]

অর্থাৎ কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ় । (সূরা বাকারা: ১৬৫)

আলাহ তায়ালা তাঁর নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে বলেন:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾[الأنبياء:].

অর্থাৎ এরা সৎ কাজে ছিল ক্ষিপ্রগতি, তারা আমাকে ডাকত আশা নিয়ে ও ভীত হয়ে, আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী । (সূরা আম্বিয়া: ৯০)

- সুতরাং বান্দা যদি আনুগত্য, ভয়–ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত নিছক ভালবাসার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে তবে সে বেপরোওয়া আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে । তাই শুধু মুহাব্বতের সাথে আল্লাহর ইবাদত করার দাবী মিথ্যা দাবী । নিশ্চয়ই প্রকৃত ভালবাসা হলো বান্দা তার রবের বিধান অনুযায়ী চলা । সুতরাং বান্দা তাই ভালবাসবে যা তার রব ভালবাসে এবং তা অপছন্দ করবে তার রব যা অপছন্দ করে ।

- বান্দার শুধুমাত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা, তাকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও আল্লাহর শাস্তি হতে নির্ভিকতা, বিমূখতা ও দু:সাহসিকতার দিকে ধাবিত করবে ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف : 99].

অর্থাৎ নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউ নির্ভয় হতে পারে না। (সূরা আরাফ: ৯৯)

- বান্দার শুধুমাত্র ভয়-ভীতি নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা তাকে তার রবের প্রতি খারাপ ধারণা, তাঁর রহমত হতে নিরাশার দিকে ধাবিত করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾[يوسف : 87].

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না।' (সূরা ইফসুফ: ৮৭)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾[الحجر : 56].

অর্থাৎ 'পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের রহমত থেকে নিরাশ হয়?' (সূরা হিজর: ৫৬)

সুতরাং ভালবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা (তিন গুণের) সমন্বয়ে আলাহর ইবাদত করা জরূরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء : 57].

অর্থাৎ আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৭)

ইবাদত যে সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। সমস্ত সৎ আমলই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত:

- মৌখিক প্রকাশ্য সৎ আমল: যেমন দোয়া, জিকির, তসবীহ, কুরআন তেলাওয়াত, সৎকর্মের আদেশ, অসৎকর্মের নিষেধ ইত্যাদি।

- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য সৎ আমল: যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইত্যাদি।

-আত্মীক সৎআমল (অন্তরের আমলসমূহ):

যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা, আল্লাহর ভয়, তাঁর উপর ভরসা, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা ইত্যাদি।

২। আদত-অভ্যাসও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়:

বান্দা যদি আল্লাহর ইবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে করে যেমন পানাহার, রযী রোজগার, বিবাহ ইত্যাদি। অতএব, বান্দার যেন তার প্রত্যেক কর্ম আল্লাহর আনুগত্য স্বরূপ হয় এজন্য সে চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

অর্থাৎ বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)। (সূরা আনআম: ১৬২)

৩। চিন্তা-দু:খও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়: যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً...الحديث) رواه الشيخان .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের নিয়ত করে কিন্তু তা আমল করতে পারেনি, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তাঁর নিকট পূর্ণ একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর যদি সে নিয়ত করে তার উপর আমল করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য দশ নেকী হতে সাতশত বা তা হতে আরো অধিক প্রদান করে থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন পাপের নিয়ত করে তবে তা আমল করল না, আলাহ তার জন্য তাঁর নিকটে একটি পূর্ণ নেকী লিখে দিবেন (নিয়ত বর্জনের কারণে)। (বুখারী ও মুসলিম)

হে বান্দা, আপনার সকল কর্মকে ইবাদতে পরিণত করুন

১। ওহে আল্লাহর বান্দা! কথা, কর্ম, নিয়ত যা কিছু আপনার পক্ষ হতে প্রকাশিত হয়, সে ক্ষেত্রে আপনি সচেতন ও সজাগ হোন, যেন তার সকল কিছু ইবাদতে পরিণত করতে পারেন। সামনের আয়াতটি সদা চোখের সামনে রাখুন:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ العالمين لاَ شَرِيكَ لَهُ وبذلك أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ المسلمين ﴾ [الأنعام : 162، 163].

অর্থাৎ বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। (সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩)

২। মনোভাব- নিয়ত ঠিক কর ন। আপনি তাদের অন্ত র্ভুক্ত না হোন, যাদের উপর বিজয় লাভ করে আদত-অভ্যাস। সুতরাং আপনি আপনার প্রত্যেক ব্যাপারে উত্তম ও সৎ নিয়তের মাধমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হোন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...الحديث) رواه البخاري.

অর্থাৎ প্রত্যেক আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর। (বুখারী)

৩। আপনি প্রত্যেক মহুর্তে যে কোন স্থানে সৎ আমলে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা কর ন। জবানকে জিকির রত, হৃদয়কে কৃতজ্ঞ বানান। আপনার ধন-সম্পদ থেকে দান–খয়রাত ও ভাল কর্মে ব্যায় কর ন। আপনার কান, চোখ ও চিন্তা চেতনাকে আল্লাহরই সন্তুষ্টিতে ব্যয়

কর ন। আবু জর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি সামনে রাখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد(حسن).

অর্থাৎ তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর। পাপ হয়ে গেলে পরে নেকী কর যা পাপকে মুছে দিবে এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, হাসান)

ইবাদতের রুকন বা ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত

প্রথম শর্ত: ইখলাস: বান্দা যেন তার আমল ইবাদত দ্বারা আল্লাহরই সন্তুষ্টি ও পরকালের উদ্দেশ্য রাখে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

অর্থাৎ তাদেরকে এ হুকুমই দেয়া হয়ছে যে, তারা আল্লাহ্র 'ইবাদাত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে আর যাকাত দিবে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন। (সূরা বায়্যিনাহ: ৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا)

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে আর তার জন্য চেষ্টা করে যতখানি চেষ্টা করা দরকার আর সে মু'মিনও, এরাই হল তারা যাদের চেষ্টা সাধনা সাদরে গৃহীত হবে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১৯)

(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى)

অর্থাৎ তাথেকে দূরে রাখা হবে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করে, যে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদ দান করে, (সে দান করে) তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, একমাত্র তার মহান প্রতিপালকের চেহারা (সন্তোষ) লাভের আশায়। সে অবশ্যই অতি শীঘ্র (আল্লাহ্র নি'মাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (সূরা লায়ল: ১৭-২১)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... الحديث) رواه الشيخان.

অর্থাৎ প্রত্যেক আমল-ইবাদত নির্ভর করে নিয়তের উপর, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তি যা

নিয়ত করে সে অনুযায়ী সে ফল পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ) رواه مسلم عن أبي هريرة ﷺ .
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আকৃতি ও ধন-সম্পদের দিকে দেখবেন না কিন্তু দেখবেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে। (মুসলিম)
অতএব, বান্দার জন্য জরুরী হলো, সে যেন আল্লাহ তায়ালা তার উপর যা নির্দেশ করেছেন ও যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা মেনে চলে। আল্লাহর উপর ভরসা করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং আল্লাহ তার উপর যা ফরজ করেছেন তা পালন করাতে অলসতা না করে। বান্দার জন্য উচিত সে যেন বেশী বেশী নফল ইবাদতে স্বচেষ্ট হয়।
আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) رواه مسلم.
অর্থাৎ শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ তায়ালার নিকট দূর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়তম। প্রত্যেক উত্তম কর্মে যা তোমাকে উপকৃত করবে তাতে স্বচেষ্ট হও আর আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা কর, অপারগতা প্রকাশ কর না। তোমার যদি কোন কিছু হয়ে যায় তবে বল না যে, 'যদি এমন এমন করতাম" তা হলে এমন হত না। বরং বল: আলাহ যা ভাগ্যে লিখেছেন ও যা ইচ্ছা হয়েছে, তাই করেছেন। কেননা নিশ্চয় "যদি" বলা শয়তানের আমল খুলে দেয়া। (মুসলিম)
হাদীসে কুদসীতে রয়েছে।
(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ...الحديث) رواه البخاري .
অর্থাৎ আমার বান্দা যত ধরণের ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে তার মধ্যে আমার ফরজকৃত ইবাদতই আমার প্রিয়তম। আর বান্দা ফরজ আমল সহ নফলের মাধ্যমে আমার যদি নৈকট্য অর্জন করে তবে আমি তাকে এমন ভালোবাসতে শুরু করি যে, ...(বুখারী)

ইবাদতের দ্বিতীয় রুকন বা শর্ত:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ:

সুতরাং বান্দা তার রবের ইবাদত শরীয়ত সম্মত ভাবে দ্বীন ইসলামের তরীকা অনুযায়ী করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:
﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ﴾

অর্থাৎ যারা প্রেরিত উম্মী নবীকে অনুসরণ করবে। (সূরা আরাফ: ১৫৭)
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
وقال ﷺ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها.
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার শরীয়তে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী ও মুসলিম)
মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে:
وفي رواية لمسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) .
অর্থাৎ যে এমন আমল করল যা আমার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।

উভয় শর্তের কোন শর্ত পূর্ণ না হলে আমলের হুকুম:

আল্লাহর জন্য ইখলাস ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ ইবাদতে এ **দু'টি শর্ত বাস্তবায়ন করা জরুরী তার ভিত্তিতে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্যনীয়:**
ক) বান্দার মূল আমল-ইবাদতেই যদি গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে হয় তবে তা হবে মোনাফেকী (বড় কুফুরী) যেমন কেউ নামাযে দাঁড়াল কিন্তু সে মূলতই তার এ নামায দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ইচ্ছা করেনি বরং সে তা আদায় করেছে নিছক মানুষকে দেখানোর জন্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের সম্পর্কে বলেছেন:
﴿ وَإِذَا قاموا إِلَى الصلاة قَامُواْ كسالى يُرَآءُونَ الناس وَلاَ يَذْكُرُونَ الله إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء : 142].
অর্থাৎ এবং তারা যখন সলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহ্‌কে সামান্যই স্মরণ করে। (সূরা নিসা: ১৪২)
খ) বান্দা যদি মৌলিক ভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমল শুরু করে, কিন্তু পরবর্তীতে তাতে রিয়া বা মানুষকে দেখানোর জন্য আমলটিকে সুন্দর করে। যেমন কেউ আল্লাহর জন্যই নামায পড়ে কিন্তু মানুষ তার দিকে দেখার সময় সে তার নামাযকে সুন্দর করে। এমন হলে তা ছোট শিরকে পরিণত হয়।
মাহমুদ বিন লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً) رواه أحمد (صحيح)
অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আমি যে বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভয় পাই, তা হলো ছোট শিরক, তারা (সাহাবাগণ) বলেন: ছোট শিরক কি? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন: রিয়া (আত্ম প্রদর্শনমূলক আমল) আল্লাহ তায়ালা তাদেরেকে কিয়ামতের দিন বলবেন: তোমরা

ঐ সমস্ত লোকের নিকট যাও দুনিয়াতে যাদেরকে তোমরা দেখিয়ে আমল করেছিলে। দেখ তাদের নিকট তোমাদের জন্য কোন বিনিময় রয়েছে কি না? (আহমদ-সহীহ)
কিন্তু যদি মূল আমলেই রিয়ার প্রদর্শনিচ্ছা বিজয় লাভ করে তবে তা বড় শিরকে পরিণত হবে।
গ। বান্দা যদি তার আমল-ইবাদত আল্লাহর জন্যই ইখলাসের সাথে করে কিন্তু তা রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিয়ম-তরীকা অনুযায়ী না হয়, তবে তা হবে বিদআত ও দ্বীনের মধ্যে একটি নয়া উদ্ভাবন। সুতরাং তা তার দিকেই প্রত্যাখ্যাণ করা হবে। যেমন: মীলাদুন্নবী উদযাপন, মূখে উচ্চারণ করে নিয়ত বলা, সম্মিলিত ভাবে জিকির, কবরকে মাজার ও দরগায় পরিণত করা, মৃতকে ওসীলা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদআতীর আমল

বিদআতীর আমল তার দিকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে, এর অর্থ হলো:
ক) তার পক্ষ হতে তা কবূল হবে না।
খ) সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। কেননা তা হলো আল্লাহর অবাধ্যতা।

ইবাদতের উল্লেখযোগ্য প্রকারসমূহ ঃ

১। দোয়া প্রার্থনা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:
﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾
অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক বলেন– তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা অহংকারবশত: আমার 'ইবাদাত করে না, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন: ৬০)
আয়াতটি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দোয়া অবশ্যই একটি ইবাদত। অতএব, যে এই ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ সাথে (বড়) শিরক করবে এবং সে তার দ্বীন হতে মুরতাদ হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:
﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾
অর্থাৎ বল, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমরা কি এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের উপকারও করে না, অপকারও করে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর আমরা কি পিছনে ফিরে যাব। (সূরা আনআম: ৭১)
নোমান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان والحاكم (صحيح)
অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত। (তিরমিজী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও হাকেম-সহীহ)
ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ) رواه الترمذي وأحمد (صحيح).
অর্থাৎ যদি চাও তো আল্লাহরই নিকট চাও। (তিরমিযী ও আহমদ-সহীহ)

এ ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ

ক) হে আল্লাহর বান্দা আপনি আপনার দোয়াতে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হোন, আল্লাহর নিকট দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়ার ক্ষেত্রে কাকুতি-মিনতী করা, বার বার চাওয়া শরীয়ত সম্মত।
আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ) رواه الترمذي (صحيح) .
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট চায় না আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন। তিরমিযী-সহীহ)
খ) **হে আল্লাহর বান্দা! দোয়া কবূলের সময় ও অবস্থানকে গণিমত মনে করুন।** যেমন:
- **আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়**। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(الدعاء مستجاب بين النداء و الإقامة) رواه الحاكم (حسن).
অর্থাৎ আজান ও ইকামতের মাঝের দোয়া গ্রহণযোগ্য। (হাকেম -হাসান)
অনুরূপ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নবী বলেন:
(الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (صحيح).
অর্থাৎ আজান ও ইকামতের মাঝে দোয়া প্রত্যাখ্যান হয় না। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী-সহীহ)
-**অনুরূপ দোয়া কবূলের সময় হলো জুমআর দিনের একটি সময়**। আর তা হলো আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এ অল্প সময় বা কারো মতে ইমামের মিম্বারে উঠার সময়।
-**দোয়া কবূলের অবস্থার মধ্যে অন্যতম হলো সিজদা:** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) رواه مسلم.
অর্থাৎ আর তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দোয়ার প্রচেষ্টা কর। আশা করা যায় তা

তোমাদের জন্য কবূল হবে। (মুসলিম)

-অনুরূপ দোয়া কবূলের সময় হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ : যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ) رواه مسلم.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন। অত:পর বলেন: কে আমার নিকট দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবূল করব বা কে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দিব। তারপর তিনি তাঁর দুই হাত প্রসস্ত করে বলবেন: কে তাকে ঋণ দেবে যিনি মুখাপেক্ষী নন ও জুলুমকারীও নন। (মুসলিম)

-অনুরূপ দোয়া কবূলের অবস্থা হলো: সফর, মজলুমের বদদোয়া, পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য। যেমন আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ) رواه أبو داود والترمذي (حسن)

অর্থাৎ নি:সন্দেহে তিনটি দোয়া কবূল হয়ে যায়: মজলূম (নির্যাতিত) এর বদদোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পিতা-মাতার বদদোয়া সন্তানের উপর। (আবু দাউদ ও তিরমিযী- হাসান)

ইবনে মাজাহর বর্ণনায় রয়েছে:

(وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ) (حسن).

পিতা-মাতার দোয়া সন্তানের জন্য। (হাসান)

-অনুরূপ রোযাদারের দোয়া : যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ثلاث دعوات لا ترد)

অর্থাৎ তিনটি দোয়া প্রত্যাখ্যান হয় না। তার মধ্যে বর্ণনা করেন:

(دعوة الصائم) رواه الضياء (حسن) ورواه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة (صحيح) .

অর্থাৎ রোযাদারের দোয়া। (আদ্ দিয়া- হাসান ও বাইহাকী, আবু হুরাইরা হতে সহীহ)

গ) বিপদ-আপদ অবতীর্ণ হোক আর না হোক সর্বাবস্থায় আলণ্ডাহর নিকট দোয়া করুন: কেননা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء) رواه الحاكم (حسن)

অর্থাৎ বিপদাপদ অবতীর্ণ হোক আর না হোক দোয়া উপকারে আসবে সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা দোয়াকে অপরিহার্য করে নাও। (হাকেম -হাসান)

ঘ) আপনি দোয়া কবূলের দৃঢ় আস্থা নিয়ে ও মনস্থীর করে আল্লাহর নিকট দোয়া করুন: আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ) رواه الترمذي (حسن).

অর্থাৎ তোমরা দোয়া কবূলের দৃঢ় আস্থা নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া কর। এবং জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ উদাসীন ও অমনোযোগী অন্তরের কোন দোয়াই কবূল করবেন না। তিরমিযী-হাসান)

ঙ) **আপনি আপনার খাদ্য-পানিয় ইত্যাদি পবিত্র ও হালাল রাখুন:** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেন:

(الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ) رواه مسلم.

অর্থাৎ লোকটি লম্বা সফর করে এলোমেলো চুল ও ধুলিময় অবস্থায় স্বীয় দুই হাত আকাশের দিকে প্রসস্ত করে দোয়া করছে, হে আমার প্রভূ! হে আমার প্রভূ! কিন্তু তার খাদ্য তো হারাম, পানিয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারামেই সে বেড়ে উঠেছে, অতএব কিভাবে তার দোয়া কবূল করা হবে। (মুসলিম)

চ) দু:খ কষ্ট বা অন্য সময় আল্লাহর নিকট দোয়া করুন এবং যাবতীয় কল্যাণ তাঁরই নিকট **কামনা করুন:** কেননা তিনিই সে সবের মালিক, তিনি ব্যতীত কেউ কিছু দিতে পারে না। আবু জুরাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ) رواه أبو داود وغيره(صحيح).

অর্থাৎ আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যদি তোমার উপর কোন কষ্ট পৌঁছে আর তুমি তার নিকট দোয়া কর, তবে তিনি তা দূর করে দিবেন। তোমার নিকট যদি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ পৌঁছে, আর তুমি তার নিকট দোয়া কর, তবে তিনি উৎপাদন করে দিবেন। আরোহনের জন্তু হারিয়ে যায় আর তুমি তার নিকট দোয়া কর, তবে তিনি তা তোমার জন্য ফিরিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ-সহীহ)

ছ) নিম্নের দোয়া বেশী বেশী পড়ুন:

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা: ২০১)
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়াটি সব চেয়ে বেশী করতেন।
জ) হাত উঠিয়ে দোয়া কর ন:
সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة (صحيح).

অর্থাৎ আল্লাহ নিশ্চয় চিরঞ্জীব ও দয়ালু, কোন ব্যক্তি যদি তার দিকে উভয় হাত উঠায়, তবে তিনি তা বিফল ও শূন্য হাতে ফিরাতে লজ্জাবোধ করেন। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ- সহীহ)

ঝ) আপনি আপনার স্ত্রী পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা ও দয়ার দোয়া করুন এবং আপনার মুসলিম ভাইদের অনুপস্থিতিতে দোয়া করুন:

আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ) رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে দোয়া করে এক্ষেত্রে নিয়োজিত ফেরেশ্তা বলে 'আমীন' (হে আল্লাহ তার দোয়া কবূল কর) এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হোক। (মুসলিম)

ঞ) আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করুন: কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ...الحديث) رواه البخاري عن أبي هريرة ﷺ.

অর্থাৎ যখন আল্লাহর নিকট চাইবে, তার নিকট জান্নাতুল ফিরদাউসই চাইবে। (আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, বুখারী)

ট) দোয়া করার ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহের মাধ্যমেই দোয়া করায় সচেষ্ট হোন। যেমন:

১। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নামাযে ও তার নামাযের জন্য বের হওয়ার সময় তিনি বলতেন:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا وَمِنْ خَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا) رواه الشيخان.

২। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ) رواه مسلم.

৩। আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) رواه الشيخان.

৪। সকাল-সন্ধার জিকির ও দোয়াসমূহ তার মধ্যে সাইয়্যেদুল ইসতিগফার।

৫। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া মূলক, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা আশ্রয় কামনা কর ন।

অনুরূপ ইবাদতের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো:

২। আল্লাহর নিকট তাওবাহ করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور : 31].

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর: ৩১)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة) رواه النسائي وابن حبان (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নিকট দিনে সত্তরবার করে তাওবা করি। (নাসয়ী ও ইবনে হিব্বান-সহীহ)

এ ইবাদতের (তাওবার) ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

* **প্রতিদিন বেশী বেশী তাওবা করুন**। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিদিন আল্লাহর নিকট তাওবা করেন সত্তর বারের অধিক।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ﷺ .

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নিকট দিনে সত্তরবারের অধিক ক্ষমা চাই ও তাওবা করি। (বুখারী)

*** ওহে আল্লাহর বান্দা! মজলিস-বৈঠকে বিশী বেশী তাওবা করুন।**

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে তিনি বলেন:

(إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ) رواه ابن ماجة (صحيح).

অর্থাৎ আমরা রাসূলের মজলিসে গণনা করতাম, তিনি:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

দোয়াটি একশত বার বলেন। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

*** জেনে রাখুন ওহে আলণ্ঢাহর বান্দা! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবায় খুব খুশী হন।** যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তার বান্দার তাওবা করায় এমন কঠিন খুশী হন, যেমন তোমাদের কেউ জেগে উঠে দেখে তার সেই হারানো উটটি (সামনে উপস্থিত), যা সে মরু ভূমিতে হারিয়ে ফেলেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

*** নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীর গুনাহ-খাতাকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।** যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ...الآية ﴾ [الفرقان : 70].

অর্থাৎ আল্লাহ এদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। (সূরা ফুরকান: ৭০)

*** তাওবার শর্তাবলী পূর্ণ করে তাওবা করুন:**

১। পাপ করার জন্য লজ্জিত হোন, যেমন ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(النَّدَمُ تَوْبَةٌ) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح).

অর্থাৎ লজ্জিত হওয়াই তাওবা। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

২। সঙ্গে সঙ্গে পাপ ছেড়ে দিন।

৩। পাপের দিকে আর ফিরবেন না তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন।

৪। যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে তাকে তা ফেরৎ বা তার থেকে অব্যাহতি বা ক্ষমা চেয়ে নেয়া। এ শর্তটি বান্দার হক কেন্দ্রীক।

*** এভাবে যদি তাওবা করেন নিশ্চয়ই পাপ দূরীভূত হয়ে যাবে** । যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ) رواه الطبراني في الكبير (حسن).

অর্থাৎ পাপ হতে তাওবাকারী এমন হয় তার যেন কোন পাপই নেই । (তাবারানী- হাসান)

ইবাদতের প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৩- ভয়-ভীতি

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ [البقرة:١٥٠].

অর্থাৎ কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর । (সূরা বাকারা: ১৫০)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: 57].

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে । (সূরা মুমিনূন: ৫৭)

এ ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

* ওহে আল্লাহর বান্দা আপনার উপর ফরজ হলো, আপনি যেন আল্লাহকে ভয় করেন । কেননা আল্লাহ আপনাকে এর নির্দেশ করেছেন । যেমন

﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ [البقرة:150].

অর্থাৎ কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর । (সূরা বাকারা: ১৫০)

* আল্লাহকে আপনি যথাযথ ভয়কারী হোন, কেননা বান্দা আল্লাহকে যত বেশি ভয় করবে, আল্লাহর নিকট তা তত বেশী পছন্দনীয় । আমর ইবনে আবু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ) رواه مسلم .

অর্থাৎ জেনে রাখ! আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহর জন্য অধিক মোত্তাকী অধিক ভয়কারী । (মুসলিম)

* হে আল্লাহর বান্দা! আপনার উচিত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, বিশেষ করে আপনি গোপনে আল্লাহকে ভয় করার প্রতি গুরু ত্ব প্রদান করু ন । কেননা যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করে সেই সতর্কতা হতে উপকৃত হতে পারে ও সেই জিকর ও উপদেশের অনুসরণ করে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [يس : 11].

অর্থাৎ তুমি তো সতর্ক কেবল তাকেই করতে পার যে লোক উপদেশ মেনে চলে আর দয়াময় (আলাহ)-কে না দেখেও ভয় করে । (সূরা ইয়াসীন: ১১)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: 12] .

অর্থাৎ যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর মহা পুরস্কার। (সূরা মুলক: ১২)

* অনুরূপ আপনার উচিত, আপনি যেন আল্লাহকে গোপন ও প্রকাশ্যে ভয় করতে পারেন এজন্য তার নিকট দোয়া করা।

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) رواه النسائي والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ আমি তোমার নিকট প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তোমাকে ভয় করার তাওফীক কামনা করছি। (নাসায়ী ও হাকেম-সহীহ)

* আপনার উচিত কিয়ামতের দিনকে ভয় করা (তাতে ভয়াবহতা রয়েছে) আর মৃত্যু পর্যন্ত হারাম হতে বেঁচে ও ফরজসমূহ পালন করার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لقمان : 33].

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আর ভয় কর সে দিনের, যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না। সন্তানও পিতার কোনই উপকার করতে পারবে না। (সূরা লুকমান: ৩৩)

* আল্লাহর ভয়ে কান্না করা আপনার জন্য শরীয়ত সম্মত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ)

অর্থাৎ সাত এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহর ছায়ার নিচে ছায়া লাভ করবে যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে:

(وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ এবং এক ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার উভয় চোখ পানি প্রবাহিত করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخِرَيْ امْرِئٍ أَبَدًا) رواه الترمذي وأحمد والنسائي (صحيح) .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্না করে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না দুধ স্তনে পুনরায় ফিরে না যায় এবং আল্লাহর পথে ধুলিময় হওয়া ব্যক্তির আর জাহান্নামের ধোঁয়া নাকের উভয় ছিদ্রে একত্রিত হবে না। (তিরমিযী, আহমদ ও নাসায়ী-সহীহ)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু উমামার হাদীসে বলেন:

(لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ) رواه الترمذي (حسن) .

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট দু ফোটা ও দু চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন জিনিস নেই। (আর তা হলো:) আল্লাহর ভয়ে এক ফোটা চোখের পানি এবং আল্লাহর পথে প্রবাহিত এক ফোটা রক্ত। আর দুটি চিহ্ন হলো: আল্লাহর পথে হওয়া এক চিহ্ন এবং এক আল্লাহর কোন ফরজ আদায়ের চিহ্ন। (তিরমিযী-হাসান)

*** ওহে আলেম ভাই! আপনার উচিত আপনি নিজেকে নিম্নের আয়াতটি শিক্ষা দিবেন:**

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: 28].

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা আলেম। (সূরা ফাতির: ২৮)

অতএব, মুসলিম যেন প্রচেষ্টা করে সে এমন দ্বীনি আলেম হবে, যে আলেম আল্লাহর ভয়ের গুণে গুনান্বিত।

অনুরূপ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৪। আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখা:

বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ঠ, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة:23].

অর্থাৎ তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহর উপর ভরসা কর। (সূরা মায়িদা: ২৩)

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন:

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ [النمل : 79].

অর্থাৎ কাজেই তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর, তুমি তো সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছ। (সূরা নামল: ৭৯)

এ ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

১- হে মুসলিম ভাই! আপনার জন্য অপরিহার্য হলো আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করবেন, অর্থাৎ আপনার অন্তর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যেন আল্লাহর উপরই নির্ভর করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

অর্থাৎ আর মুমিনগণ যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে। (সূরা মায়িদা: ১২)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ [إبراهيم:12].

অর্থাৎ আর ভরসাকারীদের আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করা উচিত। (সূরা ইবরাহীম: ১২)

২- ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনি যদি শত্র বা অন্য কারো পক্ষ হতে হুমকির সম্মুখিন হন তবে আপনার জন্য এমন বলা হবে শরীয়ত সম্মত:

﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ :

অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্ম বিধায়ক।

ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন:

বাক্যটি ইব্রাহীম ﷺ বলেন যখন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং এটি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যখন তারা বলে:

﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (رواه البخاري)

অর্থাৎ যাদেরকে লোকে খবর দিয়েছিল যে, একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর। তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!' (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

৩- হে আল্লাহর বান্দা! আপনি জেনে রাখুন, পাখি ও অন্যান্য জীব-জন্তু তাদের রিজিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসাকারী। সুতারাং আপনিও আপনার এবং অন্যের রুজীর ব্যাপারে আল্লাহর উপরেই পরিপূর্ণ ভরসা করুন।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا) رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাপোযুক্ত ভরসা করতে পার, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সেভাবেই রুজী দান করবেন যেভাবে পাখিকে রুজী দান করেন। সে সকালে খালী পেটে বের হয় আর সন্ধায় পেট ভর্তি করে ফিরে আসে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ ও হাকেম- সহীহ)

৪- আপনার উপায় অবলম্বন করা উচিত, আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে সাথে, এমতাবস্থায় আপনি মনে করবেন যে, এইসব উপায় মাত্র যা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে এবং তিনি উপায় ও কারণ সমূহের স্রষ্টা। আর নিশ্চয় আপনাকে যা পৌছার অবশ্যই তা ভুল হবে না পৌঁছবেই। আর যা আপনাকে ছেড়ে যাবার তা কেউ পৌঁছানোর নেই। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ) رواه الطبراني في الكبير والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই তোমাকে যা পৌঁছার তা তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার নয় এবং যা তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার তা তোমাকে পৌঁছারও নয়। (ত্ববারানী ও হাকেম-সহীহ)

৫- আপনি যেন সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, সে জন্য চেষ্টা করুন। যেমন নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা বলেন: তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন: ওরা তারাই যারা ঝাড়ফূঁক করায় না, কুলক্ষণ নির্ণয় করে না, শরীর দগ্ধ করে দাগ লাগায় না বরং তারা তাদের প্রভূর উপরেই ভরসা করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। যদি আপনার মনে কোন কুলক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে আল্লাহরই উপর ভরসা কর ন। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা দূর করবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে মাসউদের হাদীসে বলেন:

(وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ আমাদের কেউ তা হতে মুক্ত নয় তবে আল্লাহ তা তাওক্কুল দ্বারা দূর করে দেন। আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৫- বিনয়-নম্রতা বশ্যতা, আল্লাহর জন্য অবনত হওয়া এবং তার নিকট যে উত্তম বিনিময় রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষা করা:

আল্লাহ তায়ালা আলে যাকারিয়া ﷺ সম্পর্কে বলেন:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء : 90].

অর্থাৎ এরা সৎ কাজে ছিল ক্ষিপ্রগতি, তারা আমাকে ডাকত আশা নিয়ে ও ভীত হয়ে, আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী। (সূরা আম্বিয়া: ৯০)

এবং আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

وقال تعالى : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: 109].

অর্থাৎ তারা কাঁদতে কাঁদতে অধোমুখে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আর তা তাদের বিনয়ানম্রতা বাড়িয়ে দেয়। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১০৯)

এ ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ

১। হে আল্লাহর বান্দা আপনার রবের প্রতি আন্তরিকভাবে বিনীত হওয়া, অনুগত্যে অবনত হওয়া উচিত। অনুরূপ আপনার ইবাদতে যার কোন শরীক নেই যিনি একক তাঁর নিকট বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা জরুরী।

২। অহঙ্কার হতে সতর্ক হোন। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, (আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:)

(الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (صحيح) .

অর্থাৎ অহঙ্কার আমার চাদর আর বড়ত্ব আমার লুঙ্গী, সুতরাং দুটির মধ্যে একটিও যদি কেউ আমার নিকট হতে নিয়ে নেয়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-সহীহ)

৩। ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন কি আপনার আদত অভ্যাসেও তাকওয়া- আলাহর ভয় অর্জন করা উচিত। যেমন আপনার পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করা। সুতরাং আপনার জীবনের প্রত্যেক কর্ম আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নেক ও সত্য নিয়তে পালন কর ন। যেমন আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام : 162، 163].

অর্থাৎ বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। (সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩)

৪। শয়ন করার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণিত দোয়া করা উত্তম, আর তা হলো:

(اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার নিকট সোপর্দ করলাম, আমি আমার মুখমন্ডল আপনারই দিকে স্থাপন করলাম, আমার পিঠ আপনারই দিকে আশ্রয় গ্রহণ করে, আমার কর্ম আপনার নিকটই অর্পন করলাম। আমার আগ্রহ আমার ভয়-ভীতি তোমার প্রতিই, তোমার নিকট ব্যতীত আমার কোন আশ্রয়স্থল ও কোন মুক্তির স্থান নেই। তুমিই যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ, তার উপর আমি ঈমান রাখি এবং ঈমান রাখি তুমি যে রাসূল প্রেরণ করেছ তার উপর। (বুখারী-মুসলিম)

৫। আপনি আপনার নামাযে বিনয়ী ও নম্র হোন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে ভূলকারী সাহাবীকে বলেন:

(ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا...الحديث)رواه الشيخان

অর্থাৎ অতপর তুমি এমনভাবে রু কু করবে যেন তুমি রু কু অবস্থায় একেবারে বিনয়-

প্রশান্তির সাথে স্থীর হয়ে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)
আর এ বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতা অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে।
অনুরূপ আপনার উচিত আপনি যেন এমনভাবে নামায আদায় করবেন যে, এ নামাযই আপনার শেষ নামায (বিদায়ী নামায)। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ) رواه ابن ماجه وأحمد (صحيح) .

অর্থাৎ এমনভাবে নামায আদয় কর তা যেন বিদায়ী নামাযের মত। (ইবনে মাজাহ, আহমদ-সহীহ)
৬। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে যে দোয়া বর্ণিত হয়েছে তা আপনার রুকু ও সিজদায় বলা উত্তম হবে।

(خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي) رواه مسلم

অর্থাৎ আপনার জন্যই আমার শ্রবণ, আমার দৃষ্টি, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড় ও আমার স্নায়ু আপনাকেই ভয় করে থাকে। (মুসলিম)
মুসলমানের উচিত সে যেন চিন্তা-ভাবনা করে যে, নামাযে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রকৃতই বিনয় ও একাগ্রতা অর্জন করতে পারে কি না।

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৬। সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1].

অর্থাৎ তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।(সূরা আ'লা: ১)
এবং আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة : 1].

অর্থাৎ যা কিছু আসমানে আছে আর যা কিছু যমীনে আছে সব কিছুই প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে। (সূরা জুমআ: ১)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ [النمل : 59]

অর্থাৎ বল, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।

(সূরা নামল: ৫৯)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا...الآية ﴾ [الإسراء : 111].

অর্থাৎ বল, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১১১)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ...الآية ﴾[آل عمران : 18].

অর্থাৎ আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এবং ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,) তিনি ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই। (সূরা আলে ইমরান: ১৮)
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾[الإسراء : 111].

অর্থাৎ অতএব পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১১১)

এ ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

ক) ওহে মুসলিম ভাই! নিম্নোক্ত চার কালেমা দ্বারা আপনার রবের ইবাদত কর ন।
সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ) رواه مسلم.
অর্থাৎ আল্লাহর নিকট চারটি বাক্য অতি প্রিয়; আর তা হলো: সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিলাহ, লা ইলাহা ইলাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। তবে চারটির মধ্যে যা দ্বারা শুরু করবে ক্ষতি নেই। (মুসলিম)
আবু জার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) رواه مسلم.
অর্থাৎ তোমাকে কি আল্লাহর নিকট যা অধিক প্রিয় বাক্য তার খবর দেব না? (আবু জার বলেন) আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আল্লাহর নিকট যা অধিক প্রিয় বাক্য তার খবর দিন। তিনি বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বাক্য হলো: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। (মুসলিম)
খ) হে আল্লাহর বান্দা! এ দুটি কালেমা বেশী বেশী পড়ুন, যা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
(كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ

وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ এমন দুটি কালেমা যা জবানে হালকা, মীজানে (ওজনে) ভারী, আল্লাহর নিকট প্রিয়তম: (তা হলো) সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবাহনাল্লাহিল আজীম। (বুখারী ও মুসলিম)

গ) নিম্নের কালেমাগুলি হলো জান্নাতের চারা। অতএব, হে বান্দা! আপনি জান্নাতে বেশী বেশী চারা রোপন কর ন।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) رواه الترمذي (حسن).

অর্থাৎ আমার মিরাজের রাতে আমি ইব্রাহীম ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন: হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার উম্মতের প্রতি আমার পক্ষ হতে সালাম জানাও এবং তাদেরকে খবর দাও, নিশ্চয়ই জান্নাতে পূত-পবিত্র মাটি, মিঠা পানি, আর তা এক মুক্ত স্থান, তার চারা হলো: সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইলাল্লাহ ও আলাহু আকবার। (তিরমিযী-হাসান)

ঘ) বেশী বেশী "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ুন।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ ঈমানের সত্তর বা ষাটের উর্ধে শাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্ব নিম্ন হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস মিটিয়ে ফেলা, আর লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা বা অংশ। (মুসলিম)

ঙ) 'লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর' প্রত্যেক দিন একশত বা ততোধিক বলুন:

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর একশতবার বলবে, তার দশটি দাস মুক্ত করার মত (সওয়াব), তার জন্য একশত নেকী লিখা হবে, একশতটি পাপ মোচন হবে এবং সে দিন সন্ধা পর্যন্ত সে শয়তান হতে হেফাযতে থাকবে, তার মত উত্তম আমল আর কেউ নিয়ে আসে না, তবে যে তার চেয়েও বেশী আমল করে। (বুখারী ও মুসলিম)

চ) অথবা বলুন: লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর দশবার, তবে তা হবে চারটি দাশ মুক্তের সমান। যেমন হাদীসে এসেছে:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ) رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর' দশবার, তবে তা হবে যেন ইসমাঈল বংশধরের সর্বোৎকৃষ্ট দাস মুক্তের মত। (মুসলিম)

ছ) বলুন: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, প্রত্যেক দিন একশত বার।

নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর দেন যে:

(مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে তবে তার গুনাহসমূহ মোচন হয়ে যাবে যদিও তা সমূদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

জ) আপনার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগান।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ) رواه الترمذي (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলল: সে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করল। তিরমিযী- সহীহ)

ঝ) বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও বেশী বেশী আল হামদু লিল্লাহ বলুন।

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) رواه الترمذي والنسائي (حسن).

অর্থাৎ সর্বোত্তম জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও সর্বোত্তম দোয়া হলো আলহামদু লিল্লাহ। (তিরমিযী ও নাসায়ী-হাসান)

ঞ) আল্লাহ তায়ালা যে খাদ্য দ্রব্য ও পানিয় এবং নিয়ামতসমূহ দান করেছেন এজন্য আপনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা কর ন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا) رواه مسلم.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই বান্দার প্রতি খুশী হন যখন সে খায় আর আলহামদুলিল্লাহ বলে বা পান করে ও তাতে আলহামদু লিল্লাহ বলে। (মুসলিম)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ) رواه ابن ماجه (صحيح).

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন ভাল জিনিস দেখতেন বলতেন: 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী বিনিমাতিহি তাতিম্মুস সালেহাত।' বলতেন এবং যখন এমন জিনিস দেখতেন যা তিনি অপছন্দ করতেন তখন বলতেন: আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৭। কুরআন তেলাওয়াত:

কুরআনে চিন্তা-গবেষণা, কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া এবং তার উপর আমল করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ...الآية ﴾ [العنكبوت: 45].

অর্থাৎ তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে কিতাব থেকে তা পাঠ কর আর নামায প্রতিষ্ঠা কর; নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবুত: ৪৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [ص: 29].

অর্থাৎ যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে, আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (সূরা স্বদ: ২৯)

১। হে আল্লাহর বান্দা! কিতাব ও সুন্নাতের মৌলিক জ্ঞান আপনার অর্জন করা ফরজ যা না হলে আপনার ইবাদত সঠিক হবে না। যেমন সূরা ফাতেহা।

২। আপনার নিজে কুরআন শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) رواه الشيخان

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা

দেয় । (বুখারী ও মুসলিম)
সুতরাং আপনি কুরআনের হালকা-মজলিসে বসেন, কুরআন শিক্ষা দেন, শিক্ষা দানের উৎসাহ প্রদান করেন এবং এক্ষেত্রে আপনি আপনার সামর্থ অনুযায়ী সম্পদ ও সময় দিয়ে সহযোগিতা করেন ।
৩ । কুরআনের উপর আমল করা জরূরী তাতে অলসতা উদাসীনতা করবেন না এবং বাড়াবাড়িও করবেন না ।
আব্দুর রহমান বিন শিবলের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ) رواه أحمد (صحيح)
অর্থাৎ তোমরা কুরআন পড়, তাতে সীমালঙ্ঘন কর না, তা হতে উদাসিন হয়ো না, তা দ্বারা খেয়োনা ও বাড়াবাড়ি কর না । (আহমদ, সহীহ)
কুরআন দ্বারা মৃত্যুর জন্য কুলখানী কুরআনখানী ইত্যাদি করে খেয়ো না । তবে কুরআন শিক্ষা দিয়ে ও তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে বিনিময় নেয়া জায়েয ।
যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه البخاري .
অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের উপর যা তোমরা গ্রহণ করেছো নিশ্চয়ই তা কতই না ঠিক করেছ । (বুখারী)
৪ । হে বান্দা! আপনি কুরআনকে মানষিক ও শারীরিক সব রোগের নিরাময়ক জানুন । সর্বাধিক উপকারী ঝাড়ফুঁক হলো সূরা ফাতেহার ঝাড়ফুঁক ।
যেমন বুখারীর হাদীসে বর্ণিত দংশিত ব্যক্তির ঘটনা ।
আল্লাহই প্রকৃত রোগমুক্তিকারী ।
৫ । আর কুরআন দ্বারা একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি কামনা করা জরূরী ।
জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:
(اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ) رواه أبو داود وأحمد (حسن) .
অর্থাৎ তোমরা কুরআন পড় ও তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর এমন লোকের পূর্বেই যারা নামে মাত্র তা প্রতিষ্ঠা করবে, দুনিয়ার জন্যই পড়বে পরকালের জন্য তা পড়বে না । । (আবু দাউদ, আহমদ, হাসান)
৬ । কুরআন দ্বারা আল্লাহর নিকট চাও, তা দ্বারা মানুষের নিকট চেয়ো না ।
ইমরান ইবনে হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ তোমরা কুরআন পড় ও তা দ্বারা আল্লাহর নিকট চাও সে জাতির আগমনের পূর্বে যারা মানুষের নিকট তার দ্বারা চাইবে। (আহমদ-সহীহ)

৭। কুরআন পড়ুন এবং সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়ুন।

যেমন আবু উমাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ) رواه مسلم . " الْبَطَلَةَ : السَّحَرَةُ" .

অর্থাৎ তোমরা কুরআন পড়। কেননা কুরআন তার পাঠকের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। দুই সাদৃশ সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়। কেননা এ উভয়ই কিয়ামতের দিন মেঘমালার মত বা আচ্ছন্ন করার মত বা উভয়টি যেন সারিবদ্ধ দুই ঝাক পাখি তার পাঠকের জন্য ঝগড়া করবে এবং সূরা বাকারা পড়। কেননা তা গ্রহণ করা বরকত আর পরিত্যাগ করা পরিতাপের বিষয় এবং তা যাদুকরের দ্বারা সম্ভব হবে না। (মুসলিম)

৮। বাতেল পন্থায় কুরআন দ্বারা ঝগড়া করা হারাম।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফরী। (আবু দাউদ ও হাকেম-সহীহ)

জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত রয়েছে:

(اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ তোমরা কুরআন পড় যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অন্তর একত্রিত থাকে, যখন তোমরা মতভেদ করা শুরু কর তা তখন হতে উঠে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

৯। হে আল্লাহর বান্দা! কুরআন পাঠ করার, বুঝার ক্ষেত্রে ও তার গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য স্বচেষ্ট হোন।

ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اقرأ القرآن في كل شهر اقرأه في عشرين ليلة اقرأه في عشر اقرأه في سبع و لا تزد على ذلك) رواه الشيخان.

অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে একবার কুরআন খতম কর, বিশ রাতে একবার, দশ দিনে একবার, সাত দিনে একবার এর বেশী কর না। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের গভীর বুঝ দান করেন। (বুখারী ও মুসলিম) হে আল্লাহর বান্দা! কুরআনের তাফসীর বুঝার জন্য প্রচেষ্টা কর ন যদিও তা সংক্ষিপ্তাকারে হয়।

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৮। আকাঙ্ক্ষা: আল্লাহর দীদার (সাক্ষাত) কামনা করা"

যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].

অর্থাৎ কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ 'আমল করে আর তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।' (সূরা কাহাফ: ১১০)

এ ইবাদতের ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

ক) ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনার রবের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ কর ন, যাতে আপনি কল্যান অর্জন করতে পারেন এবং আপনার রবের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না। ওয়াসেলা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(قَالَ اللَّهُ ﷻ:أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ) رواه الحاكم وغيره (صحيح).

অর্থাৎ আমি আমার বান্দার আমার প্রতি ধারণার মাঝে। অতএব, সে যেন আমার প্রতি সে যা চায় তা ধারণা পোষণ করে। (হাকেম-সহীহ)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমি আমার বান্দার আমার প্রতি ধারণা সাপেক্ষে। অতএব সে যদি আমার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে তবে তা তার জন্য আর যদি সে খারাপ ধারণা পোষন করে তবে তা তার জন্য। (আহমাদ-সহীহ)

খ) আল্লাহর সাক্ষাৎ চাইলে আল্লাহ আপনার সাক্ষাৎ চাইবেন।

আলাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করবেন না, তাহলে আল্লাহ আপনার সাক্ষাৎ অপছন্দ করবেন। যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(قَالَ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ) رواه

البخاري .

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমার বান্দা যদি আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করে তবে আমি তার সাক্ষাৎ পছন্দ করি। আর যদি সে আমার সাক্ষাৎ অপছন্দ করে তবে আমি তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করি। (বুখারী)

গ) যদি আপনি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে চান, তবে আপনি সৎ আমলের দ্বারা আলাহর নৈকট্য অর্জন কর ন। যাতে তিনি আপানার নিকট হন যাতে আপানাকে প্রত্যেক ভাল কর্মের তাওফীক দান করেন ও সাহায্য করেন।

যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার রব হতে বর্ণনা করেন:

(إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً) رواه البخاري .

অর্থাৎ বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক বাহু প্রসস্থ পরিমাণ অগ্রসর হই এবং যখন সে আমার নিকট হেটে আসে আমি তার নিকট দৌড়ে আসি। (বুখারী)

ঘ) আল্লাহকে বিপদের সময় আবু বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দোয়া দ্বারা আহ্বান কর ন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) رواه أبو داود (حسن).

অর্থাৎ বিপদগ্রস্তের দোয়া হালো: আল্লাহুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিন ইলা নাফসী ত্বরফাতা আইনিন ওয়া আসলিহলী শা'নী কুল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা। (আবু দাউদ-হাসান)

ঙ) আপনি আল্লাহকে ভয়কারী ও তার আশাধারী হোন। কেননা ভয় আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতা হতে বাধা দিবে এবং আশা আকাঙ্ক্ষা আপনাকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا) [الإسراء:٥٧].

অর্থাৎ আর তাঁর দয়া তারা প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয় করার মতই। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৭)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْئَسْ مِنْ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري

.
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন রহমতকে সৃষ্টি করেন তখন একশত রহমত সৃষ্টি করেন। অতপর তিনি ৯৯টি রহমত তার নিকট রেখে দেন আর একটি রহমত তার সকল সৃষ্টির জন্য পাঠিয়ে দেন। সুতরাং কাফের যদি আল্লাহর নিকটের সমস্ত রহমতের খবর জানত, তবে কখনোই জান্নাত হতে নিরাশ হতো না। পক্ষান্তরে মুমিন যদি আল্লাহর নিকটের সমস্ত আযাবের খবর জানত, তবে কখনোই সে জাহান্নাম হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করত না। (বুখারী)

চ) হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর অনুসরণ করা ছাড়াই আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করা হতে সতর্ক হোন। বরং আপনার জন্য গুনাহ-খাতা হতে সতর্ক হওয়া এবং আল্লাহ আপনার উপর যা ফরজ করেছেন, তা আদায় করা জরুরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ [الزمر : 9].

অর্থাৎ যে রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে, আর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সূরা যুমার: ৯)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

৯। আল্লাহর আশ্রয় ও শরণাপন্ন হওয়া।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: 200].

অর্থাৎ শয়ত্বানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (সূরা আরাফ: ২০০)

ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

✸ হে আল্লাহর বান্দা! কুরআন পড়ার সময় আপনি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [النحل : 98] .

অর্থাৎ তুমি যখনি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়ত্বান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে। (সূরা নাহল: ৯৮)

- অনুরূপ শয়তানের কুমন্ত্রনা ও আপনার প্রতি তাদের কুপ্রভাব হতে আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা/কামনা করুন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون : 97-98].

অর্থাৎ আর বল: 'হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়ত্বানের কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, হে আমার প্রতিপালক! যাতে তারা আমার কাছে আসতে না পারে।' (সূরা মুমিনূন: ৯৭-৯৮)

- যখন শয়তান আপনাকে আহত করে ও কুমন্ত্রনা দেয় আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর্ন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: 200].

অর্থাৎ শয়ত্বানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (সূরা আরাফ: ২০০)

✸ আপনার সকাল-সন্ধায় তিনবার করে: কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, ফালাক ও নাস (আশ্রয় চাওয়া মূলক সূরা দ্বারা) আশ্রয় চাওয়া উচিত। কেননা মুয়াজ বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন:

(قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ) رواه النسائي والترمذي (حسن)

অর্থাৎ বল, আমি বললাম, আমি কি বলব? তিনি বলেন: যখন সকাল ও সন্ধা উপনিত হবে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ও আশ্রয় চাওয়ার সূরা (ফালাক ও নাস) তিনবার বলবে। তাহলে সব কিছু হতে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (নাসায়ী ও তিরমিযী-হাসান)

উকবা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ) رواه النسائي (صحيح) .

অর্থাৎ এ রকম আর কেউ আশ্রয় প্রার্থনাকারী নেই। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ ফিতনাসমূহ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান।

(تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ الْفِتَنِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ তোমরা যাবতীয় ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। (মুসলিম)

✸আল্লাহর নিকট স্থায়ী বালা-মসীবত, দু:খ-কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও শত্র র বিদ্বেষ হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর্ন।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) رواه البخاري .

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নিকট স্থায়ী বালা-মসীবতের ভয়াবহতা, দু:খ-কষ্টে পতিত হওয়া, দূর্ভাগ্যের খারাপী ও শত্র র বিদ্বেষ হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (বুখারী)

✸আল্লাহর নিকট বসবাসের ক্ষেত্রে খারাপ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন।

যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ) رواه النسائي (صحيح) .

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নিকট স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্রে খারাপ প্রতিবেশীর আশ্রয় প্রার্থনা কর আর অস্থায়ী প্রতিবেশী তো স্থানান্ত র হয়ে যাবে। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ আল্লাহর নিকট খারাপ দিন, খারাপ রাত, খারাপ মূহুর্ত, খারাপ সাথী ও স্থায়ী বসবাসের খারাপ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন।

উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ) رواه الطبراني في الكبير (حسن) .

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট খারাপ দিন, খারাপ রাত, খারাপ মূহুর্ত খারাপ সাথী এবং স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্রে খারাপ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (ত্ববারানী-হাসান)

✸ আল্লাহর নিকট খারাপ চরিত্র, খারাপ আমল, কুপ্রবৃত্তি ও রোগ-ব্যাধি হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন।

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ) رواه الترمذي (صحيح) .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট দুশ্চরিত্র, মন্দ আমল ও কুপ্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাই। (তিরমিযী-সহীহ)

✸ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে যে সব জিনিস হতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় চেয়েছেন, আপনিও তা হাতে আশ্রয় তলব কর ন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (صحيح) .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট এমন অন্ত র হতে আশ্রয় চাই যা ভয় করে না, এমন দোয়া হতে যা কবূল করা হয় না, এমন আত্মা হতে যা তৃপ্ত হয় না, এমন ইলেম হতে যা উপকার করে না, আমি আপনার নিকট এই চারটি জিনিস হতে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

✱ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও সেগুলি হতে আশ্রয় চান:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ) رواه النسائي والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রভাব বিস্তার, শত্রুর প্রভাব ও শত্রুদের বিদ্বেষ হতে আশ্রয় চাই। (নাসায়ী ও হাকেম-সহীহ)

✱ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব বিষয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও সেগুলি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট এমন ইলেম হতে আশ্রয় চাই, যা উপকার করে না, এমন আমল হতে যা গ্রহণ হয় না এবং এমন দোয়া হতে যা কবূল হয় না। (আহমাদ-সহীহ)

✱ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, হাদীসে যে সব বিষয় হতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন আপনিও সেগুলি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ) رواه البخاري.

✱ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় তলব করেছেন, আপনিও সেগুলি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ) رواه مسلم .

✱ শাকাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) .

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আমার শ্রবণের অনিষ্টতা, দৃষ্টির অনিষ্টতা, জবানের অনিষ্টতা, হৃদয়ের অনিষ্টতা ও লজ্জাস্থানের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ, হাকেম-সহীহ)

✱ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ) رواه مسلم.

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার নেয়ামত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, সুস্থতার পরিবর্তে অসুস্থতা ছেয়ে যাওয়া হঠাৎ আজাব চলে আসা ও তোমার সব ধরণের অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই। (মুসলিম)

✱ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) رواه الشيخان .

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চিন্তা, ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপনতা, ভীরু তা, ঋণের প্রভাব ও অন্যের বিজয় লাভ হতে আশ্রয় চাই। (বুখারী-মুসলিম)

✱ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) رواه الشيخان .

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অলসতা, বার্ধক্য, গুনাহ, ঋণ, কবরের ফিতনা, কবরের আজাব, জাহান্নামের ফিতনা, জাহান্নামের আজাব, প্রাচুর্যতার ফিতনা হতে আশ্রয় চাই এবং আশ্রয় চাই অভাবের ফিতনা হতে ও আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফিতনা হতে। (বুখারী-মুসলিম)

✱ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (صحيح) .

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব, ঘাটতি, অপমান হতে আশ্রয় চাই এবং আমি তোমার নিকট আমি জুলুম করব বা আমার উপর জুলুম করা হবে তা হতে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

✱ আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والقسوة، والغفلة، والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق، والشقاق، والنفاق والسمعة، والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون، والجذام، والبرص، وسيئ الأسقام) رواه الحاكم (صحيح).

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই: অপরগতা, অলসতা, ভীর তা, কৃপণতা, বার্ধক্যতা, নিষ্ঠুরতা, উদাসিনতা, পরিবার বড়জনিত অভাব-অনটন, অপমান-অপদস্থ ও বশ্যতা হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই, দারিদ্রতা, কুফুরী, ফাসেকী, হকের বিরোধিতা করা, মোনাফেকী, আমল প্রচার করা, আমলের রিয়া- বা দেখান হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই: বধিরতা নির্বাকতা, পাগল হয়ে যাওয়া, অঙ্গহানী হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও অত্যাধিক দুর্বল চিরস্থায়ী রোগী হওয়া থেকে। (হাকেম-সহীহ)

✸ আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (حسن) .

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এমন ক্ষুধা হতে আশ্রয় চাই যা শরীরে আরামকে নষ্ট করে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই খেয়ানত হতে যা খারাপ গোপনিয়তা। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-হাসান)

✸ আবুল ইউসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا) رواه النسائي (صحيح).

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই উঁচু থেকে নিচে পতিত হয়ে যাওয়া থেকে, দেয়াল চাপা পড়া হতে, পানিতে ডুবে মরা হতে ও আগুনে জ্বলে যাওয়া হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে বিভ্রান্ত করা হতে, তোমার নিকট আশ্রয় চাই জিহাদে পশ্চাদ্ধাভন করত মৃত্যু বরণ করা হতে এবং আশ্রয় চাই বিষাক্ত প্রাণির দংশনে মৃত্যুবরণ করা হতে। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা

করুন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) رواه مسلم .

হে আল্লাহ আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার অসন্তুষ্টি হতে ও তোমার ক্ষমার অসীলায় তোমার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই। তোমার নিকট তোমার গুনগান করে শেষ করতে আমি পারি না যেমনভাবে তুমি তোমার নিজের জন্য গুনগান বর্ণনা করেছ। (মুসলিম)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আপনিও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي) رواه النسائي وابن ماجه (صحيح) .

হে আল্লাহ আমি তোমার বড়ত্বের অসীলায় ভূগর্ভে বিলিন হয়ে যাওয়ার বিপদ হতে আশ্রয় চাই। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ-সহীহ)

✸ আল্লাহ তায়ালার নিকট কিয়ামতের দিন সংকীর্ণ অবস্থার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করুন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে:

(كان يَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه النسائي (صحيح) .

তিনি কিয়ামতের দিন সংকীর্ণ অবস্থান হতে আশ্রয় চাইতেন। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ আল্লাহর নিকট খারাপ আয়ূ ও বক্ষের খারাপী হতে আশ্রয় তলব করুন। যেমন হাদীসে এসেছে:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচ বিষয় হতে ক্ষমা চাইতেন,

(كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ)

তাতে উল্লেখ রয়েছে:

(وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ) رواه النسائي (صحيح) .

আমি তোমার নিকট বয়সের অনিষ্টতা হতে এবং বক্ষের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ কৃপণতা হতে আল্লাহর আশ্রয় চান, যেমন হাদীসে আছে:

(كَانَ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ الشُّحِّ) رواه النسائي (صحيح) .

তিনি কৃপণতা হতে আশ্রয় চাইতেন। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ যৌন খারাপী ও অন্তরের খারাপী হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চান, যেমন শাকল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন:

(قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ) رواه النسائي (صحيح) .

বল, আমি তোমার নিকট শ্রবণের অনিষ্টতা, দৃষ্টির অনিষ্টতা, জবানের অনিষ্টতা, অন্তরের অনিষ্টতা এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। (সানাসী-সহীহ)

✸ সর্বাপেক্ষা বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া হতে আল্লাহর আশ্রয় চান। সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দোয়ায় বলতেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ)

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা হতে।

তাতে রয়েছে:

(وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) رواه النسائي وبعضه في الصحيح (صحيح) .

আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যেন আমি বার্ধক্যের চরমসীমায় উপনিত না হই এবং আমি আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে। (নাসায়ী-সহীহ)

✸ সৃষ্টির মধ্যে সকল কিছুর অনিষ্ট হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় চেয়েছেন:

(أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) رواه مسلم .

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার মাধ্যমে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। (মুসলিম)

✸ আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন, তখন বলবেন, যেরূপ আব্দুল্লাহ ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, বলতেন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত মুখমন্ডল তাঁর চিরন্তন রাজত্বের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ-সহীহ)

যদি এরূপ বলে তবে শয়তান বলে, সে সারা দিন আমার থেকে নিরাপদ। (আবু দাউদ-সহীহ)

✸ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হকের ক্ষেত্রে আশ্রয় প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দেন। যেমন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে:

(مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ...الحديث) رواه أبو داود (صحيح) .

যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে আশ্রয় চায় তাকে তোমরা আশ্রয় দাও এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে চায় তাকে তোমরা দান কর। (আবু দাউদ-সহীহ)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় চায়, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও। আবু দাউদ-সহীহ)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

১০। আল্লাহর নিকট কল্যাণ লাভ করা ও ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ফরীয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾[الأنفا : 9].

অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন, 'আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব যারা পর পর আসবে। (সূরা আনফাল: ৯)

ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

১। আপনার উপর যদি কোন চিন্তা-ভাবনা ও দু:খ-কষ্ট আসে, তবে ইবনে মাসউদের বর্ণনায় যা বর্ণিত হয়েছে তা আপনার বলা উচিৎ:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন চিন্তা-ভাবনায় পতিত হতেন তখন বলতেন:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

অর্থাৎ হে চিরঞ্জীব হে সর্ব সত্ত্বার তত্ত্বধায়ক তোমার রহমতের অসীলায় আমি ফরীয়াদ করি। (হাকেম-সহীহ)

২। যদি আপনি বৃষ্টির জন্য ফরীয়াদ করেন, তবে আপনার জন্য সুন্নাত হলো, আপনি বলবেন যা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য তিনি হস্তদ্বয় উঠাতেন তারপর (তিন বার) বলতেন:

(اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا) رواه الشيخان .

হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষন করুন। (বুখারী-মুসলিম)

৩। যদি আপনার মাধ্যমে ফরীয়াদ করা হয় যা আপনার সামর্থের বাইরে, তবে তাই বলুন, যা হাদীসে বর্ণিত:

(أن منافقاً كان يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث رسول الله ﷺ من هذا المنافق فقال ﷺ : "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) رواه الطبراني في الكبير (حسن) .

অর্থাৎ একজন মোনাফেক মুমিনদেরকে কষ্ট দিত, তখন তাঁদের কতিপয় বললেন, চলো উঠো আমাদেরকে নিয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এই মোনাফেক হতে (বাঁচার জন্য) ফরীয়াদ কামনা করব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই আমার নিকট ফরীয়াদ করা যায় না বরং আল্লাহর নিকটেই

ফরীয়াদ করতে হয়। (ত্ববারানী-হাসান)

৪। তবে বান্দা যে বিষয়ে সামর্থ রাখে তার ফরীয়াদ বান্দার নিকট করা যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص : 15].

অর্থাৎ তখন তার দলের লোকটি তার শত্র দলের লোকটির বিরু দ্ধে তার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। (সূরা কাসাস: ১৫)

৫। হে মুসলিম ভাই! অভাবী ও বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য কর ন।

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত একটি করে সাদকা করা তারা বলল; যদি না পারে। তিনি বলেন, তবে সে দু'হাত দ্বারা কাজ করে নিজেকে উপকৃত করবে ও সাদকা করবে। তারা বলেন যদি তা না পারে বা না করে, তিনি বলেন: তবে অভাবী-বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করবে। তা যদি না করে, তিনি বলেন: তবে কল্যাণের আদেশ করবে অথবা বলেন, সৎকাজের আদেশ দিবে। তারা বলল: তা যদি না করে, তিনি বলেন: তবে সে মন্দ হতে বিরত থাকবে, এটি তাই তার জন্য সাদকা। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু যর বর্ণিত হাদীসে বলেন:

(عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ) الحديث وفيه: (وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ...الحديث) رواه أحمد والنسائي (صحيح) .

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রত্যেক এমন যত দিনের উপর সূর্য উদিত হয়, তার উপর নিজের পক্ষ হতে সাদকা করা জরু রী...। আর এ হাদীসেই রয়েছে:

কঠিন পদক্ষেপে দু:খিত ও ফরীয়াদকারীর সাহায্যে স্বচেষ্ট হোন এবং দূর্বলের জন্য শক্ত হাত প্রশস্ত করবেন....। (আহমাদ ও নাসায়ী-সহীহ)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

১১। ভালবাসা-মুহাব্বত

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة:165].

অর্থাৎ কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ়। (সূরা বাকারা: ১৬৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة : 54].

অর্থাৎ যাদেরকে তিনি ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসবে। (সূরা মায়িদাহ: ৫৪)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وقال ﷺ في حديث أنس رضي الله عنه: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ তিনটি বৈশিষ্ট এমন যার মধ্যে এগুলি পাওয়া যায় সে ঈমানের প্রকৃত মজা ও স্বাদ পায়:

১। তার নিকট আলাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত যা কিছু আছে সব হতে তাঁরাই প্রিয়তম হওয়া।

২। তার কোন ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে ভালবাসা।

৩। কুফুরীর দিকে ফিরে যাওয়া (মুরতাদ হওয়া) এমন অপছন্দ যেমন তার জাহান্নামে নিক্ষেপ হওয়া অপছন্দ। (বুখারী ও মুসলিম)

মুহাব্বতের প্রকারভেদ

১। এমন ভালবাসা যা আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত:

এটি এমন ভালবাসা যা বিনয়-বশ্যতা ভয়-ভীতি আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ সহ অন্তরের মাঝে হয়ে থাকে। আর এগুলি ব্যতীত অন্য ভালবাসাকে ইবাদত বলা হবে না। সুতরাং মুহাব্বতের ক্ষেত্রে বাস্তব ভালবাসাকারী তো সেই যে তার প্রিয় ব্যক্তির অনুসারী হয়ে, সে যা পছন্দ করে তাই সে চেষ্টা করে এবং ভালবাসাকৃত যা অপছন্দ করে তা হতে সে বেঁচে থাকে। সুতরাং এ মুহাব্বতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক জানা ও তা সাব্যস্ত করা বান্দার জন্য ফরজ। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে তবে তা হবে বড় শিরক।

২। আল্লাহর জন্য ভালবাসা:

এটি হলো, ইবাদতের প্রকার সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হবে যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন তা ভালবাসার মাধ্যমে। এটি বান্দার উপর অপরিহার্য। যেমন রাসূল-

নবীগণের ভালবাসা সৎ লোকদের ভালবাসা। অনুরূপ নামায, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত এবং যা কিছু আলাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন তার ভালবাসা। এই ভালবাসা হলো, আল্লাহর মুহাব্বতের তাবে-অধীন। সুতরাং তার উচিত আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা এবং যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঘৃণা করেন তা ঘৃণা করা।

৩। আল্লাহর সাথে ভালবাসা:

যেমন মুশরিকদের ভালবাসা তাদের বাতিল মাবূদদের সাথে, আর এ ভালবাসা হয় আগ্রহ ভয় ও বিনয়ের সাথে, তাই এটি হলো শিরকী ভালবাসা (বড় শিরক)।

৪। আল্লাহর অবাধ্যতায় ভালবাসা কিন্তু শিরক নয়:

যেমন সে বাস্তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে (তার প্রকৃত ভালবাসা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দ্বীনের প্রতি রয়েছে) কিন্তু সে কোন কোন গুনাহ করতে ভালবাসে, পাপীদের সাথে ভালবাসা করে এবং স্বীয় আত্মাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বাতের চেয়ে বেশী ভালবাসা করে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে বড় ধরণের শিরকে লিপ্ত হয় না এমন লোক আল্লাহর অবাধ্য। কেননা পরিপূর্ণ মুহাব্বতের অপরিহার্যতা হলো, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ভালবাসা করে যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) رواه الشيخان .

অর্থাৎ তার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত যা কিছু আছে সব হতে প্রিয়তম হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৫। স্বভাবগত ভালবাসা:

যেমন: সন্তান, পরিবার, পিতা-মাতা, স্ত্রীর ভালবাসা, (এ মুহাব্বতের মাঝে আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি থাকে না) সুতরাং এ ধরণের ভালবাসা জায়েয। বান্দা এ ধরণের ভালবাসা দ্বারা যদি আল্লাহর ইবাদতে সহযোগিতা কামনা করে তবে তা হবে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে এ ভালবাসা যদি বান্দাকে আল্লাহর ইবাদত হতে বিরত রাখে বা আলাহ যা হারাম করেছেন তার দিকে ধাবিত করে তবে তা আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে গুনাহ হবে।

এ ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ:

১। ওহে আল্লাহর বান্দা! আপনি যে দাবী করেন, আপনি অবশ্যই আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রকৃত ভালবাসাকারী, তবে আপনার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণকে সকলের উপর প্রাধান্য দেয়া জরুরী। নিম্নের আয়াতটি আপনি নিজেকে শিক্ষা দিন:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة : 24].

অর্থাৎ বল, 'যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা আর ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ব্যবসা তোমরা যার মন্দার ভয় কর, আর বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস (এসব) যদি তোমাদের নিকট প্রিয়তর হয় আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা হতে, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন।' আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা তাওবা: ২৪)

২। একটি রুত্বপূর্ণ বিষয়:

হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের হাদীস বাস্তবায়নের জন্য আপনি নিজেকে গড়ে তুলুন:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)

অতএব, আপনি যদি আপনার মুসলিম ভাইদের জন্য তা পছন্দ করতে পারেন, যা আপনি নিজের জন্য করেন, তবে তা হবে অপরিহার্য পরিপূর্ণ ভালবাসা। পক্ষান্তরে আপনি যদি নিজের জন্য অধিক পছন্দ করেন, তবে আপনি অপরিহার্য অসম্পূর্ণ ঈমানের অধিকারী। সুতরাং এর ফলে আপনি গুনাহগার।

৩। আপন সন্তান-সন্ততি ও ধন-মালের ভালবাসা যেন আপনাকে আল্লাহর সাথে শিরক ও আল্লাহর অবাধ্যতায় পতিত না করে, সে জন্য সতর্ক হোন। যেমন আদম ﷺ এর কতিপয় সন্তান-সন্ততি পতিত হয়েছে:

﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠].

অর্থাৎ যখন তিনি তাদেরকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর সন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় তাতে অন্যকে আল্লাহর শরীক গণ্য করে। (সূরা আরাফ: ১৯০)

আপনি আপনার সন্তান-সন্ততির কারণে আপনার প্রতি আল্লাহ যা অপরিহার্য করেছেন তা হতে কৃপনতা করবেন না।

আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الولد مجبنة و مبخلة محزنة) رواه أبو يعلى (صحيح) .

অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হলো ভীরু তা ও দু:খজনক কৃপনতার কারণ। (আবু ইয়ালা-সহীহ)

৪। আপনার মুসলিম ভাইয়ের জন্য আপনার ভালবাসা যেন আল্লাহর ওয়াস্তে হয় অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হয়। আপনাদের উভয়ের একত্রিত হওয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়াও যেন তার জন্য হয়। এরূপ নীতি যে অবলম্বন করবে সে নিশ্চয়ই সেই সাতজনের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তার ছায়ার নীচে আশ্রয় দিবেন যে দিন তার ছায়া বতীত কোন ছায়া থাকবে না।।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ) الحديث وفيه: (وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ: "সাত ব্যক্তি এমন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর ছায়ার নিচে ছায়া প্রদান করবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না।" আর এ হাদীসেই রয়েছে: "এমন দুজন লোক যারা আল্লাহর জন্যই আপোষে ভালবাসা করে তার উপরেই উভয়ে একত্রিত হয় এবং পৃথক হয়। (বুখারী-মুসলিম)

৫। আপনার ভালবাসা যেন আলাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলেমদের ও সৎলোকদের জন্য হয়। বান্দা যত অধিক আল্লাহর অনুসারী হবে আপনার ভালবাসা তার জন্য অন্যদের চেয়ে ততবেশী হবে। বরং আপনি ভাল লোকদেরকে ভালবাসুন এমনকি যদিও আপনি তাদের মত আমল না করেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত:

(قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ الْخَيْرِ وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার এমন ভাল কাজের জন্য ভালবেসে থাকে যে, তার মত কেউ কাজ করতে পারে না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ব্যক্তি তার সঙ্গ লাভ করবে যাকে সে ভালবাসে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু জার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) رواه أبو داود (صحيح) .

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! ব্যক্তি এমন জাতিকে ভালবাসে যাদের মত কেউ কাজ করতে পারে না। তিনি বলেন: হে আবু জার তুমি তার সঙ্গই লাভ করবে যাকে ভালবাসবে। অতপর আবু জার বলেন: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি, তিনি বলেন: নিশ্চয়ই তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি ভালবাস। (আবু দাউদ-সহীহ)

৬। আপনি যদি আল্লাহর জন্যই কোন বান্দা (নারী-পুরুষ)কে ভালবাসেন তবে তাকে অবহিত করুন যে আপনি নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসেন।

মিকদাদ ইবনে মাদীকরাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد (صحيح)

অর্থাৎ ব্যক্তি যদি তার (মুসলিম) ভাইকে ভালবাসে সে যেন তাকে অবহিত করে যে, সে

তাকে ভালবাসে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ-সহীহ)
আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ) رواه أحمد (صحيح) .
অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি তার সঙ্গীকে ভালবাসে সে যেন তাকে তার বাসগৃহে নিয়ে আসে এবং তাকে যেন অবহিত করে যে, সে তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসে। (আহমদ-সহীহ)
৭। আপনি যদি আল্লাহকে ভালবাসেন তবে তাঁর অণুসরণ কর্ন। বান্দা আল্লাহকে যত বেশী ভালবাসবে, সে আল্লাহর তত নিকটতম হবে। ফলে আল্লাহ তাকে ভালবাসে (ফরজ আদায়ের পর নফলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করু ন)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার রব হতে বর্ণনা করেন, যা হাদীসে কুদসীতে রয়েছে:
(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ) رواه البخاري .
অর্থাৎ বান্দা যত কিছু (নফল) দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে তার মধ্যে আমি তার উপর যা ফরজ করেছি তা আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমার বান্দা নফল আদায়ের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতেই থাকবে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে শুর্ করি আর আমি যখন ভালবাসি তখন আমি তার সেই কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে হাটে। যদি সে আমার নিকট চায় আমি তাকে অবশ্যই দিয়ে দেই এবং যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দেই। (বুখারী)
৮। আপনি জেনে রাখুন, যখনই আপনি ফরজসমূহ আদায়ের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করবেন, তারপর নফল আদায় করবেন, আল্লাহ আপনাকে ভালবাসবেন। (অতএব, নফলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের উপায় বাড়িয়ে দিন)। সুতরাং যদি আল্লাহ আপনাকে ভালবেসে ফেলেন তবে আপনি অর্জন করবেন মহা কল্যাণ। তার মধ্যে যেমন এসেছে, আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ) رواه الشيخان .
অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, জিবরীল ﷺ কে আহ্বান করে বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন। অতএব, তুমিও তাকে ভালবাস। ফলে জিবরীল

তাকে ভালবাসতে শুরু করেন এরপর জিবরীল আকাশবাসীর মধ্যে আহ্বান করে বলতে থাকেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালবাস ফলে আকাশবাসীও তাকে ভালবাসতে থাকে। তারপর তার জন্য যমীনের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা রাখা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৯। হে আল্লাহর বান্দা! আপনি যা কিছু আল্লাহ আপনার উপর হারাম করেছেন এবং যা কিছু আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল ঘৃণা করেন তাতে পতিত হওয়া থেকে আপনি সতর্ক হোন, যেন আল্লাহ আপনাকে ঘৃণা না করেন। আর এও জেনে রাখুন, আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তবে তা এমন হবে যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ إِنِّي أَبْغَضْتُ فُلَانًا فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ) رواه الترمذي (صحيح) .

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, জিবরীলকে আহ্বান করে বলেন নিশ্চয়ই আমি অমুককে ঘৃণা করেছি, অত:পর আকাশে আহ্বান করতে থাকেন। অত:পর তার জন্য যমীনে ঘৃণা অবতীর্ণ হতে থাকে। (তিরমিযী-সহীহ)

১০। আনপনার ভালবাসা, আপনার বন্ধুত্ব, আপনার শত্রু তা, আপনার ঘৃণা পোষণ সব কিছু যেন আল্লাহর জন্যই হয়। আর এই হলো ঈমানের গভীর দৃঢ়তা। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ: الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ ﷻ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .

অর্থাৎ ঈমানের গভীর দৃঢ়তা হলো: আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব, আল্লাহর জন্যই শত্রু তা এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসা আল্লাহর জন্যই ঘৃণাপোষণ। (ত্ববারানী-সহীহ)

১১। আপনি যদি কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তবে যেন তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্যতা অনুযায়ী যেন ততটুকু ভালবাসা তার প্রতি হয়। অনুরূপ তার প্রতি আপনার ঘৃণাও ততটুকু হবে, যে পরিমাণ তার মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে। কেননা বন্ধুত্ব ও শত্রু তা কম-বেশী হয়ে থাকে। বান্দার পাপের জন্য তার প্রতি ঘৃণা-শত্রু তা জরুরী হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মধ্যে কিছু পেলেন তিনি বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) رواه البخاري .

অর্থাৎ হে আল্লাহ খালেদ যা করেছে আমি তা হতে নিশ্চয়ই আপনার নিকট সম্পর্ক হীনতা ঘোষণা করছি। (বুখারী)

১২। হে বান্দা! আপনার আল্লাহর প্রতি ভালবাসা যেন সকল কিছুর উপর অগ্রাধিকার পায়। আপনি যদি আল্লাহকে ভালবাসেন তবে আল্লাহ আপনাকেও ভালবাসবেন বরং

কখনো আপনাকে পরীক্ষায় ফেলতে পারেন। কেননা নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে ভালবাসেন। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ) رواه الضياء والبيهقي في الشعب (صحيح)

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। (আল-বায়হাকী-সহীহ)

১৩। আপনি সকল কিছুর উর্দ্ধে আল্লাহর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দান করুন। দুনিয়ার লোভ-লালসা যেন আল্লাহর ভালবাসা হ্রাস করার প্রতি আপনাকে উদ্বুদ্ধ না করে।

জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনাকে দুনিয়াতে হেফাজত করবেন কেননা তিনি যেহেতু আপনাকে ভালবাসেন।

কাতাদা ইবনে নোমান কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ) رواه الترمذي والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তবে তাকে দুনিয়ায় হেফাজত করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অসুস্থকে পানি দ্বারা হেফাজত করে। তিরমিযী ও হাকমে-সহীহ)

১৪। যে আল্লাহর মুহাব্বতের দাবী করে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে, তার উপর আল্লাহর আদেশসমূহ পালন ও নিষেধগুলি বর্জন করে তার অনুসরণ এবং তার রাসূলেরও অনুসরণ করা জরুরী। অবশ্য এক জাতি আল্লাহর মুহাব্বতের দাবী করলে আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেন ও বলেন:"

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران : 31].

অর্থাৎ বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুত: আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

যখনই বান্দা আল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে যত বেশী নৈকট্য অর্জন করবে তত বেশী তার আল্লাহর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি পাপে লিপ্ত হয় তবে তার আল্লাহর প্রতি ভালবাসা তাওবা না করলে হ্রাস পেতে থাকবে।

১৫। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে চিন্তা ভাবনা করবে নিশ্চয়ই সে আল্লাহকে এমন ভালবাসবে যে, কোন ভালবাসা তার নিকট হতে পারবে না। সুতরাং তাকে দেখবেন যে, সে তার রবের দিকে অগ্রসর ও ধাবিত এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা হতে সে বিরত। তাই আপনিও সেগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

আল্লাহর কতিপয় নাম:

আল জামীল, আল হামীদ, আশ শাকূর, আর রাযযাক, আল মু'তী, আল মানে।

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

১২। আল্লাহর ভয়-ভীতি

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : 175].

অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [المؤمنون : 60].

অর্থাৎ যারা তাদের দানের বস্তু দান করে আর তাদের অন্তরের ভীত শংকিত থাকে। (সূরা মুমিনূন: ৬০)

সুতরাং ভয়-ভীতি হল এমন ব্র হানী মহা ইবাদত যা আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য সাব্যস্ত নয়। যেমন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা, আল্লাহর উপর ভরসা, তাই এ ইবাদতের পরিপূর্ণতা তাওহীদের অপরিহার্যতার পরিপূর্ণতা এবং তার অসম্পূর্ণতা হলো অপরিহার্য পূর্ণ তাওহীদের অসম্পূর্ণতা। সুতরাং অসম্পূর্ণতা হল গুনাহ।

ভয়ের প্রকারভেদ:

ভয় চার প্রকার:

১। আল্লাহর ভয়:

এটিই হলো ফরজ ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নিষেধ করেছেন তারা যেন অন্যকে এ ভয় না করে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : 175].

অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

২। গোপনে ভয় করা (এ ভয় শিরক):

যেমন কবর পূজারীরা কবরবাসী (মৃত ব্যক্তি)কে ভয় করে যে, তারা ক্ষতি করবে বা সে মূর্তি-প্রতিমাকে ভয় করে যে তাকে দু:খ-কষ্ট পৌঁছাবে। আর এ হলো বড় ধরণের শিরক,

মৌলিক তাওহীদের পরপন্থী ।

৩। হারাম ভয়:

যেমন কোন সৃষ্টিকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তার উপর যা ফরজ করেছেন তা বর্জন করা বা আল্লাহ তার উপর যা হারাম করেছেন তা চাপ প্রয়োগ করা ছাড়াই আমল করা ।

কোন কোন আলেমের নিকট এ ধরণের ভয় এমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী । আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ) رواه ابن ماجه (صحيح) .

অর্থাৎ সাবধান! কোন ব্যক্তিকে যেন মানুষের ভয়-প্রভাব (আল্লাহর হক আদায় করা হতে) বিরত না রাখে যে, সে তার ব্যাপারে বলবে যদি সে তা জেনে ফেলে । (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

৪। স্বভাবগত ভয়: এমন ভয় জায়েয:

যেমন হিংস্র প্রাণী, শত্রু বন্যা ইত্যাদির ভয় ।

আলাহ তায়ালা মূসা عليه السلام সম্পর্কে বলেন:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص : 33].

অর্থাৎ মূসা বললেন– ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তাদের একজনকে হত্যা করেছি, কাজেই আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করবে । (সূরা কাসাস: ৩৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ [الشعراء:21] .

অর্থাৎ অত:পর তোমাদের ভয়ে ভীত হয়ে আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম । (সূরা শূআরা: ২১)

ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ

১। শয়তান তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে তার বন্ধুদের মাধ্যমে ভয় দেখায় যেন মুমিনগণ তাদের উপর আল্লাহ যা কিছু ফরজ করেছেন তা বর্জন করে । অতএব, মুমিন বান্দার উচিত শয়তানের ওলী-বন্ধুর (আল্লাহর শত্রু দের)কে ভয় না করে আল্লাহকেই ভয় করা । আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران : 175].

অর্থাৎ এ লোকেরা হচ্ছে শয়ত্বান; তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু’মিন হও । (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

২। হে মুসলিম! আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করেন তবে আল্লাহ আপনার উপর যা ফরজ করেছেন তা পালন কর ন এবং যা আপনার জন্য নিষেধ করেছেন তা বর্জণ কর ন ও

আল্লাহর আযাব হতে সতর্ক হোন ও ভয় করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾[الزمر : 15] .

অর্থাৎ বল, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি বড় (ভয়াবহ) দিনের শাস্তির ভয় করি। (সূরা যুমার: ১৫)

৩। হে মুসলিম! আপনি প্রত্যেক সেই রাস্তার দিকে ধাবিত হোন যা আপনাকে আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি দিবে এবং জান্নাতে পৌঁছে দিবে।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ) رواه الترمذي (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভয় করে দ্রুত চলে, যে দ্রুত চলে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যায়। জেনে রাখ, আলাহর পন্য-সামগ্রী অতি মূল্যবান, আর জেনে নাও, আল্লাহর পন্য হলো জান্নাত। (তিরমিযী-সহীহ)

৪। হে মুসলিম! জাহান্নাম হতে পলায়ন ও পলায়নের চেষ্টা করুন, স্বীয় জান রক্ষা ও নিজেকে মুক্ত করার চিন্তা করুন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا) رواه مسلم

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই সকাল করে তারপর সে নিজেকে বিক্রি করে হয় সে নিজকে মুক্ত করে নচেৎ ধ্বংস করে। (মুসলিম)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا) رواه الترمذي (حسن) .

অর্থাৎ জাহান্নাম হতে পলায়নকারীকে ঘুমাতে দেখব না এবং জান্নাতের আশাধারীকে ঘুমাতে দেখব না। (তিরমিযী- হাসান)

৫। হে মুসলিম! আপনার কবরকে নিয়ে ভাবুন, তার জন্য প্রস্তুতি নেন। তার তো বীভৎস দৃশ্য। অতএব, সর্বদায় তার কথা স্মরণ করুন।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অবস্থা লক্ষ করুন।

(إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْ هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ) رواه الترمذي وابن ماجه (حسن) .

অর্থাৎ তিনি যখন কোন কবরে দন্ডায়মান হতেন, তখন কান্না শুরু করে দিতেন এমন কি তার দাড়ি ভিজে যেত, তাকে বলা হত আপনার নিকট তখন জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা

করা হয় কান্না করেন না কিন্তু এর জন্য কান্না করেন? তিনি বলেন: নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয়ই কবর হলো পরকালের মনযিলসমূহের প্রথম মনযিল, যদি তা হতে মুক্ত হয়, তারপর যা আসবে তার চেয়ে সহজ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তা হতে যদি মুক্তি না পাওয়া যায় তবে তার পরবর্তীগুলি তার চেয়েও কঠিন হয়ে যাবে।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি কবরের দৃশ্য ছাড়া অন্য কোন এমন বীভৎস দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। (তিরমিযী ওইবনে মাজাহ-হাসান)

৬। হে মুসলিম! আল্লাহর আযাবকে ভয় কর ন এবং নিম্নের হাদীসটি একটু চিন্তা কর ন।

আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ) رواه الترمذي وابن ماجه (حسن) .

অর্থাৎ আলাহ কসম! আমি যা জেনেছি, তোমরা যদি তা জানতে অবশ্যই তোমরা অল্প হাসতে আর বেশী কাঁদতে, বিছানায় নারী নিয়ে মজা উড়াতে না বরং উপর দিকে বের হয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে।

৭। হে মুসলিম! আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হোন যারা সৎ আমল করে থাকে আর ভয়ে থাকে যে হয়ত সেগুলি তাদের পক্ষ হতে কবূল নাও হতে পারে। কেননা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এসেছে, তিনি বলেন:

(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) رواه الترمذي وابن ماجه (حسن) .

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি "যারা তাদের দানের বস্তু দান করে আর তাদের অন্তর ভীত শংকিত থাকে। (মুমিনূন:৬০)

আয়েশা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ওরা কি তারাই যারা মদপান করে ও চুরি করে? তিনি বলেন: না, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং ওরা তারাই যারা রোযা রাখে, নামায আদায় করে ও দান-খয়রাত করে আর তারা ভয়ে শংকিত থাকে যে তাদের আমলগুলি হয়ত কবূল হবে না। এরাই এ সমস্ত লোক যারা কল্যাণের পথে ছুটে চলে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ-হাসান)

৮। হে মুসলিম! নিশ্চয়ই ফেরেশতারা আল্লাহকে ভয় করে:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل : 50].

অর্থাৎ তারা তাদের উপরে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়। (সূরা নাহল: ৫০)

সুতরাং আপনি আল্লাহকে ভয়কারী একজন হোন, আপনার ভয় যেন আপনার ও আল্লাহর অবাধ্যতার মাঝে প্রতিবন্ধক হয় এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশও হবেন না। (আশা পোষণকারী সহ ভয়কারী হোন)।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء : 57] .

অর্থাৎ আর তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। (সূরা বানী ইসরাঈল: ৫৭)

৯। আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন আর ভয়ের আয়াত অতিক্রম করবেন, তখন আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, যখন রহমতের আয়াত অতিক্রম করবেন তখন তা কমনা করবেন এবং যখন অতিক্রম করবেন আল্লাহর পবিত্রতা মূলক (তাসবীহ) তখন আপনি তাসবীহ পড়ুন।

যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ تَعَوَّذَ و إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ) رواه مسلم .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ভয়ের আয়াত পাঠ করতেন, আশ্রয় চাইতেন, যখন রহমতের আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন চাইতেন এবং যখন এমন আয়াত পাঠ করতেন যাতে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা রয়েছে, তখন তিনি পবিত্রতা (তাসবীহ) বর্ণনা করতেন। (মুসলিম)

১০। আল্লাহর ভয়ে কান্না করু ন, চেষ্টা কর ন আল্লাহর আনুগত্যতা এবং ভাবুন যে নিশ্চয়ই আপনি জানেন না যে আপনার সাথে কি আচরণ করা হবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থা:

(يسمع لصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنْ الْبُكَاءِ وهو يصلي)رواه النسائي وأحمد والحاكم وابن حبان/صحيح

অর্থাৎ তার নামায পড়া অবস্থায় বুক হতে কান্নার এমন গড়গড় আওয়াজ শোনা যেত যেমন উতরানো অবস্থায় ভাতের পাতিলের গড়গড় আওয়াজ। (নাসায়ী, আহমাদ, হাকেম ও ইবনে হিব্বান-সহীহ)

উম্মুল আলা এর হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ) رواه البخاري .

অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি জানি না অথচ আমি আল্লাহর রাসূল আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে আর আপনাদের সাথে বা কি ব্যবহার করা হবে। (বুখারী)

১১। আপনি কামনা কর ন যেন আপনি ঐ সাতজনের একজন হতে পারেন যাদেরকে

আল্লাহ তার ছায়া তলে ছায়া দিবেন যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। যাদের মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেন:

(وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অত:পর তার চুক্ষুদ্বয় অশ্রু নির্গত হয়। (বুখারী)

১২। সূরা হুদ ও ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা, ও কুভ্বিরাত এবং তার মধ্যে যা রয়েছে তা দ্বারা প্রভাবিত হোন। কেননা এগুলি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছিল।

আবু কবর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) رواه الترمذي والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো বার্ধক্যে উপনিত হয়ে গেলেন, তিনি বলেন: আমাকে বার্ধক্যে উপনিত করিয়েছে: সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও কুভ্বিরাত। (তিরমিযী ও হাকেম-সহীহ)

১৩। নিশ্চয় আলেমগণ ও অন্যান্য তাওহীদপন্থী লোকেরাই যারা স্বীয় ঈমানকে শক্তিশালী করেছেন, তারাই হক কথা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, জালেম বাদশাহর নিকট। তারা তাকে ভয় পায় না, তারা এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) رواه ابن ماجه (صحيح) .

অর্থাৎ সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালেম বাদশাহর নিকট ন্যায় কথা বলা। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

১৩। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া:

তা হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5].

অর্থাৎ আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (সূরা ফাতিহা: ৫)

ইয়াকুব ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف : 18].

অর্থাৎ ঠিক আছে, আমি পুরোপুরি ধৈর্য ধারণ করব, তোমরা যা বানিয়েছ সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।' (সূরা ইউসুফ: ১৮)

সাহায্য প্রার্থনার প্রকারভেদ:

সাহায্য চাওয়া দু'ভাগে বিভক্ত:

১। প্রথম প্রকার: এটি আল্লাহর একটি ইবাদত। অতএব, আল্লাহ ব্যতীত তা কারো জন্য পালন করা জায়েয নেই এবং এ সাহায্য প্রার্থনা এমন ক্ষেত্রে যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ সমর্থ রাখে না।

২। দ্বিতীয় প্রকার: যে ক্ষেত্রে বান্দার নিকট হতে সাহায্য চাওয়া জায়েয। যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যেও ক্ষমতা রাখে।

ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ ঃ

ক। হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর নিকটেই আপনার সাহায্য প্রার্থনা করা অপরিহার্য কেননা আল্লাহ যদি আপনাকে সাহায্য না করেন তবে কোন কিছুই আপনার জন্য সহজ হবে না। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) رواه الترمذي والحاكم وأحمد (صحيح)

অর্থাৎ যদি চাও তবে আল্লাহর নিকটেই চাও এবং যদি সাহায্য প্রার্থনা কর তবে আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা কর। (তিরমিযী, হাকেম ও আহমদ-সহীহ)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যা কিছু আপনার উপকারে আসবে তাতে স্বচেষ্ট হোন এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। (মুসলিম)

খ। আল্লাহর নিকট তার জিকির, শোকর আদায় আর উত্তম রূপে তার ইবাদত করার

তাওফীকের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। (এর উত্তম সময় নামাযের সালামের পূর্বে)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

(أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح) .

অর্থাৎ হে মুয়াজ! তোমাকে আমি অসীয়ত করি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" বলা কখনো ছাড়বে না। (আহমত, আবু দাউদ ও নাসায়ী- সহীহ)

গ। অন্যায়ের উপর কাউকে সাহায্য করবেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة:2].

অর্থাৎ পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। (সূরা মায়িদাহ: ২)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ) رواه ابن ماجه والحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদে অন্যায়ভাবে যে সাহায্য করবে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হয়ে থাকবেন, যতক্ষণ সে বিরত না হবে। (ইবনে মাজাহ ও হাকেম-সহীহ)

ঘ। হে আল্লাহর বান্দা! আপনি আপনার দ্বীনি ভাইকে তার কর্ম-কান্ডে সহযোগিতা কর ন। এমনকি সোয়ারীতে আরোহণেও সহযোগিতা কর ন।

যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ...الحديث) وفيه: (وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ...الحديث) رواه الشيخان .

অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক জোড়ার উপর রয়েছে সাদকা এবং এ হাদীসেই রয়েছে: ব্যক্তিকে তার সোয়ারীর ক্ষেত্রে সাহায্য করে তাকে তার উপর আরোহণ করিয়ে দাও বা তার উপর তার পন্য-সামগ্রী উঠিয়ে দিবে তাও হবে সাদকা স্বরূপ। (বুখারী ও মুসলিম)

ঙ। মুসলমানদের সার্বিক কর্মে আল্লাহর নিকট সহযোগিতা কামনা করা উচিত।

তার মধ্যে যেমন কাফেরদের বির ুদ্ধে জিহাদে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(....وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ) رواه أحمد (صحيح) .

অর্থাৎ এবং আমরা আল্লাহর নিকট তাদের বির ুদ্ধে সাহায্য কামনা করি। (আহমাদ-সহীহ)

চ। হে আল্লাহর বান্দা আপনি জেনে রাখুন! আল্লাহ যদি আপনাকে নেক কাজে সহযোগিতা করেন, তবে তা আপনার জন্য আল্লাহর বিশেষ তাওফীক। অর্থাৎ যে নেক কাজ করে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তার আমলের ক্ষেত্রে তাওফীক প্রদান করে থাকেন। সুতরাং আপনি বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং তার নৈকট্য অর্জন করেন ও তার নিকট তাওবা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা ও তা কবূলের তাওফীক দানকারী।

যেমন তার বানী:

﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ ﴾ [غافر : 3] .

অর্থাৎ যিনি পাপ ক্ষমাকারী ও তাওবাহ কবূলকারী। (সূরা মুমিন: ৩)

ছ। আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন ও ধৈর্যধারণ করুন এবং তার নিকট সাহায্য চেয়ে নামায আদায় করুন।

যেমন তিনি বলেন:

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾

অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। (সূরা বাকারা: ৪৫)

(إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى) رواه أحمد وأبو داود (حسن) .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন কর্মে উদ্বিগ্ন হয়ে যেতেন তখন নামায আদায় করতেন। (আহমদ, আবু দাউদ-সহীহ)

জ। প্রয়োজনে মুশরিকদের নিকট থেকে সাহায্য নেয়া যেতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে আরীকাতের নিকট হতে পথ নির্দেশনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েছেলেন।

ঝ। পানাহার ইত্যাদিতে বিসমিল্লাহ বলা আল্লাহর সাহায্য কামনার অন্তর্ভুক্ত ও তার নামের বরকত গ্রহণ।

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হলো:

১৪। জবাই করা:

জবাই হলো প্রাণির প্রাণ নাশ করা ও তার রক্তপাত করা।

জবাইয়ের প্রকারভেদ:

১। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবাই এটি একটি ইবাদত: যেমন হজ্জের হাদী, কুরবানী ও আকীকা ইত্যাদি।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام : 162 ، 163].

অর্থাৎ বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত)। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। (সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر : 2].

অর্থাৎ কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। (সূরা কাউসার: ২)

وقد (أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ) رواه البخاري

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একশতটি উট কুরবানী করেন। (বুখারী)

(ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ) رواه الشيخان

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি মোটা তাজা শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْعَقِيقَةَ حَقٌّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه أحمد .

অর্থাৎ আকীকার বিধান সুসাব্যস্ত ছেলের পক্ষ হতে দুটি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল। (আমহদ)

সুতরাং মুসলমানদের উচিত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য হজ্জের হাদী, কুরবানী, আকীকা জবাই করা।

এ সমস্ত ইবাদতে গবাদি পশুই প্রযোজ্য। সুতরাং গবাদি পশু ব্যতীত অন্য পশু দ্বারা এসব জায়েয নেই, যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে অন্য পশু জবাই করবে সে বিদআত করবে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকার বিরোধিতার কারণে।

২। স্বাভাবিক জবাই:

যেমন মেহমানের জন্য জবাই বা নিজে খাওয়ার জন্য ইত্যাদি। কিন্তু এতেও রয়েছে কিছু ইবাদতের অংশ তা হলো জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলা। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام : 121].

অর্থাৎ যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না। (সূরা আনআম: ১২১)

৩। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবাই:

এরূপ জবাই আল্লাহর সাথে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।যেমন জিন ও কবর মাজারের জন্য জবাই বা আল্লাহ ব্যতীত অমূকের সম্মানার্থে পশুর রক্তপাত করে তবে তাও শিরকের

অন্তর্ভুক্ত ।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করল তার উপর আল্লাহ লানত করেন । (মুসলিম)

✸ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবাই নিম্নের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

- যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য জবাই করে, যদিও সে আল্লাহর নাম নেয়, যেমন জিনের জন্য জবাই, তা ইবাদতের মধ্যে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত ।
- যে ব্যক্তি জবাইয়ে আল্লাহর ব্যতীত অন্যের নাম নিয়ে জবাই করল, এমনকি তা দ্বারা সে যদিও আল্লাহর সন্তুষ্টি ইচ্ছা করে তবে সে আল্লাহর র্ব্ব বুবিয়্যাতে শিরক করল । (এটিও বড় শিরক)

৪ । বিদআতী জবাই:

যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন মাজারের পার্শ্বে আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা বা হাস-মুরগী আকীকা বা কুরবানীর নিয়তে ও মাজারে বা আস্তানায় জবাই করা দ্বীনের মধ্যে একটি বিদআত । এমন করা হারাম । (কেননা বিদআতই তো হারাম ।)

বৈধ জবাইয়ের প্রকারভেদ:

দোষনিয় নয় এমন বৈধ জবাই দুই প্রকার:

১ । আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা ইবাদতমূলক জবাই ।

যেমন হজ্জের হাদী, কুরবানী ও আকীকা । সুতরাং এগুলিতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য রাখা জর্রুরী এবং জবাইর সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام : 162].

অর্থাৎ বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই (নিবেদিত) । (সূরা আনআম: ১৬২)

২ । সাধারণ জবাই:

যেমন খাওয়ার জন্য জবাই, তবে এ জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেয়া জর্রুরী, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য রাখা জর্রুরী নয়, কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নৈটক্য অর্জনও উদ্দেশ্য করা হারাম ।

জবাই সম্পর্কে কতিপয় মাসআলা:

প্রথম মাসআলাহ:

কেউ যদি এমন পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি ও সম্মানের জন্য জবাই করে, যার গোশত খাওয়া যায় না, তবুও তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, (ইসলাম হতে খারিজ)।

দ্বিতীয় মাসয়ালা:

এমন স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা, যেখানে প্রতিমা-মূর্তি বা জাহেলী অনৈসলামিক ঈদ-উৎসব উরস পালন হয়ে থাকে, তা হারাম বিদয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের কাজ হতে বিরত থাকুন হে মুসলিম ভাই। কেননা এক ব্যক্তি মানত কিরেছিল যে, সে বুয়ানাহ নামক স্থানে একটি উট জবাই করবে। অত:পর সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল:

(إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ) رواه أبو داود (صحيح)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি বুয়ানাতে একটি উট জবাই করার মানত করেছি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সেখানে কি কোন জাহেলী যুগের প্রতিমা বা আস্তানা ছিল যেখানে পূজা করা হত, তারা বলল: না, তিনি বললেন: সেখানে কি তাদের কোন উরস-উৎসব হতো, তারা বলল না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে তোমার মানত পূর্ণ কর। (আবু দাউদ-সহীহ)

তৃতীয় মাসয়ালা:

হে মুসলিম! যদি আপনি জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যান, তবে তা অবশ্যই হালাল, হারাম নয়। কেননা সওয়াব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح).

অর্থাৎ আমার উম্মত হতে অজ্ঞতা, ভুল ও বাধ্যগত কর্মকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। (ত্ববারানী-সহীহ)

চতুর্থ মাসয়ালা:

হে বান্দা! যখন আপনি খাওয়া বা মেহমানের জন্য জবাই করবেন, রক্ত প্রবাহিত করার সময় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন উদ্দেশ্য যেন হয়। যাতে আপনার উদ্দেশ্যের কারণে সওয়াব দেয়া হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমলসমূহ নির্ভর নিয়তের উপর, অতএব, ব্যক্তির জন্য অবশ্যই তা হবে যা নিয়ত করে। (বুখারী-মুসলিম)

পঞ্চম মাসয়ালা: হে আল্লাহর বান্দা! জবাই করার সময় বিসমিলাহ বলা ওয়াজিব, এবং বিসমিল্লাহর পর আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন:

(شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي) رواه الترمذي وأبو داود (صحيح).

অর্থাৎ আমি ঈদুল আজহায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। যখন তিনি তার খুৎবা শেষ করে, মিম্বার হতে অবতরণ করলেন। অত:পর একটি দুম্বা আনা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটিকে স্বহস্তে জবাই করলেন এবং বললেন: বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার। এটি আমার ও আমার উম্মতের যে জবাই করেনি তার পক্ষ হতে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ-সহীহ)

ইবাদতটির ক্ষেত্রে কতিপয় উপদেশ

১। হে আল্লাহর বান্দা! আপনি যদি কুরবানী করার শক্তি-সামর্থ রাখেন তবে কুরবানী দেয়ার জন্য স্বচেষ্ট হোন। শিং বিশিষ্ট মেষ-দুম্বা (ছাগল) কুরবানী দেয়া উত্তম।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. (ابن ماجه والحاكم، صحيح)

অর্থাৎ যার কুরবানী করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটতম না হয়। (ইবনে মাজাহ ও হাকেম-সহীহ)

وقد (ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا) رواه الشيخان عن أنس ﷺ.

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোটা-তাজা ও দু'শিং বিশিষ্ট দুটি মেষ ছাগল কুরবানী করেন। তিনি তা স্বহস্তে জবাই করেন ও বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার বলেন এবং তাঁর পা ছাগলের পার্শ্বে রাখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২। আপনি যদি তামাত্তো বা কেরান হজ্জকারী হন, তবে আপনার জন্য হাদী-কুরবানী ওয়াজিব। অতএব, আপনার হাদী যেন উট দ্বারা হয়, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উট হাদী-কুরবানী করেন। (মুসলিম)

তবে গরু ও ছাগলের হাদী-কুরবানীও জায়েয।

৩। আপনার যদি ছেলে সন্তান জন্মে তবে আপনি তার পক্ষ হতে দুটি ছাগল, আর যদি মেয়ে জন্মে তবে তার পক্ষ হতে একটি ছাগল আকীকা করুন।

উম্মে কিরয কা'বীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) وفي لفظ: (لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا) رواه أبو داود (صحيح).

অর্থাৎ ছেলের পক্ষ হতে দুটি সমান সমান ছাগল ও মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল। অন্য শব্দমালায় এসেছে ছাগল পুরুষ জাত হোক বা স্ত্রীজাত হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আবু দাউদ-সহীহ)

সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسمَّى) رواه أبو داود (صحيح).

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান তার আকীকার দ্বারা বন্ধকরূপে প্রদত্ত হয় অতএব, তার পক্ষ হতে সপ্তম দিবসে জবাই করা হবে এবং মাথার চুল নেড়ে করা হবে ও নাম রাখা হবে। (আবু দাউদ-সহীহ)

৪। হে মুসলিম! যদি আপনার সম্ভব হয় তবে আপনি বায়তুল্লায় গবাদি পশু হতে একটি হাদী প্রদান করুন, যদিও আপনি আপনার দেশে অবস্থান রত হন। কেননা এটি একটি সুন্নাত।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا مُقَلَّدَةً) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার একটি হার পরা ছাগল হাদী প্রদান করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৫। হে মুসলিম! যখনই আপনার সামনে হাদী, কুরবানী ও আকীকার ব্যাপারে বা অন্য শরীয়ত সম্মত জবাই সামনে আসবে নিজের উপর কৃপনতা না করে তা বাস্তবায়ন করুন এবং আলাহ্র নিকট তার সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করুন। আর নিম্নের আয়াতটি সদা দৃষ্টির সামনে রাখুন।

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام : 162].

অর্থাৎ বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ‘ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্যই (নিবেদিত)। (সূরা আনআম: ১৬২)

ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত:

১৫। মানত মানা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [الإنسان : 7].

অর্থাৎ যারা মানত পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূর প্রসারী। (সূরা দাহর: ৭)

যারা মানত পুরা করে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন।

অতএব, মানত হলো, আল্লাহ যা পছন্দ করেন এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত মানত পূর্ণ করা। সুতরাং এটি শরীয়ত সম্মত ও ইবাদত। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত এ বিষয়টি অন্যের জন্য পালন করল সে আল্লাহর সাথে বড় শিরক করল।

মানতের প্রকারভেদ

মানত করা দুই প্রকার:

১। প্রথম প্রকার: (সাধারণ মানত) মানত মাকরুহ:

প্রথম পর্যায়ে: এটি এমন কোন ব্যক্তি কোন ইবাদত পালনের মানত করল, তাতে সে নিজের উপর তা জরুরী করে নিল আল্লাহ তাকে না দেয়া বা নির্ধারণ না করা সত্বেও। যেমন সে বলে: আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি এক দিন রোযা রাখব বা হজ্জ করব বা উমরা করব বা এত পরিমাণ দান-খয়রাত করব। এরূপ মানত হলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) رواه البخاري .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করে সে যেন তা পালন করে এবং যে আল্লাহর অবাধ্যতার মানত করে সে যেন অবাধ্যতা না করে। (বুখারী)

এ ধরণের মানত পূর্ণ করার অপরিহার্যতার শর্তাবলী:

ক। মানত যেন আল্লাহর আনুগত্যে হয়। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ...الحديث) رواه البخاري.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুসরনের মানত করবে সে যেন তার অনুসরণ করে। (বুখারী)

খ। মানত যেন সাধ্য-সামর্থের মধ্যে হয়। যেমন উকবা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ ﷺ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ আমার বোন মানত করে যে সে পায়ে হেটে বায়তুল্লাহ যাবে। তাই সে আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাস করার নির্দেশ দেয়। সুতরাং আমি তাকে ফতওয়া জিজ্ঞেস করি, অতএব, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: সে যেন চলে ও আরোহণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

গ। মানত যেন স্বীয় কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যাপারে হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ) رواه أبو داود (صحيح)

অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং বনী আদম যার সামর্থ রাখে না তাতে মানত পূর্ণ করা যাবে না। (আবু দাউদ-সহীহ)

২। দ্বিতীয় প্রকার: গুরুতর মাকরূহ মানত, যা প্রথমটি হতে কঠিন। এটি এমন মানত যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন নির্ধারিত মানত করল, কোন জিনিস হওয়ার শর্তে বা আল্লাহ যদি তার ভাগ্যে এমন কিছু রাখেন তবে... ।

যেমন সে বলল: আল্লাহ যদি আমার রোগ ভাল করে দেন তবে আমি আল্লাহর জন্য এক দিন রোযা রাখব বা সে বলল: আমি যদি এত পরিমাণ অর্থ অর্জন করি তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি তা হতে এ পরিমাণ অর্থ দান খয়রাত করব।

মানতকারীর উদ্দেশ্য পূরণ হলে এ ধরণের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর এ মানতের সূচনা করা গুরুতর মাকরূহ। যা হতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করে বলেন:

(إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ মানত কোন কল্যাণ বয়ে আনে না বরং এর দ্বারা কৃপন হতে কিছু অর্থ বের করা হয়। (মুসলিম)

মুসলিম মনীষীগণ বলেন: যে ব্যক্তি এমন ধারণা করে যে, মানত করা ব্যতীত তার কোন প্রয়োজন পূর্ণ হবে না তবে তার এমন আকীদা পোষণ করা হবে হারাম। কেননা সে যেন ধারণা করে আল্লাহ বিনিময় ব্যতীত কিছু দিবেন না। এটি আল্লাহ তায়ালার প্রতি বড় খারাপ ধারণা এবং তার ক্ষেত্রে এক জঘণ্য আকীদা বরং নিশ্চয়ই তিনি বান্দার প্রতি বড় কৃপাবান অনুগ্রহকারী ও নেয়ামত দানকারী।

মানতের ক্ষেত্রে কতিপয় মাসয়ালা

* হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করা হতে সতর্ক হোন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করে সে আল্লাহর সাথে এমন বড় শিরক করে যা তাওহীদের পরিপন্থী। এমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত হলো মাজারের নামে মানত করা, প্রতীমা ও আস্তানার নামে মানত করা। এমনকি যদি কাবার নামে মানত করে তবুও সুতরাং এসব বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব, বাদাভী, সাইয়্যেদ.. খাজাবাবা, বড় পীর জিলানী প্রমূখের নামে মানত করা হতে যেন সবাই সতর্ক থাকে এবং এসব আমল হতে আল্লাহর নিকট তওবা করে।

* জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত যেমন খাজা বাবা ও অন্যান্যের নামে মূলত মানত প্রতিষ্ঠিত হবে না। অতএব, তা পূর্ণ করা জায়েয নয় (তা পূর্ণ করা হারাম) তা বর্জনের ফলে কাফফারা আদায় করুন আল্লাহর নিকট তওবা করা জরুরী।

হে মুসলিম! যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে মানত করবে, যেমন বলবে: আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমি মদ্যপান করবই, এরূপ মানত হারাম তবে তা:

(ক) মানত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু তা পূর্ণ করা হারাম।

কেননা আল্লাহর অবাধ্যতা দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন করা যায় না।

(খ) এ মানত (আল্লাহর অবাধ্যতায়) করার কারণে তার জরুরী। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه أحمد وأهل السنن (صحيح) .

অর্থাৎ গুনাহের ক্ষেত্রে মানত নেই আর তার কাফফারা হলো কসমের কাফফারা অনুরূপ। (আহমদ, আহলুস সুনান-সহীহ)

* যদি আপনি মানত করেন কিন্তু মানতের নাম উল্লেখ না করেন, যেমন আপনি যদি বলেন: আল্লাহর ওয়াস্তে আমি মানত করলাম। তবে আপনার উপর কসমের কাফফরা জরুরী। কেননা উকবা ইবনে আমের বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ মানতের কাফফারা হলো কসমের কাফফারা। (মুসলিম)

* যে ব্যক্তি ইসলাম কবূলের পূর্বে আল্লাহর কোন আনুগত্যের মানত করার পর ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার উপর উক্ত আমলের মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। কেননা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল আমি জাহেলী যুগেই মানত করেছিলাম যে মসজিদে হারামে

একরাত ইতিকাফ করব, তিনি বলেন: তুমি তোমার মানত পূরা কর। (বুখারী ও মুসলিম) আপনি যদি কোন বৈধ ব্যাপারে মানত করেন যেমন বলেন আমি পাগড়ি পরিধানের মানত করলাম, বা এ ধরনের অন্য কিছু তবে তা পূর্ণ করা আপনার জন্য শরীয়ত সম্মত। কেননা হাদীসে এসেছে:

(أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ) رواه أبو داود وأحمد (حسن) .

অর্থাৎ একজন মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই আমি মানত করেছি যে, আপনার মাথায় আমি দুফ বাজাব, তিনি বলেন: তুমি তোমার মানত পুরা কর। (আবু দাউদ ও আহমদ-হাসান)

* হে আল্লাহর বান্দা! জেনে রাখুন, যে বিষয়ে মানত সম্ভব নয় তা পূর্ণ করাও জায়েয নেই। যেমন ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ) رواه النسائي وابن ماجه (صحيح),

অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় এবং বানী আদম যার মালিক নয় তাতে কোন মানত নেই। (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ وَلَا نَذَرَ إِلَا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ...الحديث) رواه أبو داود والحاكم (حسن)

অর্থাৎ মালিকানাধীন ও আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন মানত পুরা করা নেই। (আবু দাউদ, ও হাকেম-হাসান)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ ইবনে আদমের মালিকানাধীন নয় এমন, আল্লাহর অবাধ্যতায় ও সম্পর্ক ছিন্নে মানত ও কসম নেই। (আবু দাউদ ও হাকেম-সহীহ)

✸ জেনে রাখুন, আল্লাহর অবাদ্ধতায় যে মানত হয়ে থাকে তা শয়তানের জন্য। যেমন ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلَّهِ وَفِيهِ الْوَفَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ) رواه النسائي (صحيح) .

অর্থাৎ মানত দু প্রকার: যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের, তা আল্লাহর জন্য আর তা পূর্ণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যে মানত হবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তা হবে শয়তানের জন্য, তা পূর্ণ করা যাবে না। বরং তার কাফফারা হলো কসমের কাফফার। (নাসায়ী-সহীহ)

মানত সম্পর্কিত যা কিছু নিষেধ:

হে মুসলিম, মানত করা বর্জন কর ন (মানত পুরাপুরি ছেড়ে দিন) তার কারণ হল:

১। "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানত করতে নিষেধ করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

২। মানত কোন কিছুকে অগ্রসরও করতে পারে না এবং পিছাতেও পারে না।

৩। মানত কোন কিছু ফিরাতে পারে না। যেমন ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ মানত কোন কিছু অগ্রসর করতে পারে না এবং পিছাতেও পারে না, তবে অবশ্য তা দ্বারা কৃপনের মাল হতে কিছু বের করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আছে:

(نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِن الْبَخِيلِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন মানত অবশ্যই কিছু করাতে পারে না তবে তা দ্বারা কৃপণের কিছু মাল বের করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

৪। মানত বনী আদমের জন্য কিছুই এনে দিতে পারে না বরং মানত তাকে তাকদীর-ভাগ্যের দিকে নিক্ষেপ করে। যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ মানত ভাগ্যে যা নেই এমন কিছু বনী আদমের জন্য বয়ে নিয়ে আসে না বরং মানত তাকে সেই ভাগ্যের উপর নিক্ষেপ করে যা তার জন্য নির্ধারিত। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তা দ্বারা কৃপণের মাল বের করে নেন। যার ফলে সে তা প্রদান করে যা সে পূর্বে দেয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি কোন ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য পালন করে তার হুকুম

নামায, দোয়া, রোযা, ভালবাসা , আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয় মানত ইত্যাদি যে কোন ইবাদতের কম-বেশী কোন অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য পালন করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর শিরক হলো সব চেয়ে বড় গুনাহ।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন:

(أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) رواه الشيخان ,

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তিনি বলেন: তুমি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থীর করবে অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

শিরক হলো: সবচেয়ে বড় গুনাহ, যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ) رواه البخاري.

অর্থাৎ সবচেয়ে বড় গুনাহ আল্লাহর সাথে শরীক করা, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা মিথ্যা বিবৃতি অথবা বলেছেন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আল কুফর

কুফরের অর্থ:

*** কুফরের আভিধানিক অর্থ:** আবরণ, ঢাঁকা ও আচ্ছন্ন করা ।

*** শরীয়তের পরিভাষায় কুফর:** ঈমানের বিপরীতকে বুঝায় ।

অতএব, কুফর হলো: আল্লাহ, ফেরেস্তামন্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল ও তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান না থাকা ।

হাদীসে জিব্রীলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন তাঁকে জিব্রীল عليه السلام ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন:

(أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ...الحديث) رواه مسلم.

অর্থাৎ ঈমান হলো যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, ফেরস্তামন্ডলী, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকালের এবং বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি । (মুসলিম)

অতএব, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই এ ঈমানের পরিপন্থীই হলো কুফর ।

ঈমানের ছয়টি র্ন কন বা তার একটি অস্বীকার করা কুফরী হবে ।

কুফরের প্রকারভেদ

কুফর প্রধাণত দু প্রকার:

প্রথম প্রকার: বড় কুফর যা ইসলাম হতে বের করে দেয় ঃ

বড় কুফরেরও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে: যেমন:

১। মিথ্যা আরোপ জনিত কুফর: এর দলীল আলাহ্ তায়ালার বাণী:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴾ [العنكبوت: 68].

অর্থাৎ তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যে রচনা করে আর প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা তাঁর নিকট থেকে আসে? কাফিরদের আবাস স্থল কি জাহান্নামের ভিতরে নয়? (সূরা আনকাবূত: ৬৮)

২। সত্য জানার পরও প্রত্যাখ্যান ও অহঙ্কার জনিত কুফর:

এর অন্তর্ভুক্ত হলো ইবলিসের কুফরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [البقرة : 34] .

অর্থাৎ যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সেজদা করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল। (সূরা বাকারা: ৩৪)

৩। সন্দেহ জনিত কুফর:

কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষন এ কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এর দলীল আলাহ্ তায়ালার বাণী:

﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ [الكهف: 35-38] .

অর্থাৎ নিজের প্রতি যুল্ম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি ধারণা করি না যে, এটা কোনদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে কিয়ামাত হবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়ই, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমি পরিবর্তে আরো উৎকৃষ্ট স্থান পাব। কথার প্রসঙ্গ টেনে তার সাথী বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর শুক্র-কীট হতে, অত:পর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ দেহসম্পন্ন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন? (আর আমার ব্যাপারে কথা হল) সেই আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক, আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক করব না। (সূরা কাহাফ: ৩৫-৩৮)

৪। উপেক্ষা জনিত কুফর:

এর দলীল আলাহ্ তায়ালার বানী:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف:3] .

অর্থাৎ কিন্তু কাফিরগণ, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আহকাফ: ৩)

৫। মোনাফেকী জনিত কুফরী: এর দলীল আলাহ তায়ালার বাণী:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: 3].

অর্থাৎ তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অত:পর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না। (সূরা মুনাফিকূন: ৩)

৬। ঠাট্টা বিদ্রুপ জনিত কুফর:

এর দলীল আলাহ তায়ালার বাণী:

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة : 65-66].

অর্থাৎ বল, 'আলাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ। (সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬)

৭। আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া বিচার ফয়সালা করা:

অর্থাৎ ইসলামী শরীয়তকে একেবারে বাজেয়াপ্ত বা বাতেল করা, লোকদেরকে শরীয়ত বিচার-ফায়সালাতে বাধা দেয়া এবং তার পরিবর্তে মানব রচিত আইনকে প্রবর্তন করা। এর দলীল আলাহ তায়ালার বাণী:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] .

অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির। (সূরা মায়িদাহ: ৪৪)

৮। নামায পরিত্যাগজনিত কুফরী:

এর দলীল বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী:

(الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে পার্থক্য হল নামায। অতএব, যে নামায পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আহমাদ, তিরমিযী, নামায়ী ও হাকেম-সহীহ)

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হল নামায পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

৯। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ইবাদত পালন জনিত কুফর:

যেমন দোয়া ইত্যাদি ইবাদত অন্যের জন্য সম্পাদন করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكافرون ﴾ [المؤمنون : 117].

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্‌কেও ডাকে, এ ব্যাপারে তার কাছে কোন দলীল প্রমাণ নেই, একমাত্র তার প্রতিপালকের কাছেই তার হিসাব হবে, কাফিরগণ অবশ্যই সফলকাম হবে না। (সূরা মুমিনূন: ১১৭)

১০। প্রয়োজনে দ্বীনের জ্ঞাত বিষয়কে অস্বীকারজনিত কুফর।

কুফরের দ্বিতীয় প্রকার: ছোট কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে না:

এটি হলো কর্মগত কুফরী। যা এমন গুনাহের অন্তর্ভুক্ত কুরআন ও সুন্নাতে কুফর নামে অভিহিত, তবে বড় কুফরের সীমায় পৌঁছে না। আর সেগুলি নিম্নরূপ:

১। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ﴾ [النحل : 112].

অর্থাৎ আল্লাহ এক জনবসতির দৃষ্টান্ত পেশ করছেন যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে সেখানে আসত জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। অত:পর সে জনপদ আলাহ্‌র নিয়ামতরাজির কুফুরী করল। (সূরা নাহল: ১১২)

২। মো'মিনের সাথে লড়াই করা:

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ মুসলিমকে গালি দেয়া গুনাহ আর তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। না জেনে বংশ বা রক্ত সম্পর্ক দাবী করা বা তা অস্বীকার করা:

কেননা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ) رواه ابن ماجة (حسن)

অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তির কুফরির অন্তর্ভুক্ত হলো, এমন বংশ দাবি করা, যা সে জানে না বা তা অস্বীকার করা, যদিও তা তুচ্ছ হয়। (ইবনে মাজাহ-হাসান)

আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ) حسن .

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কুফরীর অন্তর্ভুক্ত হলো, বংশীয় সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্নতা দাবী যদিও তা তুচ্ছ হয় । (বাযযার-হাসান)

৪। মৌখিক ভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা: কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) رواه الترمذي (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করলো, সে অবশ্যই কুফরী বা শিরক করল। (তিরমিযী-সহীহ)

৫। বংশের খোঁচা দেয়া ও মৃত্যুতে বিলাপ করা:

কেননা আবু হুরাইরা এর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ মানুষের মাঝে দু বিষয়ে কুফরী রয়েছে: বংশের খোঁচা বা খোঁটা দেয়া এবং মৃতের উপর বিলাপ করা। (মুসলিম)

৬। মুসলমানদের আপোষে ঝগড়ায় একে অপরকে হত্যা করা:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ আমার পর তোমরা একজন অন্যজনের শিরোচ্ছেদ করে কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না। (বুখারী ও মুসলিম)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরস্পরে লড়াইরত দু দলকেই মুমিন অভিহিত করেন, তিনি বলেন:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾[الحجرات : 9].

অর্থাৎ মু'মিনদের দু'দল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (সূরা হুজুরাত: ৯)

এবং উভয় দলকে মুমিনদের ভাই সাব্যস্ত করেন, তাই বলেন:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾[الحجرات : 10].

অর্থাৎ মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর। (সূরা হুজুরাত: ১০)

সুতরাং এগুলি প্রমাণ করে যে, হাদীসে যে কুফরীর উল্লেখ রয়েছে তা ছোট কুফরী। অর্থাৎ বড় কুফরীর চেয়ে ছোট কুফর। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

বড় কুফর ও ছোট কুফরের পার্থক্য

১। বড় কুফর ইসলাম থেকে বের করে দেয়, ছোট কুফরী ইসলাম থেকে বের করে না।
২। বড় কুফরীর উপর যদি মৃত্যুবরণ করে তবে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الآية [البقرة : 217]

অর্থাৎ অত:পর সেই ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মারা যায়, তবে এমন লোকের কর্ম দুনিয়াতে এবং আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। (সূরা বাকারা: ২১৭)
পক্ষান্তরে ছোট শিরক আমলসমূহ নষ্ট করে না তবে ছোট শিরকে পতিত ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন।
৩। নিশ্চয়ই বড় কুফরীতে পতিত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا...الآية ﴾ [الأحزاب:64،65]

অর্থাৎ আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন আর তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন। তাতে তারা চিরকাল থাকবে, তারা না পাবে কোন অভিভাবক, আর না পাবে কোন সাহায্যকারী। (সূরা আহযাব: ৬৪-৬৫)
পক্ষান্তরে ছোট কুফরীতে পতিত ব্যক্তি যদিও জাহান্নামে প্রবেশ করে কিন্তু সেখানে চিরস্থায়ী হবে না। আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন যার ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ নাও করতে পারে।
৪। বড় কুফরীর ফলে তার জান ও মাল হালাল হয়ে যায়। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا...الحديث) رواه الشيخان

অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার পূর্ব পর্যন্ত আমি লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং যখন তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে তখন আমার কাছ থেকে তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ বাঁচিয়ে নেয় (তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষিদ্ধ) তবে কালেমার অধিকার ব্যতীত ...।" হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ কেউ কাউকে হত্যা করে থাকলে তার রক্ত বাঁচানো যাবে না তাকে হত্যা করতে হবে।)
পক্ষান্তরে ছোট শিরকের ফলে রক্ত ও মাল বৈধ -হালাল হয়ে যায় না...।
৫। বড় কুফরীর ফলে তার সাথে প্রকৃতভাবেই পুরাপুরি শত্রু তা পোষণ অপরিহার্য হয়ে যায়। সুতরাং মুমিনগণ তার সাথে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ শত্রু তা পোষণ করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ

أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [الممتحنة : 4]

অর্থাৎ আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে। (সূরা মুমতাহিনাহ: ৪)

পক্ষান্তরে ছোট শিরককারীর সাথে তার ঈমান অনুযায়ী বন্ধুত্বপোষণ ও তার আল্লাহর অবাধ্যতা অনুযায়ী শত্রুতা পোষণ করা হবে।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দা:

১। দু প্রকার কুফরী (বড় ও ছোট কুফরী) হতেই সতর্ক হোন এবং উক্তি, কর্ম ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে নিজের সাথে এ ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হোন।

২। কুফর হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسْلِ...الحديث) وفيه: (وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ ، وَالْفُسُوْقِ) رواه الحاكم (صحيح).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা... (এবং শেষে রয়েছে) এবং তোমার নিকট দারিদ্র, কুফরী ও ফাসেকী হতে আশ্রয় চাই।(হাকেম-সহীহ)

৩। নামাযের হেফাযত করুন। মুমিনদেরকে গাল-মন্দকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, আল্লাহর নিয়ামতের উপর তার প্রশংসা করুন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, বংশের খোঁটা দিবেন না, যেমন আপনার এরূপ বলা: অমূক তো চৌদ্দ আনা ইত্যাদি। কারো মৃত্যুতে বিলাপ করা হতে সতর্ক হোন।

আপনি স্বীয় বংশ পরিচয় হতে বিমূখ হবেন না যদিও দুর্বল হয়। বাপ-দাদা নিয়ে অহঙ্কার/বড়াই করবেন না।

জেনে রাখুন, সমস্ত মানুষই (আদম আলাইহিস সালাম এর সন্তান) যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان) رواه البزّار (صحيح).

অর্থাৎ তোমরা সকলে বনী আদম, আর আদম মাটি দ্বারা তৈরী। অবশ্যই এক জাতি এমন অবস্থানে পৌঁছবে যে, তারা বাপ-দাদার ফখর-অহঙ্কার করবে অথচ তারা আল্লাহর নিকট গোবরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট। (আল বাযযার-সহীহ)

৪। আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, যারা সৎ আমল করে অত:পর শিরক বা রিয়া করে তা নষ্ট করে দেয়। যার ফলে সেই ব্যক্তির মত হয়ে যায় যে, কাপড় তৈরী করে আবার নষ্ট করে ফেলে বরং আপনি শিরক ও রিয়া ও আপনার আমল কিয়ামতের দিন অন্যকে দিয়ে দেয়া হতে রক্ষা করুন। (আল্লাহই তাওফীক দাতা।)

পরিচ্ছেদ :কুফর ও শিরকের কারণ

কুফর ও আল্লাহর সাথে শিরক ও গুমরাহীর অনেক কারণ যেমন:

১। সৎ লোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি:

যেমন নূহ ﷺ এর জাতির মধ্যে যা ঘটেছিল। যা বর্ণনা দেন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওদ্দ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর, ফেরেস্তা ও নবীগণ প্রমূখ সৎ লোকদের ক্ষেত্রে যা সংঘটিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : 80] .

অর্থাৎ সে ব্যক্তি তোমাদেরকে বলবে না যে, তোমরা ফেরেশতাদেরকে এবং নাবীদেরকে মা'বূদরূপে গ্রহণ কর, তোমরা মুসলিম হওয়ার পরও কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিতে পারে? (সূরা আলে ইমরান: ৮০)

* সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বলতে কি বুঝায়?

সৎলোকদের অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন তার অতিরিক্ত করে সীমালঙ্ঘন করা।

* সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:

ক) সৎলোকদের হকের অধিক প্রশংসা এবং তাদের যে মর্যাদা রয়েছে তা হতে তাদেরকে র রুবিয়্যাতের মর্যদায় উন্নীত করা। যেমন কবি বুসাইরী তার কাসীদায়ে বুরদাহয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসায় বলে:

فإنّ من جُودك الدّنيا وضرّتها ... ومن علُومك علم اللّوحِ والقَلَمِ

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত তোমারই এক অবদানের অন্তর্ভুক্ত.. আর লাওহ ও কলমের এলম তোমারই ইলেমের এক অংশ।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা:

১। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্ষেত্রে বাড়াবড়ির ব্যাপারে সতর্ক হোন। বরং বলুন: তিনি আল্লাহর একজন বান্দা ও তাঁর রাসূল।

কেননা নিশ্চয়ই তিনি তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, যেমন তিনি বলেন:

(لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْد فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) رواه البخاري.

অর্থাৎ আমাকে নিয়ে তোমরা ঐভাবে বাড়াবাড়ি কর না যেভাবে খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং নিশ্চয়ই আমি একজন বান্দা সুতরাং তোমরা বল: (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (বুখারী)

২। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর যে নির্ধারিত ও যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে

তার উপর উঠাবেন না, কেননা তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে যে মর্যাদায় আসীন করেছেন তার উপর তাকে উঠানো তিনি পছন্দ করেন না। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

(أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মর্যাদায় আসীন করেছেন, আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সে মর্যাদার উপর উঠিয়ে দিবে। (আহমদ-সহীহ)

৩। শয়তান যেন আপনাদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে তার উপর উঠিয়ে দিতে ধাবিত না করে। অবশ্যই তিনি তাদেরকে তার মর্যাদার উপর তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতে শয়তান যেন ধাবিত না করে তা থেকে সতর্ক করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে তিনি বলেন:

(انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح).

অর্থাৎ একবার আমি বনী আমের প্রতিনিধীর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে গেলাম। তারপর আমরা তাকে বললাম, আপনি আমাদের সাইয়্যেদ, তিনি বললেন: আল্লাহ তায়ালা সায়্যেদ, আমরা আরো বললাম আপনি আমাদের মধ্যে ফযীলতের দিক দিয়ে উত্তম, মর্যাদার দিক দিয়ে সুমহান, তিনি বলেন: তোমরা তোমাদের সব কথা বল বা তোমাদের আংশিক কথা বল, কিন্তু শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। (আহমাদ ও আবু দাউদ-সহীহ)

খ) অনুরূপ বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত হলো, সৎলোকদের কবরগুলিকে সিজদার স্থান ও মাজারে পরিণত করা:

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা!

১। আপনি কবরকে সিজদার স্থান ও মাজারে পরিণত করবেন না, যার ফলে আপনি লানতের শিকার হয়ে যান, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ কর্মকারীদের লানত করেন। যেমন আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا) رواه الشيخان.

অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লানত, যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করেছে তা হতে সতর্ক করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

২। জেনে রাখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরকে মসজিদ বা মাজার বানিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم.

অর্থাৎ সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার স্থান মাজার বানিয়ে নিয়ো না, নিশ্চয়ই আমি তা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করি। (মুসলিম)

গ) বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত হলো: সৎলোকদের কবরের উপর দরগাহ বানানো:

হে আল্লাহর বান্দা! কবরের উপর দরগাহ বানাবেন না, যার ফলে আল্লাহর নিকট সৃষ্টির জঘন্যতম সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে যান।

অর্থাৎ উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট মারিয়া নামে এমন এক গির্জার উল্লেখ করেন যা তিনি হাবশার ভূমিতে (আবিসিনিয়ার) দেখেছিলেন। অত:পর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যেসব ছবি তার মধ্যে দেখেছেন তারও বর্ণনা দেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ওরা এমন এক জাতি তাদের মধ্যে সৎবান্দা বা সৎব্যক্তি মারা যায় তার কবরে তারা একটি মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাতে তারা ঐ সমস্ত ছবি অংকন করে। এরাই আল্লাহর নিকট সৃষ্টির জঘন্যতম লোক। (বুখারী ও মুসলিম)

ঘ) তাদের কবর সামনে করে নামায আদায় করা:

অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হতে নিষেধ করেছেন, যেমন:

(لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)

অর্থাৎ তোমরা কবর সামনে করে নামায আদায় করো না এবং তার নিকট বসো না। (মুসলিম)

(اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) رواه الشيخان .

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কোন কোন (নফল) নামায বাড়ীতে আদায় কর, (সেখানে আদায় না করে) তাকে তোমরা কবরস্থান বানিয়ে নিও না। (বুখারী ও মুসলিম)

ঙ) সৎলোকদের কবর পাকা ও প্লাস্টার করা:

বা তার উপর গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ ও তাতে লিখা।

হে মুসলিম! আপনি এসব হতে সতর্ক হোন। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা চুনকাম করা, তার নিকট বসা-মোরাকাবা করা বা ধ্যান ও তাকে দরগাহ বানাতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

ও তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে:

(نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ) صحيح .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা প্লাস্টার, তার উপর লিখা, তাকে মাজার দরগাহ বানাতে ও তা পদদলিত করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ)

চ। কবর উঁচু করা ও তার উপর মিনারা বানানোও বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত:

হে আল্লাহর বান্দা! আপানর জন্য করণীয় হলো:

১। যে সব কবরে গম্বুজ রয়েছে তা ভেঙ্গে সমান করে দিন এবং আপনার উচিত কবরগুলি সমান করে স্থান প্রশস্ত করে দেয়া।

২। প্রতিকৃতি, মূর্তী ও ছবি মিটিয়ে দেয়া আপনার কর্তব্য।

অবশ্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলি সমান বরাবর করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আবুল হাইয়্যাজ বলেন:

(قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) رواه مسلم .

অর্থাৎ আমাদেরকে আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি কি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? আর তা হলো তুমি কোন প্রতিকৃতি বা মূর্তি না মিটিয়ে ছেড়ে দিবে না অনুরূপ কোন উঁচু কবর সমান-বরাবর না করে সরে যাবে না। (মুসলিম)

কুফর ও গুমরাহীর কারণ : ২- দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি

আর এমন বাড়াবাড়ি হলো কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করেছিল ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء : 172].

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। (সূরা নিসা: ১৭২)

অনুরূপ কতিপয় ইবাদতে গুমরাহী মূলক বাড়াবাড়ি হলো, যা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

(قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ) رواه النسائي (صحيح) .

অর্থাৎ আকাবা দিবসের সকাল বেলা (১০ই জিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সোয়ারীতে আরোহণরত অবস্থায় বলেন, আমাকে কংকর দাও অত:পর আমি তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্য বিশেষ ধরণের পাথর হতে কতিপয় কংকর কুড়িয়ে জমা করলাম। তারপর যখন তার হাতে সেগুলি রাখলাম তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এগুলির মতই; তবে তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি

তাদেরকে ধ্বংসই করেছে। (নাসায়ী-সহীহ)

* আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে সতর্ক করেছেন। অতএব, হে

আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

ক) দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ [النساء : 172].

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। (সূরা নিসা: ১৭২)

খ) দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হতে সতর্ক হোন, জেনে রাখুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়াবাড়ি হতে সতর্ক করেছেন।

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ) رواه النسائي (صحيح).

অর্থাৎ তোমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হতে নিজেকে রক্ষা কর। (নাসায়ী-সহীহ)

গ) বাড়াবাড়িতে পতিত হবেন না, যার ফলে আপনি ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যে, যারা সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়িকারী তারা ধ্বংস হোক, যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

(هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا) رواه مسلم .

অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকারীরা ধ্বংস হোক। (মুসলিম)

ঘ) কথার মধ্যে এমন বাড়াবাড়ি ও করবেন না যাতে আল্লাহ আপনাকে অপছন্দ করেন। অবশ্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর দেন যে, আল্লাহ তায়ালা কথায় অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ীকারীদের ঘৃণা করেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর হাদীসে আছে:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا) رواه أبو داود (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে যারা বাক-পটুতায় বাড়াবাড়ি, বাচন ভঙ্গিতে গরু র আওয়াজের মত সীমালঙ্ঘন করে তাদেরকে অপছন্দ করেন। (আবু দাউদ-সহীহ)

তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে:

(كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ) صحيح .

অর্থাৎ গরু যেমন ভঙ্গি করে। (সহীহ)

কুফরী ও গুমরাহীর কারণ:৩। তারকা, নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি:

অনেক জাতি এগুলির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে করতে শেষ পর্যন্ত উপাসনা করা শুরু করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

[فصلت: 37].

অর্থাৎ সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না। সেজদা কর আল্লাহকে যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যদি সত্যিকারভাবে একমাত্র তাঁরই তোমরা ইবাদাত করতে চাও। (সূরা ফসসিলাত: ৩৭)

এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত হল, ভূমন্ডলে প্রভাবের ক্ষেত্রে, সৃষ্টিকূলের নিয়ন্ত্রনে এগুলির অংশ রয়েছে মনে করা।

অনুরূপ কোন কোন সময় যেমন সফর ও রজব মাস, কোন কোন স্থান যেমন সাওর ও হিরা পাহাড়ের গুহা বা কোন কোন ঘটনা যেমন মীলাদুন্নবী বা কোন কোন জন্তু যেমন গাভী বা জ্বিন বা এগুলি ব্যতীত সৃষ্টির কোন কিছুর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা:

জেনে রাখুন, সূর্য ও চন্দ্র তো তাই যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন:

(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنكشفَ مَا بِكُمْ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র কারো মৃত্যুতে গ্রহণ লাগে না, বরং এদুটি আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শণ, এদ্বারা তিনি তার বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শণ করেন। অতএব, তোমরা যদি গ্রহণ লাগা দেখে তবে তোমরা তা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় কর এবং দোয়া কর। (বুখারী ও মুসলিম)

কুফরী ও গুমরাহীর কারণ: ৪। অহংকার:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [فصلت:15].

অর্থাৎ আর 'আদ-এর অবস্থা ছিল এই যে, দুনিয়াতে তারা না-হক অহংকার করেছিল। (সূরা ফুসসিলাত: ১৫)

এবং আল্লাহ তায়ালা ইবলীসকে বলেন:

﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص : 75].

অর্থাৎ তুমি কি দম্ভ দেখালে, না তুমি খুব উচ্চ মানের অধিকারী হয়েছ? (সূরা স্বদ: ৭৫)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ) رواه أبو داود والحاكم (صحيح) ورواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

মূলত অহংকার হলো হক-সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (আবু দাউদ,

হাকেম-সহীহ, ও মুসিলম ইবনে মাসাউদের বর্ণনায়)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। আপনার ভিতর থেকে অহংকার বর্জন কর ন। (হক প্রত্যাখ্যান করবেন না) ইবনে মাসউদের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ অহংকার হলো, হক প্রত্যাখ্যান ও মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (মুসলিম)

২। জেনে রাখুন, আপনি যদি অহংকার করেন, তবে অবশ্যই ইবলীস যেমন তার প্রতিপালকের অমান্য করেছিল আপনিও তার অনুরূপ হয়ে গেলেন। কিন্তু অবাধ্যতা-গুনাহর পার্থক্য রয়েছে। যেমন কোনটি কুফরী, কোনটি বড় শিরক এবং তার মধ্যে কিছু রয়েছে ফাসেকী, যেমন যিনা-ব্যাভিচার।

৩। জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই অহংকারীদের হাশর হবে অতি লাঞ্ছনা অবমাননা ও হীনতার সাথে অতি ক্ষুদ্র অনুসাদৃশ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ) رواه أحمد والترمذي (حسن).

অর্থাৎ অহংকারীদেরকে কিয়ামতের দিন মানুষ আকৃতিতে অতি সুক্ষ্ম সাদৃশ্যে উঠান হবে। চতুর্দিক হতে তাদের উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা ছেয়ে বসবে। অত:পর তাদেরকে বুলাস নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের পুঁজ-রক্ত নিংড়ানো নির্যাস হতে পান করানো হবে। (আহমদ ও তিরমিযী-হাসান)

৪। আপনি অহংকার হতে সতর্ক হোন, অহংকার হলো একমাত্র আল্লাহরই ভূষণ। অতএব, যে ব্যক্তি তা টেনে নিবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

(الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح).

অর্থাৎ অহংকার হলো আমার চাদর এবং বড়ত্ব আমার লুঙ্গী। অতএব কেউ যদি উভয়টির কোন একটি আমার নিকট হতে টেনে নেয়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (আহমদ, আবু দাউদ-সহীহ)

কুফরী ও গুমরাহীর কারণ: ৫। তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف : 23] .

অর্থাৎ আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক ধর্মমত পালনরত পেয়েছি আর আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ: ২৩)

এর অন্তর্ভুক্ত হলো কেউ যদি কোন বিদআত বা কুসংস্কার চালু করে আর তার পরবর্তীতে অন্ধভাবে কেউ অনুসরণ করে, যেমন হাদীসে এসেছে:

(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم .

অর্থাৎ ইসলামে কেউ যদি কোন সুন্নাত চালু করে তবে তার জন্য তার এবং যারা তার উপর আমল করবে তার পরে, তারও সে সওয়াব পাবে তাদের কোন সওয়াব না কমিয়েই। অনুরূপ কেউ যদি ইসলামের নামে বিদআত বা খারাপ প্রথা চালু করে তবে তার গুনাহ হবে এবং যারা পরে তার অনুযায়ী আমল করবে সে গুনাহও সে পাবে, তাদের কারো গুনাহ কমিয়ে নয়। (মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন:

১। আপনার দ্বীনের ক্ষেত্রে কোন মানুষের অন্ধ অনুসরণ করবেন না বরং আপনি আপনার দ্বীন কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে গ্রহণ করুন।

২। কোন বিষয় সম্পর্কে যদি না জানেন তবে সঠিক আলেমদেরকে দলীল সহ জিজ্ঞেস করুন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فاسألوا أَهْلَ الذكر إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : 43].

অর্থাৎ তোমরা যদি না জান তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা নাহল: ৪৩)

কুফর ও গুমরাহীর কারণ: ৬। অজ্ঞতা ও ইলেম অর্জন করে ভুলে যাওয়া:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: 111].

অর্থাৎ মূলত: তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ করে। (সূরা আনআম: ১১১)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : ওদ্দ, সূয়া, ইয়াগুস, ইয়াযূক ও নাসর সম্পর্কে:

(أنها أسماء قوم صالحين) وفيه: (حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ) رواه البخاري.

অর্থাৎ এগুলি কতিপয় সৎ ব্যক্তিদের নাম এ হাদীসেই রয়েছে: এমনটি যখন ঐ লোকেরা

মৃত্যুবরণ করেন ও সঠিক ইলেম উঠে যায়, তখন তাদের নামে উপাসনা হওয়ার শুরু হয়। (বুখারী)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) رواه الشيخان .

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাদের থেকে হঠাৎ টেনে ইলেম উঠিয়ে নিবেন না বরং ইলেম উঠিয়ে নিবেন আলেমদের জান কবজের মাধ্যমে, এমনকি যখন একজন আলেমও অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষ কিছু কিছু অজ্ঞকে নেতা বানিয়ে নিবে, তারপর তারা জিজ্ঞাসিত হবে ফলে বিনা ইলেমে ফতওয়া দিয়ে বসবে, সুতরাং তারা গুমরাহ হবে ও অন্যকেও গুমরাহ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। আপনার উপর আল্লাহ যা ফরজ করেছেন এবং যে ইলেম ছাড়া আপনার ইবাদত সঠিক হবে না তা শিক্ষা করুন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) رواه البيهقي في الشعب (صحيح).

অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলেম অর্জন করা ফরজ। (বায়হাক-সহীহ)

২। শরীয়তের ইলেম অর্জনের জন্য আপনার প্রচেষ্টা করা উচিত, যেন আপনিও একজন আলেম হতে পারেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَرْفَعِ الله الذين آمَنُواْ مِنكُمْ والذين أُوتُواْ العلم دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة : 11].

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উচ্চ করবেন। (সূরা মুজাদালাহ: ১১)

আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) رواه أهل السنن (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন এক রাস্তা গ্রহণ করল যাতে সে ইলম অর্জনের নিয়ত করল আল্লাহ তাকে সে জন্য জান্নাতে এক রাস্তায় চলার তাওফীক দিবেন, ফেরেস্তাগণ ইলেম

অন্বেষণকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও যমীনে যত কিছু রয়েছে এমনকি পানির মধ্য থেকে মাছ আলেমের জন্য অবশ্য ক্ষমা চাইতে থাকে। আর নিশ্চয়ই আলেমের ফযীলত আবেদ-ইবাদতকারীর উপর যেমন, পূর্ণিমার রাতে সমস্ত নক্ষত্রের উপর চন্দ্রের ফযীলত। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস আর নবীগণ দীনার ও দিরহামের ওয়ারিস রেখে যান না বরং তারা ইলেমের ওয়ারিসই ছেড়ে যান। সুতরাং যে তা গ্রহণ করতে পারল সেই তার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল। (আহলে সুনান-সহীহ)

কুফরী ও গুমরাহীর কারণ:

৭। শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও সৃষ্টজীবের উপর সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ [العنكبوت: 38]

অর্থাৎ শয়ত্বান তাদের কাজকে তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে কাজেই তারা সৎপথ পায় না। সূরা আনকাবূত: ৩৮)

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 43].

অর্থাৎ আর তারা যা করছিল শয়তান সেগুলোকে তাদের জন্য (খুব ভাল কাজ হিসেবে) সুশোভিত করে দিয়েছিল। (সূরা আনআম: ৪৩)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ...الحديث) وفيه: (فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে: কে আকাশ সৃষ্টি করেছে? অথ:পর সে বলে: আল্লাহ (এ হাদীসের শেষে রয়েছে): আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? সুতারাং তোমাদের কেউ যদি এমন ওয়াসওয়াসা পায়, তাহলে সে যেন বলে: আমান্তু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহ) আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনলাম। (তাবারাণী-সহীহ)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন:

১। শয়তান যদি আকীদার ক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে তবে বলুন: আমান্তু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহি। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি অন্তরে অনুরূপ ওয়াসওয়াসা পায় সে যেন বলে" আমানতু বিল্লাহে ওয়া রাসূলিহ। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। (আহমদ-সহীহ)

২। শয়তান যদি আপনার ভিতর ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে তবে আপনি ওয়াস ওয়াসাতে পতিত না থেকে তা ভিতর হতে মুছে ফেলুন। যেমন হাদীসে এসেছে:

(وَلْيَنْتَهِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ সে যেন তা খতম করে ফেলে। (বুখারী ও মুসলিম)

৩। কুরআন তেলাওয়াতের সময় আউযু বিল্লাহ...." পড়ে শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর ন:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن فاستعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم ﴾ [النحل : 98].

অর্থাৎ তুমি যখনি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়ত্বান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে। (সূরা নাহল: ৯৮)

৪। আল্লাহর অবাধ্যতায় শয়তানের অনুসরণ করবেন না বরং তার অবাধ্যতা কর ন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) رواه أحمد والنسائي (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শয়তান বনি আদমকে বিভিন্ন পন্থায় বিভ্রান্ত করে থাকে সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তাকে বিভ্রান্ত করে যেমন বলে: তোমরা, তোমার বাপ-দাদা ও তোমার পিতার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে? তারপরও সে তার অবাধ্য হয়ে ইসলাম কবূল করে নেয়। অত:পর সে তাকে হিজরতের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করে যেমন সে বলে: তুমি তোমার যমীন, তোমার আকাশ ছেড়ে দিয়ে হিজরত করবে, অথচ নিশ্চয়ই হিজরতকারীর দৃষ্টান্ত হলো আস্তাবলে রশি দিয়ে বাঁধা ঘোড়ার মত। এটাও সে অমান্য করে হিজরত করে। তারপর সে তাকে জিহাদের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত করতে চায়, সুতরাং সে বলে: তুমি জিহাদ করবে? অথচ এতে রয়েছে জান ও মালে কষ্ট, তুমি লড়াই করবে, তোমাকে হত্যা করা হবে, তোমার স্ত্রীকে অন্যের নিকট বিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার মাল বন্টন করে দেয়া হবে। এতেও সে তার অবাধ্য হয়ে জিহাদ করবে।

অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি এমন করল আল্লাহর উপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর হক এসে যায়। আর সে নিহত হয় তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানোর হক আল্লাহর উপর বর্তায়। যদি ডুবে যায় তবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর হক আল্লাহর উপর হয়ে যায় বা তাকে তার জন্তু গুতা মারে তবুও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হক আল্লাহর উপর হয়ে যায়। (আহমদ ও নাসায়ী-সহীহ)

৫। শয়তান যদি আপনাকে ওয়াসওয়াসা দেয় তবে তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং বলুন: বিসমিল্লাহ আর শয়তান ধ্বংশ হোক বলবেন না। কেননা আবু মুলাইহের পিতার হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّه يعظُم حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي صَرعتُه وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصير مِثْلَ الذُّبَابِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي (صحيح).

অর্থাৎ তুমি বল না যে শয়তান ধ্বংশ হোক, কেননা এতে সে বড় হতে হতে বাড়ীর মত হয়ে যায় এবং সে বলে আমি আমার শক্তিতে তাকে ফেলে দিয়েছি বরং তুমি বল বিসমিল্লাহ কেননা তুমি যদি তা বল তবে সে ছোট হয়ে মাছির মত হয়ে যায়। (আহমদ, আবু দাউদ ও নাসায়ী-সহীহ)

৬। জেনে রাখুন: শয়তানতো তেমনি যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলে রক্ত প্রবাহিতের মত। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং এক্ষেত্রে আপনি সচেতন হোন। বিসমিল্লাহ বলুন যাতে শয়তান আপনার খাদ্যে শরীক না হতে পারে। আপনার হাত হতে যদি লোকমা পড়ে যায় তবে তা হতে ময়লা পরিস্কার করে তা খেয়ে ফেলুন, তা শয়তানের জন্য ছেড়ে দিবেন না। শয়তান যদি আপনার নামাযে কোন ভুল বা সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়, তবে আপনি দুটি সাহু সিজদা দিন। (আলাহ্ই তাওফীক দাতা)

কুফর ও গুমরাহীর কারণ:

৮। ভক্তদের জন্য শরীকগণ কর্তৃক কুফর ও গুমরাহীকে সুন্দর করে দেখান:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ...الآية ﴾ [الأنعام : 137].

অর্থাৎ আর এভাবে তাদের দেবদেবীরা বহু মুশরিকদের চোখে নিজেদের সন্তান হত্যাকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ

করার জন্য। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তারা তা করতে পারত না, কাজেই তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের মিথ্যা নিয়ে মগ্ন থাকুক। (সূরা আনআম: ১৩৭)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা আপনি নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। ঐ সমস্ত মুজরিম (পীর-ভন্ড)দের থেকে সতর্ক হও যারা অবাধ্যতা, কুফর, ও পাপসমূহকে সুন্দর করে দেখায় তাদের সংখ্যা অনেক। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...الآية﴾ [الأنعام: 116].

অর্থাৎ তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে..। (সূরা আনআম: ১১৬)

২। শরয়ী ইলেম অর্জন কর ন। কেননা শরয়ী ইলেম দ্বারাই বান্দা হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ...الآية ﴾ [سبأ:6].

অর্থাৎ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে সত্য বলে জানে এবং (তারা আরো জানে যে) তা মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত (আল্লাহ)'র পথে পরিচালিত করে। (সূরা সাবা: ৬)

কুফর ও গুমরাহীর কারণ: ৯। হিংসা-বিদ্বেষ

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...الآية ﴾ [النساء : 54].

অর্থাৎ কিংবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে লোকেদেরকে যেসব নিয়ামাত দান করেছেন, সেজন্য কি এরা তাদের হিংসা করে। (সূরা নিসা: ৫৪)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة: 89].

অর্থাৎ তবুও যখন তা তাদের নিকট আসল, তখন তারা তা অবিশ্বাস করল। (সূরা বাকারা: ৮৯)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। আপনার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা হতে সতর্ক হোন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحَاسَدُوا...الحديث) رواه مسلم.

অর্থাৎ তোমরা পরস্পর হিংসা করো না। (মুসলিম)

২। হিংসাকারীর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা কর ন:

যেমন:

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) ﴾ [سورة الفلق].

অর্থাৎ বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ফালাক: ১-৫)

৩। জেনে রাখুন, হিংসা বিদ্বেষ ইবলীসের সিফাত-গুণের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ ইহুদী ও তাদের মত যারা তাদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং আপনি জঘন্য গুণে ও অসৎ চরিত্রে তাদের মত হবেন না।

৪। কাউকে যদি আপনি দেখতে পান যে আল্লাহ তাকে ধন-মালের নিয়ামত দান করেছেন আর সে তা সৎকর্মে ব্যয় করে অথবা আল্লাহ তাকে কুরআনের নিয়ামত দান করেছে তবে আপনিও আল্লাহর নিকট তার ন্যায় হওয়ার ঈর্ষা কর ন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ به آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ) رواه البخاري ومسلم.

অর্থাৎ দু ব্যক্তি ব্যতীত আর কারো প্রতি ঈর্ষা জায়েয নেই প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ যাকে কুরআন দান করেছেন এবং সে দিবা-রাত্রি তা অধ্যায়ন করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আলাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে দিবা রাত তা হতে খরচ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

কুফর ও গুমরাহীর কারণ: ১০। মানুষের নিকট যা কিছু মিথ্যা রয়েছে তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া এবং নিজে যতটুকু শিখেছে তা নিয়েই গর্ব করা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾[آل عمران: 24].

অর্থাৎ তাদের কল্পিত ধারণাসমূহ দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। (সূরা আলে ইমরান: ২৪)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [غافر: 83].

অর্থাৎ তখন তারা তাদের নিজেদের কাছে যে জ্ঞান ও বিদ্যা ছিল তাতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অত:পর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রু প করত তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলল। (সূরা মুমিন: ৮৩)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুরির প্রতি লক্ষ্য করুন:

১। জেনে রাখুন, আপনার নিকট যতটুকু ইলেম রয়েছে তা অবশ্যই অতি সামান্য: এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا ﴾ [الإسراء:85] .

অর্থাৎ এ সম্পর্কে তোমাকে অতি সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।' (সূরা বানী ইসরাঈল: ৮৫)

২। আপনার আনন্দ-খুশী যেন আল্লাহর আনুগত্যেই হয়:

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾[يونس : 58].

অর্থাৎ বল, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার বদৌলতে (তা এসেছে), এজন্য তারা আনন্দিত হোক। তারা যা স্তুপীকৃত করছে তার চেয়ে তা (অর্থাৎ হিদায়াত ও রহমতপূর্ণ কুরআন) উত্তম। (সূরা ইউনুস: ৫৮)

৩। জেনে রাখুন, মিথ্যা আরোপ করা এক মহা গুমরাহী:

আলাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنعام : 21].

অর্থাৎ তার থেকে বড় যালিম আর কে আছে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে? যালিমরা কক্ষনো সফলকাম হবে না। (সূরা আনাআম: ২১)

কুফরী ও গুমরাহীর কারণ: ১১। ধন-সম্পদ ও সম্মানের লোভ:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ الآيات [الزخرف : 33].

অর্থাৎ (সত্যকে অস্বীকার ক'রে) সব এক জাতিতে পরিণত হবে এ আশঙ্কা না থাকলে যারা দয়াময় আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাদেরকে অবশ্যই দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ আর সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করত। (সূরা যুখরু ফ: ৩৩)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাব ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বলেন:

(مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) .

অর্থাৎ দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল পালে ছেড়ে দেয়ার চেয়ে ব্যক্তির ধন-সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা দ্বীনের মধ্যে অধিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (আহমদ ও

তিরমিযী-সহীহ)

সতুরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। সাবধান! মাল ও ধনাঢ্যতা যেন আপনাকে সীমালঙ্ঘনে উত্তেজিত না করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلق: 6، 7].

অর্থাৎ না (এমন আচরণ করা) মোটেই ঠিক নয়, মানুষ অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আলাক: ৬-৭)

২। জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই মাল-ধন তো আল্লাহরই, আপনি এর একজন স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী মাত্র।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ الله الذي آتَاكُمْ ﴾ [النور : 33].

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে মাল দিয়েছেন তাথেকে তাদেরকে দান কর। (সূরা নূর: ৩৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ...الآية﴾ [الحديد:7].

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন তাথেকে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় কর । কারণ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে বিরাট প্রতিফল। (সূরা হাদীদ: ৭)

সুতরাং মাল–ধন আপনার নিকট একটি আমানত। অতএব, আল্লাহ যাতে রাজী-খুশী হবেন তাতে ব্যবহার করে আপনি একজন আমানতদারে পরিণত হোন।

৩। সাবাধান! ইজ্জত সম্মান ও পদ যেন আপনাকে প্রভাবিত করে সীমালঙ্ঘন না করায় এবং হারাম ,অশ্লীল কুসংস্কারে লিপ্ত না করে। কেননা এ সম্মান, পদ ও শক্তি অতি সত্ত্বর আপনার নিকট হতে নি:শেষ হয়ে যাবে। বরং স্মরণ কর ন আল্লাহর বাণী:

﴿ مَآ أغنى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴾[الحاقة : 28-29].

অর্থাৎ আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না, আমার (সব) ক্ষমতা আধিপত্য নি:শেষ হয়ে গেছে। (সূরা হাক্কাহ: ২৮-২৯)

কুফর ও গুমরাহীর কারণ:

১২। পরকাল ও তার প্রতিদানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা:

যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ [الجاثية: 32] .

অর্থাৎ আমরা মনে করি তা শুধু ধারণা মাত্র, আর (তাতে) আমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী নই’। (সূরা জাসিয়াহ: ৩২)

সুতারাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন:

১। জেনে রাখুন, কিয়ামত অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাঁর রাসূল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এর উপর কসম করতে নির্দেশ দেন। যেমন তিনি বলেন:

﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن : 7].

অর্থাৎ বল, নিশ্চয়ই (উঠানো) হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আবার জীবিত করে উঠানো হবে, অত:পর তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করেছ। এ কাজ (করা) আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ। (সূরা তাগাবুন: ৭)

২। আপনি আপনার ছোট কিয়ামত (মৃত্যু) এর জন্য যাবতীয় সৎ আমলের দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ কর্ন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ) رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه (صحيح).

অর্থাৎ স্বাদ-মজার পরিসমাপ্তকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে তোমরা বেশী বেশী স্মরণ কর। (তিরমিযী ও নাসায়ী, ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, সহীহ)

৩। আপনি কি কিয়ামতকে স্বচক্ষে দেখতে চান? তবে পড়ুন:

সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এমনই বর্ণিত।

কুফর ও গুমরাহীর কারণ: ১৩। রাজত্ব ও সম্মান বা পদ হারানোর ভয়:

যেমন রোমের বাদশাহ কায়সার তার রাজত্ব আঁকড়ে ধরে কুফুরীর মধ্যে থেকে যায়।

কুফর ও গুমরাহীর কারণ:

১৪। সৃষ্টিজগত ও শরীয়তের নিদর্শণাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা:

ব্যক্তির এমন ভাবে-অনুগত হয়ে যাওয়া যে বড়-বড় বুজর্গ ও নেতার পক্ষ হতে যা শুনান ও বলা হয় তারই অনুসরণ করে চলা এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাদের পদাংক অনুসরণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف:54].

অর্থাৎ এভাবে সে তার জাতির লোকেদের বোকা বানিয়ে দিল। ফলে তারা তার কথা

মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ: ৫৪)
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا...﴾ الآيات [البقرة:167] .

অর্থাৎ অনুসরণকারীরা বলবে, যদি কোনও প্রকারে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমনভাবে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করল। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজগুলো দেখাবেন তাদের জন্য আক্ষেপরূপে এবং জাহান্নাম হতে তারা বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারা: ১৬৭)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। আপনি বড় বড় বুজর্গ ও নেতাদের এমন অন্ধ অনুসারী হবেন না যে, তাদের পিছে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই চলবেন ফলে অবশ্যই আপনি গুরুত্বহীন, নির্বোধ ও বেয়াকুফে পরিণত হয়ে যাবেন ও আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের অন্ধানুসরণ করা শুরু করবেন। যেমন ফেরাউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন বোকা বানিয়ে ছেড়ে ছিল। তারা তো এমন ছিল যা আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ [الزخرف : 54].

অর্থাৎ তারা ছিল এক পাপাচারী সম্প্রদায়। (সূরা যুখরুফ: ৫৪)

২। আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। এর অন্তর্ভুক্ত হলো, আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও দিবা-রাত্রির বিবর্তন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيَاتٍ لأُوْلِي الألباب ﴾ [آل عمران : 190].

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্র ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন আছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৯০)

অনুরূপ চিন্তা-ভাবনা করুন আপনার সৃষ্টি এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السماوات والأرض وَمَا خَلَقَ الله مِن شَيْءٍ ...الآية ﴾ [الأعراف : 185].

অর্থাৎ তারা কি আসমান-যমীনের রাজত্বে আর আল্লাহ যে সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তাতে কিছুই দেখে না? তারা কি চিন্তা করে না যে হয়ত তাদের জীবনের মেয়াদ নিকটেই এসে গেছে? এরপর তারা কোন বাণীর উপর ঈমান আনবে? (সূরা আরাফ: ১৮৫)

এর ফলে যেন আপনার চিন্তা–ধারা থেকে বের হয়ে আসে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহই মহান ও সর্বশক্তিমান অন্য কারো ইবাদত না করে যার এককভাবে ইবাদত করা ফরজ। তিনিই

সেই স্বত্বা যার অবাধ্যতা না করে অনুসরণ ও অকৃজ্ঞতা না করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

৩। আল্লাহর শরয়ী আয়াতসমূহের (কুরআনের) চিন্তা-ভাবনা করুন। সুতরাং তাঁর নিম্নের আয়াতটিতে চিন্তা করুন। যেমন তিনি বলেন:

﴿ ليدبروا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الألباب ﴾ [ص : 29].

অর্থাৎ যাতে তারা এর আয়াতগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা স্বদ:২৯)

যখন আপনি আল্লাহর তাসবীহমূলক আয়াত তেলাওয়াত করবেন, তখন তার তাসবীহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যখন ক্ষমা প্রার্থনামূলক আয়াত অতিবাহিত করবেন ক্ষমা প্রার্থনা বা যখন দোয়ার আয়াত অতিবাহিত হবেন, তখন দোয়া প্রার্থনা বা যখন ধ্বংশপ্রাপ্ত কাফেরদের ব্যাপারে বর্ণিত আয়াত তেলাওয়াত করবেন, তখন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করুন। আর এভাবেই চিন্তা-ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করে যান।

কুফর ও গুমরাহীর কারণ:

১৫। হত্যা, শাস্তি ও বিপদ-আপদে পতিত হওয়ার ভয়:

মানুষ এসব কারণে তার দ্বীন পরিত্যাগ করে, বা দ্বীনের কোন কোন অংশ ত্যাগ করে বা অন্তর ও কর্মগতভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তবে যদি তাকে শারীরিক নির্যাতন করে কুফুরীতে বাধ্য করে কিন্তু সে অন্তর থেকে কুফুরী না করে তবে তার ওজর ক্ষমাযোগ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾[النحل: 106].

অর্থাৎ তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (সূরা নাহল: ১০৬)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। যদি কোন পাপের বা কুফরীর বা বিদআতের নির্দেশ আপনাকে দেয়া হয়, তবে এমন হুকুমের অনুসরণ করবেন না। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র ভাল কাজেই অনুসরণ। (বুখারী ও মুসলিম)

২। আপনাকে যদি কুফুরী বা গুনাহর কাজে বাধ্য করা হয় তবে আল্লাহর নিকট যে বিনিময় রয়েছে তার আশায় ধৈর্যধারণ করুন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ) رواه البخاري.

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব যামানায় একটি লোক ছিল, যাকে যমীনে গর্ত করে তাতে রাখা হয়, এরপর করাত নিয়ে এসে তার মাথায় রেখে তাকে দুভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়, কিন্তু তাতেও তাকে তার দ্বীন হতে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। এমনকি তাকে লোহার চিরণী দ্বারা গোশতের নীচে হাড় ও শিরা পর্যন্ত আঁচড়ানো হয়েছে কিন্তু তবুও তার দ্বীন হতে তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। (বুখারী)

৩। কুফরী বা পাপের কাজে যদি আপনাকে বাধ্য করা হয় তবে অন্তরে ঈমানের স্থিরতা রেখে মৌখিকভাবে বলাতে কোন ক্ষতি নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان ﴾ [النحل : 106].

অর্থাৎ তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে। (সূরা নাহল: ১০৬)

৪। নিছক সৌজন্যতা রক্ষার জন্য কুফুরী কালাম, গুনাহ, পাপে লিপ্ত হওয়ার বা স্বীকার করা হতে সতর্ক হোন।

৫। হে মুসলিম! নিশ্চয়ই আপনি বর্তমানে আল্লাহর অনুসরণে, আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ও আল্লাহর নির্ধারিত দূর্ভাগ্যের উপর ধৈর্য ধারণের যুগে অবস্থান করছেন। কেননা এখন সেখানে রয়েছে নানা ধরণের ধোকায় পতিত করার মত ফিতনা; অতএব, ধৈর্যধারণ করুন এবং আপনার দ্বীনকে আঁকড়ে ধরুন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবীদেরকে বলেন, যা ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে:

(إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ:مِنْكُمْ) رواه الطبراني في الكبير (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে ধৈর্যের যামানা সমাগত, এতে ধৈর্যাবলম্বনকারীদের জন্য রয়েছে পঞ্চাশ শহীদের সওয়াব, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের না তাদের মধ্য হতে? তিনি বলেন তোমাদের মধ্য হতে। (ত্ববারানী-সহীহ)

চতুর্থ অধ্যায় :শিরক

* শিরকে আকবার বা বড় শিরক:

আল্লাহ তায়ালার সাথে তার রুবুবিয়্যাত-প্রভূত্বে, ইবাদতে ও তাঁর আসমা ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুনাবলীতে শরীক করাকে শিরকে আকবার বলে।

* সাধারণত বেশীরভাগ ও অধিকাংশ শিরক সংঘটিত হয়ে থাকে ইবাদতের ক্ষেত্রে, আর তা হলো, ইবাদতের সামান্যতমও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে প্রয়োগ করা। যেমন দোয়া, মানত মানা, জবাই করা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভীতি, ভালবাসা, অভিযোগ, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি ইবাদতের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

* শিরক হলো তাওহীদের বিপরীত:

* শিরক এক মহা জুলুম; আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالُوا أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }) رواه الشيخان .

অর্থাৎ যখন " যারা ঈমান এনেছে আর যুল্ম (অর্থাৎ শিরক্) দ্বারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি " আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাদের উপর খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা বলেন আমাদের কে আছে যে সে তার ঈমানের সাথে জুলুম মিশ্রন করে না। শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই বিষয়টি এমন নয়, কেননা তোমরা কি লোকমান عليه السلام এর স্বীয় সন্তানের প্রতি উপদেশ শ্রবণ কর না:

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থাৎ শিরক নিশ্চয়ই এক বড় জুলুম। (বুখারী ও মুসলিম)

শিরকের প্রকারভেদ

*শিরক দু প্রকার:

প্রথম প্রকার: বড় শিরক:

ইবাদতের প্রকারসমূহের মধ্য হতে কোন ইবাদতকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য পালন করাকে বড় শিরক বুঝায়। যেমন দোয়া, মানত মানা বা র ব্বিয়্যাত-প্রভূত্বের বৈশিষ্টসমূহের কোন বৈশিষ্টকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য বিশ্বাস ও সাব্যস্ত করা যেমন র জীদান, ক্ষতি ও উপকার সাধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন অনুর প অন্যান্য। এটি হলো বড় ও মহা শিরক।

নিম্ন লিখিত কারণে তা সবচেয় বড় গুনাহ:

(ক) এতে আল্লাহর অসম্পূর্ণতা ও দোষ প্রকাশ পায় অথচ এ থেকে আল্লাহ পূত-পবিত্র ও অনেক উর্দ্ধে।

(খ) আল্লাহর সাথে বড় শিরককারী ইসলাম হতে খারেজ। সুতরাং সে তার দ্বীন ইসলামকে বর্জনকারী, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ

الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ তিনটি কারণের একটি কারণ ছাড়া কোন এমন মুসলমান ব্যক্তির রক্ত হালাল নয় যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। (কারণ তিনটি হলো):

১। বিবাহিত যেনাকারী ২। জানের বদলে জান ৩। জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বীয় দ্বীন ত্যাগকারী। (মুসলিম)

(গ) নিশ্চয়ই বড় শিরককারীর রক্ত ও ধন-সম্পদ হালাল। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: 5].

অর্থাৎ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর, তাদের অপেক্ষায় প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থাক। (সূরা তাওবা: ৫)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ মানুষের সাথে লড়াই করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম না করবে যাকাত প্রদান না করবে। সুতরাং তারা যদি তা করে তবে তারা আমা হতে ইসলামের হক ব্যতীত তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ বাঁচিয়ে নিল, আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর। (বুখারী ও মুসলিম)

(ঘ) বড় শিরককারী যদি বিনা তওবায় তার উপর মারা যায় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহ তায়ালার বানী:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: 48].

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন। (সূরা নিসা: ৪৮)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إن الله تبارك وتعالى يقول: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ، وَلا أُبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا) رواه الحاكم (حسن)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আলাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এমন ইয়াকীন রাখে যে, আমি গুনাহ-খাতা মাফ করার উপর ক্ষমতাবান, আমি তাকে ক্ষমা করে দেই এতে আমি কোন পরোয়া করি না। যদি সে আমার সাথে শিরক না করে। (হাতেম-হাসান)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ...الحديث) وفيه: (فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) رواه أحمد والحاكم وله شواهد (حسن) .

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট রয়েছে তিনটি দেওয়ান-দফতর। পরিশেষে এ হাদীসেই রয়েছে: তার মধ্যে এমন একটি দফতর যার গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, তা হলো: আল্লাহর সাথে শিরক করা, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন। (সূরা নিসা: ৪৮) (আহমাদ ও হাকেম-হাসান)

(ঙ) নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, অবশ্যই সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে আর তার উপর মারা গেলে সে জাহান্নাম হতে বের হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ [المائدة:72].

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। (সূরা মায়িদা: ৭২)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾

অর্থাৎ এবং জাহান্নাম হতে তারা বের হতে পারবে না। (সূরা বাকারা: ১৬৭)

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক না করে তার সাথে মিলিত হল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে তার সাথে শিরক করে মিলিত হবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

(চ) বড় শিরক করে তওবা না করে মারা গেলে তার সমস্ত সৎআমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 88] .

অর্থাৎ তারা যদি শির্ক করত তবে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত। (সূরা আনআম: ৮৮)

(ছ) শিরক নিশ্চয়ই ছোট হোক আর বড় হোক কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় তবে বড় শিরক ছোট শিরক ও অন্যান্য গুনাহ হতে বড়। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ...الحديث) رواه الشيخان.

অর্থাৎ কাবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবেচয়ে বড় গুনাহ আল্লাহর সাথে শরীক করা তারপর

পিতা-মাতার নাফারমানী... । (মুসলিম)

(জ) আল্লাহর সন্তান রয়েছে দাবী করে আল্লাহকে তিরস্কার করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত । আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ) رواه البخاري

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলেন, বনী আদম আমার উপর মিথ্যারোপ করে অথচ এটা তার জন্য উচিত নয় । সে আমাকে ভর্ৎসনা-তিরস্কার করে অথচ তা তার উচিত নয় । আমার প্রতি তার মিথ্যারোপের অর্থ হলো, তার এমন উক্তি করা যে, আল্লাহ আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না যেমনভাবে প্রথমবার করেছেন অথচ তাকে পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করা সহজ ছিল না । আমার প্রতি তার ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের অর্থ হলো, তার এমন উক্তি যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, অথচ আমি একক, অমুখাপেক্ষী, জন্ম নেইনি ও জন্ম দেইনি এবং আমার কেউ সমকক্ষও নেই । (বুখারী)

এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে:

(وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا) رواه البخاري .

অর্থাৎ আর আমার প্রতি তার ভর্ৎসনা ও তিরস্কার হলো, তার এমন উক্তি যে, আমার সন্তান রয়েছে, অথচ আমি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা হতে পূত পবিত্র । (বুখারী)

(ঝ) বড় শিরককারী অপবিত্র, কোন কিছুই তা হতে তাকে পবিত্র করতে পারে না । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: 28]

অর্থাৎ মুশরিকরা হল অপবিত্র, কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের নিকট না আসে । (সূরা তাওবা: ২৮)

(ঞ) সৃষ্টিজীবের মধ্যে মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ তাকে যে রিজিক দিয়েছেন, তার সে মালিকানার মাঝে অন্য কোন বান্দা শরীক হোক তাতে কখনো সে রাজি হবে না । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ...الآية ﴾ [الروم : 28].

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই একটা দৃষ্টান্ত পেশ করছেন: আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীরা কি অংশীদার, যার ফলে তাতে তোমরা সমান? তোমরা কি তাদেরকে তেমনভাবে ভয় কর যেমন ভয় কর তোমাদের নিজেদের পরস্পরকে? এভাবে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করি । (সূরা রূম: ২৮)

সুতরাং আল্লাহ তায়ালাও তাঁর রাজত্বে, তার ইবাদত, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে এবং র রুবিয়্যাতে কেউ শরীক কর ক তাতে তিনি রাজি হবেন না।

(ট) বড় শিরক নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় গুনাহ। যেমন ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ...الحديث) رواه مسلم.

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন: তুমি আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থীর করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। বড় শিরক হতে সতর্ক হোন। বড় শিরকে পতিত হবেন না। বড় শিরক হতে বাঁচুন। বড় শিরক হতে দূরে থাকুন।

নিম্নের আয়াতটিকে সদা আপনার দৃষ্টির সামনে রাখুন:

﴿ واعبدوا الله وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [النساء : 36].

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না। (সূরা নিসা: ৩৬)

২। জেনে রাখুন বড় শিরককারী ইহকাল ও পরকালের সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা ইহকাল পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। আলাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ القيامة أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الخسران المبين ﴾ [الزمر : 15] .

অর্থাৎ বল– যারা নিজেদেরকে আর নিজেদের পরিবার-পরিজনকে ক্বিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। জেনে রেখো, এটাই হল স্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা যুমার: ১৫)

৩। আপনি নিজেকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। কেননা যে ব্যক্তি বিনা তাওবায় বড় শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করল সে নিশ্চয়ই জান্নাত হতে বঞ্চিত। জান্নাত তার জন্য হারাম। সে হবে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيهِ الجنة وَمَأْوَاهُ النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة : 72].

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা: ৭২)

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ...الحديث) رواه مسلم.

অর্থাৎ আর জাহান্নামীরাই জাহান্নামবাসী যারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না। (মুসলিম)

৪। নিজে শিরকে পতিত হয়ে যাওয়া থেকে ভয় করুন। এজন্য বেশী বেশী তওবা করুন, ছোট-বড় সবধরণের শিরক হতে দূরে থাকুন। জেনে রাখুন, স্বয়ং ইবরাহীম ﷺ শিরকে পতিত হয়ে যাওয়া হতে ভয় করেছেন। সুতরাং আমি ও আপনি আর কি? তাহলে আমার ও আপনার কর্তব্য কি?

৫। আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আপনাকে ও আপনার সন্তানকে শিরক হতে রক্ষা করেন। যেমন ইবরাহীম ﷺ দোয়া করেন:

﴿ واجنبني وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصنام ﴾ [إبراهيم : 35].

অর্থাৎ আর আমাকে আর আমার সন্তানদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করো। (সূরা ইবরাহীম: ৩৫)

৬। আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন তিনি যেন আপনাকে ও আপনার সন্তান-সন্ততিকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান, যেমন দোয়া করেছেন ইবরাহীম ﷺ তিনি বলেন:

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم : 40].

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদেরকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমার প্রার্থনা কবূল কর। (সূরা ইবরাহীম: ৪০)

৭। তাওহীদের গুরুত্ব প্রচার ও শিরক উচ্ছেদকারী আল্লাহর পথের দায়ী-প্রচারকে পরিণত হোন। শিরকের ভয়াবহতা বর্ণনা করুন। এটিই ছিল রাসূলদের দাওয়াত (আলাইহিমুস সালাম)।

৮। ইতিপূর্বে জেনেছেনে যে, মুশরিকগণ অবশ্যই নাপাক। সুতরাং আপনি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন অপবিত্র মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

দ্বিতীয় প্রকার: ছোট শিরক

ছোট শিরক ইসলাম হতে বের করে না তবে তা তাওহীদের অপরিহার্য দাবীকে হ্রাস করে।

ছোট শিরক বিভিন্ন প্রকারের:

প্রথম: রিয়া বা দেখানোর জন্য আমল করা:

যেমন, নামায সুন্দরভাবে এজন্য আদায় করা যে, তাকে যে ব্যক্তি দেখবে সে যেন তার সুনাম করে। হাদীসে এসেছে:

(يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ) رواه ابن ماجه (حسن).

অর্থাৎ লোকটি নামাযে দাড়ায় তারপর মানুষকে দেখানোর জন্য তার নামাযকে সুন্দর করে। (ইবনে মাজাহ-হাসান)

এবং এভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে।

মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে যে বিষয়ে ভয় পাই, তা হলো, ছোট শিরক, সাহাবাগণ বলেন: ছোট শিরক কি? হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন: রিয়া, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান দিবেন তখন ঐ সমস্ত রিয়াকারীকে বলবেন তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখিয়ে আমল করেছিলে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের নিকট তোমরা কোন প্রতিদান পাও কিনা। (আহমদ-সহীহ)

শাদ্দাদ ইবান আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ) رواه أحمد (حسن).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রিয়া করে (দেখানোর জন্য) নামায আদায় করে, সে অবশ্যই শিরক করে, যে ব্যক্তি রিয়া করে রোযা রাখে সে অবশ্যই শিরক করে, যে ব্যক্তি রিয়া করে দান–খয়রাত করে সে অবশ্যই শিরক করে। (আহমাদ-হাসান)

রিয়া দু'ভাগে বিভক্ত:

(ক) আল্লাহর প্রতি কুফরীকে গোপন করে বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করা: এটি এক বড় কুফরী, মূল তাওহীদেরই পরিপন্থী। আর এটি হলো বড় মোনাফেকদের রিয়া যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون:1،2].

অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এ উপায়ে তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কতই না মন্দ! (সূরা মুনাফিকুন: ১-২)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 142] .

অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহ্‌কে সামান্যই স্মরণ করে। (সূরা নিসা: ১৪২)

(খ) রিয়াকারী মুসিলম কিন্তু সে তার আমলটিকে দেখায় বা শুনায় বা বলে বেড়ায়: তাই এটি ছোট শিরক যা তাওহীদের অপরিহার্যতার পরিপূর্ণতা পরিপন্থী।

সুতরাং হে রিয়াকারী বান্দা বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

ক- জেনে রাখুন, আপনি যদি আপনার নামাযে রিয়া করেন তবে যেন আপনি আপনার রবের অবমাননা করলেন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত:

(من أحسن الصلاة حيث يراها الناس ، وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه تبارك وتعالى) رواه أبو يعلى والبيهقي وقال الحافظ بن حجر : حديث حسن .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এজন্য তার নামাযকে সুন্দর করে যে, যেন লোকেরা তা দেখে এবং খারাপভাবে আদায় করে যখন লোক না থাকে, তবে তা অবমাননা যা দ্বারা সে তার পূত-পবিত্র মহান রবের অবমাননা করে থাকে। (বায়হাকী-হাসান)

খ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাও আপনাকে দেখাবেন, যেমন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ و مَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ و مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষকে তার আমল সম্পর্কে শুনিয়ে বেড়ায় আল্লাহও তার সম্পর্কে শুনান এবং যে ব্যক্তি রিয়া করে তার আমল দেখায় আল্লাহ তার সম্পর্কে দেখিয়ে দেন। যে

কঠিন করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার উপর কঠিন করেন। (বুখারী)

ছোট শিরকের দ্বিতীয় ভাগ: খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য আমল:

যেমন এমনভাবে জিকির করা যাতে মানুষ শুনতে পায় ও তার জন্য তারা প্রশংসা করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য মানুষকে তার আমল শুনাতে ও দেখাতে থাকবে আল্লাহও তার আমলকে শুনানো ও দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিবেন। (মুসলিম)

অতএব, রিয়াকারী ও যে তার আমল শুনিয়ে বেড়ায়, তার জানা উচিত সে যা শুনায় তা সব কিছুই তিনি শুনেন এবং তাকে ছোট ও তুচ্ছ বানিয়ে দেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَصَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ) رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার আমল সম্পর্কে মানুষকে শুনায় আল্লাহও তার আমল সম্পর্কে তার সৃষ্টির শ্রবণকারীকে শোনাবেন ও তাকে ছোট ও তুচ্ছ বানিয়ে দিবেন। (আহমদ-সহীহ)

আর রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো: প্রত্যেক ঐ সমস্ত আমল যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয় কিন্তু বান্দা তা দ্বারা মানুষের প্রশংসা ও সে ক্ষেত্রে তাদের থেকে তার সুনাম কামনাও করে।

*** বান্দার কর্মে রিয়া ও শুনানি উদ্দেশ্য মিশ্রিত হবে তখন সে আমল বাতিল হবে**। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: 110].

অর্থাৎ কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ 'আমল করে আর তার প্রতিপালকের 'ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।' (সূরা কাহাফ: ১১০)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ) رواه مسلم.

অর্থাৎ আমি শিরককারীদের শিরক হতে মুখাপেক্ষীহিন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন আমল করে তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করল, তবে আমি তাকে ও তার শিরককে বর্জন করি। (মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। আপনি আপনার কথা ও কাজের ক্ষেত্রে শোনানোর বাসনা হতে সতর্ক হোন। যেন আপনার সম্পর্কে আল্লাহ না শোনান ও আপনাকে ছোট ও তুচ্ছ করে দেন।

সুতরাং আল্লাহর কসম যদি আপনি শোনানোর জন্য আমল করেন তবে আল্লাহও শোনাবেন ও আপনাকে তুচ্ছ ও ছোট করবেন। অতএব, আপনি ধ্বংসাত্বক বিপদে পতিত হবেন। তাই আপনি আল্লাহকে ভয় কর ন।

২। নিশ্চয়ই কোন সৃষ্টির নিকট আপনার কোন উপকারীতা নেই তবে ওতটুকুই যা আল্লাহ আপনার জন্য লিখে রেখেছেন। সুতরাং আপনিই আপনার রবের ইবাদতের আমল কাউকে না শোনান। কেননা তা অবশ্যই এক বড় বোকামী। তাই হে জ্ঞানী আপনি আল্লাহকে ভয় কর ন।

৩। জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার সব কিছু শোনেন, দেখেন ও জানেন। আপনার এমন কিছু নেই যে তার নিকট গোপন আছে। সুতরাং তার দিকে মনোনিবেশ কর ন, কোন সৃষ্টির দিকে নয়। নিশ্চয়ই আপনার ধর্মীয়, ইহকালিন ও পরকালিন যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে আপনার রবের অনুসরণের মধ্যেই। আপনি সদা-সর্বদা আলাহর এ বানীগুলিকে স্মরণ রাখুন:

﴿ إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج : 75].

অর্থাৎ আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। (সূরা হজ্জ: ৭৫)

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : 15].

অর্থাৎ আর আলাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা: ১৫)

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر: 19].

অর্থাৎ আল্লাহ চক্ষুর অন্যায় কর্ম সম্পর্কেও অবগত, আর অন্তর যা গোপন করে সে সম্পর্কেও। (সূরা মুমিন: ১৯)

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد : 4].

অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। (সূরা হাদীদ: ৪)

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: 34].

অর্থাৎ আলাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত। (সূরা লুকমান: ৩৪)

﴿ إِنَّ الله لاَ يخفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرض وَلاَ فِي السمآء ﴾ [آل عمران : 5].

অর্থাৎ নিশ্চয়ই ভূমণ্ডলের ও নভোমণ্ডলের কোন জিনিসই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না। (সূরা আলে ইমরান: ৫)

ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

৪। আল্লাহর নিকট রিয়া ও শোনানো আমল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

(كان رسول الله ﷺ يقول في دعائه : اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ ...الحديث) وفيه: (وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ ، وَالْفُسُوْقِ ، وَالشِّقَاقِ ، وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ ، وَالرِّيَاءِ) رواه الحاكم (صحيح).

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দোয়ায় বলতেন: হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি অপারগতা, অলসতা, (এরপর রয়েছে) এবং আশ্রয় চাই আমি তোমার নিকট, দরিদ্রতা, কুফুরী, ফাসেকী, দুর্ভাগ্য, মোনাফেকী, শোনানো আমল ও রিয়া হতে। (আহমদ-সহীহ)

ছোট শিরকের তৃতীয় ভাগ: মৌখিক প্রকাশ্য শিরক:

যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ: (যার নামে শপথ তার প্রতি আল্লাহর মত সম্মানের বিশ্বাস না করে) ইত্যাদি।

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) رواه أحمد والترمذي والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যেও নামে শপথ করল, সে অবশ্যই কুফুরী বা শিরক করল। (আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম-সহীহ)

অনুরূপ এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত হলো: এমন বলা যে, আল্লাহ ও তুমি যেমন চেয়েছো।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

(جاء رجل إلى النبي ﷺ فراجعه في بعض الكلام فقال : ما شاء الله وشئت ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجعلتني مع الله عدلا (وفي لفظ : ندا) ؟ ! لا بل ما شاء الله وحده) رواه أحمد والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وله شاهد من حديث قتيلة (صحيح).

অর্থাৎ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল: অত:পর সে কোন কোন কথাকে বারবার বলছিল, অত:পর সে বলল: আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন। শুনে নবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমান বানিয়ে দিলে। (অন্য বর্ণনায় এসেছে: সমকক্ষ), বরং এমন বল: যে একমাত্র আল্লাহই যা চেয়েছেন তাই। (আহমদ, বায়হাকী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি-সহীহ)

আমানতের শপথ করাও এ শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে বলেন:

(مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا) رواه أبو داود (صحيح) .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমানতের শপথ করল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ-সহীহ)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ করুন:

১। আপনি পিতা-মাতা, তাগুত ও (আল্লাহ ব্যতীত) কোন কিছুরই কসম করবেন না। আব্দুর রহমান বিন সামুরা বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ) رواه النسائي وابن ماجه (صحيح).

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে ও তাগুতের নামে শপথ করো না। (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ...الحديث) رواه أبو داود والنسائي (صحيح).

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা ও মা দের নামে কসম কর না, না কসম কর শরীকদের নামে। (নাসায়ী ও আবু দাউদ-সহীহ)

২। আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করবেন না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কসমকারী সে যেন আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে কসম না করে। (মুসলিম)

৩। সত্যের উপর ব্যতীত শপথ করবেন না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ) رواه أبو داود والنسائي.

অর্থাৎ তোমরা সত্যবাদিতা ব্যতীত আল্লাহর নামে শপথ কর না। (আবু দাউদ ও নাসায়ী)

৪। আল্লাহ ও তুমি যেমন চাও ... এমন বলবেন না বরং বলুন একমাত্র আল্লাহই যা চান তাই..।

৫। তালাকের নামে হলফ (কসম) করবে না তা গায়র ল্লাহর নামে কসম সেটি ছোট কুফরি অথবা ছোট শিরক।

ছোট শিরকের চতুর্থ ভাগ: অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ্য শিরক:

যেমন হারাম ঝাড়ফুঁক কেউ যদি এটিকে ওসীলা মনে করে যেমন, তাবীজ-কবচ, যদি কেউ তা ওসীলা মনে করে। অনুরূপ তেওলা অর্থাৎ এমন জিনিস যা দ্বারা ধারণা করা হয় যে, তার স্বামীর সাথে স্ত্রীর ভালবাসা বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা সৃষ্টির করবে। কেউ যদি তাকে একটি ওসীলা মনে করে।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই হারাম ঝাড়ফুঁক, তাবীজ-কবচ ও যা পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টিকারী জিনিস (তেওলা) শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম-সহীহ)

প্রত্যেক ঐ জিনিস যাকে মানুষ বিশ্বাস করে যে, তা একটি ওসীলা অথচ তা শরীয়ত ভিত্তিক ওসীলা নয় তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত পক্ষান্তরে যদি কেউ তার উপর বিশ্বাস করে যে,নিশ্চয়ই এটিই স্বয়ং নিজে এতে প্রভাব সৃষ্ট করে তবে তা হবে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। শিরকী ও বিদআতী ঝাড়ফুঁক হতে সতর্ক হোন। এর পরিবর্তে কুরআন ও হাদীস হতে শরীয়ী ঝাড়ফুঁক গ্রহণ কর ন। যেমন সূরা ফাতেহা দ্বারা ঝাড়ফুক।

২। জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই শরয়ী ঝাড়ফঁকুও একটি ওসীলা মাত্র, মূলত আল্লাহই আরোগ্য দানকারী। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ...الحديث) رواه الشيخان.

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমিই আরোগ্য দানকারী। তুমি ছাড়া তো আর কেউ আরোগ্যদানকারী নেই ...। (বুখারী ও মুসলিম)

পরিচ্ছেদঃ বনী আদমের মাঝে কিভাবে শিরকের প্রবেশ ঘটলো

* সৃষ্টিজগতকে আল্লাহ বানিয়েছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য যার কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾[الذاريات:56،58].

অর্থাৎ আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে। আমি তাদের থেকে রিয্ক চাই না, আর আমি এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই তো রিয্কদাতা, মহা শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একমাত্র তারই ইবাদতের উপর যার কোন শরীক নেই এমন ফিতরাত/স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ) رواه البخاري ,

অর্থাৎ প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাত-ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা নাসারা বা অগ্নীপূজক বানায়। (বুখারী)

আর তারা ইসলামের উপরেই অবশিষ্ট ছিল যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق) رواه الحاكم (صحيح)

.

অর্থাৎ আদম ও নূহ ﷺ এর মাঝে (১০০০) এক হাজার শতাব্দী সমস্ত মানুষ হক শরীয়তের মধ্যে ছিল। (হাকেম)

✸তাওহীদ বা এক আল্লাহর ইবাদত তাঁর কোন শরীক নেই এমন আকীদাহ হতে সর্ব প্রথম নূহ ﷺ এর জাতির মধ্যে শিরকের দিকে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। অতএব, তাদের মধ্যে শিরকের অনুপ্রবেশের পর সর্ব প্রথম মানব জাতির জন্য নূহ ﷺ রাসূল ছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء : 163].

অর্থাৎ আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি যেমন নূহ ও তার আগের নবীগণের নিকট ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম। (সূরা নিসা: ১৬৩)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة : 213].

অর্থাৎ মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট নবীগণকে প্রেরণ করেন। (সূরা বাকারা: ২১৩)

✸আল্লাহর অধিকাংশ উম্মত তাওহীদে র রুবিয়্যাত (প্রভূত্বে) ঈমান আনে কিন্তু তারা তাওহীদে ইবাদতে শিরকে পতিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف : 106].

অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে। (সূরা ইউসুফ: ১০৬)

* সর্ব প্রথম আরব ভূমিতে যে এ জঘন্য জিনিসের প্রচলন, দ্বীনে ইসমাঈলকে পরিবর্তন ও মূর্তি স্থাপন করে সে হলো: আমর ইবনে লুহাই আল খুজায়ী।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ আমি আমর ইবনে আমের ইবনে লুহাই আল খুজায়ীকে জাহান্নামে তার নাড়ি-ভূড়ি টানতে দেখেছি, যেহেতু সে সর্ব প্রথম মূর্তি পূজার প্রচলন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আমর ইবনে লুহাই সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي) رواه أحمد وهو في سيرة بن هشام (صحيح) .

অর্থাৎ সে দ্বীনে ইসমাঈল, সর্ব প্রথম প্রতীমা স্থাপন করে .... । (আহমদ, ও সীরাতে ইবনে হিশাম-সহীহ)

* ওদ্দ, সূয়া, ইয়াগুস, য়্যায়ূক ও নাসর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(هذه أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ) رواه البخاري.

অর্থাৎ এসব নূহ ﷺ এর জাতির অন্তর্ভুক্ত সৎলোকদের নাম। যখন তারা মৃত্যুবরণ করেন, শয়তান তাদের জাতির প্রতি কুমন্ত্রনা দিল যে, তারা যেখানে বসত সেখানে তোমরা আস্তানা দরগাহ বানাও আর তাদের প্রত্যেকের নামে নামকরণ কর, ঐ বংশধরদের মৃত্যুর ও তাওহীদের ইলেম ভুলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের উপাসনা-ইবাদত করা হলো না বটে, কিন্তু তারপর তাদের উপাসনা শুরু হয়ে যায়। (বুখারী)

ঐ ঘটনা হতে বুঝা যায় ও প্রমাণিত হয় যে, বনী আদমের মধ্যে বড় শিরকের সূত্রপাতের কারণ হলো, সৎলোকদের সম্মানে বাড়াবাড়ি (গুলু)।

উক্ত ঘটনা কেন্দ্রীক উপদেশ:

কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলন করা থেকে সতর্কতা:

১। হারাম জিনিস অর্থাৎ কুপ্রথা আবিস্কার করা হতে সতর্ক থাকুন। কেননা মানুষ তাতে আপনার অনুকরণ করা শুরু করবে। যেমন আমর ইবনে লুহাই এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যে, দ্বীনে ইসমাঈলকে পরিবর্তন করে আল্লাহর সাথে শিরকের সূচনা ঘটিয়েছে।

শিরকী কু প্রথা ও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হলো: কবরের সাথে মসজিদ বানান যাতে মানুষ তার তাওয়াফ করে তার নিকট এসে আল্লাহকে ছেড়ে আহ্বান করে, তা ছোঁয়া দেয় স্পর্শ করে ও তা দ্বারা বরকত হাসিল করে। অনুরূপ খারাপ প্রথার প্রচলন হলো এমন চ্যানেল খোলা যা দ্বারা জঘন্য কুফুরী যাদু ইত্যাদি খারাপ প্রচারিত হয় ফলে আপনার অনুকরণ করে অন্যরা তা হতে পথভ্রষ্ট হলো, যার জন্য এর মহাপাপ আপনাকে বহন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾[العنكبوت : 13].

অর্থাৎ তারা অবশ্য অবশ্যই তাদের নিজেদের পাপের বোঝা বহন করবে, নিজেদের বোঝার সাথে আরো বোঝা, আর তারা যে সব মিথ্যা উদ্ভাবন করত সে সম্পর্কে ক্বিয়ামত দিবসে তারা অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আনকাবূত: ১৩)

জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء) رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে একটি খারাপ প্রথা-বিদআত চালু করল তার পাপ তার উপর আসবে এবং তাদের পাপও তার উপর আসবে তার পরবর্তীতে যারা সে বিদআতের উপর আমল করবে, তাদের পাপ হতে কোন কিছু না কমিয়েই (সে পাপ দেয়া হবে)। (মুসলিম)

২। উঠুন! জাগ্রত হোন, আল্লাহ আপনাকে যেন এমন সুন্নাত ও উত্তম কাজ যেমন তাওহীদ, কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত ইত্যাদি ইসলামের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের তাওফীক দান করেন।

আর সে সব সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হলো যা প্রচার প্রসার করা অপরিহার্য: কবরের কাছে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করায় বাঁধা দেয়া, কবর কেন্দ্রিক যে সব মসজিদ গড়ে উঠেছে তা ভেঙ্গে দেয়া, ঐ কবরগুলি স্থানান্তরিত করে দেয়া যা মসজিদের মধ্যে রয়েছে এবং বড় বড় বিদআতে বাঁধা দেয়া। যেমন সূফীবাদের বিদআত। অনুরূপ যাদুকর, জ্যোতিষী ও গনকদেরকে বাধা দেয়া ও তাদেরকে শরীয়তের বিধানে সোপর্দ করে তাদেরকে বন্ধ করা। যে সব কবরে গম্বুজ রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা, যেসব চ্যানেল জঘন্য হারামের পথে

আহ্বান করে সেগুলি বন্ধ করা ইত্যাদি। আপনি অসীম সওয়াব অর্জনের জন্য এসব উত্তম সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় দ্রুত অগ্রসর হোন।

যেমন জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) رواه مسلم.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে একটি উত্তম আমল-সুন্নাত চালু করল, তার নেকী সে পাবে এবং তাদেরও নেকী সে পাবে যারা তার পর তার প্রতি আমল করবে, যা তাদের থেকে কোন কিছু না কমিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম)

৩। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর দিয়ে বলেন:

(لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ অন্যায় ভাবে যদি কোন ব্যক্তি কে হত্যা করা হয় তবে আদম ﷺ এর প্রথম ছেলে কাবীল এর উপর তার হত্যার পাপের অংশ পতিত হবে, কেননা সেই প্রথম ব্যক্তি যে দুনিয়াতে হত্যার প্রচলন ঘটায়। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! তার (অবস্থা) কেমন হবে, যে শিরক, বিদআত ও হারামের প্রচলন ও প্রসার ঘটায়। অতএব, সতর্ক হোন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন।

বড় শিরক ও ছোট শিরকের মাঝে পার্থক্য:

১। বড় শিরককারী ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কেননা বড় শিরক মূল তাওহীদের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে ছোট শিরককারী ইসলাম থেকে বের হয় না কিন্তু অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতাকে হ্রাস করে, বড় গুনাহগার।

২। বড় শিরককারী বিনা তাওবায় মারা গেলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে পক্ষান্তরে ছোট শিরককারী যদিও জাহান্নামে প্রবেশ করে তাহলে সে চিরস্থায়ী হবে না। সে বরং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৩। বড় শিরককারী বিনা তাওবায় মারা গেলে তার সমস্ত সৎআমল নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ছোট শিরককারী (রিয়া) এর ফলে সেই আমলই নষ্ট হয় যাতে রিয়া সংঘটিত হয় অন্য আমল নয়।

৪। বড় শিরক করার ফলে তার জান ও মাল বৈধ হয়ে যায় কিন্তু ছোট শিরক করার ফলে তার জান ও মাল বৈধ হয় না। বরং জান-মালের হেফাযত সে পেয়ে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়:মোনাফেকী:

মোনাফেকী প্রধাণত দুই প্রকার:

১। বিশ্বাসগত মোনাফেকী ও ২। কর্মগত মোনাফেকী।

প্রথমতঃ বিশ্বাসগত মোনাফেকী:

ইসলাম প্রকাশ ও কুফুরী গোপন করাকে বিশ্বাসগত মোনাফেকী বলা হয়। এটি বড় মোনাফেকী। এ ধরনের মোনাফেক ইসলাম হতে বের হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة : 67].

অর্থাৎ মুনাফিকরাই তো ফাসিক। (সূরা তাওবা: ৬৭)

কুরআনে সাধারণত বহুস্থানে রিয়া উল্লেখ আছে যার দ্বারা এমন মোনাফেকী উদ্দেশ্য যা বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء : 38].

অর্থাৎ (আর সেসব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না) যারা মানুষকে দেখানোর জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না। শয়ত্বান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কতই না জঘন্য! (সূরা নিসা: ৩৮)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন:

﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 142] .

অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহ্‌কে সামান্যই স্মরণ করে। (সূরা নিসা: ১৪২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 264].

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অত:পর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃতকার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্লাহ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। (সূরা বাকারা: ২৬৪)

বিশ্বাসগত(বড়) মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী:

১। তারা অবশ্যই মুমিন নয় বরং তারা কাফের:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8].

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। (সূরা বাকারা: ৮)

২। তারা ইসলাম থেকে খারেজ: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة : 67].

অর্থাৎ মুনাফিকরাই তো ফাসিক। (সূরা তাওবা: ৬৭)

৩। তারা যদি বিনা তওবায় মারা যায় জাহান্নামের অতলতলে থাকবে: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: 145] .

অর্থাৎ মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। (সূরা নিসা: ১৪৫)

৪।তারা আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোকা দিতে চায়: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة:9].

অর্থাৎ তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে প্রতারিত করে, আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। (সূরা বাকারা: ৯)

৫। তাদের অন্তরে রয়েছে মোনাফেকীর ব্যাধি: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة:10].

অর্থাৎ তাদের অন্তরে আছে ব্যাধি, অত:পর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা বাকারা: ১০)

৬। তারা মিথ্যা করে বলে যে, তারা মুমিন: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾[البقرة:10]

অর্থাৎ আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা বাকারা: ১০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون: 1] .

অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে- 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল আর আল্লাহ

সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকূন: ১)

৭। তারা আল্লাহর দ্বীন ও দ্বীনদারের সাথে ঠাট্টা করে: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ [البقرة: 14].

অর্থাৎ তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র'। (সূরা বাকরা: ১৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾[التوبة :65] .

অর্থাৎ বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসূলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' (সূরা তাওবা: ৬৫)

৮। তারা কাফের: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾[التوبة : 66].

অর্থাৎ ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছ। (সূরা তওবা: ৬৬)

৯। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا { لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ } وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ }ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ سِرَاجٌ مِنْ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ) رواه مسلم .

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে যারা মোনাফেক তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের গন্ধও পাবে না। সুঁইয়ের ছিদ্রে যত দিন পর্যন্ত উট প্রবেশ না করবে। (মুসলিম)

১০। মোনাফেকদের সরদার হলো, তাদের শয়তানগুলি: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: 14] .

অর্থাৎ আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়ত্বানদের (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি। (সূরা বাকরা: ১৪)

১১। তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীনের কিছুই জানে না: আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُنَافِقِينَ) رواه البخاري .

অর্থাৎ আমি অমুক ও অমুকের ব্যাপারে ধারণাও করি না যে, তারা উভয়ে আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে। লাইস বলেন: তারা উভয়ে ছিল মোনফেকদের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী)

১২। মোনাফেকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলো: তারা ইহুদী (কুফুরীর ক্ষেত্রে) ও খৃষ্টানদের ভাই: তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগীতা করে ও তাদের সাথে মিথ্যা বলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الحشر: 11].

অর্থাৎ তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মুনাফিকী করেছিল? আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল তাদের সেই ভাইদেরকে তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) বলেছিল- 'তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব, আর তোমাদের ব্যাপারে আমরা কক্ষনো কারো কথা মেনে নেব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যেবাদী। (সূরা হাশর: ১১)

১৩। মোনাফেকদের আলামতের অন্তর্ভুক্ত হলো, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন ও তাদের নৈকট্য অর্জন করা: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ [المائدة: 52].

অর্থাৎ যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাদেরকে দেখবে তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী, নাসারা মুশরিকদের) দৌড়ে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই। (সূরা মায়িদা: ৫২)

১৪। নামায প্রতিষ্ঠায় অলসতা তাদের একটি গুণ: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 142].

অর্থাৎ তারা যখন সলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহ্‌কে সামান্যই স্মরণ করে। (সূরা নিসা: ১৪২)

১৫। মোনফেকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত, মোমিনদের সাথে লড়াই করতে বের হয়ে ধন-সম্পদের তালাশে থাকা: আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চায় না এবং জিহাদের স্থান দূরে হলে বের হতে চায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ [التوبة : 42].

অর্থাৎ দুনিয়াবী কোন স্বার্থ থাকলে আর যাত্রা সহজ হলে তারা অবশ্যই তোমার সাথে যেত। কিন্তু পথ তাদের কাছে দীর্ঘ ও ভারী মনে হয়েছে। (সূরা তাওবা: ৪২)

১৬। তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হতে অব্যহতি চায়: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة : 45]

.

অর্থাৎ তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা তারাই করে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না, যাদের অন্তর সন্দেহপূর্ণ। (সূরা তাওবা: ৪৫)

১৭। তাদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলো, মোমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা ও তাদের মাঝে ফিতনা ছড়ানো: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ﴾ [التوبة : 47].

অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত। (সূরা তাওবা: ৪৭)

১৮। তাদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলো, মুসলমানদের জন্য অবস্থা পরিবর্তন করে নেয়া ও আল্লাহর দ্বীনকে অপছন্দ করা: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة : 48] .

অর্থাৎ আগেও তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছে আর তোমার অনেক কাজ নষ্ট করেছে যতক্ষণ না প্রকৃত সত্য এসে হাজির হল আর আল্লাহ্র বিধান প্রকাশিত হয়ে গেল যদিও এতে তারা ছিল নাখোশ। (সূরা তাওবা: ৪৮)

১৯। তাদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত, মুসলমানদের কল্যাণে কষ্ট অনুভব করা: পক্ষান্তরে মুসলমানরা বিপদ-আপদে পতিত হলে তারা আনন্দিত হয়।

﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴾ [التوبة : 50].

অর্থাৎ তোমার মঙ্গল হলে তা তাদেরকে মনোকষ্ট দেয়, আর তোমার উপর বিপদ আসলে তারা খুশির সঙ্গে এ কথা বলতে বলতে সরে পড়ে যে, 'আমরা আগেই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম।' (সূরা তাওবা: ৫০)

২০। আল্লাহ তাদের খরচ কবূল করেন না: কেননা তারা কখনো বাধ্য হয়ে খরচ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ [التوبة : 53].

অর্থাৎ বল, 'স্বেচ্ছায় দান কর আর অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবে

না; তোমরা হলে এক ফাসিক সম্প্রদায় ।' (সূরা তাওবা: ৫৩)

২১। তাদের গুণের অন্তর্ভুক্ত, তারা হয় ভীতু: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: 57] .

অর্থাৎ তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার জায়গা পেলে কিংবা গিরিগুহা বা ঢুকে থাকার মত জায়গা পেলে সেখানেই তারা ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে যেত । (সূরা তাওবা: ৫৭)

২২। তাদের গুণের অন্তর্ভুক্ত, তারা দান-খয়রাতের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দোষারোপ করত, যেন তিনি তাদেরকে তা থেকে প্রদান করেন। অনুরূপ তারা তাদের প্রত্যেকের উপর দোষারোপ করে মোমিন ও সৎ শাসকদের মাঝে যারা দান-খয়রাতের দায়িত্ব নিয়োজিত থাকেন । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة: 58].

অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা সদাক্বাহ (বণ্টনের) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, তাথেকে দেয়া হলে খুশি হয়, আর তাথেকে না দেয়া হলে সাথে সাথে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে । (সূরা তাওবা: ৫৮)

২৩। মোমিনদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা মিথ্যা কসম করে: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 96].

অর্থাৎ তারা তোমাদের কাছে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের উপর খুশি হয়ে যাও, কিন্তু তোমরা তাদের উপর খুশি হলেও, আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়ের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না । (সূরা তাওবা: ৯৬)

২৪। তাদের বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত, যেমন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة : 67].

অর্থাৎ মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক নারী সব এক রকম, তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় আর সৎ কাজ করতে নিষেধ করে, (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ব্যাপারে) হাত গুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন । মুনাফিকরাই তো ফাসিক । (সূরা তাওবা: ৬৭)

২৫। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে লানত করেন: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ [التوبة : 68] ..

অর্থাৎ: তাদের উপর আছে আল্লাহ্‌র অভিশাপ। (সূরা তাওবাহ: ৬৮)

২৬। তাদের কারো বৈশিষ্ট হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে ওয়াদা করে তা পূর্ণ না করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [التوبة : 75 - 76].

অর্থাৎ তাদের মধ্যেকার কিছুলোক আল্লাহ্‌র সঙ্গে ওয়া'দা করেছিল, 'যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ হতে দান করেন তবে আমরা অবশ্যই দান করব আর অবশ্যই সৎ লোকদের মধ্যে শামিল থাকব। অত:পর আল্লাহ যখন তাদেরকে স্বীয় কর্ন নার দানে ধন্য করলেন, তখন তারা দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করল আর বে-পরোয়াভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। (সূরা তাওবা: ৭৫-৭৬)

২৭। মোমিনদের মাঝে যারা স্বেচ্ছায় দান–খয়রাতের ব্যাপারে শ্রম দেয় তাদেরকে দোষারোপ ও ঠাট্টা করা: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة : 79].

অর্থাৎ মু'মিনদের মধ্যে যারা মুক্ত হস্তে দান করে, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে যারা বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদেরকে জবাবে বিদ্রূপ করেন আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। (সূরা তাওবা: ৭৯)

২৮। তারা জান-মাল দিয়ে কাফেরদের সাথে জিহাদ করা অপছন্দ করে: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة :81].

অর্থাৎ আর তাদের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে তারা অপছন্দ করেছিল। (সূরা তাওবা: ৮১)

২৯। তাদের জানাযা পড়া হবে না ও তাদের কবর যিয়ারত করা হবে না: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: 84].

অর্থাৎ তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কক্ষনো তাদের জন্য (জানাযার) নামায পড়বে না, আর তাদের কবরের পাশে দণ্ডায়মান হবে না। (সূরা তাওবা: ৮৪)

৩০। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে আপনার পছন্দ হবে না: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ﴾[التوبة: 85].

অর্থাৎ তাদের মালধন আর সন্তান-সন্ততি তোমার যেন চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়। (সূরা

তাওবা: ৮৫)

৩১। তারা অপবিত্র: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [التوبة : 95] .

অর্থাৎ তারা অপবিত্র, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (সূরা তাওবা: ৯৫)

৩২। আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাকে জরিমানা মনে করে এবং তারা মুসলমানদের উপর বিপদ-আপদের অপেক্ষায় থাকে: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ [التوبة : 98].

অর্থাৎ কতক বেদুঈন যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে জরিমানা বলে গণ্য করে আর তোমাদের দু:খ মুসিবতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, মন্দের চক্র তাদেরকেই ঘিরে ধর ক। (সূরা তাওবা: ৯৮)

৩৩। তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন: তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোতে সদা স্বচেষ্ট এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বির দ্ধে লড়াইকারীদেরকে সাহায্য করায় তৎপর। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: 107].

অর্থাৎ আর যারা মাসজিদ তৈরী করেছে ক্ষতিসাধন, কুফুরী আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, আর যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বির দ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে। (সূরা তাওবা: ১০৭)

৩৪। তারা উপদেশ গ্রহণ করে না ও তওবাও করে না, তাই তাদের নাপাকী আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে : যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ * أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [التوبة: 125، 126].

অর্থাৎ আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাদের নাপাকীর উপর আরো নাপাকী বাড়িয়ে দেয়, আর তাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছরই তাদেরকে একবার বা দু'বার পরীক্ষায় ফেলা হয়; তারপরেও তারা তাওবাও করে না, আর শিক্ষাও গ্রহণ করে না। (সূরা তাওবা: ১২৫-১২৬)

* তাদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত যা তাদের সম্পর্কে সূরা আল মোনাফেকুনে বর্ণিত হয়েছে।

* মোনাফেকদের সাথে জিহাদ করা বৈধ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: 73 ، والتحريم:9].
অর্থাৎ হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, তাদের প্রতি কঠোর হও। (সূরা তাওবা: ৭৩ ও সূরা তাহরীম: ৭)

বিশ্বাসগত মোনাফেকীর প্রকার:

- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মিথ্যারোপ করা।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত কোন বিষয়ের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঘৃনা পোষণ করা।
- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত বিষয়ের প্রতি বা তার কোন বিষয়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা।
- বা যে দ্বীনে ইসলাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়ে আগমন করেন তার অবনতীতে আনন্দিত হওয়া বা তাঁর আনীত দ্বীনে ইসলামের বিজয় ও অগ্রগতিকে অপছন্দ করা। ইত্যাদি।

মোনাফেকীর দ্বিতীয় প্রকার:

কর্মগত বা ছোট মোনাফেকী:

এটি হলো, অন্তরে ঈমান থাকা অবস্থায় মোনাফেকদের আমলের মত কোন আমল করা। এ মোনাফেকী ব্যক্তিকে ইসলামী মিল্লাত হতে বের করে দেয় না। কিন্তু ঈমানের অপরিহার্যতাকে কমিয়ে দেয়। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)
رواه الشيخان,

অর্থাৎ যার মধ্যে চারটি আলামত পাওয়া যাবে সে প্রকৃতই খাঁটি (ছোট) মোনাফেক আর যার মধ্যে সেগুলি হতে কোন একটি আলামত পাওয়া যাবে, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত বলা যাবে তার মধ্যে মোনাফিকীর একটি আলামত রয়েছে। আলামতগুলি হলো: ১। যখন আমানত রাখা হবে সে খেয়ানত করবে। ২। যখন সে কথা বলবে, মিথ্যা বলবে। ৩। যখন অঙ্গীকার করে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং ৪। যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)
رواه الشيخان,

অর্থাৎ যার মধ্যে চারটি আলামত পাওয়া যাবে সে প্রকৃতই খাঁটি (ছোট) মোনাফেক আর যার মধ্যে সেগুলি হতে কোন একটি আলামত পাওয়া যাবে, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত বলা যাবে তার মধ্যে মোনাফিকীর একটি আলামত রয়েছে (আলামতগুলি হলো): যখন সে কথা বলবে মিথ্যা বলবে, যখন সে ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে, যখন অঙ্গিকার করবে ভঙ্গ করবে এবং যখন ঝগড়া করবে তখন গালাগালী করবে। (বুখারী-মুসলিম)

সুতরাং যার মধ্যে এ ধরনের সবগুলি বদঅভ্যাস পাওয়া যাবে সে প্রকৃতই মোনাফেক কেননা তার মধ্যে মোনাফেকদের বদস্বভাবগুলি একত্রিত হয়েছে। এ ধরণের মোনাফেকদের আমলগত মোনাফেকী বৈশিষ্ট্যে অন্তর্ভুক্ত হলো, মসজিদে জামাতে উপস্থিত হওয়াই অলসতা করা।

অতএব, হে মুসলিম এ সমস্ত জঘন্য গুনাবলী থেকে সতর্ক হোন এবং সেগুলি হতে আপনি সবচেয়ে নিরাপদ দূরে থাকেন যেন আমলগত মোনাফেকীতে পতিত না হন।

বিশ্বাসগত ও কর্মগত(বড় ও ছোট) মোনাফেকীর মাঝে পার্থক্য

(ক) বিশ্বাসগত মোনাফেকী ইসলাম থেকে বের করে দেয়, কিন্তু আমলগত মোনাফেকী ইসলাম হতে বের করে দেয় না।

(খ) বিশ্বাসগত মোনাফেকী মোমিন দ্বারা সংঘটিত হয় না, কিন্তু কর্মগত মোনাফেকী মোমিন দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

* শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন: বিশ্বাসগত মোনাফেকীর বাহ্যিকভাবে তাওবা কবূল হবে কিনা সে ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন, কেননা তা জানা যায় না। যেহেতু তারা সদা সর্বদা ইসলাম প্রকাশ করে থাকে।

(লেখক বলেন) আমি বলি: যা তাদের ব্যাপারে বলা যায় যে, তাদের তওবা বাহ্যিকতার দিক দিয়ে কবূল করা হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ...الحديث) رواه الشيخان .

অর্থাৎ যা আমি শুনি তা থেকেই এভাবে আমি তার জন্য ফায়সালা করি...। (বুখারী-মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা ! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। আপনি আপনার অন্তরকে পবিত্র করুন যেন তা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমানদার অন্তরে পরিণত হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাতে যা এসেছে তা নির্দ্বিধায় গ্রহণকারী হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ জেনে রাখ! শরীরে একটি টুকরা মাংশ রয়েছে, যদি এ টুকরাটি ভাল থাকে তবে শরীরের সর্বাঙ্গই ভাল থাকবে, আর যদি সে মাংশ টুকরাটি নষ্ট হয়ে যায় তবে শরীরের সর্বাঙ্গই নষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রাখ সেটি হলো অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম)

২। কথায়, কর্মে ও বক্তব্যে সত্যবাদী হোন, সততায় স্বচেষ্ট হোন এবং মিথ্যা হতে দূরে থাকুন। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه مسلم.

অর্থাৎ সত্যকে অপরিহার্যরূপে গ্রহণ কর, কেননা নিশ্চয়ই সত্য সৎআমলের নির্দেশ দেয়, সৎআমল জান্নাতের পথ দেখায়, মানুষ সত্য চর্চা ও প্রয়াস করতেই থাকে পরিশেষে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী (সিদ্দীক) হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে তোমরা মিথ্যা হতে সাবধান হও, কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যখন মিথ্যা বলতে থাকে মিথ্যার উপরেই থাকে তখন আল্লাহর নিকট সে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। (মুসলিম)

৩। বিশ্বস্ত হোন দুর্নীতি ও খেয়ানত করা হতে সতর্ক হোন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ والذين هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾[المؤمنون : 8].

অর্থাৎ এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। (সূরা মুমেনুন: ৮)

খেয়ানত ও দুর্নীতি করা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা কর ন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (صحيح).

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাই, কেননা তা অবশ্যই নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং আপনার নিকট দুর্নীতি ও খেয়ানত করা হতে আশ্রয় চাই কেননা তা অবশ্যই অতি খারাপ সাথী। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

৪। প্রতারনা না করে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর ন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَوْفُواْ بالعقود ﴾ [المائدة : 1] .

অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। (সূরা মায়িদাহ: ১)

আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم.

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতারক ও গাদ্দারের নিতম্বে (পাছায়) কিয়ামতের দিন এক পতাকা হবে। (মুসলিম)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন

(لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه البخاري.

অর্থাৎ কিয়ামতে প্রত্যেক গাদ্দার প্রতারকের গাদ্দারীর কারণে একটি করে পতাকা হবে। (বুখারী)

আবু সাঈদের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ) رواه مسلم.

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক দুর্নীতিবাজ-প্রতারকের একটি করে পতাকা হবে আর তা তার দুর্নীতির পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু করা হবে। জেনে রাখ! সাধারণ জনগণের শাসকের চেয়ে দুর্নীতির দিক দিয়ে বড় দুর্নীতিবাজ আর কেউ হবে না। (মুসলিম)

৫। ঝগড়ায় ফেটে পড়বেন না, হকের সাথেই লড়াই-ঝগড়া করবেন, বাতিলের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন না। ইবনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ) رواه ابن ماجة والحاكم (صحيح).

অর্থাৎ জুলুম অন্যায়মূলক ঝগড়ায় যে সাহায্য করল বিরত না হওয়া পর্যন্ত সে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে থাকে। (ইবনে মাজাহ ও হাকেম-সহীহ)

৬। ওয়াদা খেলাপ করবেন না, ওয়াদা পূর্ণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন। কেননা তা তো অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ العهد كَانَ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء : 34].

অর্থাৎ আর ওয়া'দা পূর্ণ কর, ওয়া'দা সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা ইসরা: ৩৪)

৭। মোনাফেকী হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللهم ، إني أعوذ بك من العجز والكسل...الحديث) وفيه: (وأعوذ بك من الفقر، والكفر، والفسوق ، والشقاق ، والنفاق) رواه الحاكم (صحيح).

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট অপারগতা, অলসতা থেকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই দরিদ্রতা, কুফুরী, ফাসেকী, দুর্ভাগ্যতা ও মোনাফেকী হতে। (হাকেম-সহীহ)

ষষ্ঠ অধ্যায় :কতিপয় শিরকী কর্মকান্ডের বর্ণনা

১। তাবীজ-কবচঃ

মূলত তাবীজ-কবচ ব্যবহার করা হারাম

যে ব্যক্তি সুতা, তার বা বালার তাবীজ হিসেবে ঝুলাবে বা সেগুলি সন্তান-সন্ততি, জীব-জন্তু, গাড়ী ইত্যাদিতে ঝুলাবে, এ দ্বারা যদি বিশ্বাস রাখে যে নিশ্চয়ই এগুলি স্বয়ং লাভ অথবা ক্ষতি করে দেয় আর এর উপর ভরসা রাখে ও নির্ভর করে তবে সে বড় শিরককারী হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি বিশ্বাস করে যে এগুলি নিছক একটি মাধ্যম-অসীলামাত্র তবুও সে ছোট শিরককারী হিসেবে গণ্য হবে।

এর উপর নিম্নের হুকুম প্রজোয্য:

(ক) যে ব্যক্তি শারীরিক দূর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে তাবীজ হিসেবে সুতা বা অন্য কিছু ঝুলাবে সেটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা তার উপকারের চেয়ে অধিক ক্ষতিকারক যদি তাতে কোন উপকার থাকে প্রকৃত পক্ষে তাতে কোন উপকার নেই। অতএব সুতা বা অন্য কিছু যা ঝুলানো হয়েছে তা সরিয়ে ফেলা জরুরী। যদি সে এ অবস্থায় মরে যায় তবে সে কখনও মুক্তি পাবে না। কেননা ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا) رواه أحمد وابن ماجة (حسن).

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির বাহুতে জন্ডিসের কারণে একটি বালা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বলেন: ধ্বংস হও তুমি। কি এটি? সে বলল: এটি তো দুর্বলতার জন্য। তিনি বললেন, জেনে রাখ এটি কিন্তু তোমার দুর্বলতা বৃদ্ধিই করে যাবে, তোমার শরীর হতে তা ফেলে দাও, কেননা মৃত্যুবরণ করা অবস্থায়ও যদি এটি তোমার সাথে থাকে কখনো তুমি মুক্তি পাবে না। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ-হাসান)

অনুরূপ কেউ যদি বালা মুসীবত আসার আগে তা প্রতিহত করার জন্য তাবীজ লটকায় বা বালা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর তা দুর করার জন্য লটকায় তবুও তাতে তার শিরকে পতিত হওয়ার ফলে ক্ষতিই বৃদ্ধি পাবে যা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

(খ) যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলায় তার উপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদদোয়া করেছেন যে, তার উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ না হয় এবং সে যেন আরাম না পায়। যেমন উকবা বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ) رواه أحمد وأبو يعلى وصححه الحاكم (صحيح) .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন তাবীজ-কবচ ঝুলাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন, যে ব্যক্তি কোন শাক্তি কবচ ঝুলাবে তাকে যেন আল্লাহ আরাম শাক্তি না দেন। (আহমাদ, আবু ইয়ালা, হাকেম-সহীহ)

(গ) যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাবে তা কেটে ফেলা জরূরী, যদিও তা কোন জন্তুর, বাহন বা অন্য কিছুতে হয়। আবু বাশীর আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলেন, আব্দুল্লাহ বলেন: আমি ধারণা করেছি যে, তিনি বলেছেন, ঐ সময় জনগণ রাত্রি যাপন করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ মর্মে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন তার বা সুতার মালা থাকলে তা যেন কেটে দেয়া হয়। (বুখারী-মুসলিম)

(ঘ) তাবীজ ঝুলান শিরক যার বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

যেমন ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই হারাম ঝাড়ফোঁক, তাবীজ-কবচ ও তেওয়াল (যা মোহাব্বত সৃষ্টি করবে এমন কিছু) ব্যবহার করা শিরক। (আহমদ ও আবু দাউদ-সহীহ)

(ঙ) যে ব্যক্তি তাবীজ বা অন্য কিছু ঝুলায়, আল্লাহ তাকে তার প্রতি সোপর্দ করে দেন। আর আল্লাহ ছাড়া যদি সে অন্যের প্রতি সোপর্দ হয় তবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। আব্দুল্লাহ বিন হাকীম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ) رواه الترمذي وأحمد (صحيح) .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলায় বা ঝুলে যায়, তাকে তার দিকেই সোপর্দ করা হয়। (তিরমিজী ও আহমাদ-সহীহ)

(চ) যে ব্যক্তি তাবীজ হিসেবে কোন মালা পরলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয়ই তার থেকে মুক্ত। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرْ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ) رواه أبو داود وأحمد والنسائي (صحيح) .

অথাৎ হে রুয়াইফ! সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু পাবে আমার পর, সুতরাং তুমি জনগণকে খবর

দাও, যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিরা লাগাবে বা গলায় তারের মালা-বালা লটকাবে বা জন্তুর মল বা হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার থেকে মুক্ত। (আবু দাউদ, নাসায়ী-সহীহ)

তাবীজ কবচের প্রকারভেদ

তাবীজ দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: কোরআন ও হাদীস বহির্ভুত তাবীজ-কবচ। যেমন: তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে, তামা, লোহা, হাড়, কড়ি, পূতি, সুতা, তার ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহৃত তাবীজ-কবচ। এ ধরনের তাবীজ-কবচ শিরক, যেমন ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই হারাম ঝাড়ফুঁক, তাবীজ-কবচ ও তেওয়ালাহ অর্থাৎ ভালবাসা সৃষ্টিকারী জিনিস শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আহমত ও আবু দাউদ)

এ হুকুমের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম একমত।

দ্বিতীয় প্রকার: কোরআন ও হাদীস সম্বলিত। যেমন, গলায় কোরান ঝুলান, বা বদ নজর প্রতিহত করার জন্য গাড়ি ও বাড়িতে কোরআন রাখা, বা বিপদাপদ যেন না আসে এজন্য বাড়িতে সূরা ফালাক, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি ঝুলান, বা নবীর কোন দোয়া কাগজে লিখে বুকে লাগানো বা বিপদাপদ বদ নজর থেকে রক্ষা পাওয়া বা প্রতিহত করার জন্য নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া-জিকির লেখা বোর্ড বাড়িতে ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি সব কিছুই তাবীজের অন্তর্ভুক্ত যা নিষেধ হওয়া সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ এসেছে সুতরাং এগুলি নিষেধ। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح).

অর্থাৎ নিশ্চয়ই অবৈধ ঝাড়ফুঁক, তাবীজ ও ভালবাসা সৃষ্টি করার বস্তু তেওয়ালা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ, ও আবু দাউদ-সহীহ)

কিন্তু তাবীজ যদি কোরআন থেকে হয় তবে তা ঝুলান শিরক হবে না কেননা কোরআন হলো আল্লাহর কালাম কোন সৃষ্টি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত কেননা সাধারণভাবে তার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত আর আলেমদের মতামতের মধ্যে এটিই হলো গ্রহণযোগ্য।

হে আল্লাহর বান্দা ! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। তাবীজ কেটে ফেলা আপনার জন্য জরুরী, সুতরাং আমাদের কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে তাবীজ ঝুলাতে দেখে তবে নিজের ক্ষতি বা বিপদের আশংখা মুক্ত হলে তা কেটে ফেলা উচিত।

২। মুসলামানদের শাসকের উচিত কিছু লোককে তাবীজ কাটা এবং শিরক ও শিরকের ওসীলা সমূহকে উচ্ছেদ করার জন্য নিযুক্ত করা এবং তাদেরকে জনগণের মধ্যে এ জন্য পাঠান। কেননা এটি হবে ইসলামের অন্যতম আদর্শ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত। আবু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে:

(أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কোন এক সফরে ছিলেন, আব্দুল্লাহ বলেন: আমি ধারণা করি যে তিনি বলেন: জনগণ এমতাবস্থায় রাত্রী যাপন করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমর্মে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন যে, কোন উটের গলায় ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকলেই তা কেটে দিতে হবে। (বুখারী-মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج : 41].

অর্থাৎ (এরা হল) যাদেরকে আমি যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করে, সকল কাজের শেষ পরিণাম (ও সিদ্ধান্ত) আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ। (সূরা হাজ্জ: ৪১)

৩। আপনার উচিত আপনি জনসাধারণকে তাবীজ-কবচের হুকুম সম্পর্কে বর্ণনা দিবেন যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেন যে তা অবশ্যই একটি শিরক। তা তাবীজ ব্যবহারকারীর জন্য ক্ষতি বৃদ্ধি ছাড়া কোন উপকারে আসবে না। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবীজ ব্যবহারকারী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যে তা ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে তার দিকেই সোপর্দ করবেন সুতরাং সে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। আর সঠিক কথা হলো তা অবশ্যই নিষিদ্ধ যদিও তা কোরআন থেকে হয়। তা কেটে ফেলা জরুরী, তা থাকা অবস্থায় সে যদি মৃত্যুবরণ করে তবে সে কখনোও মুক্তি পাবে না।

৪। আপনি তাবীজ ঝুলান ও ব্যবহার করার হতে সতর্ক হোন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবীজ ব্যবহারকারীর উপর যে বদ দোয়া করেছেন, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন, আল্লাহ যেন তাকে শান্তি না দেন। (আহমাদ)

যাতে আপনি ঐ বদদুয়ায় পতিত না হোন সুতরাং আপনি কি মনে করেন স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার জন্য বদ দোয়া করেন যে, আল্লাহ যেন তার উদ্যেশ্য পূর্ণ না করেন এবং সে যেন আরাম ও শান্তি না পায়। (এটি কি) তুচ্ছ মনে করেন?

৫। হে মুসলিম আপনি মৃত্যুর পূর্বেই আপনার ঝুলান ও ব্যবহার করা তাবীজ দ্রুত কেটে ফেলুন, কেননা তা থাকা অবস্থায় আপনি মৃত্যুবরণ করলে মুক্তি পাবেন না।
৬। হে প্রত্যেক সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্তগণ! আপনাদের উচিত যে তাবীজ ব্যবহারকারীদের খুজে বের করার চেষ্টা করা এবং তা কেটে দেয়া, তার হুকুম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা আবশ্যক। অন্যদের পূর্বে এটি আপনাদর প্রতি অপরিহার্য দায়িত্ব। হে মুসলিম ভায়েরা আপনারাও এ ব্যাপারে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্য করুন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى ﴾ [المائدة : 2].

অর্থাৎ এবং সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর। (সূরা মায়েদা: ২)
৭। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সাধ্যমত শিরক ও শিরকের ওসীলাগুলিকে প্রতিহত করা। অতএব, যারা রাস্তা-ঘাটে বসে থাকেন তাদের উচিত হবে যাদেরকে গাড়িতে (বা শরীরে) তাবীজ ঝুলাতে দেখবেন তা কেটে দেয়া। অনুরূপ প্রত্যেক মুসলমান যার সামর্থ আছে তাবীজ কেটে দেয়ার সে যেন তা কেটে দেয় আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ও মুসলিম উম্মতের হিতাকাংখী হিসেবে।
✸ তাবীজ-কবচ কোরআন থেকে হলেও তা নাজায়েয হওয়ার তিনটি কারণ: (১) তাবীজ ব্যবহার নিষেধ হওয়ার সম্পর্কে যত হাদীসে বর্ণনা হয়েছে তা আমভাবে সমস্ত তাবীজের কথা বুঝানো হয়েছে, কোরআন থেকে হলে তা খাসভাবে জায়েয হওয়ার কোন দলীল বর্ণনা হয়নি। (২) কোরআনের আয়াত বা সূরা দ্বারা তাবীজ হলে তাতে কোরআনের নানাভাবে অবমাননা হয়, যেমন: তা সহ পায়খানায় প্রবেশ, সহবাস ইত্যাদি। (৩) কোরআন দ্বারা তাবীজ ব্যবহার শুরু হলে অন্যান্য তাবীজও অবাধ ও সাধারণভাবে চালু হয়ে যাবে তাই সে পথও বন্ধ করা জরুরী। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।) (অনুবাদকঃ ইবনে আফফান)

শিরকী কর্মের অন্তর্ভুক্ত - ২

যাদুময় ঝাড়ফুঁক, শয়তানী মন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র

✸ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহেমাহুল্লাহ) তার কিতাবুত তাওহীদ গ্রন্থে বলেন: আরুকা, দৃঢ়তার সাথে ঝাড়-ফুঁককে বলা হয়, তা যদি শিরক মুক্ত হয় তবে তার কিছু কিছু দলীল দ্বারা জায়েয সাব্যস্ত। সুতরাং রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোখ লাগা ও জ্বরের জন্য তার অনুমতি দিয়েছেন।
ঝাড়-ফুঁকের প্রকারভেদ:

ঝাড়-ফুঁক দু প্রকার:

প্রথম প্রকার: বৈধ

এমন ঝাড়-ফুঁক যাতে শিরক নেই তাতে কোন দোষ নেই। আউফ বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

(كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ) رواه مسلم.

অর্থাৎ জাহেলী যুগে আমরা ঝাড় ফুঁক করতাম, অতপর আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বলেন: তোমাদের ঝাড় ফুঁক আমার সামনে পেশ কর, যে ঝাড় ফুঁকে কোন শিরক নেই তাতে কোন দোষ নেই। (মুসলিম)

ঝাড় ফুঁক শিরক মুক্ত হলে তা সাধরণত জায়েয। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঝাড় ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন যেমন হাদীসে রয়েছে:

(رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ) رواه مسلم عن أنس ﷺ.

অথাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোখ লাগা, জ্বর ও ফোঁড়া-দানা এর ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছেন। (মুসলিম, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস:

(العين) (চোখ লাগা): একজনের চোখের কুদৃষ্টি অন্যের প্রতি লাগা।

(الحمة) (জ্বর): বিষাক্ত কিছু যেমন বিচ্ছুতে কাটার ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া।

(النملة) (ফোড়া): পার্শ্বদেশে যে ফোঁড়া বা দানা বের হয়।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য কর ন:

* আপনার জন্য সুন্নাত হলো, আপনি যদি ঝাড় ফুঁক করা জানেন তবে অন্যকে তা শিক্ষা দেয়া, সুতরাং পুর ষ পুর ষদেরকে ও মাহরাম নিজস্ব মহিলাদেরকে শিখাবে। মহিলা আপন মাহরাম পুর ষদেরকে ও মহিলাদেরকে শিক্ষা দিবে। শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

(دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .

অর্থাৎ আমি যখন হাফসার নিকট ছিলাম তখন রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করলেন, অতপর আমাকে বললেন: ফোঁড়া-যখম উঠার এ ঝাড় ফুঁক কি তুমি সেভাবে শিক্ষা দিবে না যেমন তাকে লেখা শিক্ষা দিয়েছ। (আমামদ ও আবু দাউদ- সহীহ)

* যথাসম্ভব আপনি আপনার মুসলিম ভাইকে শরয়ী ঝাড় ফুঁক কর ন, তা আপনার জন্য হবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলা হয়:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِي مِنْ الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ

يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ) رواه مسلم من حديث جابر ﷺ.

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই আপনি ঝাড় ফুঁক করা হতে নিষেধ করেছিলেন অথচ আমি বিচ্ছুর কামড়ে ঝাড়-ফুঁক করি, তাকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের মধ্যে যে তার ভাইয়ের উপকার সাধন করতে সক্ষম সে যেন তা করে। (মুসলিম-জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃত বর্ণিত)

* জেনে রাখুন প্রত্যেক ব্যাধিতেই ঝাড় ফুঁক কার্যকর।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণত রূগীর জন্য বলতেন:

(بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا)

* হে মুসলিম ভাই! ঝাড়-ফুঁক অবশ্য বিষাক্ত জীবের দংশন, চোখলাগায় আল্লাহর হুকুমেই উপকার সাধন হয়ে থাকে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন:

(لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ) رواه ابن ماجة ورواه أبو داود عن عمران بن حصين (صحيح) .

অর্থাৎ চোখ লাগা ও বিষাক্ত প্রাণির দংশন ব্যতীত অন্য কিছুতে ঝাড়-ফুঁক নেই। (ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ-সহীহ)

* আপনার জন্য সুন্নাত হলো, রূগীকে ঝাড়-ফুঁক করা।

উম্মে সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার গৃহে একজন বালিকার মুখ ঝলসানো দেখে, তিনি বললেন তোমরা তাকে ঝাড়-ফুঁক কর, কেননা তার চোখ লেগেছে। (বুখারী-মুসলিম)

ঝাড়-ফুঁক বৈধ হওয়ার শর্তাবলী:

ঝাড়-ফুঁক জায়েয হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত: ঝাড়-ফুঁক যেন কোরআন বা সহীহ হাদীস বা শরীয়ত সম্মত দোয়া হতে হয়।

দ্বিতীয় শর্ত: ঝাড়-ফুঁকের প্রতি এমন বিশ্বাস রাখা যে এটি একটি ওসীলা মাত্র, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এর নিজস্ব কোন শক্তি নেই। অতএব এমন বিশ্বাস করা যাবে না যে, তা নিজেই উপকার করবে।

তৃতীয় শর্ত: তা যেন এমন কালাম-কথা দ্বারা হয় যা স্পষ্ট ও বুঝা যায়, যদিও তা অন্য ভাষায় হয়।

শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের প্রকার

শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: কোরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক: পূর্ণ কোরআন দ্বারাই ঝাড়-ফুঁক করা যায়, তা হলো আল্লাহর কালাম আল্লাহর হুকুমে কোরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক হলো সর্বাধিক উপকারী। তার মধ্যে উম্মুল কুরআন সূরা ফাতেহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক। যেমন আবু সাঈদ খুদুরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতিপয় সাহাবী আরবের কোন এক জনপদে অবতরণ করেন, কিন্তু জনপদবাসি তাদের আতিথিয়তা গ্রহণ করল না। তারা সেখানে অবস্থান কালে জনপদবাসির নেতা সাপ বা বিচ্ছু কর্তৃক দংশিত হয়। সুতরাং তারা সাহাবা দলের নিকট এসে বলে আপনাদের নিকট কি কোন চিকিৎসক বা ঝাড়-ফুঁককারী আছে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তোমরা আমাদের সমাদর করনি, অতএব তোমরা আমাদের জন্য কোন বিনিময় নির্ধারণ না করা পর্যন্ত কিছু করব না। ফলে জনপদবাসিগণ তাদের জন্য একপাল ছাগল ধার্য করে, অতপর উম্মুল কোরআন-সূরা ফাতেহা তার উপর পড়া শুরু করলেন এবং থুথু জমা করে তাকে লাগিয়ে দিলেন। যার ফলে সে মুক্ত হয়ে গেল। পরিশেষে তারা ছাগলগুলি নিয়ে ফিরলেন এবং বলাবলি করলেন যে, যতক্ষণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস না করব ততক্ষণ আমরা তা গ্রহণ করব না। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে ফেলেন ও বলেন, তোমরা কি ভাবে জানলে যে, এটি ঝাড়-ফুঁকের সূরা? তা তোমরা গ্রহণ কর ও আমার জন্যও একটি ভাগ বসাও। (বুখারী-মুসলিম)

-কোরআন দ্বারা সর্বাধিক উপকারী ঝাড়-ফুঁকের অন্তর্ভুক্ত হলো, আশ্রয় চাওয়ার সূরাগুলি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺكَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রোগে মৃত্যুবরণ করেন তাতে তিনি আশ্রয় চাওয়ার সূরাগুলি দ্বারা নিজেকে ফুঁক দিতেন। (বুখারী-মুসলিম)
অর্থাৎ কুল হুওয়াল্লাহু, ফালাক ও নাস দ্বারা)
* হে মুসলিম ভাই! আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার উপর আশ্রয় চাওয়ার সূরাগুলি (তিন কুল) দ্বারা আপনার ঝাড়-ফুঁক করা সুন্নাত হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করতেন যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ) رواه مسلم .

অর্থাৎ যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হত তখন তিনি তার উপর আশ্রয় চাওয়ার সূরাগুলি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতেন। (মুসলিম)
*হে আল্লাহর বান্দা নিজের জন্য অন্য সব কিছু বর্জন করে সূরা ফালাক ও নাস দ্বারা আশ্রয় চাওয়া আপনার জন্য সুন্নাত সম্মত। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন করতেন যেমন আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة (صحيح) .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিন-ভুত ও মানুষের চোখ লাগা হতে সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণত আশ্রয় প্রার্থনা করতেন অতপর যখন সূরা দুটি অবতীর্ণ হয় তা গ্রহণ করেন এবং তা ব্যতীত অন্যগুলি ছেড়ে দেন। (তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

শরয়ী ঝাড়-ফুঁকের দ্বিতীয় প্রকার: সহীহ হাদীস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক যেমন:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমের ইবনে রাবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যখন তিনি সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দ্বারা চোখ লাগায় আক্রান্ত হন, তখন ঝাড়-ফুঁক করেন। হাদীসে এসেছে:
তিনি হাত দ্বারা তার বুকে থাবা দিয়ে বলেন:

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

হে আল্লাহ! তুমি তার থেকে জ্বর ও ঠান্ডা দূর কর। (আহমাদ ও হাকেম-হাসান)
-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে:
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন স্ত্রীর স্বীয় ডান হাত দ্বারা মাসাহ করত: ঝাড়-ফুঁক করতেন আর বলতেন:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের প্রভূ অসুবিধা দূর করে দাও, তাকে সুস্থ করে দাও, তুমি সুস্থকারী তোমার সুস্থতা ভিন্ন আর কোন সুস্থতা নেই, যে সুস্থতা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না। (বুখারী ও মুসলিম)

-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আরো এসেছে:
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলতেন:
امْسَحْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ
যত অসুবিদা তুমি দূর করে দাও, তুমি সমস্ত মানুষের প্রভূ তোমার হাতেই রয়েছে সুস্থতা, তুমি ব্যতীত আর কোন মুক্তকারী নেই। (বুখারী-মুসলিম)
-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো এসেছে:
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রূগীর জন্য বলতেন:
بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا "
আল্লাহর নামে আমাদের যমিনের মাটি, আমাদের কারো লালা, আমাদের রবের হুকুমেই আমাদের রূগী সুস্থ হবে। (বুখারী-মুসলিম)
-আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে: একবার জিবরীল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি অসুস্থ? তিনি বলেন হ্যাঁ?
জিবরীল عليه السلام বলেন:
بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ "
আল্লাহর নামে আমি তোমাকে ঝাড়ছি প্রত্যেক সেই জিনিস হতে যা তোমাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক আত্মার অনিষ্টতা হতে যা প্রত্যেক হিংসুক থেকে আল্লাহ তোমাকে সুস্থতা দান করুন, আল্লাহর নামেই আপনাকে ঝাড়ছি। (মুসলিম)
-আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে তিনি সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন আমি কি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)র ঝাড়-ফুঁকের মত ঝাড়-ফুঁক করব না, তিনি বলেন হ্যাঁ। তারপর তিনি বলেন:
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)
হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের প্রভূ, অসুবিধা দূরকারী, সুস্থতা দান কর, তুমি সুস্থতা দানকারী, তুমি ব্যতীত কোন আরোগ্য দানকারী নেই, এমন আরোগ্য যা কোন রোগকে ছাড়ে না। (বুখারী)
-উসমান ইবনে আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট একবার আসলেন এ সময় আমি খুব ব্যাথা গ্রস্ত তাতে যেন আমি শেষ হয়ে যাব। অতপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেণ: তুমি তোমার ডান হাত দ্বারা সাতবার মালিশ কর ও বলো:
أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ (رواه الترمذي (صحيح) ,

আমি আলাহর ইজ্জত, কুদরত ও বাদশাহীর ওসীলায় আমি যা অনুভব করছি তার

অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই ।
তিনি বলেন: এরপর আমি তাই করলাম, তার ফলে আমার যা অসুবিধা ছিল আল্লাহ তা দূর করে দেন । (তিরমিজী-সহীহ)
অন্য বর্ণনায় আছে: তুমি তোমার হাতটি সেই স্থানে রাখ শরীরের যেখানে তুমি ব্যাথা অনুভব করছ এবং বলো: "বিসমিল্লাহ" তিনবার এবং সাতবার বলো:

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)

আমি আল্লাহর ও তার কুদরতের আশ্রয় চাই যা কিছু আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি । (মুসলিম)
এবং হাকেমে রয়েছে: তুমি তোমার ডান হাতটি সেই স্থানে রাখ যেখানে অসুবিধা বোধ করছ ও সাতবার মালিশ কর আর প্রত্যেকবার বল:

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد

আমি আল্লাহর ইজ্জত ও তাঁর কুদরতের ওসীলায় যা কিছু অনুভব করছি তার অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই । (সহীহ)

হে আল্লাহর বান্দা ! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

* আপনার সন্তানদেরকে ঝাড়-ফুঁক করা আপনার জন্য সুন্নাত ।
ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান ও হোসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলতেন:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার অসীলায় প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণি ও প্রত্যেক অনিষ্টকারী বদ-নজর হতে আশ্রয় চাই ।
এরপর বলেন আমাদের পিতা ইবরাহীম এর দ্বারা ইসমাঈল ও ইসহাক বা বলেন ইসমাঈল ও ইয়াকূবকে ঝাড়-ফুঁক করতেন । (ইবনে মাজাহ-সহীহ, আর বুখারীতে তার মূল প্রমাণিত ।
*হে মুসলিম! যদি আপনি আপনার পরিবারকে ঝাড়-ফুঁক করেন তবে সুন্নাত হলো যে ডান হাত দ্বারা মাসাহ করবেন ও এ ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলতেন সেরূপ বলবেন:

(اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا)

হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের প্রভূ, অসুবিধা দূরকারী, সুস্থতা দান কর, তুমি সুস্থতা দানকারী, তুমি ব্যতীত কোন আরোগ্য দানকারী নেই, এমন আরোগ্য যা কোন রোগকে ছাড়ে না । (বুখারী-মুসলিম)
*যদি আপনি কোন রুগীকে দেখতে যান তবে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত

হাদীসে যেভাবে এসেছে তা বলবেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে মুসলিম বান্দা কোন এমন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, যার এখনো শেষ সময় উপস্থিত হয়নি এমতাবস্থায় সাতবার বলবে:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যিনি মহান আরশের রব, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন।

তবে তাকে আরোগ্য দেয়া হবে। (তিরমিজী-সহীহ)

*ভয়-ভীতির সময় আমর ইবনে শুয়াইব বর্ণিত হাদীসে যা এসেছে তা বলা আপনার জন্য সুন্নাত হবে। তাতে রয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কতিপয় কালেমা-শব্দ শিক্ষা দিতেন, তা হলো:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ)

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার ওসীলায় তার অসন্তুষ্টি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে এবং শয়তানদের যাবতীয় অনিষ্ট হতে যে তারা আমাকে আক্রান্ত করতে পারে।

(আবু দাউদ-হাসান)

ঝাড়-ফুঁকের সুন্নাতী পদ্ধতি

১। দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়া, কেননা সালমা বিন আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন তাঁর পায়ের গোছায় আক্রান্ত হন তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলাম, তখন তিনি তাকে তিনবার ফুঁ দিলেন এরপর আমি আর শেষ পর্যন্ত ব্যাথা অনুভব করিনি। (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করে ফুঁ দিতেন। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

২। অথবা থুথু জমা করে তা ব্যবহার করা। আবু সাঈদের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে, অতপর তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করেন ও তার থুথু জমা করে দিয়ে দেন তারপর আরোগ্য লাভ করেন। (বুখারী-মুসলিম)

৩। অথবা আপনি আপনার ডান হাত দ্বারা মাসেহ করবেন, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কোন স্ত্রীকে ঝাড়-ফুঁক করতেন ও তার ডান হাত দ্বারা মাসেহ করতেন। (বুখারী-মুসলিম)

৪। অথবা ঝাড়-ফুঁক করার সময় সাতবার মাসেহ করবেন ও বলবেন:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ)

আমি আল্লাহর ইজ্জত ও তাঁর কুদরতের ওসীলায় যা অনুভব করছি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই। (হাকেম-সহীহ)

৫। অথবা আঙ্গুলে আপনার কিছু লালা নিয়ে ধুলার সাথে মিশিয়ে ব্যাথার স্থানে প্রলেপ করবেন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা বলবেন:

(تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا)

আমাদের যমিনের মাটি ও আমাদের কারো লালা, আমাদের রবের হুকুমে আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে। (বুখারী-মুসলিম) তিন দিন ব্যাপী।

৬। সকাল-সন্ধায় যদি সূরা ফাতেহা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করেন তবে উত্তম হবে। খারেজাহ বিন সালতের হাদীসে রয়েছে: তিনি তার চাচা হতে বর্ণনা করেন যখন তিনি আক্রান্ত হন, তখন আমি তার উপর সূরা ফাতেহা তিন দিন ব্যাপি সকাল-সন্ধা পাঠ করি, যখন তা শেষ করতাম থুথু জমা করে ফুক দিতাম। তারপর যে বন্ধন খুলা পেয়ে উঠে গেল। অতপর তিনি বললেন অতএব আমাকে এর বিনিময় দাও..। (আবু দাউদ-সহীহ)

৭। বা আপনি আপনার উভয় হাত একত্রিত করে তাতে কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা শরীর মাসেহ করবেন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (এভাবে করতেন।)

(كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)

অর্থাৎ যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যেতেন প্রতি রাতে তিনি তার উভয় হাত একত্রিত করে তাতে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, সুরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন অতপর যতদূর সম্ভব হতো তার শরীর মাসেহ করতেন। শুরু করতেন তার মাথা ও মুখমন্ডল দিয়ে তারপর শরীরের সম্মুখ ভাগ, এমন তিনি তিনবার করতেন। (বুখারী-মুসলিম)

৮। জ্বিনে ধরা রুগীকে ঝাড়-ফুঁক করার প্রয়োজন হলে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, তার মধ্যে জ্বিনের আছর রয়েছে, যেমন দেখা গেল রোগীর মুখ দিয়ে জ্বিন কথা বলছে, তখন আপনি রুগীর বুকে হাত দ্বারা থাবা মেরে শয়তানকে রুগী হতে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন।

উসমান ইবনে আবুল আস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন: আমার নামাযে কি যেন ঘটে এমনকি আমি বুঝতে পারি না যে আমি কি নামায পড়লাম। তিনি শুনে বললেন: সেটি তো শয়তান। তুমি নিকটে আস, এরপর আমি আমার উভয় পায়ের পাতার উপর ভর করে তার নিকটতম হলাম, তারপর তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা থাবা দিয়ে মুখে থুথু দিলেন ও বললেন, আল্লাহর শত্রু বের হয়ে যা। এরূপ তিনি তিনবার করলেন। (ইবনে মাজাহ-মহীহ)

৯। বালা-মসিবত আসার পূর্বেও ঝাড়-ফুঁক করা সুন্নাত। যেমন সকাল বেলা বলবেন, যা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) এর বানী: যে ব্যক্তি সন্ধায় তিনবার বলবে:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার ওসীলায় সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তবে তাকে কোন বিষাক্ত কিছু ক্ষতি করবে না। (তিরমিজী ও হাকেম-সহীহ)

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসমানের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বলেন: যে ব্যক্তি তিনবার বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আল্লাহর সেই নামে যে নামে যমীন ও আকাশের কোন কিছুতেই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান-সহীহ)

তাকে সকাল পর্যন্ত কোন তড়িৎ বিপদাপদ পৌঁছবে না এবং যে তা সকাল বেলা তিনবার বলবে সন্ধা পর্যন্ত কোন তড়িৎ বিপদাপদ পৌঁছবে না।

শরয়ী ঝাড়-ফুঁকের তৃতীয় প্রকার :অন্যান্য দোয়ার ঝাড়-ফুঁক

যেমন কেউ যদি দোয়া করে: হে আল্লাহ তুমি আমাকে এই রোগ হতে সুস্থ কর বা অনুরূপভাবে সাধারণ দোয়া ব্যবহার করা বা কোন খাস ধরনের দোয়া করা যদি কোন বিপদাপদ ও রোগ-ব্যধীতে পতিত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: 60].

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক বলেন– তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। (সূরা গাফের: ৬০)

ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ

ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী যারা ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নিয়েছিল তাদের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী:

(إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)

অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁকের উপর তোমরা যে বিনিময় নিয়েছো তা বড়ই উপযুক্ত বিনিময়। (বুখারী-মুসলিম)

ঝাড়-ফুঁকের দ্বিতীয় প্রকার: অবৈধ

কোরআন, হাদীস ও শরীয়ত ভিত্তিক অন্যান্য দোয়া ব্যতীত ঝাড়-ফুঁক।

যা শয়তানের নাম, এমন তন্ত্র-মন্ত্র যার কোন কিছু বুঝা যায় না বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট যাতে প্রার্থনা রয়েছে, এ সমস্ত ঝাড়-ফুঁক হারাম ও শিরক। নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী:

(إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)

অর্থাৎ(অবৈধ) ঝাড়-ফুঁক,তাবীজ-কবচ ও ভালবাসা সৃষ্টিকারী তেওয়ালা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আহমাদ ও আবু দাউদ-সহীহ)

পরিচ্ছেদ: যে সব কারণে ঝাড়ফুঁক করা যায়:

✱**চোখ লাগা বা বদ নজর:** কারো প্রতি কারো কুদৃষ্টি পতিত হওয়াকে বুঝায়।

✱হে মুসলিম! আপনার মুসলিম ভায়ের প্রতি হিংসা করা আপনার জন্য হারাম। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা কর না, পরস্পরের প্রতি হিংসা কর না, পরস্পর হতে বিমূখ হয়ো না, বরং তোমরা সবাই আপোষে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নেই যে সে তিন দিনের উপরে তার ভাই হতে বিচ্ছিন্ন থাকবে। (বুখারী-মুসলিম)

*আপনার যদি কোন জিনিস যেমন ব্যক্তি ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু দেখে ভাল বা আশ্চার্য লাগে তবে তাতে বরকতের দোয়া করা আপনার জন্য সুন্নাত। তবে যদি আপনি জানেন যে আপনার কুদৃষ্টি অন্যকে লেগে যায় তবে আপনার পক্ষ হতে তার জন্য বরকতের দোয়া করা ওয়াজিব।

সাহল ইবনে হুনাইফের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: কিভাবে তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করে, (জানো?) তোমার যা দেখে ভাল লাগে কেন তার জন্য বরকতের দোয়া কর না...। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ-সহীহ)

ইবনে মাজাহর বর্ণনায় এসেছে, কিভাবে তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করে ফেলে, তোমাদের কারো যদি তার ভাইয়ের কোন কিছু দেখে ভাল লাগে, সে যেন তার জন্য বরকতের দোয়া করে। (সহীহ)

আহমাদের বর্ণনায় এসেছে: তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের বা আত্মার বা ধন সম্পদের কোন কিছু দেখে ভাল লাগে, তবে সে যেন বরকতের দোয়া করে, কেননা চোখ লাগা বাস্তব সত্য। (হাকেম-সহীহ)

***বদ নজর বা চোখ লাগার অবশ্যই বাস্তবতা রয়েছে।**

সুতরাং কেউ যদি জানে যে, সে একজন বদনজরকারী, এমতাবস্তায় সেচ্ছায় তার বদনজর যদি অন্যকে লাগার ফলে সে মারা যায় তবে সে অবশ্যই তাকে স্বেচ্ছায় হত্যা করার গুনাহগার হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমাদের কেউ কেন তার ভাইকে হত্যা করে। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا)

অর্থাৎ চোখ লাগা বাস্তব সত্য । অতএব কোন জিনিস যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতো তবে চোখ লাগায় তাকদীরকে অতিক্রম করতো। সুতরাং (তা মুক্ত করার জন্য) যদি তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হয় তবে তোমরা গোসল কর। (মুসলিম)

*যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার কোন ভাইকে তার বদনজর দ্বারা হত্যা করল, তবে তার অনুরূপ বদনজর দ্বারা তার প্রতিশোধ মূলক কিসাস নেয়া হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾

অর্থাৎ . যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ কর যতটুকু অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে। (সূরা নাহল: ১২৬)

সে কিসাস জীবন বা আংশিক বা আহত করার মাধ্যমে হোক।

✸বদনজর: মূলত শয়তান সে সময় উপস্থিত হয় আর বনী আদমের প্রতি সে হিংসা করে তারই প্রতিফলন। কেননা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْعَيْنُ حَقٌّ وَيَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ)

অর্থাৎ বদনজর বা চোখ লাগা বাস্তব সত্য এ সময় শয়তান উপস্থিত হয় ও বনী আদমের প্রতি হিংসার প্রকাশ ঘটায়। (আহমাদ-সহীহ)

✸জেনে রাখুন বদনজর বা অন্য যত কিছুর ফলে দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে তা অবশ্যই আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন জেনে রাখ! নিশ্চয়ই তোমাকে যা পৌঁছার তা কখনো তোমাকে ভুল করে ছেড়ে যাবে না। (আবু দাউদ)

চোখ লাগা বা বদনজর তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারে না। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি কোন জিনিস তাদকীরকে অতিক্রম করতে পারত তবে বদনজরই তাকদীরকে অতিক্রম করত। (মুসলিম)

বদ নজরের চিকিৎসা

(ক) বদ নজরে আক্রান্ত হলে শরীয়ত ভিত্তিক ঝাড়-ফুঁকের চিকিৎসা গ্রহণ করুন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ)

অর্থাৎ বদনজর ও বিষজ্বর ব্যতীত অন্য কিছুতে ঝাড়ফুঁক নেই। (বুখারী-মুসলিম)

অনুরূপ ঝাড়ফুঁক যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহলকে করেছেন: তিনি স্বীয় হাত দ্বারা তার বুকে থাবা দেন অতপর বলেন হে আল্লাহ তুমি তার থেকে বদনজরের তাপ ও ঠান্ডা দূর কর। (আহমাদ-সহীহ)

(খ) অথবা বদনজরকারীকে গোসল করিয়ে তা দ্বারা বদনজরের চিকিৎসা করুন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমের বিন রাবীয়াকে বলেন যখন তার বদনজর সাহলকে লেগেছিল: সাহলের জন্য তুমি গোসল কর, সুতরাং আমের তার মুখমন্ডল, উভয় হাত, উভয় কুনই, উভয় হাঁটু, উভয় পায়ের পার্শ্বসমূহ ও লুঙ্গির ভিতরের অংশ এক পাত্রে ধৌত করল। তারপর সে পানি তার উপর ঢেলে দেয়া হলো। এক ব্যক্তি তার পিছন হতে মাথা ও পিঠে ফেলে দিল, পাত্রটি তার পিছনে উপুড় করে দেয়া হল, এরূপ করার ফলে সাহল লোকদের সাথে চলে গেল। তার ভিতর আর কিছুই রইল না। (আহমাদ-সহীহ)

(গ) অথবা বদনজরের চিকিৎসা ঔষুধের সাহায্যে করুন, যেমন ইনজেকশন, বড়ি ইত্যাদি যা কিছু হাসপাতাল থেকে আপনাকে ডাক্তারগণ প্রদান করেন।

হে মুসলিম:

জেনে রাখুন। শরয়ী ঝাড়ফুঁক অবশ্যই একটি উপকরণ ও ওসীলা মাত্র, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই শাফী-আরোগ্য দানকারী, যেমন ইবরাহীম عليه السلام এর কথা নকল করে বলেন:

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء : 80].

অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।

হে বদনজরকারী আপনার কাছে যদি চিকিৎসার জন্য আপনার গোসলের পানি চাওয়া হয় তবে তা দেয়া আপনার জন্য অপরিহার্য এবং তা না দেয়া হারাম। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী তার জন্য গোসল কর। (আহমাদ-সহীহ)

আর গোসলের পদ্ধতি তো সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে যখন তিনি আমের বিন রাবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

✸বদনজরকারীকে যদি চেনা যায় তবে তাকে বদনজরে আক্রান্ত রোগীর জন্য গোসল করতে বলা হবে। যদি বদনজরকারীকে চেনা না যায় তবে বদনজরের জন্য শরয়ী ঝাড়ফুঁক করতে হবে। যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে আছে তিনি বলেন:

(أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنْ الْعَيْنِ)

অর্থাৎ রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আদেশ করেন বা তিনি হুকুম

করেন যে, বদনজরের জন্য যেন ঝাড়ফুঁক করা হয়। (বুখারী-মুসলিম)
যে ব্যক্তি বদনজরে আক্রান্ত সে যেন ঝাড়ফুঁক করে যদিও সে বদনজরকারীকে চিনতে পারে। তবে বদনজরকারীর গোসল দেয়া পানি ব্যবহার করাই উত্তম।
কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তার জন্য গোসল কর। (আহমাদ-সহীহ)
*পশু, বাড়ী, গাড়ী বা অন্য কিছুতেই ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। কেননা এসব কিছুতেই বদনজর লাগতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ)

অর্থাৎ বদনজর ও বিষজ্বরেই ঝাড়ফুঁক প্রযোজ্য। (বুখারী-মুসিলম)
হাদীস উক্ত সব কিছুর জন্য অন্তর্ভুক্ত।

এমন কিছু যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

গাছ-বৃক্ষ, পাথর ও অনুরূপ কিছুর বরকত গ্রহণ

✸**তাবারক:** বরকত বা অনেক কল্যাণ কামনাকে বুঝান হয়েছে।

✸ বরকত প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতেই হয়ে থাকে। তিনিই বরকত দেন এবং কোন জিনিসকে বরকতময় করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾

অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। (সূরা মারইয়াম: ৩১)

তিনিই যার মধ্যে ইচ্ছা বরকত দিয়ে থাকেন। যেমন তিনি বলেন:

﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾

অর্থাৎ আর আমি তাকে ও (তার ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন দেশে (অর্থাৎ ফিলিস্তিনে) নিয়ে গেলাম যা আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণময় করেছি। (সূরা আম্বিয়া: ৭১)

এবং যাকে ইচ্ছা বরকত দিয়ে থাকেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ﴾

অর্থাৎ আর আমি বরকত দিলাম তাকে আর ইসহাককে। (সূরা সাফফাত: ১১৩)

*আল্লাহই এককভাবে বরকত দিয়ে থাকেন, অতএব কারো জন্য এমন বলা জায়েয নেই যে, সে বলবে: আমি অমুক জিনিসে বরকত দিয়েছি, বা তার জন্য বলা যে, তিনি আমাদেরকে বরকত দিয়েছেন বা তাকে বলা যে, আমাদের জন্য বরকত দেন।

*আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল, যে তিনিই বরকতময়, যেমন তিনি বলেন:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾

অর্থাৎ অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্ব যাঁর হাতে। (সূরা মুলক: ১)

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾

অর্থাৎ কতই না কল্যাণময় তিনি যিনি আসমানে নক্ষত্ররাজির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। (সূরা আল ফুরকান: ৬১)

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾

অর্থাৎ মাহাত্ম তিনি, যিনি আমার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন।

অনুরূপ তার নামের ও গুণও বর্ণিত হয়েছে যে তা অবশ্যই বরকতময়, যেমন তিনি বলেন:

﴿ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾[الرحمن: 78].

অর্থাৎ মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী তোমার প্রতিপালকের নাম বড়ই কল্যাণময়। (সূরা আর-রাহমান: ৭৮)

যে সব বস্তুতে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন তার প্রকার:

যেসব জিনিসে আল্লাহ বরকত প্রদান করেছেন তা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: স্বত্ত্বাগত বরকত, যা আল্লাহ তায়ালা জাত ও স্বত্ত্বাসমূহে রেখেছেন। এ বরকত নবী ও রাসূলগণের দেহ কেন্দ্রিক। সুতরাং তাদের জাতি কাউকে যে ইচ্ছা করেছে তাদের দ্বারা বরকত গ্রহণ করেছে। যেমন তাদের দেহ বিশেষ স্পর্শ করে বা তাদের শরীরের ঘাম বা চুলের মাধ্যমে কেননা আল্লাহ তাদের শরীরকে বরকতপূর্ণ করেছেন। তাই যারা তাদের দ্বারা বরকত গ্রহণ করেছেন তারা তা পেয়েছে। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন এক বরকতপূর্ণ দেহের অধিকারী তাই সাহাবায়ে কেরাম তার চুল দ্বারা বরকত গ্রহণ করেছিলেন। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিথ হাদীসে আছে:

(لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন (হজ্বে জামরায়ে আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করেন ও কুরবানী করেন, তারপর মাথা মুন্ডন করেন প্রথম তার মাথার ডান দিক মুন্ডনকারীকে দিয়ে মুন্ডন করালেন তারপর আবু তালহা আনসারীকে ডেকে চুলগুলি প্রদান করলেন, অতপর তাকে মাথার বাম পার্শ্ব বাড়িয়ে দিয়ে বললেন মুন্ডন কর সুতরাং তিনি তা মুন্ডন করলে বাকী চুলও আবু তালহাকে প্রদান করে বললেন, তুমি এগুলি লোকদের মাঝে বন্টন করে দাও। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে এসেছে:

(إِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺكَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ)

অর্থাৎ যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওজু করতেন তখন মনে হত সাহাবায়ে কেরাম তার ওজুর পানির জন্য লড়াই শুরু করে দিবেন। (বুখারী-মুসলিম)

এহলো জাত-স্বত্ত্বাগত বরকত যা একান্তই নবী ও রাসূলগণের সাথে খাস ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার: রূপক বা অপ্রকাশ্য বিষয় ভিত্তিক বরকত: যেমন

(ক) **মুসলমানদের বরকত**। প্রত্যেক মুসলিমই বরকতপূর্ণ। তার মধ্যে যে ইসলাম ঈমান, তাকওয়া ও রাসূল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অনুসরণ রয়েছে তার বরকত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন কোন গাছের যেমন বরকত রয়েছে তেমনি রয়েছে মুসলিমের বরকত। (বুখারী)

মুসলিমের এ বরকত হলো আমলের বরকত। অতএব মুসলিম যত বেশী কেরাআন হাদীসকে আঁকড়ে ধরবে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করবে

সে তত বেশী বরকতপূর্ণ হবে। আলেম-উলামা ইমাম ও মোত্তাকী-পরহেযগার দ্বারা বরকত গ্রহণের অর্থ হলো তাদের ইলেম গ্রহণ, তাদের তাকওয়া-পরহেযগারীতা ও সৎ আমলের অনুসরণের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ। তাদেরকে স্পর্শ করে বা তাদের থুথু-ঘাম ইত্যাদি গ্রহণ করে বরকত গ্রহণ জায়েয নয়, কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর তার উম্মতের শ্রেষ্ঠতম মহা মানব আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এভাবে বরকত গ্রহণ করেননি।

(খ) কোন কোন শহরের বরকত, যেমন বায়ল্লাহিল হারাম , মসজিদে আকসার পার্শ্বদেশ

﴿ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾

অর্থাৎ যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি।

এগুলি বরকতপূর্ণ এর মধ্যে রয়েছে বহু কল্যাণ। অতএব যে তা চায় সে নেয় সেখানে আল্লাহর ইবাদত ও অনুসরণ করে তা অর্জন করে। অনুরূপ কাবার হাজারে আসওয়াদ (কাল পাথর) যে তা আল্লাহর ইবাদত স্বরূপ স্পর্শ বা চুম্বন দিবে সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণের বরকত অর্জন করবে।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার এ কাল পাথর চুম্বন দেয়ার সময় বলেছিলেন:

(إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)

অর্থাৎ আমি জানি তুমি একটি পাথর মাত্র, কোন ক্ষতি করতে পার না ও কোন উপকারও করতে পার না, অতএব আমি যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না। (বুখারী-মুসলিম)

(গ) কোন কোন সময় কালের বরকত:

যেমন রমযান মাস , জিল হজ্বের প্রথম দশ দিন, এতে রয়েছে বরকত সুতরাং যে ব্যক্তি এ সময়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এতে পরিশ্রম করবে, অবশ্যই সে মহা সওয়াব অর্জন করবে, যা সে অন্য কোন সময় অর্জন করতে পারবে না।

(ঘ) কোন কোন গাছের বরকত যেমন খেজুর গাছ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোন গাছ রয়েছে, যার বরকত মুসলমানের বরকতের মত। (বুখারী)

খেজুর গাছের বরকত মানুষ সাধারণত তার ফল, ডাল ও কান্ড ইত্যাদিতে বহু ফায়দা পেয়ে থাকে।

বরকত গ্রহণের প্রকারভেদ:

১। আল্লাহ তায়ালার নামের বরকত গ্রহণ এবং নাম করণে আল্লাহর সাহায্য কামনা এমন করা শরীয়ত সম্মত।

২। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুল ও ওজুর পানি দ্বারা বরকত গ্রহণ এর দ্বারা বরকত নেয়া জায়েয এমনকি কেউ যদি তার মৃত্যুর পরেও সেগুলি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বরকত নিয়ে থাকে তারও তা জায়েয ছিল। তাতে কোন দোষ নেই।

৩। গাছ, পাথর, কবর-মাযার, আস্তানা-দরগাহ, গুহা যেমন হিরা ও সাওর কুপ-ঝর্ণা ইত্যাদীর এমন বিশ্বাস নিয়ে বরকত গ্রহণ যে, তা স্পর্শ করলে তার মাটি গ্রহণ করলে বা তার নিকট অবস্থান করলে তা অব্যশ্যই তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে, তাতে বহু কল্যাণ দান করবে নিজেই তাকে উপকৃত করবে, তার থেকে বিপদাপদ দূর করবে এটি একটি এমন বড় শিরক যা ইসলাম হতে খারেজ করে দেয়।

আবু ওয়াকিদ আল্লাইসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন:

(خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا ، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، قَالَ : فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّهَا السُّنَنُ ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بنو إِسْرَائِيلَ : ﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ ، قَالَ: إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হুনাইনের দিকে আমরা বের হলাম তখন আমরা নতুন মুসলমান ছিলাম। মুশরিকদের ছিল একটি বরই গাছ, যার নিকট তারা বরকতের আশায় দাড়াত, তারা তাতে তাদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত। যাতে আনওয়াত নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ণনাকারী বলেন: আমরা সেই বরই গাছের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম এমতাবস্থায় আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যেও যাতে আনওয়াত বানিয়ে দিন যেমন তাদের রয়েছে জাতে আনওয়াত। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহু আকবার! নিশ্চয়ই এ তো পূর্ব যামানার প্রথা ঐ স্বত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ তোমরা তো তাই বললে যা বলেছিল নবী ইসরাঈল:

﴿ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾

অর্থাৎ আপনি আমাদের জন্যও একটি মাবূদ বানিয়ে দেন যেমন তাদের রয়েছে অনেক মাবূদ।

তারপর তিনি বলেন: নিশ্চয়ই তোমরা তো এমন এক অজ্ঞ জাতি, অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরই প্রথা ও কৃষ্টি কালচারের উপর আরোহণ করবে। (আহমাদ, তিরমিজী, ত্ববারানী-সহীহ)

৪। গাছ, পাথর, কবর-দরগাহ-আস্তানা ইত্যাদির এমন বিশ্বাস করে বরকত গ্রহণ করা

যে, নিশ্চয়ই এটি বরকতের একটি ওসীলা বা কারণ, তবে এ বিশ্বাস করে নয় যে, তা আল্লহরই নৈকট্য অর্জন করিয়ে দিবে বা আল্লাহ ব্যতীত সেগুলোই উপকার সাধন বা ক্ষতি সাধন করতে পারে। এমন হলে তা হবে ছোট শিরকের অন্ত র্ভুক্ত।

৫। এমন ধরণের বরকত গ্রহণ যেমন বলা হয়, অমূকের বরকত , আর তা হবে তার ইলেম, শিক্ষা-দীক্ষা, আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং যা কিছু তার এমন দান-খয়রাতের মাধ্যমে অর্জিত হয় যা সে ফকীর মিসকীন অভাবী, ইয়াতীম অনাথকে প্রদান করে উপকৃত করে তবে তা জায়েয।

যেমন উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ)

অর্থাৎ হে আলে আবু বকর! এ কেমন তোমাদের প্রথম বরকত। (বুখারী)

বরকত লাভের জন্য যা করণীয়

✸হে আল্লাহর বান্দা! আপনি যদি কোন বরকতময় ভূমিতে অবস্থান করেন বা সেখানে সফর করেন তবে আপনি সেখানে সৎআমল করে সুযোগ গ্রহণ কর ন, কেননা এতে সৎ আমলের সওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি পায়, যেমন

(ক) যদি আপনি মক্কায় অবস্থানকারী বা মক্কা (হারাম মক্কায়) সফর করেন তবে বেশী বেশী সৎআমল যেমন হজ্ব উমরা নফল ইবাদত সমূহ যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি আদায় কর ন। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ)

অর্থাৎ হারাম মসজিদে একটি নামায অন্য মসজিদের এক লক্ষ নামাযের চেয়ে উত্তম। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

সঠিক মতানুযায়ী সমস্ত হারামই মসজিদে হারামের অন্ত র্ভুক্ত।

(খ) আপনি যদি মদীনায় অবস্থানকারী বা মদীনা সফর করেন, তবে বেশী বেশী সৎআমল ও নফল ইবাদত করুন যেমন মসজিদে নববীতে নামায আদায় করবেন। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে আছে:

(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)

অর্থাৎ আমার এই মসজিদে একটি নামায হারাম মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী-মুসলিম)

(গ) ফযীলত ও বরকতের সময় যেমন রমযান, জিল হজ্বের প্রথম দশক ইত্যাদি পান, তা হলে সে সময়ে সৎআমল করে সুযোগের সৎ ব্যবহার কর ন, যাতে আপনার নেকী অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)

অর্থাৎ এমন কিছু দিন নেই যে দিনগুলির সৎ আমল আল্লাহর নিকট এই দশ দিনের আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় আমল আর নেই। সাহাবায়ে কেরাম বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আলাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি তার সমতুল্য নয় রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়, তবে কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জান ও মাল নিয়ে বের হয় আর তার কোন কিছু নিয়ে ফিরতে না পারে। (তিরমিজী-সহীহ)

(ঘ) জুমআর দিনের দোয়া কবূলে সময়ের সদ্ব্যবহার করুন, আর তা হলো, ইমামের মিম্বারে উঠার সময় বা আসর নামাযের পর, (মূলত সময়টি অতি সংকীর্ণ) অতএব এ সময় বেশী বেশী করে দোয়া করুন। অনুরূপ সুযোগ গ্রহণ করুন রাতে শেষ তৃতীয় অংশে, কেননা আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এ সময়ে নিচ আকাশে অবতরণ করেন। (যেমন ভাবে তার জন্য উপযুক্ত) ও বলেন:

(هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ)

অর্থাৎ কোন প্রার্থনাকারী আছে কি তাকে দেয়া হবে, কোন দোয়াকারী আছে কি তার দোয়া কবূল করা হবে, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে ক্ষমা করা হবে। এভাবে সকাল উদয় হওয়া পর্যন্ত। (বলে থাকেন) (মুসলিম)

(ঙ) হে মুসলিম! সব সময় সকল স্থানেই পাপসমূহ হতে বিরত থাকা আপনার জন্য জরুরী। অতএব, আপনি বরকতময় সময় ও স্থানে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে আরো বেশী সতর্ক হোন, কেননা এতে গুনাহ আরো বড় আকার ধারণ করে, তা যেমন মসজিদে হরাম, মসজিদে নববী এবং রমযান মাস ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন ইত্যাদি বরকত ও ফযীলত পূর্ণ সময় স্থান।

✱হে মুসলিম! আপনার উচিত বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর নাম নিয়ে বরকত গ্রহণ ও আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া, যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিসমিলাহ বলা শরীয়ত সম্মত, তা ওয়াজিব আমল হোক আর নফল যেমন খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমর ইবনে আবু সালামাকে বলেন:

(يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)

অর্থাৎ হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও ও তোমার নিকটের দিক হতে খাও। (বুখারী-মুসলিম)

✱হে মুসলিম! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে যে ক্ষেত্রে বরকতের সন্ধান বা নির্দেশনা দিয়েছেন তা থেকে বরকত গ্রহণ করা সুন্নাত; যেমন:

(ক) মালের হক গ্রহণ করুন, আল্লাহ যা আপনাকে প্রদান করেছেন তার প্রতিই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে এবং তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করে যাতে আল্লাহ তাতে বরকত দান

করেন। হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ ধন-সম্পদ সুজলা-সুফলা ও সুস্বাদু। সুতরাং যে ব্যক্তি তা স্বীয় অন্তরের ধনাঢ্যতা সহ গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হয় পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা ভিন্ন অন্তরে গ্রহণ করে তাতে তার জন্য বরকত দেয়া হয় না, আর সে তার মত হয় যে ভক্ষণ করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম (বুখারী-মুসলিম)

(খ) আপনি ও আপনার সাথে যারা সবাই মিলে এক পরিবারের মত হয়ে আহার করুন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ)

অর্থাৎ তোমরা সবাই মিলে খাও, বিচ্ছিন্ন হয়োনা কেননা জামাতের সাথে (খাওয়াতে) বরকত রয়েছে। (ইবনে মাজাহ-হাসান)

(গ) যদি প্লেটে খান তবে তার পার্শ্ব হতে খান, মধ্য হতে নয়। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُوا فِي الْقَصْعَةِ مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا)

অর্থাৎ তোমরা প্লেটের পার্শ্ব হতে খাও তার মধ্য হতে খেও না, কেননা প্লেটের মধ্যখানেই বরকত অবতীর্ণ হয়। (আহমাদ-সহীহ)

আবু আব্দুল্লাহ বিন বিসর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا)

অর্থাৎ তোমরা প্লেটের পার্শ্ব হতে খাও তার উচু মধ্যদেশ ছেড়ে দাও যেন তাতে বরকত দেয়া হয়। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

(ঘ) জমজমের পানি পান করা সুন্নাত, আবু জর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إنها لمباركة هي طعام طعم و شفاء سقم)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই (জমজম) বরকতপূর্ণ, তা হলো মজার খাদ্যও পিড়িতদের আরোগ্য স্বরূপ। (বাযযার-সহীহ)

(ঙ) খাদ্য পরিমাপ করা সুন্নাত। কেননা মিকদাদ ইবনে মাদীকারাব বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ)

অর্থাৎ তোমরা তোমদের খাদ্য পরিমাপ কর, তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে। (বুখারী)

(চ) যদি আপনি আপনার ভাইয়ের বা আপনার নিজের বা সম্পদের কিছু আপনাকে মজা লাগে বা আনন্দ দেয় তবে সে ক্ষেত্রে আপনার জন্য সুন্নাত হলো আপনি আল্লাহর নিকট তাতে বরকতের জন্য দোয়া করবেন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি তার কোন ভাইয়ের বা তার নিজের বা তার ধন-সম্পদের কিছু তাকে আশ্চর্য লাগে বা আনন্দ দেয় তবে সে যেন তাতে বরকতের দোয়া করে, কেননা নিশ্চয়ই বদনজর বা চোখ লাগা সত্য বিষয়। (আহমাদ, সাহল বিন হুনাইফ হতে বর্ণনা করেন-হাসান)

(ছ) যদি আপনি কোন কাজ করতে চান তবে সে জন্য সকাল বেলাকে পছন্দ কর ন। কেননা তাতে রয়েছে বরকত। সাখার আল গামেদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের সকাল বেলায় বরকত দান কর। (আহমাদ ও আহলে সুনান-সহীহ)

(জ) আল্লাহর নিকট আপনার র যীতে বরকতের জন্যও দোয়া করা সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي)

অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ মাফ কর, আমার গৃহের প্রসস্ত তা দান কর এবং তুমি আমার র জীতে বরকত দাও। (তিরমিজী-হাসান)

(ঝ) প্রথম প্রথম ফলন দেখতে পেলে আপনার এমন দোয়া করাও সুন্নাত যেমন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا...الحديث)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট প্রথম প্রথম ফলন নিয়ে আসা হলে তিনি বলতেন হে আল্লাহ তুমি আমাদের মদীনায় বরকত দাও, আমাদের ফল-ফলাদীতে বরকত দাও, আমাদের মুদে (পরিমাপ বিশেষ) বরকত দাও। (মুসলিম)

(ঞ) যদি কোন খাদ্য ভক্ষণ করেন এবং যদি দুধ পান করেন তবে যা কিছু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে তা আপনিও বলেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ)

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে খাওয়ার তাওফীক দান করেন সে যেন বলে: আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফীহ ওয়া আতয়িমনা খায়রাম মিনহু আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করার তাওফীক দেন সে যেন বলে: আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফীহ ওয়া যিদনা মিনহু এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দুধ ব্যতীত পানাহারের স্থলাভিষিক্ত কোন জিনিস নেই যে তাই যথেষ্ট হবে। (তিরমিজী-সহীহ)

(ট) আপনি যখন দস্তরখানা উঠাবেন আল্লাহর জন্য পূত-পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা করা সুন্নাত। কেননা আবু উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তার দস্তরখানা উঠাতেন বলতেন আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান ত্বইয়্যেবান মুবারাকান ফীহ, গাইরা মাকফিয়্যিন ওলা মুয়াদ্দায়্যিন ওলা মুস্তাগনান আনহু রব্বানা। (বুখারী)

(ঠ) সূরা বাকারা পড়া আপনার জন্য সুন্নাত। আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ)

অর্থাৎ তোমরা সূরা বাকারা পড়, কেননা তা পড়া হলো, রবকত, পরিত্যাগ করা ক্ষতি, নিয়মিত পাঠ করলে যাদুকর ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

(ড) হে মুসলিম! এই বরকতময় কোরআন মাজীদের প্রতি গুরুত্ব দেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾[الأنعام:155].

অর্থাৎ এটি এমন কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি বরকতময় করে। (আল-আনয়াম:১৫৫)

সুতারাং আপনি এর তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দিবেন, এর দ্বারা নৈকট্য আল্লাহর অর্জন করুন, তার অর্থ উপলব্ধি করুন, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করুন ও তার উপর আমল করুন, যে এ কোরআনের উপর আমল করবে, আল্লাহর ফজল ও মেহেরবানীতে সে হিদায়েত পাবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾[الإسراء : 9].

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ কুরআন যা সরল-সোজা পথ সেদিকেই নির্দেশনা দেয়। (ইসরা:৭)

সুতরাং আল-কোরআন ও নবীর সুন্নাতকে মৃত্যু পর্যন্ত আঁকড়ে ধরুন।

(ঢ) হে মুসলিম! আপনি যেখানে হোন না কেন বরকতপূর্ণ হোন, তাই আপনি আল্লাহর বেশী বেশী জিকির করুন, অর্থাৎ বেশী বেশী সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল-হামদু লিলাহ পড়ুন। সৎ কর্মে আদেশ দানকারী ও অসৎ কর্মের নিষেধকারী হোন, বেশী বেশী সৎ কর্মকারী হোন, যেখানেই থাকুন, কোন মজলিস,

মসজিদ, রাস্তা–ঘাট, গৃহে বন্ধুদের সাথে কর্ম ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রেই লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ)

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করুন, যেখানে থাকুন না কেন।(তিরমিজী- হাসান)আলাহর নিকট দোয়া করতে থাকুন তিনি যেন আপনাকে বরকতময় করেন,আপনার সন্তান-সন্ততিতে বরকত দেন, পরিবারে ও বংশবলীতে বরকত দেন এবং আপনাকে হেফাযত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: 60].

অর্থাৎ তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে আহ্বান কর আমি তোমাদেরকে সাড়া দেব। (গাফের: ৬০)

(ণ) হে মুসলিম! আপনার জন্য সুন্নাত হলো বিবাহকারীর জন্য দোয়া করা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম):

(كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)

অর্থাৎ ... যখন কোন মানুষ বিবাহ করত তিনি বলতেন: বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামায়া বাইনাকুমা ফী খায়রিন। (আহমাদ ও আহলে সুনান আবু হুরাইরা হতে)

অবৈধ বরকত গ্রহণ

গাছ, পাথর ও কবর-মাজার দ্বারা যদি বড় শিরকী পন্থায় বরকত অর্জন করা হয় তবে তা অবশ্যই মূল তাওহীদ পরিপন্থী হবে, যে এমন করবে সে ইসলাম হতে মুরতাদ, আর যদি গাছ, পাথর ইত্যাদি দ্বারা ছোট শিরকী পন্থায় বরকত অর্জন করা হয় তবে সে মুরতাদ হবে না, কিন্তু তার অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতাকে অসম্পূর্ণ করে। সুতরাং যে তা করবে সে কাবীরা গুনাহগার হবে।

হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য কর ন:

(ক) যদি আপনি বাদাভী বা কারো মাজারে গিয়ে বরকত গ্রহণ করার যারা ব্যার্থ চেষ্টা করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হন; তবে এ আমল দ্রু ত বর্জন কর ন এবং এ কর্ম বা শিরকী বকরত হতে আপনার আল্লাহর নিকট তওবা করা জর রী।

(খ) আপনি সে সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা হিরা গুহা ইত্যাদি যেমন কোন দরবার-দরগাহ, মাজার ও এমন স্থান, যেখানে যিয়ারত করার কোন দলীল নেই সেসব স্থানে যিয়ারত করাকে অপরিহার্য করে নিয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সমস্ত স্থান এমন বিশ্বাসে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছে যে, সে স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা কোন লাভ বা ক্ষতির বিশ্বাস করে না, তাকে ওসীলা বা উপায়ও মনে করেন না; তবে তার এ আমল বিদআত ও হারাম। তার জন্য অপহির্য হলো সে যেন এ বিদআতী আমল হতে আল্লাহর নিকট তওবা করে, যা মূলত: আল্লাহর সাথে শরীকের একটি ওসীলা। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যা আমদের দ্বীনের (আমলের) অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী-মুসলিম)

(গ) যে ব্যক্তি এ সমস্ত স্থান যেমন গারে হেরা, গারে সাওর বা অন্যান্য এমন স্থান যিয়ারতের পিছনে লেগে থাকে, অথচ যেখানে আগমনের কোন দলীল নেই তাদেরকে সতর্ক কর ন আর তারা যদি এ বিশ্বাস নিয়ে যে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহর নিকট তার জন্য সুপারিশের দ্বারা মধ্যস্থতাকারী, তবে তা হবে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যারা মনে করবে এগুলি ওসীলা-উপায় মাত্র, তবুও তা হবে ছোট শিরক, অতএব, তা হতে তওবা করা জর রী।

(ঘ) আপনার হাতে যদি কর্তৃত্ব থাকে সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কর্মে নিষেধ করার মত ক্ষমতা ও যোগ্যতা তবে আপনি আল্লাহর সাথে শরীকের যত দিক, বিদায়াত ও পাপাচারের যত চর্চা ও প্রদর্শনী রয়েছে তা প্রতিহত কর ন। তা সেভাবেই ছেড়ে দেয়া আপনার জন্য জায়েয হবে না। অনুরূপ যারা কথায় ও কর্মে কুফুরী করে এবং দুরাচারী

পাপীকে দৃঢ়তার সাথে যে ধরনের সাধ্য রয়েছে সে সাধ্যমত প্রতিহত করতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة : 2].

অর্থাৎ তোমরা পরাস্পরে সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা কর। (আল মায়েদাহ:২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : 16].

অর্থাৎ তোমরা যতদূর সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। (তাগাবুন: ১৬)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

অর্থাৎ আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ের হুকুম করি তোমরা তার সাধ্যমত পালন কর। (মুসলিম)

বরং প্রত্যেক মুসলমানের কুফর, বিদআত ও পাপাচারের প্রতিবাদ করা (সাধ্যমত) জরুরী।

বর্তমান যুগে বড় ও মহা কুফুরের অন্তর্ভুক্ত হল: কবর-মাজারে তাওয়াফ করা, সেখানে মানত পূর্ণ করা, সেখানকার মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা, তার নিকট অবস্থান করা ইত্যাদি শিরকী ও বিদআতী কৃষ্টি-কালচার।

অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা বলেন: আল্লাহ যা চান এবং তুমি যা চাও তাদের প্রতিবাদ করেন ও বলেন:

(جَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ)

অর্থাৎ তুমি তো আমাকে আল্লাহ সমান বানিয়ে নিলে, বরং আল্লাহ একাই যা চান তাই। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

(ঙ) হে মুসলিম! এ সমস্ত হারাম ও শেরকী কর্মকান্ডের প্রতিহতকারীদেরকে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করুন এবং এ সমস্ত বিদআত উৎখাতের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। যা কিছু অজ্ঞদের দ্বারা ঘটে তা সম্পর্কে আপনি দায়িত্বশীল ও প্রশাসককে অবহিত করুন।

পরিচ্ছেদ : কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত চার প্রকার:

প্রথম প্রকার: শরীয়ত সম্মত যিয়ারত: সেই যিয়ারত যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চালু করেছেন ও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

এ যিয়ারতে কতিপয় শর্ত রয়েছে তা হলো:

১। একমাত্র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই সফর না করা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সাঈদের হাদীসে বলেন:

(لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ و مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)

অর্থাৎ (ইবাদত ও নেকীর উদ্দেশ্যে) তিন মসজিদ ব্যতীত প্রস্তুতি নিয়ে সফর করা যায় না। (মসিজদগুলি হলো: মসজিদে হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদে আকসা। (বুখারী-মুসলিম)

২। কবর যিয়ারতকারী যেন কোন হারাম কথা-কাজে লিপ্ত না হয়, যেমন বিলাপ করা, কবর স্পর্শ ও চুম্মন ইত্যাদি, হারাম কাজ। কেননা বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম তবে এখন কেউ যদি যিয়ারত করতে চায় সে যেন যিয়ারত করে, তবে তোমরা অনর্থক কথা বল না। (নাসায়ী-সহীহ)

৩। কবর যিয়ারত হবে শুধু পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। কেননা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন

(لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ)

অর্থাৎ বেশী বেশী কবর যিয়ারতকারীনীদেরকে লানত করেন। (তিরমিজী, ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

কবর যিয়ারতের আদব ও সুন্নাতসমূহ:

হে পুরুষ কবর যিয়ারতকারীগণ আপনাদের জন্য সুন্নাত হলো:

(ক) কবর যিয়ারত করুন এবং তা সুন্নতী পদ্ধতিতে যিয়ারত করুন। বুরায়দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তার মাতার কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেয়া

হয়েছে, সুতরাং তোমরাও কবর যিয়ারত কর, কেননা তা তোমাদেরকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দিবে। (তিরমিজী-সহীহ)

(খ) হে কবর যিয়ারতকারী আপনার জন্য পরকালকে স্মরণ করা সুন্নাত এবং তা আপনার অন্তর নরম করবে, ও চোখে পানি আনবে, যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب و تدمع العين و تذكر الآخرة و لا تقولوا هجرا)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম শোন! তোমরা এখন তা যিয়ারত কর, কেননা কবর যিয়ারত অন্তর নরম করে, চোখে পানি আনে, পরকালকে স্মরণ করায়...। (হাকেম-সহীহ)

(গ) হে কবর যিয়ারতকারী কবর যিয়ারত করতে গিয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করা সুন্নাত। কেননা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ)

অর্থাৎ তোমরা কবর যিয়ারত কর কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসলিম)

(ঘ) হে যিয়ারতকারী! মুসলমানদের কবর যিয়রতের সময় আপনার জন্য সুন্নাত হলো, আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে যে দোয়া এসেছে তা পড়া। যেমন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে এসে বললেন: আস সালামু আলাইকুম দারা কাউমিন মুমিনীন ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু বিকুম লাহেকূন। (মুসলিম)

অথবা বুরায়দাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে যা আসেছে তা বলবেন: তিনি বলেন:

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ)

অর্থাৎ রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারা যখন কবরস্থানের দিকে বের হতেন তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, সুতরাং তাদের একজন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বরাত দিয়ে বলেন, তিনি বলতেন, আস সালামা আলাইকুম আহলাদ দিয়ারে মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইন্না ইন্‌শা আল্লাহু লালাহেকূন, আসয়ালুল্লাহা লানা ওয়া লাকুম আল আফীয়া। (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় ইমাম মুসলিম বৃদ্ধি করেন:

(وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ).

অথবা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দোয়াটি বলবেন, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কবরস্থানে আসতেন বলতেন:

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ)

এসব দোয়া শুধু মুসলমানদের কবর যিয়ারতের সময় বলবেন। আর মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ, অন্তর নরম, চোখের পানি আসা এ তো মুসলিম বা কাফের সব কবর যিয়ারতের বেলায় প্রযোজ্য।

(ঙ) সাধারণত সব ধরণের কবর যিয়ারত করা যায় যদিও তা কাফেরের কবর, তা মৃত্যু ও পরকালকে স্মরণ করার জন্য, কিন্তু কাফেরদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা জায়েয নেই। আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন:

(زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করেন, সেখানে তিনি কান্না করেন ও যারা তার পার্শ্বে ছিল তাদেরকেও কাঁদান, অতপর বলেন, আমি আমার রবের নিকট তার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুমতি চাই কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, তবে তার কবর যিয়রাতের জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা যিয়ারত মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসলিম)

(চ) যখন আপনি কোন কাফেরের কবর দিয়ে অতিবাহিত হবেন তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিয়ে দিন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেদুইনকে বলেন যা ইবনে উমারের হাদীসে এসেছে:

(حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ)

অর্থাৎ যখন কোন মুশরিকের কবর দিয়ে অতিবাহিত হবে তখন তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

জীবিতদের কোন কিছু মৃতের শ্রবণ করা

মৃতরা জীবিতদেও নির্ধারিত কিছু শুনতে পায়:

যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শ্রবণ করেন। (বুখারী-মুসলিম)

কবর যিয়ারতের দ্বিতীয় প্রকার: বিদায়তী যিয়ারত

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের কাফের মৃত দেহের ব্যাপারে বলেন: তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশী শ্রবণ কর না আমি যা তাদেরকে বলছি। (বুখারী-মুসলিম)

এটি হারাম যিয়ারত, তা হলো কবর যিয়ারতকারীর উদ্দেশ্য যদি তার দ্বারা অর্থাৎ তাদের জাত-স্বত্ত্বা দ্বারা ওসীলা গ্রহণ করা হয়, যেমন কেউ বলে: হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা বা দোয়া করি কবরবাসীদের হক বা দোহাই দিয়ে বা এ কবরবাসীর দোহায়ে বা অমূক মৃত (বাবা, ওলী, বুজুর্গ)র হক দোহাই দিয়ে বা অমূক ব্যক্তির দেহের ওসীলায়, বা অমূকের মান-মর্যাদার ওসীলায় বা অমূক নবীর হক বা দোহাই বা তোমার রাসূলদের দোহাই বা তাদের ইজ্জত সম্মানের ওসীলায় এ হলো হারাম বা নোংরা বিদআত। কেননা এভাবে আল্লাহকে এমনভাবে ডাকা বা তার ইবাদত করা হয় যা শরীয়তে নেই। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের এদ্বীনে এমন কিছু আবিস্কার করলো যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী-মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে:

(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন আমল করল যা আমাদের হুকুম বা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

(وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে (দ্বীনের নামে) নয়া নয়া আবিস্কার প্রথা হতে বাচাও, কেননা প্রত্যেক নয়া প্রথা বিদআত, আর প্রত্যেক নতুনই গুমরাহী। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম-সহীহ)

কবর যিয়ারতের তৃতীয় প্রকার:

শিরকী যিয়ারত, যেমন কেউ কবর-মাজার যিয়ারত করতে গিয়ে কবরবাসীদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে, তার জন্য মানত করে, এ বিশ্বাস নিয়ে তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে নেয় যে, তারা নিশ্চয়ই তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। বা তার নিকট স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া কামনা করবে বা তাদের নিকট উপকার করার জন্য দরখাস্ত করবে

ইত্যাদি আর এ সমস্ত কিছুই আল্লাহর সাথে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: 13،14].

অর্থাৎ তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটিতে থাকে (অত্যন্ত পাতলা ও দুর্বল) আবরণেরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না আর যদি শুনেও, তবুও তোমাদের (ডাকে) সাড়া দিতে পারবে না। আর তোমরা যে তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) অংশীদার গণ্য করতে, ক্বিয়ামতের দিন তা তারা অস্বীকার করবে। কেউই তোমাদেরকে সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত খবর জানাতে পারবে না। (সূরা ফাতির: ১৩-১৪)

কবর মাজার বাসিদের নিকট দোয়া-প্রার্থনাকারীদের প্রতি আহ্বান

ঐ সমস্ত লোকের জেনে নেয়া উচিৎ যারা কবর বাসীদেরকে ডাকে আহ্বান করে ও তাদের নিকট প্রার্থনা করে এবং তাদেরকে এভাবে আল্লাহর সাথে শরীক করে। যেমন যা কিছু করা হয় বাদভী, আলী, হাসান, হোসাইন, যয়নাব, অনুরূপ (আমাদের দেশে বাংলাদেশে হাইকোর্টের মাজার গোলাপ শাহের মাজার ইত্যাদির কবর-মাজারে।) যারা মাজার ও কবরে গিয়ে তাওয়াফ ও সেখানে অবস্থান নিয়ে আল্লাহর ইবাদত প্রকাশ করতে চায় বা উপকার ও অপকারে তাদেরকে ওসীলা বানায়, তাদের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে নিম্নরূপ:

(ক) তারা আলাহর লানত-অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) قالت عائشة رضي الله عنها: (يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি লানত করেন, যারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে মসজিদ ইবাদতের স্থানে পরিণিত করেছে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তারা যে অপকর্ম করেছে তা হতে তিনি সতর্ক করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

(খ) তারা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিম্নের উক্তির অন্তর্ভুক্ত: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদেরকে ধ্বংশ করুন যারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে মসজিদ-ইবাদতের স্থানে পরিনিত করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

(গ) নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির জঘন্যতম। যেমন ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ)
অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হলো যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবর-মাজারকে মসজিদ-ইবাদতগাহ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। (আহমাদ, ইবনে হিব্বান-(হাসান)

(ঘ) নিশ্চয়ই তারা ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদের উপর আল্লাহ প্রচন্ডভাবে রাগান্বিত। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: (اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)
অর্থাৎ ঐ জাতির উপর আল্লাহর চরম রাগান্বিত যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ-ইবাদতের স্থানে পরিণিত করেছে। (আহমাদ-সহীহ)

(ঙ) যারা কবরবাসীদেরকে আহ্বান করে আর যারা লাত, উজ্জা, (বর্তমানে রাম, কৃষ্ণ) ইত্যাদিকে আহ্বান করে এবং লাভ-ক্ষতির দরখাস্ত করে তাদের উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

(চ) নিশ্চয়ই তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের অনুসারী।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
(لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ)
অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের বিঘত বিঘত ও হাত হাত অনুসরণ করতে থাকবে এমন কি তারা যদি গুই সাপের গর্তের ভিতর দিয়েও চলা শুরু করে তোমরাও তার ভিতর চলা শুরু করবে, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল তারা কি (পূর্ববর্তীরা) ইহুদী ও খৃষ্টান, তিনি বলেন তবে আর কারা। (বুখারী-মুসলিম)

* ওহে যারা বাদাভী, হোসেন, যয়নাব ইত্যাদিকে যেমন আমাদের দেশে খাজা বাবা)কে আহ্বান করে থাক বা তাদের কবর-মাজারে গিয়ে প্রার্থনা নজর-মান্নত, জবাই, আশা, ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা করে) ইবাদত করে থাক, তোমরা আল্লাহর লানত-অভিশাপ, ক্রোধ, ইহুদী-খৃষ্টানদের এসব গর্হিত আমলের অনুসরণ, আল্লাহর নিকট সৃষ্টির নিকৃষ্ট জাতিতে গন্য হওয়া থেকে সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহর নিকট তাওবা কর, তারই দিকে ফিরে এসো। ছেড়ে দাও এসব শিরকী ও বিদআতী আমল। তওবার দরজা সদা উন্মুক্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যা আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্নিত হাদীসে রয়েছে:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রাত্রিতে তার স্বীয় হাত সারা দিনের গুনাহগারকে ক্ষমা করার জন্য প্রশস্ত করে থাকেন, অনুরূপ দিনের বেলা তার স্বীয় হাত রাতের গুনাহগারকে ক্ষমা করার জন্য প্রশস্ত করে থাকেন সূর্য পূর্বাকাশে উদয় হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম)

কবর যিয়ারতের চতুর্থ প্রকার: হারাম যিয়ারত:

যেমন মহিলাদের কবর যিয়ারত, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম):

(لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ)

অর্থাৎ বেশী বেশী যিয়ারতকারীনী মহিলাদের প্রতি লানত করেন। (তিরমিজী, ও ইবনে মাজাহ-হাসান)

হে নারী সমাজ! যদি আপনারা কবর মাজার যিয়ারত করে থাকেন, আল্লাহকে ছেড়ে কবরবাসীকে ডেকে থাকেন বা কবর মাজারে তাওয়াফ করে থাকেন বা সেখানে অবস্থান করে থাকেন বা মাজার কবরে গিয়ে এ ধরণের কিছু করে থাকেন, তবে কিন্তু আপনাদের গুনাহ আরো মারাত্মক ও বড় অপরাধ।

সুতরাং হে নারী জাতি, আল্লাহকে ভয় কর ন এবং কারো যদি ঐ ধরণের কোন কিছু ঘটে যায় তবে সে যেন আল্লাহর নিকট খাস দিলে তওবা করে, তা যে দরগাহ মাজার, আস্তানা ও কবরের দ্বারাই হোক না কেন।

কবরের হুকুম

✸কবর পাকা করবেন না, কেননা কবর পাকা করা প্লাষ্টার করা হারাম। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত:

(نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা-চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

✸কবরে মৃত ব্যক্তির নাম বা অন্য কিছু লিখবেন না, কেননা কবরে লিখা হারাম। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত যে

(نَهَى أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে কোন কিছু লিখতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

✸কবরে কোন ধরণের নির্মাণ কার্য করাও হারাম, কেননা আবু সাঈদের হাদীসে এসেছে:

(نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের উপর ভিত্তি স্থাপন বা নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেন। (ইবনে মাজাহ-সহীহ ও জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত (মুসলিম)

✸তবে কবরকে চিহ্নিত করা সুন্নাত। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসমান ইবনে মাজউনের কবরকে একটি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। (ইবনে মাজাহ-হাসান)

✱কবরে উঠা-বসা করাও হারাম। কেননা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)

অর্থাৎ তোমাদের কারো আগুনের কয়লায় সে তার কাপড় জ্বালিয়ে চামড়া জ্বালিয়ে শেষ করা, তার কোন কবরে বসার চেয়ে উত্তম হবে। (মুসলিম)

✱দু'কবরের মধ্য দিয়ে জুতা পায়ে চলবেন না। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে জুতা পায়ে চলতে দেখে বলেন:

(يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا)

অর্থাৎ সে সিবতী জুতা পরিধানকারীদের অনুসারী জুতা দুটি খুলে নিক্ষেপ কর। ইবনে মাজাহ-হাসান, বাশীর ইবনে খাসাসিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস)

✱কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ আপনার ভেঙ্গে ফেলা এবং উচু কবরগুলি সমান করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা আবু হাইয়্যাজ বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

(وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ)

অর্থাৎ যেখানেই তুমি কোন উঁচু কবর দেখবে অবশ্যই তা সমান করে দিবে। (মুসলিম)

✱তবে চিহ্নিত করার জন্য কবরগুলিকে উটের পিঠের কুচের ন্যায় সামান্য উঁচু করা সুন্নাত। কেননা সুফিয়ান আত তাম্মার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবরকে উঠের কুচের মত দেখেছিলেন।

✱বারবার কবরের দিকে যাতায়াত করে তাকে মেলা বা উৎসবের স্থানে পরিণত করবেন না। কেননা তা হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কবরকে মেলা উরস ও উৎসবের স্থানে পরিণত করে নিতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ)

অর্থাৎ তোমরা আমার কবরকে উরস উৎসবের স্থান বানিয়ে নিও না, না তোমাদের গৃহগুলিকে কবরস্থান বানিয়ে নিবে। বরং তোমরা আমার প্রতি দরূদ পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ তোমরা যেখানেই থাক না, আমার নিকট পৌঁছে। (শায়খুল ইসলাম বলেন, হাদীসটিকে সাঈদ ইবনে মানসূর বর্ণনা করেন-সহীহ)

ঈদ: ঈদ বলা হয় এমন সাধারণ ইজতেমা-সমাবেশ যা সাধারণত বাৎসরিক বা মাসিক বা সাপ্তাহিকভাবে বারবার আসে ও পালিত হয়।

পরিচ্ছেদ: যাদু সম্পর্কে কতিপয় বিষয়

১। যাদুর পরিচয়: যাদু হলো, শয়তানদেরকে ব্যবহার করে বা তাদের সাহায্যে এমন কিছু ঝাড়ফুঁক বা তন্ত্র-মন্ত্র এবং গিরা লাগান যাতে যাদুকর ফুঁ মারে।

২। যাদুর হুকুম: যাদু শিক্ষা করা কুফুরী, আল্লাহর সাথে বড় ধরণের শিরক এবং মূল তাওহীদের পরিপন্থী তা সে ব্যবহার কর ক বা না কর ক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾[البقرة : 102].

অর্থাৎ এবং ফেরেশতাদ্বয় কাকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না। (সূরা বাকারাহ: ১০২)

৩। যাদুর হাকীকত বা বাস্তবতা: যাদুর বাস্তবতা ও প্রভাব বিদ্যমান, তবে তা আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে। যাদুর কিছু আছে যার ফলে মানুষ প্রকৃতই অসুস্থ হয়ে যায় বা তার কিছু আছে যার দ্বারা মানুষ প্রকৃতই মারা যায় এবং তার কিছু আছে যে ব্যক্তিকে ধারণাপ্রবণ করে ফেলে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: 66].

অর্থাৎ তাদের যাদুর কারণে মূসার মনে হল যে, তাদের রশি আর লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (সূরা ত্বহা: ৬৬)

যাদুগ্রস্তকে যাদুতে ক্ষতি করে, তবে তা আল্লাহরই অপ্রত্যাশিত নির্ধারিত হুকুম ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾[البقرة : 102] .

অর্থাৎ মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না। (সূরা বাকারাহ: ১০২)

৪। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদু করা হয়েছিল: যেমন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

(سُحِرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ وَشَفَانِي وَخَشِيتُ أَنْ أُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদুগ্রস্ত হন যার ফলে তার মধ্যে ধারণা হত যে, কোন জিনিস করে থাকলেও তা করেননি, আর এরূপ হয় সে দিন পর্যন্ত যেদিন তিনি আমার নিকট অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহকে তিনি ডাকতে থাকেন আর তিনি তাকে ডাকেন। অত:পর বলেন: হে আয়েশা! তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যা আমি তার নিকট জানতে চেয়েছি? আমি বললাম, তা কি হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বলেন, আমার নিকট দু ব্যক্তি উপস্থিত হন অত:পর তাদের একজন আমার মাথার পার্শ্বে বসেন ও অন্যজন আমার দু' পায়ের নিকট। তারপর তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলে এ লোকটির কিসের ব্যাথা, সে বলে, তিনি যাদুগ্রস্ত (প্রথম ব্যক্তি) বলে, কে তাকে যাদু করেছে, সে বলে বনী জাইকের লাবীদ বিন আসাম ইহুদী, প্রথম ব্যক্তি বলে তা কিসে করেছে, সে বলে চিরুনী, চুলে ও পুর ষ খেজুর গাছের শুকনা মোচায়, প্রথমজন বলে, তা কোথায়? সে বলে জী আরওয়ান কুলে, অতপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবাদের কতিপয় লোক নিয়ে কূপের নিকট গেলেন ও তার দিকে তাকালেন, দেখলেন তাতে রয়েছে একটি খেজুর গাছ। তারপর তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট ফিরে এলেন ও বলেন, আল্লাহর কসম! তার পানি যেন মেহেন্দী রাঙানো, তার খেজুর গাছটি যেন শয়তানের মাথা। (আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন) আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি তা বের করে ফেলেছেন? তিনি বলেন না, তবে আমাকে আল্লাহ সুস্থতা ও আরোগ্য দান করেছেন, আর আমি লোকরেদকে এ ব্যাপারে উত্তেজিত করে দিক তা থেকে আশংকা করি এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়। (বুখারী-মুসলিম)

✸অনেক যাদুতেই যাকে তারা যাদু করতে চাইবে, তার চুল সংগ্রহ করা হয়, এজন্য যে তারা আশংকা করে সে যেন তার উঠে যাওয়া চুল পেঁচিয়ে হেফাযত করে এবং ছড়িয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় না রাখে যাতে তা দ্বারা যাদুকর সুযোগ পেয়ে যায়।

✸ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে যাদু করা হয়েছিল তা দ্বারা তার দেহেই প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার জ্ঞান, আত্মা, হৃদয় ও ইলেমে কোন প্রভাব পড়েনি। বরং তাতে শুধুমাত্র বেখেয়ালী ভাব পরিলক্ষিত হত, সুতরাং এর ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন জিনিস করার ধারণা করতেন অথচ মূলত তা করেননি।

৫। যাদু শেখার অপকারিতা:

যে ব্যক্তি যাদু শিক্ষা করবে সে মূলত যা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাই শিক্ষা করল, যা তাকে উপকৃত করবে তা নয়। পরকালে তার কোন অংশ হবে না কেননা সে তো কাফের। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ [البقرة : 102].

অর্থাৎ বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না (সূরা বাকারাহ: ১০২)

৬। যাদু একটি মহা কাবীরা গুনাহ:

যাদু প্রসিদ্ধ সাত ধ্বংসাত্বক গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)

অর্থাৎ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস হতে সতর্ক হও, সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সেগুলি কি কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু (৩) ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া সে জীবন হত্যা করা যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতিমের মাল খাওয়া (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পালায়ন করা ও (৭) সতি-পূত-পবিত্র মূমিন সরলমনা মহিলার প্রতি অপবাদ দেয়া। (বুখারী-মুসলিম)

৭। যাদুকরের সাজা:

মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা, সে নারী হোক আর পুরুষ। বুজালা বিন আবাদাহ হতে বর্নিত তিনি বলেন: উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লিখে পাঠান যে, তোমরা প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা যাদুকরকে হত্যা কর। বর্ণনাকারী বলেন সুতরাং আমরা তিনটি যাদুকরকে হত্যা করি। (আহমাদ-সহীহ)

অতএব, এটি হলো উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মত যাদুকরকে হত্যা করা। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ)

অর্থাৎ তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়েত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত-তরীকাকে আঁকড়ে ধর। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

৮। যাদুকরের তাওবা:

পুরুষ-মহিলা কোন যাদুকরের তাওবা-শাসকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় বরং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে আল্লাহর নিকট তার তাওবা গ্রহণযোগ্য। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)

অর্থাৎ আল্লাহ নিশ্চয়ই বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর গড়গড়া না আসে। (তিরমিজী, ইবনে উমার থেকে ইবনে মাজাহ-হাসান)

৯। অধিকাংশ যাদু ব্যবহারকারী যারা:

মহিলারাই সাধারণত অধিকহারে যাদু ব্যবহার করে থাকে:
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق : 4].

অর্থাৎ এবং (জাদু করার উদ্দেশ্যে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে। (সূরা ফালাক: ৪)
সুতরাং মহিলাদের মধ্য হতে তারাই সুতা বা চুলে গিরা লাগায় ও তাতে তারা ফুঁক দেয়।

১০। যাদু হতে বাঁচার উপায়:

হে আল্লাহর বান্দা!

(ক) আলাহ্রই উপর ভরসা কর ন, জেনে রাখুন, যা আপনার দুর্ভাগ্যে লেখা রয়েছে তা ছাড়া কখনও আপনার কোন বিপদ ঘটবে না, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ)

অর্থাৎ জেনে রাখ, যা তোমাকে পৌঁছার তা তোমাকে ভুল করে ছেড়ে যাবে না। (হাকেম ও তবারানী-সহীহ)

(খ) সূরা ফালাক ও নাস দ্বারা আলাহ্র নিকট আশ্রয় চান।

আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিন হতে ও মানুষের চোখ লাগা হতে আশ্রয় চাওয়ার দু' সূরা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত (অন্য) কিছু দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যখন সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তা তিনি গ্রহণ করেন এবং সূরা দু'টি ব্যতীত অন্যগুলি ছেড়ে দেন। (তিরমিজী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

(গ) যখন আপনি রাতে শোয়ার জন্য বিছানায় যাবেন সুন্নাত হলো, আপনি আবুল আযহার আনমারী বর্ণিত হাদীসে যা এসেছে তা বলবেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাতে তার বিছানা গ্রহণ করতেন বলতেন:

بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى)

(আবু দাউদ-সহীহ)

(ঘ) যদি আপনি যাদুগ্রস্ত হন, তবে শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক ব্যবহার কর ন বা বৈধ ঔষুধ পত্র গ্রহণ কর ন আর তা একান্ত ওসীলা বা উপায় মাত্র মূলত আল্লাহ তায়ালা আরোগ্য দানকারী।

যাদুর প্রকার:

প্রথম প্রকার:

প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে শয়তানকে ব্যবহার করে গিরা লাগিয়ে তাতে ফুক দেয় তা হলো যাদু। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق : 4].

অর্থাৎ এবং (জাদু করার উদ্দেশে) গিরায় ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে। (সূরা ফালাক: ৪)

দ্বিতীয় প্রকার:

জ্যোতিষ বিদ্যা (যাতে নক্ষত্রে প্রভাব দাবি করা হয়) যা কিছু তারকা-নক্ষত্র সম্পর্কিত তা নিম্নরূপ হয়ে থাকে:

(ক) জ্যোতিষ বিদ্যা: (যাতে নক্ষত্রের প্রভাব দাবি করা হয়) তা যাদুর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী:

(مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কোন বিদ্যা গ্রহণ করল, সে যাদুর একটি অংশ গ্রহণ করল, সে বিদ্যায় যত বৃদ্ধি পায় যাদুতে তত বৃদ্ধি পাবে। (আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

জ্যোতিষ বিদ্যায় যত বৃদ্ধি পাবে যা কিছু তারা তাতে দাবি করে যে নিশ্চয়ই তা বিশ্ব জগতে প্রভাব সৃষ্টি করে তা দ্বারা অবশ্য যাদু শিক্ষারই অংশটি বেড়ে যায়।

(খ) অনুরূপ যাদুর অংশ জ্যোতিষ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হল, যা কোন কোন পেপার পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রাশি ফলের যে বর্ণনা দিয়ে থাকে। তাতে বলা হয় তা নিশ্চয় বিশ্ব জগতে প্রভাবে ফলে, যার অমূক রাশি সে এমন কিছু অর্জন করবে। এগুলিও যাদুর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তা হতে সতর্ক থাকা ও তা সর্বাত্বকভাবে প্রতিহত করায় সচেষ্ট হওয়া জরূরী, সে সব পত্রিকাগুলিতে এসব প্রচারে বাধা দেয়ার যাদের সামর্থ আছে বাঁধা দেয়া এবং প্রয়োজনে এসবের দায়িত্বশীলদের শাস্তি দেয়া উচিত।

(গ) জ্যোতিষ বিদ্যার প্রতি আস্থা-বিশ্বাস করা হারাম।

আবু মহজেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا : حيف الأئمة و إيمانا بالنجوم و تكذيبا بالقدر)

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের জন্য আমার পরবর্তীতে তিনটি বিষয়ে ভয় পাই: ইমাম-শাসকদের জুলুম, নক্ষত্রের বিশ্বাস ও তকদীরকে অস্বীকার। (ইবনে আসাকের-সহীহ)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أخاف على أمتي من بعدي خصلتين : تكذيبا بالقدر و تصديقا بالنجوم)

অর্থাৎ আমি আমার উম্মতের উপর আমার পরবর্তীতে দুটি স্বভাবের জন্য ভয় পাই, তাকদীর অস্বীকার ও নক্ষত্রের বিশ্বাস। (আবু ইয়ালা-সহীহ)

তৃতীয় প্রকার:

শয়তানকে ব্যবহার করে হরফে আবজাদ (আরবী অক্ষরের মান নির্ণয় সূচক বিদ্যা) শিক্ষা করা। এটিও যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(رُبَّ نَاظِرٍ فِي النُّجُومِ وَمُتَعَلِمِ حُرُوفِ أَبِي جَادٍ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَلاقٌ)

অর্থাৎ কত তারকা দর্শনকারী জ্যোতিষ ও কত হরফে আবেজাদ শিক্ষাকারী রয়েছে যার আল্লাহর নিকট কোন অংশ নেই। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ও বায়হাকী-সহীহ)

মাসয়ালাহ: যে যাদু করাতে চায় তার হুকুম:

কারো নিকট গিয়ে যাদু করাতে চাওয়া বা যাদু করা হোক তা স্বীকার করা হারাম। এমন করা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যাদুকর বা অন্য কারো ব্যাপারে যদি বিশ্বাস করে যে, সে গায়েব জানে তবে তা হবে বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত।

ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ليس منا من تطيّر و لا من تطيّر له أو تكهّن أو تكهّن له أو تسحر أو تسحر له...الحديث)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুলক্ষণ নির্ণয় করল বা যার জন্য কুলক্ষণ নির্ণয় করা হলো বা যে গনকগীরি করল বা যার জন্য গণনা করা হয় বা যে যাদু করল বা যার জন্য যাদু করা হল, তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বাযযার, ত্ববারানী, ইবনে আব্বাস হতে-সহীহ)

যাদুর মত কিন্তু যাদু নয়

যেমন:

(ক) বয়ান-বাক পটুতা: ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)

অর্থাৎ কোন কোন বক্তব্য অবশ্য অবশ্যই যাদুর অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী)

সুতরাং ভাষার মাধুর্যতা বাকশক্তি ও বাকপটুতার দ্বারা যদি হককে বাতেল ও বাতেলকে হকে পরিণত করে তবে তা অবশ্যই দোষণিয় ও হারাম। পক্ষান্তরে ভাষার মাধুর্যতা, বাকপটুতা ও বাকশক্তি দ্বারা যদি হক প্রকাশ, হককে ফুটিয়ে তোলা ও স্পষ্ট করা হয় ও বাতিলকে প্রতিহত করা হয়, তা অবশ্যই প্রশংসনীয় বরং তা জরুরী। অতএব যাতে এমন বাকশক্তি ও ভাষার মাধুর্যতা দেয়া হয়েছে তার তা অপব্যবহার করে বাতিলের সাহায্য

করা হারাম। বরং তার উচিত তা যেন সে হকের সাহায্যে ও বিজয়েই ব্যবহার করে।

(খ) একজনের কথা অন্য জনকে লাগানো:

বন্ধু-বান্ধবে বা স্বামী স্ত্রীর মাঝে যাদুর মত কিছু করে বিভেদ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেয়া এবং আত্মীয়দের মাঝে পরস্পর শত্রু তা সৃষ্টি করা, যা মূলত যাদুময় কথা-কাজের প্রয়োগের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কি আযহ যাদু সম্পর্কে খবর দিব, যা এমন কথা, মানুষের মাঝে লাগান হয়। (মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

(لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ)

অর্থাৎ চোগলখোর যে একজনের কথা অন্যজনকে লাগায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী-মুসলিম)

(গ) যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সংশোধন ও মিমাংসার জন্য উত্তম কথা বলে বেড়ায় সে মূলত মিথ্যুক নয় বরং তার আমল জায়েয ও সে জন্য তার সওয়াব রয়েছে। যেমন উম্মে কুলসূম বিনতে উকবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا)

অর্থাৎ মূলত যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে মিমাংসা করে সে মিথ্যুক নয়, অতএব সে যেন উত্তম কথা কাজ অন্যের নিকট নকল করে। (বুখারী-মুসলিম)

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা ! নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য করুন:

১। আপনার বক্তব্য ও আপনার ভাষার সৌন্দর্যতা ও মাধুর্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় কর ন। আপনি আপনার এ নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করত: তা হকের প্রকাশ, সাহায্য ও তা উঁচু/সফল করার ক্ষেত্রে কাজে লাগান, চায় তা বক্তব্য কবিতা আকারে হোক বা কাব্য বা পেপার-পত্রিকায় লিখে হোক, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা অন্য যে কোন চ্যানেল, মিডিয়া-তথ্য প্রচার মাধ্যমে হোক। আপনি আল্লাহর এ আয়াতটিকে এ ক্ষেতে সদা সম্মুখে রাখুন:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: 70].

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল। (সূরা আহযাব: ৭০)

আপনি আপনার ভাষার মাধুর্যতার নিয়ামতকে মিথ্যাচার বাতিলের প্রচার প্রসার ও তার পক্ষে হকের প্রতিবাদ করার অপব্যবহার হতে সতর্ক হোন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী দ্বারা সতর্ক হোন:

(وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ)

অর্থাৎ মানুষের জবানের কামাইয়ের জন্যই মুখমন্ডলের ভরে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। (তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ও আমাদ-সহীহ)

২। চোগলখোরী (একজনের কথা অন্য জনকে লাগানো) হতে বাচুন।

কেননা যে এমন করবে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার দুটি কবর দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলেন তারপর বলেন:

(إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ...الحديث)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ দুজনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তবে তাদেরকে খুব বড় কিছুর জন্য আজাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের প্রথমজন পেশাব হতে সতর্ক হতো না আর দ্বিতীয়জন একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে বেড়াতো...। (বুখারী-মুসলিম)

৩। মানুষের মাঝে আপোষ মিমাংসার কাজে অংশগ্রহণ কর ন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ الناس ﴾ [النساء : 114].

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত অথবা কোন সৎকাজের কিংবা লোকেদের মধ্যে মিলমিশের নির্দেশ দেয়। (সূরা নিসা: ১১৪)

যাদুর চিকিৎসা

✱যাদু গ্রস্ত ব্যক্তি হতে যাদু নষ্ট করার দুটি পদ্ধতি:

প্রথম পদ্ধতি:

(ক) যাদু করার প্রক্রিয়া যদি জানা যায় তবে তা বের করে নষ্ট করে ফেলুন।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যখন যাদু করা হয়, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(أَفَأَخْرَجْتَهُ...الحديث)

আপনি কি তা বের করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)
যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন:

(سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَخْرَجُوهَا فَجِيءَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ)

অর্থাৎ ইহুদী এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদু করে এর ফলে তিনি বেশ কিছু দিন আক্রান্ত হন। তারপর জিবরীল عليه السلام আগমন করেন ও বলেন ইহুদী এক ব্যক্তি আপনাকে অবশ্যই যাদু করেছে, অমূক কুপে আপনার নামে কিছু গিরা লাগিয়েছে, অতপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু লোককে পাঠালেন, তারা তা বের করে উপস্থিত করল, ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থতা হতে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে উঠে দাঁড়ালেন। (নাসীয়, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবু শায়বা-সহীহ)

(খ) যাদুতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া, দোয়া, শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক জায়েয, জিবরীল عليه السلام বলেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি আক্রান্ত হয়েছ? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ, তারপর তিনি বলেন:

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ)

(গ) যাদুগ্রস্ত কে কি দ্বারা চিকিৎসা করা হবে:

সাতটি সবুজ বরই পাতা নিয়ে দুটি পাথরে অতটুকু পানি দিয়ে পিষতে হবে যাতে গোসল করার জন্য যথেষ্ট হয় এবং আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে পানিতে ফুঁক দিবে। কুরআনের যে সব আয়াতে যাদুর বর্ণনা রয়েছে সেগুলি পড়া হলে তা উত্তম হবে। যেমন সূরা ত্বহার আয়াতগুলি, সূরা শুয়ারা, সূরা ইউনুস ও সূরা আরাফ। বরই পাতা পিষা পানিতে এসব আয়াত পড়া হবে। তারপর যাদুগ্রস্ত অসুস্থ ব্যক্তিকে তা হতে তিন চুল্লু পান করিয়ে যদি বাকী দ্বারা যাদুগ্রস্ত কে ও যে ব্যক্তি তার স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাকে গোসল করানো উত্তম হবে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: যাদুর চিকিৎসা যাদু দিয়ে, এটি অবশ্য হারাম পদ্ধতি। জাবের (রাযিয়াল্লাহু

আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

(سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ النُّشْرَةِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদু দিয়ে যাদুর চিকিৎসা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে, তিনি বলেন, তা হলো শয়তানের কাজ। (আবু দাউদ ও আহমাদ-সহীহ) কেননা যাদু দ্বারা যাদুর চিকিৎসা মূলত যাদুকরকে সহযোগিতা করা হয় এবং তার কার্যকলাপের স্বীকৃতী প্রদান হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة :2].

অর্থাৎ আর তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। (সূরা মায়িদাহ: ২)

সুতরাং মুসলিম যেন চিকিৎসার জন্যও যাদুকরের নিকট যাওয়া হতে সতর্কতা অবলম্বন করে। তবে পূর্বে যদি এমন কিছু কারো ঘটে থাকে সে যেন আল্লাহর নিকট তাওবা করে।

অধ্যায়: জ্যোতিষী, গণক ইত্যাদি প্রসঙ্গ

এক্ষেত্রে কতিপয় মাসয়ালা:

(ক) কাহেনের পরিচয়: যে ভবিষ্যতের গোপন ও অদৃশ্যের খবর জানার দাবি করে।

(খ) আররাফ কে?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

আররাফ: গনক ও জ্যোতিষি ও এদের মত কার্যক্রম পরিচালনাকারীদেরই একটি নাম, যারা বিভিন্ন পন্থায় খবর জেনে ব্যক্ত করে। অর্থাৎ কোন কোন পূর্বাভাষের দ্বারা বিশেষ বিষয় জানার দাবী করে, যার মাধ্যমে সে চুরি হওয়ার জিনিস, অন্তরে কি রয়েছে বা অনুরূপ কিছু ব্যাপার বলে দেয়।

(গ) কাহানাহ বা ভাগ্য গণনার হুকুম:

গনকের পেশা বা ভাগ্য গননামূলক জিন শয়তানের নৈকট্য অর্জন করে তাকে ব্যবহার করা। এমনটি বড় ধরনের কুফুরী ও বড় ধরণের শিরক, মূল তাওহীদের পরিপন্থী। সুতরাং গনক হল আল্লাহর সাথে বড় শিরককারী।

(ঘ) গণক যে পদ্ধতিতে মানুষের নিকট আসে:

গণক: যে গায়েব অদৃশ্যের খবর জানার দাবি করে থাকে সে মানুষের নিকট কিছু কিছু বাহ্যিক পন্থায় প্রকাশ পেয়ে থাকে যেমন: হাত পড়া, পেয়ালা, দাগ-নক্সা, নক্ষত্র, কংকর নিক্ষেপ বা দানা বিশেষ নিক্ষেপ ও তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ। এর দ্বারা কেউ কেউ প্রতারিত ও আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং মনে করে যে, এটি এমন একটি বিদ্যা যার মাধ্যমে সে সব বিষয়ে উপকৃত হবে। অথচ প্রকৃত পক্ষে অবশ্যই তাদের কর্মকান্ড প্রতারণা ও ধোকাবাজী।

গনক যে সব বিষয়ে খবর দেয় তা মূলত জ্বিন শয়তানদেরকে ব্যবহার ও তাদের মাধ্যমেই দিয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমানরা যেন তাদেরকে বিশ্বাস ও তাদের অনুকরণ থেকে সতর্ক হোক।

(ঙ) গণক ও তাদের নিকট যারা আসে তাদের সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

হে মুসলিম! নিম্নের বিষয়গুলির ব্যাপারে সতর্ক হোন।

১। গনকরা মূলত কোন কিছুই নয়, তারা একটি কথার সাথে শত মিথ্যা জড়িয়ে দেয়, অতএব, তাদেরকে বিশ্বাস করবেন না।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে, তিনি বলেন:

(سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ)

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কতিপয় লোক গনকদের সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: তারা মূলত কিছুই না, তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো কোন কোন ব্যাপারে কথা বলে আর তা সত্যে পরিণত হয়, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সে কথাটি তো সত্যেরই অন্তর্ভুক্ত, যা জ্বিন (শয়তান) ছিনিয়ে নেয়, অতপর সে কথা তার (মানব) বন্ধুর কানে মুরগীর করকরানোর মত করকরায়। তারপর তারা তার মধ্যে শতাধিক মিথ্যা মিশ্রন করে। (বুখারী-মুসলিম)

২। গনকরা যা বলে তার অধিকাংশই মিথ্যা হয়, সত্য হয় না; তবে যে কথাটি তারা আকাশ হতে শুনে থাকে তাই সঠিক হয়ে থাকে। সুতরাং যে কথাটি তারা আকাশ হতে শুনেছে তা সত্যে পরিণত হয়, অন্য শত কথা মিথ্য হলেও যারা এ গনকদের নিকট আসে তাদেরকে তারা সত্য মনে করে।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا ﴿ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ ﴿ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنْ السَّمَاءِ)

অর্থাৎ আল্লাহ যখন আকাশে কোন বিষয় ফয়সালা করেন, ফেরেশতাগণ তখন আনুগত্য প্রকাশ করত: তাদের বাহু পিঠতে থাকে। তার উক্তি তা যেন বড় প্রস্তরে জিঞ্জিরা ঘাতের মত, সুতরাং যখন তাদের অন্তরসমূহ হতে ভীতি দূর হয়ে যায়, তারা বলে তোমাদের রব কি বলেছেন, তারা বলে তাদের উদ্দেশ্যে, বলেছেন সত্যই আর তিনি উচ্চ সুমহান, অতপর উক্ত কথা সে আড়ি পেতে চুরি করে শুনে নেয়। আর কথা চোর একজনের উপর অন্যজন এরূপ হয়ে থাকে। সুফিয়ান তার হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে ধরণ বর্ণনা করেন। অতপর কথাটি শ্রবন করে তারপর সে যে তার নিম্নে তার দিকে নিক্ষেপ করে, তারপর সে তার নিম্নের জনকে পৌঁছে দেয়, এভাবে পরিশেষে তা যাদুকর বা গনকের জবানে পৌঁছে যায়।

কখনও চোরাই কথাটি অন্যকে পৌঁছানের পূর্বেই তার উপর উল্কা (তারকা খন্ড) পতিত হয় বা কখনো সে কথাটি অন্যকে পৌছে দিতে পারে নিজে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই। এর সাথে তারা আরো শতটি মিথ্যা যুক্ত করে, এরপর বলা হয় সে কি আমাদের কে অমূক দিন অমূক কথা অমূক কথা অমূক বলেনি। এভাবে তারা সে কথা বিশ্বাস করে যা আকাশ হতে শুনেছিল ।(বুখারী)

৩। গনকদেরকে বিশ্বাস করবেন না, কেননা যে ব্যক্তি গনকের নিকট আসে ও সে যা বলে

বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তার সাথে কুফুরী করে। যেমন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋতুবর্তী বা স্ত্রীর পিছন দ্বারে সহবাস করল বা গনকের নিকট এসে সে যা বলে বিশ্বাস করল, তবে অব্যশই সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফুরী করল। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

এবং আবু দাউদ অন্য শব্দমালায় বর্ণনা করেন:

(مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গনকের নিকট আসল, মূসা তার হাদীসে বলেন, আর সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, অতপর উভয়ে এ বিষয়ে একমত হল বা স্ত্রীর নিকট আসল মুসাদ্দাদ বলেন: তার ঋতুবতী স্ত্রীর নিকট আসল বা স্ত্রীর নিকট আসল (অর্থাৎ) মুসাদ্দাদ বলে: তার স্ত্রীর পিছনদ্বার দিয়ে আসল, তবে সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা হতে মুক্ত। (সহীহ)

সুতরাং যে ব্যক্তি গনকের ইলমে গায়েব জানার দাবির ব্যাপারে সে যা কিছু বলে আর তা বিশ্বাস করে নেয়, তবে সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাওয়ার মত কুফুরীতে পতিত হয়। কেননা সে অবশ্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী হতে অবগত হয়েছে যে, চোরাই কথার সাথে সে শত মিথ্যা যুক্ত করে অতএব তার সব কথা সত্য নয় তবুও সে তাকে বিশ্বাস করে, যার ফলে মূলত সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই অবিশ্বাস করল যাতে বড় কুফুরীতে সে পতিত হয়ে যায়।

৪। জ্যোতিষি ও গণকদেরকে বিশ্বাস করবেন না, কেননা যে ব্যক্তি জ্যোতিষি বা গণকের নিকট আসবে অতপর কোন কিছু তার নিকট জিজ্ঞেস করবে, তার চলিশ রাত নামায কবুল হবে না। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন স্ত্রী বর্ণিত হাদীস হতে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্যোতিষির নিকট আসল অতপর তার নিকট কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তার চল্লিশ রাত পর্যন্ত নামায কবুল হবে না। (মুসলিম)

এ হুকুম তো যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু বিশ্বাস করে না, যেমন তাকে কেউ কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল ও বলল, আমি তাকে বিশ্বাস করি না তবে তাতে আগ্রহ ছিল তাই জিজ্ঞেস করে।

৫। তবে যে ব্যক্তি জ্যোতিষি বা গণকের নিকট এসে তার প্রতিবাদ বা তাকে ধরার জন্য পরীক্ষা মূলক জিজ্ঞেস করে তবে তা নিষেধের মধ্যে পড়বে না। বরং জ্যোতিষি ও গণকের প্রতিবাদ করা ও শরীয়ত সম্মত পদ্ধিতিতে তাকে গ্রেফতার ও শাস্তি দেয়া ওয়াজিব।

৬। জ্যোতিষি বা গণকের সে পেশা হতে তওবা করার পর তাদের পূর্বে কর্ম-কান্ড বা গননা পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা জায়েয, যেমন ভাবে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাওয়াদ বিন কারেবকে জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

(চ) গণকের কর্ম কান্ড সন্তুষ্ট বা যে ব্যক্তি এমন কিছু অন্যের নিকট তলব করে তার হুকুম: যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে বা এ গণকের পেশায় সন্তুষ্ট বা অন্যের নিকট হতে তা চায়, সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইমরান ইবনে হুসাইনের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(ليس منا من تطير و لا من تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو تسحر له)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কু লক্ষণ নির্ণয় করালো বা যার জন্য কুলক্ষণ নির্ণয় করা হলো বা ভাগ্য গণনা করলো বা যার জন্য যাদু করিয়ে দেয়া হলো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বাযযার-সহীহ)

অধ্যায় : পাখি দ্বারা অশুভ বা কু লক্ষণ নির্ণয়

এতে রয়েছে বেশ কিছু মাসয়ালা:

(ক) পরিচয়: পাখি বা অন্য কিছু দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা।

(খ) পাখির নড়া-চড়াও তাকদীর অনুযায়ি:

মুসলমানদের জানা উচিত বিশ্ব জাহানের সব কিছুই আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীর সাপেক্ষেই হয়ে থাকে, চায় তা পাখির নড়া-চড়া হোক আর তার স্থিরতা হোক বা পাখি ব্যতীত অন্যের হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر : 49].

অর্থাৎ আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (সূরা কামার: ৪৯)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الطير تجري بقدر)

অর্থাৎ পাখিরা তাকদীর অনুযায়ী চলে। (হাকেম-হাসান)

(গ) শুভ-অশুভ নির্ণয় করা পাখির সাথে খাস নয়:

শুভলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ পাখির মধ্যে নির্ধারিত নয়। বরং তা দুর্ঘটনা দেখতে পাওয়া, ব্যক্তি, সময়, কাল ইত্যাদি যা কিছুই মানুষের উদ্দেশ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে না বা বাধা সৃষ্টি করে এর অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং কোন মুসলমান যদি গৃহ হতে তার কর্মস্থলের দিকে রওয়ানা হয় আর তার দরজায় একটি শৃগাল বা কোন কানা লোক দেখতে পায়, যার ফলে সে তাকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে কার্য ক্ষেত্রে না গিয়ে ফিরে আসে, তবে সে অবশ্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে হারাম শুভ-অশুভ নির্ণয় নিষেধ করেছেন তার মধ্যে পতিত হল।

(ঘ) শুভ-অশুভ নির্ণয় প্রথার নিজস্ব কোন প্রভাব নেই, এ প্রথা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না, যেমন আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ)

অর্থাৎ সংক্রামিত ও শুভ-অশুভ নির্ণয়ের কোন প্রভাব নেই। (বুখারী-মুসলিম)

এটি নিছক অন্তরে উদয় হওয়া ধারনা মাত্র। যা আল্লাহ নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদীরে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। যেমন মুয়াভিয়া আস সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন:

(وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ)

অর্থাৎ আমাদের মাঝে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করে, তিনি বলেন: এগুলি এমন জিনিস যা তারা নিজেদের অন্তরে লালন করে থাকে অথচ এসব তাদেরকে প্রতিহত করতে পারে না। (মুসলিম)

(ঙ) অশুভ নির্ণয় করা দু প্রকার:

প্রথম প্রকার:

এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, যা দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা হয় যেমন কোন ব্যক্তি, জন্তু, কিছু মন্তব্য করা, পাখি বা অন্য কিছু। তা নিজেই সে কাজের সুপ্রভাব সৃষ্টি করতে পারে বা সে নিজেই সে কাজের কুপ্রভাব দূর করতে পারে এমন বিষয় আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে আল্লাহর সাথে অন্য সৃষ্টা বিশ্বাস করা হয়। অত:পর যদি যা দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করা হয় তাই তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে মনে করে ভয় করে তবে তা হবে ইবাদতের মধ্য শিরক (ভয়-ভীতি মূলক শিরক)।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الطِّيَرَةُ شِرْكٌ)

অর্থাৎ শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় করা একটি শিরক। (আহলে সুনান ও আহমাদ-সহীহ)

দ্বিতীয় প্রকার:

এমন বিশ্বাস পোষণ করা, যা দ্বারা শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় করা হয় তা স্বয়ং নিজে প্রভাব ফেলতে পারে না তবে তা ভাল মন্দের কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিষের স্রষ্টা, তবে তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত কেননা সে এমন জিনিসকে কারণ অভিহিত করেছে যা মূলত এর কারণ নয়। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الطِّيَرَةُ شِرْكٌ)

অর্থাৎ শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। (আহলে সুনান ও আহমাদ-সহীহ)

(চ) মুসলিম ও অশুভ নির্ণয়:

১। হে মুসলিম! কোন কিছুর দ্বারা শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় করবেন না (এমনটি হারাম) বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কিছুর দ্বারা শুভ-অশুভ নির্ণয় করতেন না। (আবু দাউদ)

২। মুসলিম! আপনি আপনার প্রয়োজনিয় কর্ম চালিয়ে যান, আপনাকে যেন শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় প্রথা বিরত না রাখে বরং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্নিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)

অর্থাৎ যাকে তার প্রয়োজনীয় কাজ পূর্ণ করতে শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় প্রথা বিরত রাখবে অবশ্যই সে শিরক করে। (আহমাদ-সহীহ)

বান্দা যদি আল্লাহর উপর ভরসা করে তবে, শুভ-অশুভ নির্ণেয় প্রথার ফলে তার অন্তরে যা সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা দূর করে দিবেন। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ)

অর্থাৎ আমাদের মাঝে এমন কারো কোন কিছু হয় না বরং আল্লাহ তা ভরসা করা দ্বারা দূর

করে দেন। (আবু দাউদ-সহীহ)

৩। শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় যদি আপনাকে আপনার প্রয়োজন হতে না ফিরায়, এ ব্যাপারে কোন খারাপ ধারাণাও পতিত না হয় বরং আপনি তা হতে বিমূখ হয়ে যান, তবে এতে কোনই সমস্যা হবে না। আল্লাহরই উপর ভরসা কর ন, স্বীয় রবের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ কর ন এবং জেনে রাখুন, সকল বিষয় আল্লাহর হাতে।

৪। হে মুসলিম! প্রয়োজন হতে এ কুপ্রথা আপনাকে ফিরিয়ে দিব তা হতে আপনি সতর্ক হোন, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমকে নিষেধ করেছেন যেন তাকে এ কুপ্রথা ফিরিয়ে না রাখে। উকবা বিন আমেরের হাদীসে যখন তার নিটক শুভ-অশুভ নির্ণয় প্রথার উল্লেখ করা হয় তিনি বলেন:

(أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا...الحديث)

অর্থাৎ ভাল ধারণা পোষন তার মধ্যে উত্তম, মুসলিমকে তা হতে ফিরিয়ে দিবে না...। (আবু দাউদ-সহীহ)

***হে মুসলিম আপনি যদি কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখেন তবে নিম্নের বিষয়গুলি পালন করুন:**

১। আপনার প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যান, তা হতে ফিরবেন না।

২। আল্লাহরই উপর ভরসা কর ন।

৩। উকবা ইবনে আমের বর্ণিত হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তাই বলুন, তা হলো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি এমন দেখে যা সে অপছন্দ করে সে যেন বলে:

(اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! কোন কল্যাণই কেউ আনতে পারে না তুমি ব্যতীত, অকল্যাণসমূহকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না তুমি ব্যতীত এবং তোমার সাহায্য ব্যতীত কোন পরিবর্তনের ক্ষমতাও কোন শক্তি নেই। (আবু দাউদ-সহীহ)

৪। আপনার অন্তরে এ ধরণের কিছু উদয় হলে কাফফারা আদায় কর ন, অতএব ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে যেভাবে এসেছে তা বলুন, তারা বলেন: হে আলাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাফফারা কি? তিনি বলেন: তাদের কেউ যেন বলে:

(اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার কল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ নেই, তোমার সুফল ছাড়া কোন সুফল নেই এবং তুমি ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই। (আহমদ-সহীহ)

৫। জেনে রাখুন এর উত্তম দিক হলো শুভ দিক নির্ণয় করা। কেননা উকবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: এর উত্তম দিক হলো শুভ দিক কামনা করা। (আবু দাউদ-সহীহ)

সুতরাং মুসলমানের উচিত, তার শুভ দিকটা পছন্দ করা, আর তা হলো উত্তম কালেমা বাক্য প্রয়োগ করা। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ)

অর্থাৎ আমার নিকট শুভ নির্ণয় বা শুভ কথায় পছন্দনিয়। বর্ণনাকরী বলেন বলা হল শুভ কথা কি? তিনি বলেন উত্তম কথা। (বুখারী-মুসলিম)

-আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন একটি কথা শুনতে পান যা তার পছন্দ হয়, অতপর তিনি বলেন: তোমার মুখ থেকে শুভ কথাটি আমরা গ্রহণ করলাম। (আবু দাউদ-সহীহ)

-আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন প্রয়োজনে বের হতেন তখন তিনি হে রাশেদ (পথ প্রদর্শক) হে নাজীহ (নাজাত প্রাপ্ত) শুনা পছন্দ করতেন। (তিরমিজী-সহীহ)

-বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কিছু দ্বারা লক্ষণ নির্ণয় করতেন না, তবে তিনি যখন কোন কর্মচারী প্রেরণ করতেন আর তার নাম জিজ্ঞেস করতেন যদি তার নাম ভাল লাগত তা শুনে খুশী হতেন, সে খুশী তার চেহারায় ফুটে উঠত, যদি তার নাম অপছন্দ হত, তবে তার চেহারায় তার অপছন্দের ছাপ ফুটে উঠত।

অনুরূপ তিনি যখন কোন গ্রামে প্রবশে করতেন আর তার নাম জিজ্ঞেস করতেন, যদি তার নাম পছন্দ হত তিনি খুশী হতেন ও তার চেহারায় খুশীর ছাপ ফুটে উঠত, আর যদি তার নাম অপছন্দ করতেন তবে তার চেহারায় অপছন্দের ছাপ ফুটে উঠত। (আবু দাউদ - সহীহ)

অবশ্য শুভ ধারণা প্রশংসনীয় বিষয়, কেননা এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি সে উত্তম ধারণা পোষণকারী, তার নিকট যা রয়েছে তার আশাধারী, তার দেয়া অঙ্গীকারের প্রতি আস্থাভাজন ও শয়তানের বিব্রত করা হতে বেপরোয়াই বিবেচিত হয়।

﴿ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المجادلة : 10].

অর্থাৎ মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য শয়ত্বান (প্ররোচিত কাজ)। (সূরা মুজাদালা: ১০)

৬। হে মুসলিম, আপনার প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা ওয়াজিব। অতএব অন্তর দ্বারা আল্লাহর উপর আস্থা পোষণ করুন। আপনার উচিত আপনি শরয়ী ও তাকদীরী উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে চলবেন এ বিশ্বাস পোষণ করে যে এটি নিছক কারণ বা উপায় মাত্র, মূলত আল্লাহই কারণ ও উপকরণসমূহের সৃষ্টা, তিনিই সমস্ত কিছুর একক সৃষ্টা।

৭। হে মুসলিম! আপনার উচিত এ প্রথার প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহরই উপর ভরসা, আপনার ইবাদতে তারই জন্য ইখলাস সৃষ্টি/তৈরী করা, তারই উপর ভরসা করা

এবং আপনার রবের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা। যেন আপনি ঐ সমস্ত সত্তর হাজার লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যারা জান্নাতে বিনা হিসাবে ও বিনা আজাবে প্রবেশ করবেন। যেমন ইবনে আব্বাসের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

অর্থাৎ তারা তন্ত্র-মন্ত্র করে না, শুভ-অশুভ ভাগ্য নির্ণয় করে না ও দাগ লাগায় না বরং তাদের রবের প্রতি ভরসা করে থাকে। (বুখারী-মুসলিশ)

অধ্যায়: রোগ সংক্রামিত হওয়া প্রসঙ্গ

✸ **রোগ সংক্রামন বলতে বুঝায়:** রোগের জীবানু বা উপকরণ একজন হতে অন্যজনের নিকট অতিক্রম বা স্থানান্তর হওয়া

✸ **রোগ সংক্রামন বিশ্বাস হারাম। আর তা দু প্রকার:**

প্রথম প্রকার:

এমন বিশ্বাস পোষন করা যে, এ সংক্রামন স্বয়ং স্বক্রিয় ও প্রভাব বিস্তারকারী, তবে তা হবে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর এমন শিরক মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় প্রকার:

যদি বিশ্বাস পোষণ করে এ সংক্রামান ব্যাধি ছড়ানোর একটি কারণ মাত্র তবুও তা হবে শিরকে আসগার ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত ও অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। কেননা সে উক্ত জিনিসকে কারণ অভিহিত করেছে যা মূলত কারণ নয়। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ)

অর্থাৎ কোন সংক্রামন কোন শুভ অশুভ নির্ণয় পেঁচার ডাক ও সফর মাসের বিশেষ কোন রহস্য নেই। (বুখারী-মুসলিম)

হে আল্লাহর বান্দা! নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

১। বলুন: রোগ সংক্রামিত হওয়া বলতে কিছু নেই। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নাকচ করেছেন। যেমন বলেন:

(لَا عَدْوَى)

অর্থাৎ কোন রোগ সংক্রামিত হয় না।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعِيرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِذَنَبِهِ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا)

অর্থাৎ কোন জিনিস কোন জিনিসে সংক্রমিত হয় না। একজন বেদুইন বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের লেজের মাথায় চুলকানী জাতীয় রোগ এক উটকে হলে (দেখা যায়) সব উটেই তা হয়ে গেছে, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: প্রথমটিকে কে সে ব্যধিগ্রস্ত করল, মূলত রোগের কোন সংক্রমন নেই এবং সফর মাসেরও কোন রহস্য নেই, আল্লাহ প্রত্যেক কেই সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবন, তার রযী ও তার বালা মসীবতও লিপিবন্ধ করেছেন। (তিরমিজী ও আহমাদ-

সহীহ)

২। আপনি যদি ব্যাধিসংক্রমনের আকীদা পোষণ করেন তবে আপনার মধ্যে রয়েছে জাহেলিয়্যাতের কুসংস্কারসমূহের একটি কুসংস্কার। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেছেন:

(أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ وَالْأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে চারটি জাহিলিয়্যাতের কুসংস্কার বিদ্যমান, লোকেরা তা ছাড়তে পারে না, সেগুলি হলো: (১) বিলাপ করা (২) বংশের খোটা দেয়া (৩) রোগ সংক্রমিত হওয়ার বিশ্বাস পোষণ অর্থাৎ একটি উট লেজের বিশেষ ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে শত উটে তা সংক্রমিত করে তবে প্রথম উটটিকে কে সে ব্যধিগ্রস্থ করল এবং (৪) নক্ষত্রের কুসংস্কার যে, অমূক অমূক নক্ষত্রের সাহায্যে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন হয়েছে। (তিরমিজী-হাসান)

৩। যদি কোন বসতিতে কলেরা আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনেন তবে সেখানে প্রবেশ করবেন না। পক্ষান্তরে আপনি যে বসতিতে রয়েছেন সেখানে যদি পতিত হয় তবে তা হতে ভেগে যাবেন না, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ)

অর্থাৎ তোমরা যদি কোন স্থানে কলেরার খবর শুন তবে সেখানে প্রবেশ করবে না আর যদি কলেরা এমন স্থানে আসে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ, তবে সেখান হতে বেরিয়ে চলে যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

৪। আপনি আপনার অসুস্থ উট, ছাগল, গরু বা অন্য পশু সুস্থ পশুর মধ্যে নিয়ে আসবেন না। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: অসুস্থগুলিকে সুস্থদের সাথে আনা হবে না। (বুখারী-মসিলম)

৫। উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এমন কিছু বুঝায় না যাতে ব্যধির সংক্রামন প্রমাণিত হয়, যেমন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ)

অর্থাৎ তোমরা যদি কোন স্থানে কলেরার খবর শুন তবে সেখানে প্রবেশ করবে না আর যদি কলেরা এমন স্থানে আসে যেখানে তোমরা অবস্থান করছ তবে সেখানে হতে বেরিয়ে চলে যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

এবং আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম) বলেন:

(لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)

অসুস্থগুলিকে সুস্থদের সাথে আনা হবে না। (বুখারী-মসিলম)

সুতরাং হাদীসদ্বয়ে এমন কিছু নেই যা দ্বারা ব্যধির সংক্রামিত হওয়া প্রমাণ হয়।

আর তা অবশ্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তাওহীদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ও প্রত্যেক সে উপায় বন্ধ করে দেয়ার জন্য যা শিরকের দিকে নিয়ে যায়। (আলাহ্ই অধিক জ্ঞাত)

অতএব যে ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত হবে সে যেন না বলে যে, এটি অবশ্য সংক্রামিত হওয়ার ফলে হয়েছে। বরং সে যেন মনে করে নিশ্চয়ই এটি তার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যধি সংক্রমিত হওয়াকে নাকচ করেছেন তার বানী:

(لَا عَدْوَى).

কিন্তু যখন কোন ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আশংকা হয় যে সে বলবে নিশ্চয়ই এ ব্যধি সংক্রামিত হয়ে এসেছে। (এক্ষেত্রেই) অবশ্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন সে যেন কলেরা আক্রান্ত স্থানে প্রবেশ না করে এবং কলেরা আক্রান্ত স্থান থেকে বের হয়ে চলে না যায়। কেননা সে যদি বিশ্বাস করে যে, তা সংক্রমিত হয়েছে তবে সে ছোট শিরক বা বড় শিরকে পতিত হবে। সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে উক্ত নিষেধাজ্ঞা ও নাকচ ছিল মূলত তাওহীদেরই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

অধ্যায়:জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু এসেছে:

এর দ্বারা তাওহীদের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায় বা অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতা থাকে না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার:

প্রথম প্রকার:

এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, নিশ্চয়ই নক্ষত্র তারকারাজী ভূমন্ডলে ঘটমান সব কিছুতেই স্বয়ং সক্রিয় ও প্রভাব বিস্তারকারী, যেমন এ মত পোষণ করে থাকে নক্ষত্রপূজারী সাবায়ি সম্প্রদায়। এমন বিশ্বাস আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত, আর যদি নক্ষত্রের পূজা করে তবে সে ইবাদতে শিরককারী হয়ে থাকে। এটি মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন বিশ্বাস পোষণ নিশ্চয়ই তারকারাজী-নক্ষত্রমন্ডলী যত কিছু ঘটে তার একটি কারণ মাত্র মূলত তা সক্রীয় ও প্রভাব বিস্তারকারী নয়, যেমন কেউ বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই তারকামন্ডলী বৃষ্টি বর্ষনের একটি কারণ, অতএব বলে থাকে অমূক অমূক তারকার মাধ্যমে আমরা বৃষ্টি পেয়ে থাকি। এমন বিশ্বাস পোষণ করা ছোট কুফরী ও ছোট শিরক যা অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। এটি জাহেলী যুগের কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত।

আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ...الحديث)

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলিয়াতের কুসংস্কারের মধ্য হতে চারটি কুসংস্কার রয়েছে যা তারা পরিত্যাগ করতে পারে না, (তা হলো:) বংশের গর্ব, বংশের খোটা, তারকামন্ডলীর ওসীলায় বৃষ্টি কামনা এবং বিলাপ করা..। (মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হোদায়বিয়ার রাতে বৃষ্টি বর্ষণের পর ফজর নামায আদায় করেন, জনতার দিকে ফিরে বললেন:

(هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)

অর্থাৎ তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? সাহাবগণ বলেন আল্লাহ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ বলেছেন: আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমান রেখে প্রভাত করে, কেউ কাফের হয়ে। অতএব যে ব্যক্তি বলল: আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং তারকামন্ডলীর প্রতি কুফুরীকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে অমূক অমূক তারকার মাধ্যমে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ হয়েছে, তবে সে আমার উপর কুফরীকারী ও তারকার উপর বিশ্বাসকারী। (বুখারী-মুসলিম)

যদি তারকামন্ডলী হতে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয় আর বিশ্বাস করা হয় যে, তারকামন্ডলিই স্বক্রীয় প্রভাব বিস্তারকারী যা মূলত পৃথিবীতে বৃষ্টি ও অন্যান্য বিষয় ঘটিয়ে থাকে। তবে সে অবশ্যই বড় কুফুরীরকারীদের অন্তর্ভুক্ত। যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

তৃতীয় প্রকার: তারকামন্ডলীর অবস্থান সম্পর্কিত বিদ্যা, যেমন কিবলা নির্ণয় সম্পর্কে জানা এবং কৃষকরা তারকামন্ডলীর কক্ষপথ ও তার বিভিন্ন লক্ষণ দেখে আবাদের উপযুক্ত মৌসূম নির্ধারণ করে বা এ ধরেণের অন্যান্য কিছু, এমন হলে তা জায়েয, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: 16] .

অর্থাৎ আর দিক-দিশা প্রদানকারী চিহ্নসমূহ; আর তারকারাজির সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে। (সূরা নাহল: ১৬)

হে আল্লাহর বান্দা জেনে রাখুন:

আলাহ তার বান্দার উপকারের জন্যই তারকা ও নক্ষত্ররাজী সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলি সৃষ্টিতে রয়েছে বিশেষ হিকমত রহস্য যা আল্লাহই জানেন আর তার মধ্যে হতে আমাদেরকে যা জানানো হয়েছে তা আমরা গ্রহণ করব যেমন:

(ক) তারকা মন্ডলী আকাশের নিরাপত্তা, যেমন আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ)

অর্থাৎ তারকামন্ডলী আকাশের নিরাপত্তা, সুতরাং তারকা যখন চলে যাবে আকাশে আসবে যা ওয়াদা করা হয়েছে। আমি সাহাবাদের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ, সুতরাং আমি যখন চলে যাব, আমার সাহাবাদের নিকট তা আসবে যা তাদের প্রতি ওয়াদা রয়েছে, আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা স্বরূপ, সুতরাং যখন আমার সাহাবাগণ চলে যাবেন, তখন আমার উম্মতের উপর হাজির হবে যা তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

(খ) তারকামন্ডলী আকাশের শোভা:

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴾ [الصافات : 6].

অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুশোভিত করেছি (সূরা সাফফাত: ৬)

(গ) এ তারকামন্ডলী প্রত্যেক শয়তান হতে আকাশের জন্য হেফাযত স্বরূপ: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾[الصافات : 7].

অর্থাৎ আর (এটা করেছি) প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়ত্বান থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। (সূরা সাফফাত: ৭)

(ঘ) তারকামন্ডলী শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾[الملك: 5].

অর্থাৎ আর শয়ত্বানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন। (সূরা মুলক: ৫)

(ঙ) দিক নির্দেশনার নিদর্শন: যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل : 17].

অর্থাৎ আর দিক-দিশা প্রদানকারী চিহ্নসমূহ; আর তারকারাজির সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে। (সূরা নাহল: ১৭)

হে মুসলিম! আপনার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আপনি কথা বলবেন না। যেমন তারকামন্ডলীর বিষয়ে আমরা কোন খবর বলবো না, কেননা যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই সে বিষয়ে বলা জায়েয নেই।

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا)

অর্থাৎ যখন আমার সাহাবাদের চর্চা হয় তখন তোমরা থেমে যাও, তারকামন্ডলী সম্পর্কে চর্চা হয়, তখন তোমরা থেমে যাও এবং যখন তাকদীর সম্পর্কে চর্চা হয় তখনও থেমে যাও। (তবারানী-সহীহ)

*চন্দ্রের কক্ষপথ সম্পর্কে জানার হুকুম সম্পর্কিত মাসায়ালা:

কোন দোষ ছাড়াই চন্দ্রের কক্ষপথ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ জায়েয। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾[يونس : 5].

অর্থাৎ মানযিলসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গুণে (সময়ের) হিসাব রাখতে পার। (সূরা ইউনুস: ৫)

আল্লাহ তায়ালা এসব শিক্ষা দিয়ে তার বান্দাদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন। অতএব তা জায়েয।

অধ্যায়:

ইলম অর্জন দ্বারা মানুষের দুনিয়া অর্জনের নিয়ত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

*কর্মের নিয়ত কয়েক প্রকার হয়ে থাকে:

প্রথম প্রকার:

বান্দার নিজ ইবাদত দ্বারা আল্লাহরই সন্তুষ্টি ও পরকালই কামনা করা, সুতরাং সে তার নামায, রোযা, ইত্যাদি দ্বারা ইহকালীন কোন বিনিময় চায় না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল চায়, তবে এমনই তো আসলে ওয়াজিব।

অতএব উক্ত ইবাদত সমূহ দ্বারা তার দুনিয়া অর্জনের নিয়ত করা উচিত নয় অনুরূপ তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইহকাল ও পরকাল (একসাথে) অর্জনের নিয়ত করাও উচিত নয়। এমন যদি নিয়ত করে তবে সে একজন মুশরিক বলে গণ্য হবে। অনুরূপ সে যদি তার নামাযের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শরীর চর্চা উদ্দেশ্য রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾[الإسراء: 19].

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে আর তার জন্য চেষ্টা করে যতখানি চেষ্টা করা দরকার আর সে মু'মিনও, এরাই হল তারা যাদের চেষ্টা সাধনা সাদরে গৃহীত হবে। (সূরা ইসরা: ১৯)

পক্ষান্তরে আদত, অভ্যাস বা পার্থিব্যজগতের কাজ কর্ম দ্বারা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের নিয়ত নাও রাখে তবে তার ক্ষতি নেই, তবে যদি তার নিয়তকে ভাল করে তার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত ও অনুসরনে সহযোগীতা হবে এমন নিয়ত করে তবে সে সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় প্রকার:

বান্দা যদি তার নামায, রোযা অন্যান্য ইবাদত সমূহ দ্বারা শুধু দুনিয়া অর্জনই নিয়ত রাখে, যদিও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, কিন্তু সে নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করে ঠিকই আল্লাহর জন্য তবে সে এর দ্বারা চায় যে তার শরীর শক্তিশালী ও বৃদ্ধি লাভ করবে, রোযা দ্বারা তার পাকস্থলী ঠিক হবে, যাবতীয় ব্যধিমুক্ত হবে, আর সে এর দ্বারা পরকালে আল্লাহর নিকট কোন সওয়াব চায় না, তবে তা হবে আল্লাহর সাথে এক বড় শিরক। যা মূল তাওহীদেরই পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾[هود: 15،16].

অর্থাৎ যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে, তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা

হয় না।

কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নাই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিষ্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে। (সূরা হূদ: ১৫-১৬)

তৃতীয় প্রকার:

শরীয়ত নির্ধারিত ইবাদত দ্বারা যদি বান্দা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চায় যেমন আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা, এ বিষয়ে যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার রযী প্রশস্ত ও (দুনিয়া) তার প্রভাব ও চিহ্ন রেখে আনন্দিত হতে চায় সে যেন আত্মিয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী-মুসলিম)

অনুরূপ দান খয়রাত যেমন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا)

অর্থাৎ বান্দাগণ প্রত্যেহ যখনই প্রভাত করে তখন দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন, দুজনের একজন বলেন: হে আল্লাহ আপনি দানকারীকে অনুরূপ প্রতিদান দিন এবং অন্যজন বলেন: হে আল্লাহ যে দান করে না তার সম্পদ নষ্ট করুন। (বুখারী-মুসিলম)

সুতরাং বান্দা যদি আত্মিয়তা সম্পর্ক অটুট রাখে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালে সওয়াবের আশায় তবে তার রযী বরকত দেয়া হবে। অনুরূপ বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরকালে সওয়াব ও আল্লাহর নিকট তার বিনিময় কামনা করে তবে কোন দোষ নেই ও তাতে কোন কিছু অপছন্দের নেই।

চতুর্থ প্রকার:

যে ব্যক্তি তার ইবাদতে মূলত: আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল কামনা করে কিন্তু মাঝখানে তার মধ্যে রিয়া বা মানুষকে দেখান বা শুনানোর ইচ্ছা জেগে উঠে, তবে জানতে হবে নিশ্চয়ই এ রিয়া সে আমলকে নষ্ট করে দেয় যে আমলে তা যুক্ত হয়।

পঞ্চম প্রকার:

নামায, রোযা ও অন্যান্য মৌলিক ইবাদত ব্যতীত, অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের ইবাদত। যেমন যদি ইলম অর্জন করে, শুধু ডিগ্রী অর্জন ও চাকুরী করার জন্য অথচ তার মৌলিক ঈমান রয়েছে বা কুরআন শিক্ষা করল এ জন্য যে তা দ্বারা সে কুরআন শিক্ষা কোর্স খুলে অর্থ উপার্জন করবে, তবে তা দোষনীয়, কেননা তা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরণের লোকের উপর বদদোয়া করেছেন যা আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ...الحديث)

অর্থাৎ দ্বীনারের গোলাম ধ্বংস হোক, দেরহামের বান্দা ধ্বংশ হোক (এরা) এমন যে, যদি দেয়া হয় সন্তুষ্ট হয় যদি দেয়া না হয় তবে রাগন্বিত হয়, ধ্বংস হোক সে, যদি তার কাটা ফুটে না অপসরন হোক... । (বুখারী-মুসিলম)

হে আল্লাহর বান্দা!

১। আপনি আপনার ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের ইচ্ছা হতে বিরত হোন, এর দ্বারা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে ও পরকালই কামনা করুন, যেন আপনি শিরকে পতিত না হন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বদদোয়ার শিকার না হন, যেমন তিনি এতে পতিত যারা হয় তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন।

২। আপনি আপনার প্রত্যেক আমলের উদ্দেশ্য ও নিয়ত সম্পর্কে স্বচেষ্ট হয়ে তা বিশুদ্ধ করুন, আপনি যা চান তা সম্পর্কে নিজে সচেতন হোন। আপনার প্রত্যেক ক্ষেত্রই যেন আপনার সাহসিকতা সুউচ্চ থাকে এমনকি আপনার কর্মচঞ্চলতা, স্থিরতা, কথা ও চিন্তা ধারার সব কিছুই যেন এক আল্লাহর জন্যই হয়, তার নিকট এর প্রতিদান কামনায় এবং পরকালের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এর ফলে যেন আপনার যাবতীয় প্রচেষ্টার মূল্যায়ন হয়, আল্লাহ তাতে বরকত দেন ও আপনার ফযীলত বৃদ্ধি করেন যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾[الشورى:20].

অর্থাৎ যে লোক পরকালের ক্ষেত করতে চায়, আমি তার জন্য তার ক্ষেতে বৃদ্ধি দান করি। আর যে লোক দুনিয়ার ক্ষেত চায়, আমি তাকে তাথেকে দেই, কিন্তু পরকালে তার অংশে (বা ভাগ্যে) কিছুই নেই। (সূরা শূরা: ২০)

এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...الحديث)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই যাবতীয় কর্ম নির্ভর করে নিয়তের উপরে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্য তাই যেমন সে নিয়ত করবে... । (বুখারী-মুসলিম)

৩। আপনি আপনার অন্তরের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করুন। আর চেষ্টা করুন আপনার যাবতীয় কথা, কর্ম ও চিন্তা সারা জীবন যেন আপনার রবের জন্য নিবেদিত হয়। আর তা হবে সৎ উদ্দেশ্যে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً...الحديث)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন নেকীর ইচ্ছা করল কিন্তু তা পূর্ণ করতে পারলো না, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়.. । (মুসলিম)

অধ্যায়

আল্লাহর হারাম ও হালাল করা বিষয়ে ইমাম ও শাসকদের অনুসরণ করা

*বান্দার জন্য অপরিহার্য হলো সে যেন আল্লাহর একান্ত অনুসারী হয়, অতএব, সে আলাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল জানবে ও আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হারাম জানবে। নিজের পক্ষ হতে কেউ কোন কিছু হালাল করবে বা হারাম করবে এ অধিকার কারো নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করল বা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করল, অবশ্যই সে এমন বড় কুফরী করল যা মূল তাওহীদেরই পরিপন্থী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل : 116].

অর্থাৎ তোমাদের জিহ্বা থেকে মিথ্যে কথা বেরোয় বলেই তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য এমন কথা বলো না যে, এটা হালাল, আর এটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে উদ্ভাবন করে, তারা কক্ষনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না। (সূরা নাহল: ১১৬)

*নিশ্চয়ই আলেম, ইমাম ও শাসকদের অনুসরণ আল্লাহ তায়ালার অনুসরণের অধীন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾[النساء : 59]

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের। (সূরা নিসা: ৫৯)

*তারা যদি কোন পাপের কাজে নির্দেশ দেন তবে অবশ্যই সে ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ জায়েয নয়। যেমন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্নিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)

অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী অবাধ্যতায় কারো অনুসরণ জায়েয নয়, নিশ্চয়ই অনুসরণ সৎ ও নেকীর কর্মেই। (বুখারী-মুসলিম)

ইমরান ও হাকাম ইবনে আমরের হাদীসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)

অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। (আহমাদ ও হাকেম-সহীহ)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

(لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ ﷻ)

অর্থাৎ যে আল্লাহর আনুগত্য করে না তার আনুগত্য করা যাবে না। (আহমাদ-সহীহ)

*যে ব্যক্তি মুজতাহিদ ও দলীল তার জানা আছে বা তার নিকট দলীল পৌঁছেছে, তার জন্য তা হতে প্রত্যাবর্তণ জায়েয নয় বরং দলীলসহ তাই গ্রহণ করা তার ওয়াজিব এবং তা বর্জন করা ও অন্যের তাকলীদ অন্ধানুসরণ হারাম, তিনি যত বড় মনিষী হোন না কেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ...الآية﴾ [الأعراف : 3].

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মান্য করে চল। (সূরা আরাফ: ৩)

*যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নয় (নিজে দলীল জেনে মাসয়ালা বের করতে সক্ষম নয়) তার জন্য নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ আলেমকে জিজ্ঞেস করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:43].

অর্থাৎ তোমরা যদি না জান তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা নাহল: ৪৩)

*আল্লাহর অবাধ্যতায় আলেম, শাসক ও অন্যান্যদের অনুসরণ কয়েক প্রকার:

প্রথম প্রকার: হালালকে হারাম, হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ, যেমন আলেম বা শাসক সুদকে হালাল করে আর মুসলিম তাদের এক্ষেত্রে অনুসরণ করে এবং সূদকে তাদের অনুসরণ করত: হালাল বানিয়ে নেয়, অথচ সে জানে যে, সূদ নিশ্চয়ই হারাম তবে তা বড় কুফুরী বা মূল তাওহীদের পরিপন্থী। আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পড়তে শুনেন:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ: ৩১)

তিনি বলেন: মূলত যদি তারা (আলেম-দরবেশ) তাদের জন্য কোন কিছু হালাল বানিয়ে দেয়, তবে তারা তা হালাল করে নেয় আর যদি তাদের উপর তারা কোন কিছু হারাম করে দেয় তবে তারা তা হারাম করে নেয়। (আহমাদ, তিরমিজী এ বর্ণনা তিরমিজীর হাসান)

দ্বিতীয় প্রকার: তাদের এমন পাপ কর্মে অনুসরণ করা, যার পালনকারী কাফের হয়ে যায় না, তা না হালাল করার ক্ষেত্রে না হারাম করার ক্ষেত্রে। তার অবস্থা এমন যে, সে মূলত হারামকে হারাম, হালাল কে হালালই বিশ্বাস করে কিন্তু যেমন জুলমের ক্ষেত্রে সে তাদের অনুসরণ করে বা টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানোর ক্ষেত্রে। তবে তা হবে আল্লাহর

অবাধ্যতা, ও তার হুকুম হবে যাদের মধ্যে ঈমানের মূল রয়েছে, এমন গুনাহগার অনুসারীদের মত। তারা শাস্তির ওয়াদা প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত, যদি তারা বিনা তাওবায় ইন্তেকাল করে তবে হ্যাঁ আল্লাহ যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তা ভিন্ন ব্যাপার।
তৃতীয় প্রকার: তাদের এমন পাপ কর্মের অনুসরণ, যে পাপে পতিত ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়, যেমন কেউ যদি নামায পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে যদিও সে তা ফরজ হওয়ার বিশ্বাস রাখে কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)

অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো নামায পরিত্যাগ করা। (মুসিলম)

হে আল্লাহর বান্দা নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য কর ন:

১। জেনে রাখুন! নিশ্চয়ই কোন কিছু হালাল করার বা হারাম করা আল্লাহরই উপর নির্ভর করে, যা তার কিতাব বা তার রাসূলের হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত হবে। এতে আপনার কোন পছন্দ চলবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب :36].

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। (সূরা আহযাব: ৩৬)
২। আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো অনুসরণ করবেন না, তিনি যেই হোন না কেন। জেনে রাখুন, জগতের অধিকাংশের অনুসরণ আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্টতাই বটে, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأرض يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ الله إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظن وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام : 116 .

অর্থাৎ তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করে না। (সূরা আনআম: ১১৬)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَآ أَكْثَرُ الناس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف : 103].

অর্থাৎ তুমি যত প্রবল আগ্রহ ভরেই চাও না কেন, মানুষদের অধিকাংশই ঈমান আনবে না ।(সূরা ইউসূফ: ১০৩)

জেনে রাখুন নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণের মাঝেই রয়েছে সফলতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَّقْهِ فأولئك هُمُ الفآئزون ﴾ [النور : 52]

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর: ৫২)

অতএব, এখন হতেই সফলতা ও মুক্তির পথই অবলম্বন কর ন।

অধ্যায়:আল্লাহর নিয়ামত প্রসঙ্গ

নিয়ামত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

(ক) জেনে রাখুন যত নিয়ামত রয়েছে সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ হতে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل : 53].

অর্থাৎ যে নিয়ামতই তোমরা পেয়েছ তাতো আল্লাহ্‌র নিকট হতেই। (সূরা নাহল: ৫৩)

(খ) হে আল্লাহর বান্দা নিয়ামতের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা ও তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা ওয়াজিব। বান্দা যদি তার রবের প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর খুশী হন যখন সে আহার করে অতপর তার প্রশংসা করে এবং যখন সে পান করে ও তার জন্য প্রশংসা করে। (মুসিলম)

(গ) বান্দার জন্য ওয়াজিব হলো, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে তার নিয়ামতের কারণে ও তার প্রকাশ করে এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করা উচিৎ তিনি যেন তাকে কৃতজ্ঞ ও প্রশংসাকারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। হাদীসে এসেছে:

(وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيْكَ ، قَابِلِينَ لَهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا)

অর্থাৎ আমাদের কে তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞশীল বান্দার অন্তর্ভুক্ত কর ন, তার উপর তোমার প্রশংসাকারী হিসেবে অভিহিত কর ন, তার জন্য কবূলকারী বানিয় দিন এবং আমাদের উপর সে নিয়ামতের পরিপূর্ণতা দান কর ন। (হাকেম সহীহ, মুসলিম শরীফের শর্তে কিন্তু তারা বর্ণনা করেননি।)

(ঘ) হে আল্লাহর বান্দা! নামাযের শেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর ন, তিনি যেন আপনাকে তার জিকির, শোকর/কৃতজ্ঞতা ও উত্তমভাবে ইবাদত করার জন্য সাহায্য করেন, আর তার মধ্যে আপনার জন্য সুন্নাত হলো এমন বলা, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

(لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)

অর্থাৎ তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে বলতে কখনো ছেড়ে দিবে না: আল্লাহুম্মা আয়িন্নী আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী- সহীহ)

(ঙ) হে আল্লাহর বান্দা! আপনার উপর আল্লাহর নিয়ামতের যে চিহ্ন তা তিনি দেখতে চান। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার উপর তার নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে পছন্দ করেন। (তিরমিজী-হাসান)

(চ) আপনার উপর আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করেন। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় বলতে বুঝায়, নিয়ামতসমূহকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা, আর নিয়ামতের না শুকরীয়া-অকৃজ্ঞতা হলো, সে নিয়ামতেকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করা। সুতরাং বান্দা যেন আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দান করেছেন সে ক্ষেত্রে তাকে ভয় করে।

(ছ) মৌখিত ভাবে নিয়ামতের সম্বন্ধ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে করবেন না, যে ব্যক্তি তা করবে সে অবশ্যই আল্লাহর সাথে ছোট শিরক করবে, যা অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী। যেমন কেউ যদি বলে: অমূক যদি না হত তবে আমার এ চাকুরী হতো না, ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [النحل : 83].

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র নি'মাতকে চিনতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো অগ্রাহ্য করে, তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (সূরা নাহল: ৮৩)

(জ) নিয়ামতের সম্বন্ধ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে এমনভাবে করবেন না যে, সে অন্য ব্যক্তি এর প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্তা। যে ব্যক্তি এমন করবে সে আল্লাহ র রুবিয়্যাতে বড় শিরকে পতিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [النحل : 83].

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র নি'মাতকে চিনতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো অগ্রাহ্য করে, তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (সূরা নাহল: ৮৩)

(ঝ) যে ব্যক্তি নিয়ামতের সম্বন্ধ এমন কোন শরীয়ত সম্মত কারণ বা বহ্যিক কোন কারণ বা সে কোন বিপদ মুক্তির শরীয়ত সম্মত বা বাহ্যিক স্পষ্ট কারণের দিকে এমতাবস্থায় সম্বন্ধ করে যে, সে কারণ সৃষ্টিকারী আল্লাহকে ভুলেনি, তবে তা জায়েয। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চাচা সম্পর্কে বলেন:

(وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ)

অর্থাৎ আমি যদি না হতাম তবে অবশ্যই তিনি জাহান্নামের নিম্নস্তরে হতেন। (বুখারী-মুসলিম)

(ঞ) নিয়ামতের সম্বন্ধ যদি উপায় বা কারণের দিকে এমন অবস্থায় করে, যার ফল সে মাধ্যম সৃষ্টিকারী আল্লাহকেই ভুলে যায়, যেমন বলে: এটি আমার সম্পদ যা আমি আমার বাপ-দাদা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি এবং সে ভুলে যায় যে নিশ্চয়ই এ সম্পদ আল্লাহর পক্ষ হতে। তবে তা হবে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত (নিয়ামতের অস্বিকৃতী)

(ট) যদি কোন জিনিস কারণ অভিহিত হয়ে থাকে তবে আপনার জন্য জায়েয, আপনি বলবেন: আল্লাহ তারপর যদি অমূক না হতো তবে অবশ্যই এমন হতো, পক্ষান্তরে এমন বলা জায়েয নয় যে, আল্লাহ ও অমুক না হলে অবশ্যই এমন হতো, কেননা আল্লাহ তায়ালাই হলো কারণ ও কারণ মাধ্যম সৃষ্টি করার স্রষ্টা।

(ঠ) জেনে রাখুন, নিশ্চয় কারণ মাধ্যম স্বয়ং নিজে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না বরং কখনো সেখানে বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে। অতএব সব কিছুই আল্লাহর নির্ধারণে হয়ে থাকে আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَيْسَتْ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا وَلَكِنْ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا)

অর্থাৎ মূলত বৃষ্টি না হওয়া তো দুর্ভিক্ষে নয় বরং দুর্ভিক্ষ হলো বৃষ্টি বর্ষন হতেই থাকে হতেই থাকে কিন্তু যমীনে কিছুই উৎপাদন করে না। (মুসলিম)

(ড) অধিকাংশ লোক নিয়ামতসমূহের সম্বন্ধ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দিকে করে থাকে, তাদের মধ্যে কেউ তা নিজের দিকে করে, কেউ কারণ বা মাধ্যমের দিকে। সুতরাং এ থেকে আপনি সতর্ক হোন, নিয়ামতের সম্বন্ধ আল্লাহরই দিকে কর্ন সামনের আয়াতকে আপনি সদা আপনার দৃষ্টিতে রাখুন:

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النحل : 53]

অর্থাৎ যে নিয়ামতই তোমরা পেয়েছ তাতো আল্লাহ্র নিকট হতেই। (সূরা নাহল: ৫৩)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم : 34]..

অর্থাৎ আর তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলে কক্ষনো তার সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে না। (সূরা ইবরাহীম: ৩৪)

(ঢ) হে আল্লাহর বান্দা! আপনার জন্য হারাম, আপনি বলবেন: আল্লাহ ও অমূকে যা চেয়েছে (তাই হয়েছে)। এমন বলা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত তবে যদি এমন বিশ্বাসে উক্ত কথা বলে যে, নিশ্চয়ই অমূকের ইচ্ছা ও আল্লাহর ইচ্ছা সমান সমান ও নিশ্চয়ই উভয় ইচ্ছা সম অংশীদার, তবে তা হবে বড় শিরক। যেমন হুজাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ)

অর্থাৎ তোমরা "আল্লাহ ও অমূকে যা চেয়েছে" তা বল না বরং তোমরা বল আলাহ যা চান তারপর অমূকে যা চায়। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী-সহীহ)

(ণ) বান্দার জন্য এমন বলা হারাম: আমি আল্লাহর ও তোমার আশ্রয় চাই। বরং জায়েয হলো এমন বলা: আল্লাহর আশ্রয় চাই তারপর তোমার আশ্রয়। কেননা তারপর বলাতে

সমতা বুঝায় না ।

(ত) হে বান্দা আপনার জন্য জায়েয নয় যে, আপনি বলবেন আমার আল্লাহ ও আপনার সাহায্য ব্যতীত কোন উপায় নেই । বরং এমন বলা জায়েয: আজ আল্লাহর সাহায্য তারপর আপনার সাহায্য ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই । কেননা এর প্রমাণ রয়েছে: টাক পড়া, অন্ধ ও ধবল র গীর হাদীসে ফেরেশতাদের অনুরূপ উক্তিতে:

(فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ)

অর্থাৎ আজ আল্লাহর সাহায্য অত:পর তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার কোন উপায় নেই (বুখারী-মুসলিম)

অধ্যায়:আল্লাহর শপথ ও অন্যের শপথ প্রসঙ্গ

হে আল্লাহর বান্দা!

*আপনার যদি শপথ করার প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহর শপথ ব্যতীত আর কারো শপথ করবেন না। কেননা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শপথকারী সে যেন আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ না করে। (নাসায়ী-সহীহ)

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ)

অর্থাৎ যে শপথকারী সে যেন আল্লাহর নামেই শপথ করে, নতুবা সে যেন চুপ থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

*আল্লাহ ব্যতীত যেমন বাপ-দাদা, মা, তাগুত-শয়তান ইত্যাদির শপথ করবেন না। আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদরে বাপ-দাদার শপথ কর না, না তাগুতদের শপথ করবে..। (আহমাদ ও মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ...الحديث)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের মাতা ও শরীক দেবতার শপথ করো না বরং শুধু আল্লাহর নামেই শপথ করবে, (অন্য কিছুর শপথ করবে না।) (আবু দাউদ ও নাসায়ী-সহীহ)

*আল্লাহর নামে যখন শপথ করবেন তাতে আপনার সত্যবাদী হওয়া জরূরী।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

অর্থাৎ তোমরা সত্য ব্যতীত আল্লাহর নামে শপথ কর না। (আবু দাউদ, নাসায়ী-সহীহ)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)

অর্থাৎ তোমরা সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে আল্লাহর নামে শপথ করবে। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ)

অর্থাৎ যে আল্লাহর নামে শপথ করবে সে যেন সত্যবাদী হয়। (আবু দাউদ, নাসায়ী-সহীহ)

*আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করার শব্দ ও বাক্য হতে বাঁচুন, কেননা তা ছোট শিরক ও ছোট কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল যে অবশ্য কুফরী বা শিরক করল। (তিরমিজী-সহীহ)

ছোট শিরক অপরিহার্য তাওহীদের পরিপূর্ণতার পরিপন্থী।

*যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এমন শপথ করল যাতে আল্লাহর মত করে কোন সৃষ্টির সম্মান প্রদর্শণ করল, যেমন কবর পূজারীর মৃতের নামে (সম্মান প্রদর্শন করত) শপথ করা। এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

*জেনে রাখুন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথ, যেমন আমানাতের শপথ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শপথ, মানুষের সম্মান, বাপ-দাদা ইত্যাদির শপথ কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমানাতের শপথ করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ-সহীহ)

*আপনি যদি কোন ব্যক্তিকে কাবার শপথ করতে শুনেন তবে তাকে বলেন এমন বলা হারাম ও তাকে শিক্ষা দিন সে যেন কাবার রবের শপথ করে, কেননা কুতাইবা বিনতে সাইফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ)

অর্থাৎ যে শপথ করবে সে যেন কাবার রবের শপথ করে। (আহমাদ-সহীহ)

বাপ-দাদার শপথ করা মুনসূখ রহীত হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্ব যামানার লোকেরা বাপ দাদার শপথ করত, অনুরূপ কোরাঈশরা তাদের বাপ-দাদার শপথ করত, যা ছিল ইসলামের সূচনা লগ্নে। তার মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্তি:

(أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)

অর্থাৎ তার বাবার শপথ সে মুক্তি পাবে যদি সে সত্যবাদী হয়। (মুসলিম)

অতপর তা মানসূখ-রহিত হয়ে যায় এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হতে

পরবর্তীতে নিষেধ করেন ।

*ইসলাম ব্যতীত অন্য মিল্লাতের শপথ করবেন না, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:(مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ...الحديث)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য মিল্লাতের শপথ করল, যে যেমন বলল তার অন্তর্ভুক্ত.. । (বুখারী-মুসলিম)

বুরাইদা বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শপথ করে বলে নিশ্চয়ই আমি ইসলাম হতে মুক্ত, তবে সে যদিও এতে মিথ্যাবাদী হয় তবুও সে তাই, যা সে বলেছে, আর যদি সে তাতে সত্যবাদী হয় তবে সে ইসলামে কখনো নিরাপদে ফিরবে না । (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-সহীহ)

*আল্লাহ ব্যতীত লাত, উয্যা ইত্যাদির শপথ করবেন না সুতরাং কেউ যদি তার শপথ করে বসে সে যেন আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসে যা এসেছে তা বলবে, তা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি শপথ করে আর তার শপথে বলল, লাত ও উয্যার শপথ, সে যেন বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.. । (বুখারী-মুসিলম)

*যদি শপথ করতে চান তবে আল্লাহ বা তাঁর কোন সিফাত গুণের ব্যতীত শপথ অন্য কিছুর করবেন না ।

আল্লাহর সিফাতের শপথের প্রমাণ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ...الحديث) وفيه عن الجنة: (فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ) وعن النار: (وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ)

অর্থাৎ আল্লাহ যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন, জিবরীল ﷺ কে পাঠান... (এরপর এতে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আছে) অতপর তার দিকে প্রত্যাবর্তণ করে বলে, তোমার ইযযতের শপথ, আমি ভয় করছি অবশ্যই তাতে (জান্নাতে) কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, তোমার ইযযতের শপথ অব্যশ্যই আমি অশঙ্কা করছি যে, জাহান্নাম হতে কেউ মুক্তি পাবে না । (আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিজী-সহীহ)

*কেউ যদি আপনার নিকট আল্লাহর নামে শপথ করে, তবে তা মেনে নিন; কেননা নিশ্চয়ই শপথ করতে বলায়, কেউ যদি কারো জন্য শপথ করে আর সে তাতে রাজী না হয় তবে সে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের মধ্যে অপরিহার্য পরিপূর্ণ তাওহীদ সুসাব্যস্ত নয়, কেননা তার নিকট আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করা হলো কিন্তু সে তাতে রাজী হলো না ।

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ) رواه ابن ماجة (صحيح). وقال ﷺ: (رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي)

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারইয়াম এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে বলেন, তুমি চুরি করছ? সে

বলে কখনও না, ঐ আল্লাহর শপথ যিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই, অতপর ঈসা ﷺ বলেন: আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং আমার চোখকে অবিশ্বাস করলাম। (বুখারী-মুসলিম)

কিন্তু যার অবাধ্যতা ও অনিষ্টতা সম্পর্কে জানা যায় এবং সে যে মিথ্যাবাদী তা স্পষ্ট তবে তার শপথে রাজী হওয়া জরূরী নয়।

* তালাক বা জীবনের শপথ করবেন না, এমন বলেবেন না যে, তোমার জেন্দেগীর শপথ কেননা তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের শপথের অন্তর্ভুক্ত (যা ছোটি শিরক) সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে ভয় করুন এবং সেগুলি হতে জবানের হেফাজত করুন।

*হে মুসলিম! আপনি আপনার শপথকে হেফাযত করুন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة : 89].

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে হেফাজত কর। (আলমায়েদাহ: ৮৯)

*আপনি আপনার শপথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মত হোন যেমন রেফায়াহ আল জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে:

(إِذَا حَلَفَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ)

অর্থাৎ তিনি যখন শপথ করতেন বলতেন ঐ স্বত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের জান। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

অন্য বর্ণনায়:

(كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে শপথ দ্বারা শপথ করতেন তা ছিল আমি আল্লাহ নিকট সাক্ষ্য দিচ্ছি, যার হাতে আমার জান। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত তিনি বলেন:

(كَانَتْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)

অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শপথ ছিল, 'এমন' অন্তরের পরিবর্তনকারীর শপথ। (ইবনে মাজাহ-হসান)

মুসলিম যদি এর দ্বারা এমন স্মরণ করে শপথ করে যে, নিশ্চয়ই তার অন্তর আলাহরই হাতে, অতএব সে তার অন্তরকে সংশোধন করতে চায় এবং সে তার প্রত্যেক সৎআমল দ্বারা তার হৃদয়ের পরিশুদ্ধ করে।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا [الشمس: 9]

অর্থাৎ সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। (সূরা শামস: ৯)

*হে মুসলিম! আপনি আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে যে দোয়া এসেছে সে দোয়া করুন যাতে শিরক হতে বেঁচে থাকতে পারেন, যেমন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তোমরা বলো: আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন আন নুশরিকা বিকা শাইয়্যান না'লামুহ ওয়া নাসতাগফিরু কা লিমা লা নালামু। (আহমদ)

অধ্যায়: কালকে মন্দ বলা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা

এতে আটটি মাস'আলা রয়েছে:

১। কাল তথা সময়কে গালি দিবেন না। কারণ, কালকে মন্দ বলা হারাম। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:"তোমরা কালকে গালি দিও না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই কাল।' (মুসলিম)

২। জেনে রাখুন, কাল বা সময়কে মন্দ বললে আল্লাহ তা'আলা কষ্ট পান। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"মহান আল্লাহ বলেন, আদমের সন্তান যখন 'হায় রে কালের বিফলতা!' বলে, তখন সে আমাকে কষ্ট দেয়। সুতরাং, তোমাদের কেউ যেন 'হায় রে কালের বিফলতা!' - ধরনের কথা না বলে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল। কালের রাত-দিনকে আমিই উলটপালট করি। অতএব, আমার যখন ইচ্ছে হবে, এ রাত-দিনকে আটকে রাখবো"। (মুসলিম)।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আদমের সন্তান কালকে গালি দিয়ে বস্তুতপক্ষে আমাকেই কষ্ট দেয়। কারণ, আমিই তো কাল। আমার হাতেই সবকিছু। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩। জেনে রাখুন, কেউ কালকে কোন কিছুর কর্তা (যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ) মনে করে গালি দিলে সেটা সবচাইতে বড় কুফরী হবে, যা তাওহীদের মূলভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক।

৪।আর কেউ যদি সময় (তথা রাত-দিন)কে উদ্দেশ্য করে গালি দেয়, সে সময়ের ভিতর বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হবার কারণে, তাহলে সেটা হবে শির্ক আসগর তথা ছোট শিরক, যা তাওহীদের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা বিরোধী। কারণ, কালকে গালমন্দ করা মানে কালের কর্তাকে গালমন্দ করা। আর সেটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে গালি দেয়ার নামান্তর।

৫। 'কাল আমাকে ধ্বংস করেছে অথবা এ সময়টা আমাকে শেষ করে দিয়েছে' এই ধরনের কথা বলবেন না। কারণ, কাল বা সময়ের প্রতি ধ্বংসকে সম্পৃক্ত করা হারাম। মুশরিকদের নিন্দা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾.

তারা বলে- জীবন বলতে তো শুধু আমাদের এ দুনিয়ারই জীবন, আমরা মরি আর বেঁচে থাকি (এখানেই)। কালের প্রবাহ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না। (সূরা জাছিয়া: ৩৪

৬। কেউ যদি বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই কাল (তথা রাত-দিন ও সময়)ই প্রভাববিস্তারকারী মূলকর্তা, সেটা শির্ক-এ আকবর অর্থাৎ বড় শির্ক হবে, যা মূল তাওহীদের বিরোধী।

৭। জেনে রাখুন, তবে কোন দিবসকে অশুভ অথবা এ ধরনের অন্য কিছু আখ্যায়িত

করলে সেটা কালকে মন্দ বলা হিসেবে গণ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾

অতঃপর আমি অশুভ দিনগুলোতে তাদের বিরু দ্ধে ঝাঞ্ঝা বায়ু পাঠালাম যাতে তারা দুনিয়ার জীবনে অপমানজনক শাস্তি আস্বাদন করে। আখিরাতের শাস্তি অবশ্যই অধিক লাঞ্ছনাদায়ক আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সূরা ফুস্‌সিলাত:১৬)।

তিনি আরো বলেছেন: إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

অর্থাৎ আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এক অবিরাম অশুভ দিনে। (সূরা আল ক্বামার:১৯)।

এভাবে কতিপয় বছরকে কঠিন বছর হিসেবে আখ্যায়িত করাটাও জায়েয আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ﴾

অর্থাৎ: এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সময়ের জন্য পূর্বে যা তোমরা সঞ্চয় করেছিলে তা লোকে খাবে, কেবল সেই অল্পটুকু বাদে যা তোমরা সঞ্চয় করবে। (সূরা ইউসুফ: ৪৮)।

অনুরূপ, কেউ যদি বলে, গ্রীষ্মকালটা গরম, শীতকালটা ঠান্ডা। অথবা বলল, এ দিনটা ঠান্ডা.. এসব বলা জায়েয। কারণ, এগুলো হচ্ছে সংবাদ পর্যায়ের। এতে কালের নিন্দা করা হয় না। লূত (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾

অর্থাৎ: আমার প্রেরিত বার্তাবাহকগণ যখন লূতের কাছে আসলো, তাদের আগমনে সে ঘাবড়ে গেল। (তাদেরকে রক্ষায়) নিজেকে অসমর্থ মনে করল, আর বলল, 'আজ বড়ই বিপদের দিন। (সূরা হূদ:৭৭)

৮। কাল আল্লাহর নামসমূহের অন্ত র্ভুক্ত নয়। কারণ, আল্লাহই কালকে পরিবর্তন করেন। যেমনটি তিনি হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, (আমিই রাতদিনকে উলটপালট করি)। কেননা, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামগুলো হচ্ছে গুণবাচক, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। আর কালের মধ্যে কোন গুণ নেই; বরং সেটা সময়েরই একটি নাম।

হে আল্লাহর বান্দা:

আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই এই সময় (তথা বয়স)এর সদ্ব্যবহার করু ন। কেননা, কেয়ামতের দিন আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"কেয়ামতের দিন বনী আদম তার রবের কাছ থেকে এক পা বা কদম সরাতে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এর মধ্যে তার বয়স কী কাজে সে নিঃশেষ করেছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে তাকে।" (তিরমিযী)

অধ্যায়:“যদি” শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে

১। জেনে রাখুন, প্রত্যেক বস্তুরই আল্লাহ তা'আলা একটি নির্ধারিত নিয়ম করে রেখেছেন। অতএব, সর্বদা ভাল কাজ করার জন্যে আগ্রহী হোন এবং আল্লাহর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করবেন। শয়তানের কাছ থেকে সতর্ক থাকুন! কারণ, সে অবশ্যই মুমিন ব্যক্তিকে দুঃখী করার চেষ্টায় থাকে। এ জন্যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বান্দাকে “যদি” অথবা এ ধরনের শব্দ বলতে নিষেধ করেছেন যে শব্দগুলো হাতছাড়া হয়ে যাওয়া কোন কিছুর জন্যে দুঃখ, অনুশোচনা এবং দুঃশ্চিন্তা করার পরিচায়ক হয়। কেননা, এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর তাকদীর থেকে বিমুখ হয়ে কারণসমূহের প্রতি তার অন্তরকে জুড়ে দেয়। অথচ, আল্লাহই কর্তৃত্বশীল স্বীয় রাজত্বে। তবে বান্দাকে অলসতা ছেড়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে কল্যাণ অর্জনের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কোন বস্তু অর্জিত হলে সে যেন না বলে, আমি যদি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হতো। তাকে বলতে হবে, আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা তাঁর ইচ্ছা তাই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন,

احرص على ما ينفعك....لو تفتح عمل الشيطان

অর্থাৎ, “যা তোমার জন্যে উপকারী তা করার জন্যে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। অক্ষমতা দেখায়ো না। যদি কিছু তোমার হাতে লাগে, বলিও না, নিশ্চয়ই আমি যদি এরকম করতাম এরকম এরকম হতো; বরং বল, আল্লাহর তাকদীর, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন। কারণ, ‘যদি’ শব্দ শয়তানের কাজের জন্যে পথ খুলে দেয়।” (মুসলিম)

২। আল্লাহর তাকদীরের উপর আপত্তি অথবা আফসোস ও অনুশোচনা স্বরূপ ‘যদি’ বলা আপনার জন্যে হারাম। যেমনটি ওহুদ-এর ক্ষেত্রে মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

অর্থাৎ: যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলতে লাগল, আমাদের কথামত চললে তারা নিহত হত না। বল, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মরণকে হটিয়ে দাও। (সূরা আলে ইমরান: ১৬৮)

যে সব অবস্থায় "যদি" শব্দের ব্যবহার বৈধ

ক- হে আল্লাহর বান্দা, তাকদীরের উপর কোন আপত্তি হিসেবে না হলে আগামী কোন বিষয়ে "যদি" শব্দের ব্যবহার আপনার জন্য বৈধ। কল্যাণের প্রত্যাশায়, আল্লাহর নিকট যা লেখা আছে তার আশায় এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করে আপনি 'যদি' শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা জায়েয আছে। যেমনটি হাদীসে এসেছে,

"যদি আমার কাছে সম্পদ থাকতো তাহলে আমি অমুক ব্যক্তির মত কাজ করতাম।" (আহমাদ ও তিরমিযী)

খ- অতীত বিষয়ে "যদি" ব্যবহার করা আপনার জন্যে জায়েয, যখন তা কোন ধরনের আফসোস ব্যতিরেকে কল্যাণের প্রতি ভালবাসা বর্ণনা, কল্যাণের প্রত্যাশার জন্যে হয়ে থাকে এবং তাতে তাকদীরের প্রতি কোন আপত্তি থাকে না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

"আমি আমার কাজের যে বিষয়টা পরে করেছি, তা যদি আগে করতাম, তাহলে হাদি নিয়ে আসতাম না...) (বুখারী ও মুসলিম)

গ- উপকারী কোন জ্ঞানের বর্ণনা করতে আপনি "যদি" ব্যবহার করতে পারেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুলায়মান (আলাইহি আসসালাম) সম্পর্কে বলেছেন,

"যদি তিনি 'ইন শা আল্লাহ' বলতেন, তাহলে তাই হতো যেমনটি তিনি বলেছেন।" (তিরমিযী ও ইবনে মাজা {হাদীসটি সহীহ})

* যে ব্যক্তি আফসোস ও অনুশোচনা স্বরূপ "যদি" বলে, তাহলে সেটা পরিপূর্ণ তাওহীদের ত্র টি, তাওহীদের যে পরিপূর্ণতা থাকাটা অপরিহার্য। অতএব, বান্দাকে এধরনের ব্যবহার থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

* বান্দার জন্য এধরনের বলাটা জায়েয আছে যে, যদি এরকম না হতো তাহলে এরকম হতো। যখন বর্ণিত বিষয়টা কারণ হিসেবে উচ্চারিত হয়। পাশাপাশি এটা স্মরণে থাকতে হবে যে, সবকিছুই আল্লাহর জন্যে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা সম্পর্কে বলেছেন,

"আমি যদি না হতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে হতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

অধ্যায়ঃ

প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদিতে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে সংরক্ষণ করাটাই হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য প্রদর্শনঃ

সুতরাং কাউকে আল্লাহর প্রতিশ্রু তি দেয়া যাবে না, তাঁর হুকুমের উপর কাউকে অধিষ্ঠিত করা যাবে না, যখন ব্যক্তির জানা থাকে না যে, সে আল্লাহর হুকুমের উপর সঠিক থাকতে পারবে কি না ।

*আল্লাহর তা'যীম তথা তাঁর প্রতি মাহাত্ম্য প্রদর্শন করা ওয়াজিব । সুতরাং, কোন ইমাম অথবা তার নায়েব জিহাদ কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রু তি যেন না দেয় । আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের উপর কাউকে অধিষ্ঠিত না করে । বরং সে তার নিজের প্রতিশ্রু তি দিবে এবং তার হুকুমের উপর অধিষ্ঠিত করবে । যে কোন পন্থা যেখানে ভুলত্র টির সম্পর্ক আছে, সেক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের উপর অধিষ্ঠিত করা যাবে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তার সম্বন্ধ করা যাবে না । বুরইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"তুমি যখন দুর্গবাসীকে অবরু দ্ধ করে নিবে, অত:পর তারা যদি তোমার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, তুমি যাতে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর নবীর দায়িত্ব তথা প্রতিশ্রু তি দিয়ে দাও, তখন তুমি তাদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রু তি দিবে না, নবীর প্রতিশ্রু তিও দিবে না । বরং তাদেরকে তুমি তোমার প্রতিশ্রু তি এবং তোমার সাথীদের প্রতিশ্রু তি দিবে । কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রু তির চাইতে তোমার ও তোমার সাথীদের প্রতিশ্রু তি ভঙ্গ হওয়াটা তুলনামূলক সহজতর । আর যখন দুর্গবাসীকে অবরু দ্ধ করার পর তারা তোমার নিকট ইচ্ছা করে যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহর হুকুম বা নিদের্শের উপর অধিষ্ঠিত করাও, তখন তুমি আল্লাহর হুকুমের উপর অধিষ্ঠিত করাবে না; বরং তাদেরকে তোমার হুকুমের উপর অধিষ্ঠিত করাবে । কারণ, তুমি তো জানো না, তাদের ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহর হুকুম লাভ করতে পারবে কি না ।" (মুসলিম)

* জেনে রাখুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব (প্রতিশ্রু তি) ভঙ্গ করা তাওহীদের পরিপূর্ণতা বিরোধী, যে পরিপূর্ণতা থাকাটা অপরিহার্য । একইভাবে শত্র কে আল্লাহর হুকুমের উপর অধিষ্ঠিত করা তাওহীদের অপরিহার্য পরিপূর্ণতা বিরোধী ।

* গবেষনামূলক বিষয়াবলীতে বিচারক অথবা সংস্কারকের বলা উচিৎ নয় যে, এটা আল্লাহর বিচার; বরং সে বলবে, আমি এভাবেই বিচার করেছি । কেননা, বিচারক হচ্ছেন একজন গবেষক । স্বীয় গবেষনায় তিনি সঠিক হতেও পারেন, ভুলও করতে পারেন । আমর ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“শাসক যখন শাসন করতে গিয়ে ইজতিহাদ করে, অত:পর তাতে সে সঠিক থাকে, তার জন্য দুইটি পুণ্য। আর শাসক যদি ইজতিহাদ করে ভুল করে বসে, তখন তার জন্য একটি পুণ্য।” (বুখারী ও মুসলিম)

* অতএব, হে আল্লাহর বান্দা, তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দিও না। বরং চুক্তিবদ্ধ লোককে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি দিবে। কারণ, কখনো কখনো তোমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ ঘটে থাকে। তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বস, তাহলে সেটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার চাইতে সহজতর। তাই, মুসলমানকে এ মাস'আলাটা ভাল করে বুঝে নেয়া উচিৎ।

* হে আল্লাহর বান্দা, সঠিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর ন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ ﴾

অর্থাৎ: ওহে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। (সূরা আল মায়েদাহ:১)।

সঠিকরূপে কৃত চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। কারণ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হারাম।

* প্রতীজ্ঞা পূরণ কর ন। কপঠ মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। (মুনাফেক যখন কারো সাথে প্রতীজ্ঞা করে, প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করে)। কত মানুষ আছে যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না! তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে তারা ভিন্ন।

সপ্তম অধ্যায়: পাপসমূহ

(যা তাওহীদের পূর্ণতা বিরোধী কিংবা মূল তাওহীদের পরিপন্থী)

পাপ কয়েক ভাগে বিভক্ত:

প্রথম প্রকার: আল্লাহর সাথে শিরক করা

যা মূল তাওহীদের বিরোধীএটা সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেছেন,

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

অর্থাৎ শিরক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট যুল্ম। (সূরা লুক্বমান: ১৩)।

তিনি আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। (সূরা আন নিসা: ৪৮)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন,

অর্থাৎ, "সবচাইতে বড় গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া"। (বুখারী) আর এ শিরক (তাওহীদে) ৰ্ব্ব রূবিয়াতে হোক অথবা উলূহিয়াতে হোক কিংবা নাম ও গুণাবলীতে হোক- সবগুলোই সমান।

বড় শিরক এর সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি বিষয়:

১- যে কেউ এ ধরনের শিরক এর উপর মৃত্যুবরণ করলে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; যদি তার নিকট রিসালতের দলীল-প্রমাণ পৌঁছে থাকে।

২- বড় শিরক (যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করে) সকল আমল নষ্ট করে দেয়। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

অর্থাৎ তুমি যদি (আল্লাহ্‌র) শরীক স্থির কর, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্য অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আল যুমর:৬৫)।

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ তারা যদি শির্ক করত তবে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত। (সূরা আল আন'আম: ৮৮)।

৩- আল্লাহ বড় শিরক তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করেন না। তবে যে কাফের ইসলাম গ্রহণ করে তার পূর্বের সকল পাপ মিটিয়ে দেয়।

৪- অতএব, হে বান্দা, আল্লাহর ইবাদত কর ন, তাঁর সাথে কোন কিছুকেই অংশীদার করবেন না, নামায কায়েম কর ন, যাকাত দিন, কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকুন, তাহলে আপনি জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবেন। যেমনটি আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহরই ইবাদত করতো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতো না, নামায কায়েম করতো, যাকাত দিতো এবং কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকত, তাহলে তার জন্যে জান্নাত রয়েছে।" (নাসায়ী হাদীসটি সহীহ)

✱হে মুসলিম, জেনে রাখুন, জান্নাতে প্রবেশ করা আল্লাহর একান্ত রহমত ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তবে ঈমান আনা ও সৎকর্মসমূহ করা হচ্ছে তার কারণ। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে 'আমাল করতে তার ফল হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ কর।' (সূরা আল নাহল: ৩২)।

রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির আমল তথা কর্ম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও না হে রাসূলুল্লাহ, জবাবে বললেন, আমিও না। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তাঁর একান্ত অনুগ্রহ ও রহমত দিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে নেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

✱কোন ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কৃত সকল সৎকর্ম তার হিসেবে জমা হবে। কারণ, হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

অর্থাৎ, " তুমি পূর্বে যেসব ভাল কাজ করেছ তার উপরই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।" (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় প্রকার:

ছোট শিরক (যেমন রিয়া তথা লোক দেখানো): এটা মূল তাওহীদের বিরোধী নয়। তবে তাওহীদের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা বিরোধী। যেসব কর্ম রিয়ার সাথে করা হয় সেসব কর্ম ও আমলকে তা নষ্ট করে দেয়।

তৃতীয় প্রকার:

শিরক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহ: এই গুনাহসমূহ মূল তাওহীদের বিরোধী নয়। তবে এগুলো তাওহীদকে দুর্বল করে দেয় এবং তাওহীদের প্রয়োজনীয় পূর্ণতার বিরোধী।

যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তার কয়েকটি অবস্থা:

১- সে যখন কোন কবীরা গুনাহ করে (যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি), অত:পর তার উপর যদি ঐ গুনাহের শাস্তি কায়েম করা হয়, তাহলে সেটা তার কৃত গুনাহের কাফ্ফারা তথা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুযায়মাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন:

"কেউ যখন কোন গুনাহ করে বসে, অত:পর তার উপর সেই গুনাহের শাস্তি জারি করা হয়, তাহলে সেটা ঐগুনাহের কাফ্ফারা হবে।" (আহমদ -সহীহ})

২- যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করে, তাহলে সেই সত্য তাওবা কবীরা গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত তথা কাফ্ফারা হয়ে যাবে; যদিও তার উপর হদ কায়েম করা না হয়।

৩- কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি তাওবাবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এমতাবস্থায় যদি তার উপর সেই গুনাহের হদও কায়েম করা না হয়, তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ক্ষেত্রে ভয় রয়েছে। তথা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তার গুনাহর পরিমাণ অনুপাতে তাকে শাস্তি দিবেন, অত:পর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ ﴾

অর্থাৎ এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন। (সূরা আন নিসা:৪৮)।

৪- সগীরা তথা ছোট গুনাহর উপর অটল থাকলে, তখন তা ঐ ছগীরা গুনাহকে কবীরা গুনাহে পরিণত করে। ...

কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়ঃ

*কবীরা গুনাহঃ আর তা হচ্ছে প্রত্যেক এমন গুনাহ বা পাপ যার ক্ষেত্রে আল্লাহ জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেছেন অথবা কোন ধরনের আযাব তথা শাস্তি বা লা'নত বা ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি কিংবা কোন শরয়ী হদের ভয় দেখিয়েছেন। অথবা যে গুনাহের লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়', বা 'এর উপর আমার বিষয় তথা আমার আনীত শরিয়ত নেই অথবা বলেছেন, 'আমি তা হতে মুক্ত' ইত্যাদি।

*কবীরা গুনাহ অনেকঃ এর মধ্যে সবচাইতে বড় হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা (শিরক আকবর ও শিরক আছগর অর্থাৎ বড় শিরক ও ছোট শিরক)। আল্লাহর সাথে শিরক এর পর বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছেঃ- কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান। যেমনটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন:

অর্থাৎ, "সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা, পিতামাতার অবাধ্যাতা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান।" (বুখারী)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) আরো বলেছেনঃ

অর্থাৎ, "কবীরা গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, মানুষহত্যা এবং ডাহা মিথ্যা শপথ নেয়া।" (বুখারী)। এছাড়া আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেনঃ

অর্থাৎ, "আমি কী তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না? অত:পর বললেন, মিথ্যা বলা।" (বুখারী ও মুসলিম)। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেনঃ

অর্থাৎ,"কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা, আল্লাহর করুনা হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর রহমত হতে হতাশ হওয়া।" (বায্যার{হাদীসটি হাসান})। এছাড়া আবু সায়ীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছেঃ

অর্থাৎ,"কবীরা গুনাহ হচ্ছে সাতটিঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, হক সঙ্গত ব্যতীত কোন মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সতী মহিলাকে অপবাদ দেয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, সুদ খাওয়া, এতীমের সম্পদ ভক্ষন করা এবং হিজরতের পর বিনা ওজরে পূর্ব গ্রাম্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করা।" (তাবরানী ফিল আউসাতহাদীসটি হাসান)

চতুর্থ প্রকার:

সগীরা তথা ছোট গুনাহসমূহ: এসব গুনাহ মূল তাওহীদের মূল বিরোধী নয়। তবে তা তাওহীদের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা বিরোধী। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়, রমাযানের রোযা রাখা, এক জুমা হতে আরেক জুমা আদায়ের মাধ্যমে এসব সগীরা গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত তথা কাফ্ফারা হয়ে যায়, যদি পাশাপাশি কবীরা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾

অর্থাৎ,যদি তোমরা নিষিদ্ধ কাজের বড় বড় গুলো হতে বিরত থাক, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা ক'রে দেব এবং তোমাদেরকে এক মহামর্যাদার স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা আন নিসা: ৩১)।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচওয়াক্ত নামায, এক জুমা হতে আরেক জুমা এর মধ্যকার গুনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারাস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়"। (মুসলিম)

তাওহীদের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা বিরোধী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো:

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামের সাথে বান্দা তথা দাস শব্দ ব্যবহার অথবা এমন কোন নাম রাখা যা একান্ত আল্লাহর সাথে নির্ধারিত

এর মধ্যে কয়েকটি মাস'আলা রয়েছে:

১- ইবনে হাযম বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে যুক্ত করে এমন কোন নাম রাখা যা দ্বারা তার বান্দা তথা দাস অর্থ হয়- এধরনের নাম রাখা যে হারাম সে সম্পর্কে আলেমসমাজ একমত। যেমন: আবদে ওমর (ওমরের বান্দা), আবদে কা'বা (কা'বার বান্দা) ইত্যাদি। তবে আব্দুল মুত্তালিব ব্যতীত।

* (তবে এ নাম রাখার ক্ষেত্রে দুটি মতের বিশুদ্ধতম হলো না রাখা।)

২- কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর দাস বানাবে না। হোক সে সন্তান বা অন্য কেউ। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের বান্দা নাম রাখা হারাম হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে, যারা নিজের সন্তানকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বান্দা বানিয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করেছেন। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٩٠﴾

অর্থাৎ, যখন তিনি তাদেরকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর সন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে যা দেয়া হয় তাতে অন্যকে আল্লাহর শরীক গণ্য করে। তারা যাদেরকে শরীক গণ্য করে আল্লাহ তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। (সূরা আল 'আরাফ: ১৯০)।

এ আয়াতের তাফসীরে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: অর্থাৎ, "ইবলীস তাদের তথা আদম (আলাইহি আসসালাম) ও হাওয়া (আলাইহা আসসালাম) এর নিকট এসে অনুরোধ করল, তারা যেন তাদের আসন্ন সন্তানের নাম আবদুল হারেস তথা হারেসের বান্দা রাখে। তারা উভয়ে তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। সেবার তাদের মৃত সন্তান হলো। এভাবে দ্বিতীয়বারও তাই ঘটল। তৃতীয়বার আবার যখন সময় হলো, এবার তাদেরকে সন্তানের ভালবাসা পেয়ে বসল। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের সন্তানের নাম আবদুল হারেস রাখল। এ জন্যে আল্লাহ বলেছেন, (جعلا له شركاء فيما آتاهما) (ইবনে আবী হাতেম, তিরমিযীও প্রায় একইধরনের বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি হাসান বলেছেন, আহমদ, আল হাকেম। এছাড়া হাদীসটিকে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কায়্যিম সহীহ সাব্যস্ত করেছেন)

৩- জেনে রাখুন, নামকরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে বান্দাসূচক নাম রাখা (যেমন আবদুন্নবী, আবদুল কা'বা ইত্যাদি) শিরক আছগরের অন্তর্ভূক্ত যা তাওহীদের অপরিহার্য ওয়াজিব পূর্ণতা বিরোধী।

৪- আদম (আলাইহি আসসালাম) ও হাওয়া (আলাইহা আসসালাম) কর্তৃক তাদের সন্তানের নাম আবদুল হারেস নাম রাখার ক্ষেত্রে যে শিরক হয়েছে তা নামকরণে শিরক ফিল তা'আ অর্থাৎ আনুগত্যে (শয়তানের আনুগত্য) শিরক; শিরক ফিল ইবাদাহ অর্থাৎ ইবাদাতে শিরক এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা কাতাদার বর্ণনায় এসেছে।

৫- জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب..) অর্থাৎ, "আমি নবী। আমি মিথ্যা বলি না। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" এটা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে স্বীয় বংশ নামা প্রকাশের নিমিত্ত। কারণ, বিগত দিনে আবদুল মুত্তালিব এভাবেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাতে আমার নিকট স্পষ্ট হয়, তারপর থেকে কারো জন্যে আবদুল মুত্তালিব নামে নামকরণ করা জায়েয নেই। (লেখক)

৬- যদি আপনার নাম অথবা অন্য কারো নামে গায়রুল্লাহর বান্দা বুঝায় অথবা তাতে অন্য কোনো অসৌন্দর্য রয়েছে কিংবা রয়েছে কোনো ধরনের তাযকিয়া তথা আত্মপ্রশংসাকরণ, তাহলে সাধ্য থাকলে তা পরিবর্তন করে ফেলুন। ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আসিয়া (যার অর্থ অবাধ্য, নাফরমান মহিলা) এর নাম পরিবর্তন করে দেন এবং বলেন, তুমি তো জামীলা (অর্থাৎ সুদর্শনা)" (মুসলিম,

তিরমিযী ও ইবনে মা'জা)। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্রী নাম পরিবর্তন করে দিতেন।" (তিরমিযী {হাদীসটি সহীহ})। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে: "যয়নাব এর নাম ছিল বাররা। তাকে বলা হলো, তুমি আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নাম যয়নাব রাখলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

৭- আপনার সন্তানের নাম 'ইয়াসির' অথবা 'রাফে' বা 'বারাকাহ' অথবা 'আফলাহা' কিংবা 'রাবাহ' ও 'নাজীহ' রাখবেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাফে', বারাকাহ ও ইয়াসার নাম রাখতে বারণ করেছেন। যেমন তিনি উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন:

অর্থাৎ, "আমি জোরদারভাবে নিষেধ করছি, কারো যেন রাফে', বারাকাহ, ইয়াসার নাম রাখা না হয়।" (তিরমিযী {হাদীসটি সহীহ})। সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

অর্থাৎ, "তুমি তোমার গোলামের নাম রাবাহ কিংবা আফলাহ অথবা ইয়াসির বা নাজীহ রেখো না। বলা হলো, আসাম্মা? বললেন, না।" (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী {হাদীসটি সহীহ})। সামূরাহ হতে বর্ণিত আরেক হাদীসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমার গোলামের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ ও নাফে' রেখো না"। (মুসলিম)

৮- হে মুসলিম, আল্লাহর বান্দা বুঝায় এমন শব্দযুক্ত নাম আপনি শরিয়ত সম্মতভাবে রাখতে পারেন। নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় নাম হচ্ছে যা তার বান্দা বুঝায়: আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। অত:পর যা আল্লাহর বান্দা বুঝায় এমন নাম: আবদুর রাজ্জাক ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন:

أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن.

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।" (মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মা'জা {হাদীসটি সহীহ})। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন:

অর্থাৎ, "তুমি তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখো।" (মুসলিম)

৯- অথবা আপনি নিজের সন্তান কিংবা অন্য কারো সন্তানের নাম নবীদের নামে রাখুন। যদি আপনার পিতার নাম সুন্দর হয়, তাহলে আপনি আপনার পিতার নামে নাম রাখতে পারেন। আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছে:

"রাসূলুলাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন, আজ রাতে আমার এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি আমার পিতা ইব্রাহীমের নামে... ।" (মুসলিম)

১০-জেনে রাখুন, সবচেয়ে সত্য নাম হচ্ছে হারেস ও হাম্মাম। সবচেয়ে বিশ্রী নাম হচ্ছে হারব ও মুররাহ। আবূ ওয়াহাব আল জাশামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন:

অর্থাৎ, "আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুলাহ ও আবদুর রহমান, সবচাইতে সত্য নাম হচ্ছে হারেস ও হাম্মাম আর সবচাইতে বিশ্রী নাম হচ্ছে হারব ও মুররাহ।" (আবূ দাঊদ {হাদীসটি সহীহ})।

১১-আপনার সন্তান কিংবা অন্য কারোর জন্যে এমন কোনো নাম রাখবেন না যাতে কাঠিন্য বা কঠোরতা রয়েছে। যদি তার নামের মধ্যে কাঠিন্য থেকে থাকে, তাহলে তা পরিবর্তন করে এমন কোনো নাম রাখুন যাতে সহজতা রয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) তাকে বললেন:

"তোমার নাম কি? জবাবে বললেন, 'হাযনুন' (অর্থ: দুঃখ)। রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বললেন, তুমি সাহল (অর্থাৎ, সহজ)।" (বুখারী)

১২-এমন কোনো নাম রাখা হারাম যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। যেমন: আল্লাহ, রহমান, রাজ্জাক, মা'লিকুল মুল্ক এবং আরো যা এধরনের রয়েছে যথা: হাকেমুল হুক্কাম, ক্বাযি-আলক্বুযাত। আবূ হুরায়ারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন:

অর্থাৎ, "নামের দিক দিয়ে আল্লাহর নিকট সবচাইতে নিকৃষ্ট হচ্ছে এমন যে ব্যক্তি নিজের নাম গ্রহণ করেছে 'মালিকুল আমলাক'। ইবনু আবী শায়বাহ স্বীয় বর্ণনায় একটু বাড়তি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মালিক তথা প্রকৃত বাদশাহ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)। অতএব, কেউ যদি মালিকুল আমলাক এবং এধরনের নাম গ্রহণ করে শাব্দিক নামকরণ হিসেবে, তাহলে তা অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতা বিরোধী। আর যদি সে বিশ্বাস রাখে, সেই সবকিছুর মালিক, তাহলে তো সেটা শিরক আকবর যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।

১৩-আপনি আপনার সন্তানের এমন সব নাম রাখবেন না যা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত। কেননা, যার যে নাম রাখা হয় সে ঐ নামের মানুষের মত হয়। রাসূলুলাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন:

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।" (আবূ দাঊদ {হাদীসটি সহীহ})

১৪-ফাসিকদের (অর্থাৎ পাপিষ্ঠ অর্থ বুঝায় এমন ব্যক্তির) নামে আপনার সন্তানের নাম রাখবেন না। যেমন 'আসি (অর্থ: নাফরমান, অবাধ্য)। নবী করীম

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আসিয়া নামটাকে জামীলা নামে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। (মুসলিম)। আরো আছে যেমন, ফাসিক (পাপিষ্ঠ), খাম্মার (মাতাল, মদ্যপায়ী), সারিক (চোর)। এভাবে উপনাম রয়েছে যেমন: আবুশ শর, আবূ শররাইন। এধরনের নাম বা উপনাম থাকলে, তা পরিবর্তন করে অন্য নামে নামকরণ করতে হবে।

অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতায় ঘাটতি আনে এমন বাক্য

যেমন: 'আল্লাহুম্মা ইগফির লী ইন শি'তা'

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।)

হে আল্লাহর বান্দা:

- বান্দা হিসেবে আপনার উচিত, অন্তরের দিক দিয়ে আপনি স্বীয় প্রতিপালকের সামনে নত থাকবেন। তাঁর প্রতি বিনম্র ও নতজানু হয়ে থাকবেন। আপনি যে আপনার রবের প্রতি মুখাপেক্ষী ও অভাবী সেটা স্মরণে রাখবেন। পাশাপাশি আপনার রবের নিকট কোনো কিছু চাওয়া ও প্রার্থণা করার ক্ষেত্রে আপনাকে দৃঢ়চিত্তও থাকতে হবে। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, (لا يقولن أحدكم اللهم...) অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যেন কখনোই না বলে, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো যদি তোমার ইচ্ছা হয়, হে আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করো যদি তোমার ইচ্ছা হয়। প্রার্থণা করার সময় সে যেন অবশ্যই দৃঢ়চিত্ত হয়। কারণ, তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।"। (বুখারী)
- হে আল্লাহর বান্দা, আপনার সকল দু'আ ও প্রার্থনায় আপনি স্থির, দৃঢ়চিত্ত হোন। দু'আ করতে গিয়ে আপনি বলবেন না, 'আপনি যদি চান' বা 'আপনার যদি ইচ্ছা হয়'। হোক তা ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে অথবা আল্লাহর নিকট অন্য কোন অনুগ্রহ কামনা করার ক্ষেত্রে। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, (ليعزم في الدعاء...) অর্থাৎ, "দু'আর ক্ষেত্রে বান্দা যেন অবশ্যই দৃঢ়চিত্ত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করতে সক্ষম। তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।" (মুসলিম)
- হে আল্লাহর বান্দা, আপনার রবের নিকট দু'আ করার সময় এরকম বলা আপনার জন্য হারাম যে, 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো, যদি তুমি চাও', 'হে আল্লাহ যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমার প্রতি দয়া করো। এভাবে সকল বলা। যে ব্যক্তি এরকম

করে বলবে, 'আল্লাহুম্মা ইগফির লী ইন শি'তা' অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো যদি ইচ্ছা হয়।' তাহলে সেটা পরিপূর্ণ তাওহীদে ত্রুটি ও ঘাটতি সৃষ্টিকারী যে পরিপূর্ণতা থাকাটা জরুরী ও ওয়াজিব।

- জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, (طهور إن شاء الله)

সেটা দু'আ নয়; সেটা হচ্ছা খবর তথা সংবাদ। সেটা কখনো কখনো বরকতের জন্যও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী, ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

'আল্লাহ্‌র ইচ্ছেয় পূর্ণ নিরাপত্তায় মিসরে প্রবেশ করুন।' (সূরা ইউসুফ: ৯৯)

এবং মহান আল্লাহ আরেক জায়গায় বলেছেন,

﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্য অবশ্যই মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। (সূরা আল ফাতহ:২৭)

- আপনি যদি বরকতের জন্য আপনার দুয়ায় (ইন্ শা আল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ যদি চায়) বলতে চান, সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে বলবো, (হাদীসের) নস্ তথা মূল উদ্ধৃতিতে যা এসেছে তাই শরিয়তসম্মত। অসুস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দু'আ যেমন: (طهور إن شاء الله) এবং কবর যিয়ারতের দু'আ যেমন:

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)

এগুলো সেই পর্যায়ের। তবে অন্য কোন দু'আর ক্ষেত্রে 'ইন্ শা আল্লাহ' বলবেন না।

- হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ আপনার ডাকে সাড়া দিবেন- এমন প্রবল বিশ্বাস নিয়েই আল্লাহকে ডাকুন। আপনার অন্তর হতে হবে একান্তভাবে আল্লাহমুখী। দু'আ করার সময় কোনো মতেই অন্যমনস্ক এবং উদাসীন হওয়া যাবে না। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমরা আল্লাহকে ডাকো, এমতাবস্থায় তোমার দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। মনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অন্যমনস্ক উদাসীন অন্তর হতে উৎসারিত দু'আয় সাড়া দেন না।" (তিরমিযী, আল হাকেম {হাদীসটি হাসান})

- হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ডাকার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করুন এবং (ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম) শব্দ দিয়ে আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকুন, দু'আ করুন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"তোমরা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম দিয়ে দু'আ করো"। (তিরমিযী {হাদীসটি সহীহ})

আরো অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতা অথবা মূল তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়ঃ

আলাহর উপর অহংকার, আমিত্বপ্রকাশ ও ঔদ্ধত্যস্বরূপ শপথ করা

*আলাহর উপর শপথ করা: আল্লাহর উপর কসম করা এ বলে যে, সে এরকম করবে না অথবা এরকম করবে ।

*আল্লাহর উপর শপথ করা দুই প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ হারামঃ অহংকার, ঐদ্ধত্য এবং আমিত্বের বহি:প্রকাশ হিসেবে আল্লাহর উপর এমনভাবে কসম করা যে, সে নিজে যা চয়ন করে তাই যেন আল্লাহ করেন। উদাহরণস্বরূপ এমন বলা যে, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুককে এরকম দিবেন না'। অথবা বলা, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে রহম করবেন না' ইত্যাদি। এটা অপরিহার্য তাওহীদের তথা পূর্ণতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা কখনো কখনো মূল তাওহীদের সাথেও সাংঘর্ষিক হয়ে যায় যখন সাথে সাথে সে এটাও বিশ্বাস করে যে, তার শপথের মাধ্যমে আপন প্রতিপালকের উপর সে প্রভাব বিস্তার করছে এবং তার শপথ করার ক্ষেত্রে সে তার রবের সাদৃশ্য গ্রহণ করছে। এধরনের শপথ যে হারাম তার প্রমাণ হচ্ছে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না।' এতে আল্লাহ তা'আলা বললেন, কে সে আমার উপর কসম করে? এ বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না। নিশ্চয়ই আমি সেই অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমলকে নষ্ট করে দিলাম। অথবা তিনি যে ধরনের বলেছেন।" (মুসলিম)

দ্বিতীয় প্রকারঃ জায়েযঃ তা হচ্ছে, নিজের প্রতিপালকের প্রতি সুধারণা রেখে, তাঁর প্রতি নত, বিনম্র হয়ে এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে অতীতের বিষয়ে স্বীয় ধারণাকে সঠিক মনে করে আল্লাহর উপর শপথ করা, অথবা ভবিষ্যতের কোনো বিষয় নিয়ে শপথ করা। যেমনটি আনাস ইবনুন নাদার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দা এমন রয়েছে, তারা যদি আল্লাহর উপর কসম করে বসে, আল্লাহ তাদের সেই কসম পূরণ করে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)। হাদীসের ঘটনাটা ঘটছে তখন যখন আনাস ইবনুন নাদার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাবী' বিনতে আন নাদার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না- বলে শপথ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সেই সত্ত্বার শপথ যিনি (হে রাসূল) আপনাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছেন, তার (রাবী' বিনতে আন নাদার এর) দাঁত ভাঙ্গা যাবে না।" ফলে আল্লাহ তার এ কসম ব্যর্থ হতে দেননি এমনভাবে যে, সংশ্লিষ্ট লোকগুলো সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং কিসাস মা'ফ করে দেয়।

*নিজের ঔদ্ধত্যপ্রকাশ এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করে আল্লাহর উপর শপথ করা থেকে

মুসলমানের বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে মনে করা যে, আল্লাহর উপর তার কোনো অধিকার রয়েছে। সেই শপথকারী নিজের জন্য বা অন্যের জন্য যা চাইবে তাই যেন আল্লাহ করে। অথবা আল্লাহ যেন এরকম না করে। বান্দার জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর উপর যদি সে কসম করে, তখন তার সেই কসম কখনো কখনো গর্ব ও অহংকারের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তার আমলই নষ্ট করে দিবেন। এতে সে ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে বনী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তির কথা উদ্ধৃত হয়েছে যে স্বীয় ভাইকে বলেছিল, (والله لا يغفر الله لك) অর্থাৎ, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে না।" আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, সে এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছে, যা তার দুনিয়া-আখিরাত দু'টোকেই ধ্বংস করে দেয়।" (আবূ দাঊদ {হাদীসটি সহীহ})।

- হে আল্লাহর বান্দা, আপনাকে হতে হবে আল্লাহমুখী, আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত, আশাবাদী, তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত এবং তাঁকে ভালবাসতে হবে। পাশাপাশি আপনার প্রতিপালকের মান-মর্যাদা অনুযায়ী তাঁকে সম্মান করতে হবে। সাথে সাথে আপনাকে মনে রাখতে হবে, আপনি তাঁর প্রতি অভাবী ও মুখাপেক্ষী। তাঁর নিকট আপনার প্রয়োজন রয়েছে। বান্দার জানা থাকা উচিত, সে যতই আল্লাহর ইবাদত করুক এবং তাঁর প্রশংসা করুক না কেন, সে আল্লাহর প্রশংসা করে কখনো শেষ করতে পারবে না। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না।" (মুসলিম)। বান্দাকে তার প্রতিপালক সম্পর্কে সবধরনের ভাল ধারণা রাখতে হবে আর নিজের সম্পর্কে পোষণ করতে হবে মন্দ ধারণা। আল্লাহ যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করতে এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার মধ্যেই নিজেকে সচেষ্ট রাখতে হবে। অন্তর যেন বিকৃত না হয় সে ক্ষেত্রে তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সকল বনী আদমের অন্তরসমূহ রহমান তথা দয়ালু সত্ত্বার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে, এক অন্তরের মতোই সেগুলোকে তিনি যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।" (ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন)। আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বীয় শ্রবণ, দৃষ্টি, উচ্চারণ, মনযোগ এবং এমন কী সকল নড়াচড়ার উপর বান্দাকে নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশ করা উচিৎ।
- আল্লাহকে সুপারিশকারী বানানো তাঁরই কোনো সৃষ্টির উপর (তথা কোনো সৃষ্টির উপর আল্লাহর মধ্যস্থতা গ্রহণ করা) হারাম। কারণ, সবকিছুই তো আল্লাহর।

তিনিই সকল কিছুর মালিক। তাই আল্লাহর মধ্যস্থতা গ্রহণ করা তাঁরই কোনো সৃষ্টির উপর আল্লাহর প্রতি সেই সম্মানপ্রদর্শনের বরখেলাপ যে ধরনের সম্মানপ্রদর্শন জরুরী। একইভাবে তা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী, যে পূর্ণতা থাকাটা ওয়াজিব। বেদুঈনটি যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেছিলো, "আমি আল্লাহর উপর আপনার সুপারিশ কামনা করছি এবং আপনার উপর আল্লাহর সুপারিশ কামনা করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, তোমার দূর্ভোগ হোক! তুমি কি জানো? তুমি কি বলছো? এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে লাগলেন যে তা তাঁর সাহাবীদের চেহারায় পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল। অত:পর তিনি বললেন, তোমার দূর্ভোগ হোক! কোনো সৃষ্টির উপর আল্লাহর সুপারিশ কামনা করা যায় না। আল্লাহর শা'ন ও মর্যাদা তার চাইতে বহুগুণ বেশি। তোমার দূর্ভোগ হোক! তুমি কি জানো, আল্লাহ কে?...। (আবূ দাঊদ, যাহবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)

- হে আল্লাহর বান্দা, তোমার কথাবার্তা ও তোমার কাজকর্মে আল্লাহর যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করো এবং যথাযথভাবে তাঁর মূল্যায়ন করো। যখনই তুমি কাউকে এমন কথা বলতে শোন যাতে আল্লাহর সম্মানহানি হয়, তার নিন্দা জানাও। আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি পবিত্রতা বর্ণনা করো; এমনভাবে যাতে তিনি সকল দোষ-ত্রুটি মুক্ত সাব্যস্ত হয়। এ জন্যে বেদুঈনের হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাকে বলতে শুনেছেন, "আপনার উপর আল্লাহর সুপারিশ কামনা করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, তোমার দূর্ভোগ হোক! তুমি কি জানো? তুমি কি বলছো? এবং তিনি এভাবে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে লাগলেন যে তা তাঁর সাহাবীদের চেহারায় পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল ..। (আবূ দাঊদ, {হাদীসটি হাসান})

আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ তাওহীদের বিপরীত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: প্রাণীসমূহের আকৃতি তৈরী করা অথবা প্রতিকৃতি গ্রহণ করা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা এই বিষয়টি অবশ্য জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় প্রাণীসমূহের প্রতিকৃতি তৈরী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তবে জড়পদার্থসমূহ, উদ্ভিদসমূহ এবং বৃক্ষসমূহের আকৃতি তৈরী করা বৈধ আছে যা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানী দ্বারা প্রমাণীত আর তা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রতিকৃতি তৈরী করে ক্বিয়ামতের দিন তার উপর অবধারিত করে দেয়া হবে তাতে প্রাণ সঞ্চারিত করার জন্যে আর সে তা করতে সক্ষম হবে না। (হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাদের কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।)

হে প্রতিকৃতি তৈরীকারী আপনি অতিনিকৃষ্ট ব্যক্তি কেননা:

(ক) প্রতিকৃতি তৈরী করা অংশীদার হওয়াই বটে কেননা প্রতিকৃতি তৈরীকারী নিজেকে আল্লাহ তায়ালার পালনকারীর যে গুণ রয়েছে তাতে অংশীদার করা হয়ে থাকে কেননা প্রতিকৃতি তৈরী করা আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বসমূহের একটি এবং তার সুন্দর নামসমূহের একটি, যেমন তিনি বলেন:

﴿ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر : 24].

অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকারী, উদ্ভাবনকারী, আকার আকৃতি প্রদানকারী। (সূরা হাশর: ২৪)

আর আল্লাহ তায়ালার গুণসমূহের মধ্যে একটি হলো যে, তিনি আকৃতি দান করেন যেমন তিনি বলেছেন:

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: 6]

অর্থাৎ তিনিই তোমাদেরকে মায়ের পেটে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দেন। (সূরা আলে ইমরান: ৬)

(খ) আর আপনার আকৃতি তৈরী করা মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করার একটি মাধ্যম কেননা মুশরিকদের অধিকতর শিরক প্রতিকৃতির মাধ্যমেই হয়ে থাকে তাই প্রাণীসমূহের আকৃতি তৈরী করা পরিপূর্ণ একত্ববাদের বিপরীত বিষয়।

(গ) আর হে প্রণীসমূহের প্রতিকৃতি তৈরীকারক ! জেনে রাখুন আপনার থেকে অধিক পাপী আর অন্য কেউ নেই কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

(قَالَ اللَّهُ ﷻ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً) رواه الشيخان

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন তার চেয়ে অধিক পাপী আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতই সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে, তবে তারা একটি বিন্দু অথবা চাউলের দানা

অথবা একটি যব সৃষ্টি করে প্রমাণ করে দিক। (ইমাম মুসলিম ও বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

(ঘ) যদি আকৃতিদানকারী কোন মূর্তির আকৃতি গঠন করে সেটাকে উপাসনা করার জন্যে যেমন কেউ বুদ্ধের আকৃতি তৈরী করে তার উপাসনা করার জন্য অথবা যীশু খৃষ্টের আকৃতি তৈরী করে তার উপানসা করার জন্য তবে তা হবে বড় শিরক যা তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দিবে।

(ঙ) আর যদি প্রতিকৃতি তৈরীকারী বিশ্বাস করে তার তৈরী আকৃতি আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ এবং সে ধারণা করে যে, তার তৈরী করা আকৃতি অতি সুন্দর অথবা আল্লাহর সৃষ্টির সমতুল্য তবে তা বড় শিরক হবে যা তাকে তার ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে দিবে এর প্রমাণ হলো আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আয়েশার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে:

(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ) رواه الشيخان .

অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শাস্তি ভোগকারী যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরী করে। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন।

(চ) যদি প্রতিকৃতি তৈরীকারী এই ধারণা পোষণ না করে যে, তার বানানো মূর্তি আল্লাহর সৃষ্টির থেকেও অধিক সুন্দর অথবা আল্লাহর সৃষ্টির সমতুল্য তবে তা হবে মহা পাপ, যদি সে এই ধারনা উপর মত্যুবরণ করে তাওবা না করে, তবে তা ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা হলে তাকে তার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা হলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(ছ) প্রতিকৃতি তৈরীকারী তার কর্ম থেকে তাওবা করা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করলে যা হবে তা ইবনে আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) رواه مسلم.

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিকৃতি তৈরীকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তার জন্য নির্ধাতি করে দেয়া হবে প্রত্যেক সেই প্রাণীর মূর্তি যা সে তৈরী করেছিল সেটাই তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(জ) হে প্রতিকৃতি তৈরীকারী: মহান আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর ন। এবং প্রানীসমূহের আকৃতি গঠন তৈরী ত্যাগ কর ন।

আর জেনে রাখুন যে, আপনার প্রতিকৃতি তৈরী করা যত বেশী হবে আপনার পাপ ও শাস্তি র পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে, আপনার কি ধারণা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে শত শত অথবা হাজার হাজার প্রতিকৃতি তৈরী করেছে, এই হাদীসটি কি এই অর্থ নয় যে, প্রত্যেক প্রাণী যা সে আকৃতি দিয়েছে তা তার জন্যে জাহান্নামে নির্ধারিত করে দেয়া হবে তা তাকে শাস্তি

দিতে থাকবে?

(ঝ) হে প্রতিকৃতি তৈরীকারী এই হাদীসটি খুব ভালরূপে বুঝে নিন:

(إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) رواه الشيخان

অর্থাৎ এই প্রতিকৃতি গঠনকারীদেরকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছ সেগুলোকে জীবন্ত করে তোল। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও বুখারী তাদের কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই কর্ম থেকে তাওবা কর ন।

(ঞ) হে মুসলিম: জেনে রাখুন যে, নিশ্চয়ই প্রতিকৃতি তৈরীকারী অভিশপ্ত কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিপাশ করেছেন সূদখোরদের এবং যারা সূদ দেয় যে মহিলা গায়ে দাগ লাগায় ও যে দাগ লাগিয়ে নেয়। ও তিনি লানত করেন যে প্রতিকৃতি তৈরী করে। হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

আপনার প্রতি করণীয় হলো যে, অপ্রয়োজনীয় ছবি মুছে ফেলবেন। আবুল হায়াজ থেকে বর্ণিত যে, তাকে হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন:

আমি কি তোমাকে সেই বিষয়টির দায়িত্ব দিয়ে পাঠাব না, যে বিষয়টির দায়িত্ব আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন,

(لَا تَدَعَنَّ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا)

অর্থাৎ আর তা হলো তুমি কোন উঁচু কবর রাখবে না বরং তুমি তা সমান করে দিবে আর না কোন ছবি ঘরে রাখবে বরং তা মুছে ফেলবে।

*প্রাণীর ছবি ঘরে (প্রয়োজনীয় ছবি) রাখবেন না কেননা তা হারাম আর যে ব্যক্তি (প্রয়োজনীয়) প্রাণীর ছবি ঘরে রাখবে তিনি গোনাহগার হবেন।

আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)

অর্থাৎ এমন গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে গৃহে কুকুর এবং ছবি রয়েছে। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةٌ)

অর্থাৎ নিশ্চয় ফেরেশতা এমন গৃহে প্রবেশ করে না যে ঘরে মূর্তি অথবা ছবি রয়েছে। এই হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তিরমিজী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত।

ছবি সংক্রান্ত কতগুলো বিধান:

১। প্রাণীসমূহের ছবি তৈরী করা হারাম সেটির ছায়া থাকলেও এবং না থাকলেও সেটা ক্যামেরার মাধ্যমে হোক অথবা হাতে হোক কেননা হাদীসটিতে ব্যাপক অর্থে বুঝানো হয়েছে সুতরাং অতি প্রয়োজনীয় ব্যতীত কোনটিই বৈধ নয়।

২। যদি ছবি থেকে মাথা কেটে দেয়া হয় তবে তা জায়েয আছে যা হাদীসে জিবরীলে রয়েছে:

(فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ)

অর্থাৎ আপনি সেই মূর্তির মাথা হয়ে অতিক্রম কর ন যেটি বাড়ীতে কেটে দেয়া হয়েছে। এই হাদীসটি আহমাদ ও আবু দাউদ ও তিরমিজী বর্ণনা করেছেন। সহীহ সূত্রে বর্নিত।

৩। প্রাণীসমূহের মূর্তি হারাম সমস্ত আলেমদের ঐক্যমতে।

পরিপূর্ণ অপরিহার্য তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর মধ্যে আরেকটি হলো:

ঝড় হাওয়াকে গালি গালাজ করা

*বাতাসের গুণাগুন, গালিগালাজের বিধান এর প্রতি যেসব বিশ্বাস এবং বাতাস সম্পর্কীয় বিষয়:

(ক) বাতাস আল্লাহর সৃষ্টি ও তারই পরিচালিত এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অনুগত। সুতরাং বাতাসকে অভিশাপ দেয়া এবং গালিগালাজ করা হারাম এবং তাতে মৌলিক বিশ্বাসে দূর্বলতা আসে।

ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত আছে:

(أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَلْعَنْ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ এক ব্যক্তি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বাতাসকে অভিশাপ করলো তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন বাতাসকে অভিশাপ করো না। কেননা যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করতে সে বাধ্য আর নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এমন কিছুকে অভিশাপ করে যা বাস্তবে সেই বস্তু অভিশপ্ত নয় তাহলে সেই অভিশাপ তারই উপর প্রত্যাবর্তিত হয়। (হাদীসটি তিরমিজী বর্ণনা করেছেন -সহীহ।)

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, ঝড়-বাতাস স্বয়ং নিজেই কল্যাণ-অকল্যাণ ও রহমত ও আযাবের প্রভাব সৃষ্টিকারী, তবে সে বড় শিরকে পতীত হবে। তা হবে আল্লাহর কর্মে শিরক করা।

(খ) বাতাস হলো আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত অতএব, হে মুসলিম! আপনি বাতাসকে গালি দিবেন না, আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "বাতাস আল্লাহর রহমতের অন্তর্ভুক্ত, তা অনুগ্রহ নিয়ে আসে এবং আজাবও নিয়ে আসে। সুতরাং তোমরা যদি তা দেখ গালি দিও না বরং

আল্লাহর নিকট তার ভিতরের কল্যাণ কামনা কর এবং আল্লাহর নিকট ভিতরের ক্ষতি-অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (আবু দাউদ ও হাকেম-সহীহ)

(গ) বাতাস রহমত বয়ে নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এর দ্বারা বিজয় দান করেছেন। যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

অর্থাৎ: আমি কিবলার বিপরিত দিক থেকে আসা বাতাসের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি...। (বুখারী ও মুসলিম)

* তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বাতাসকে সুসংবাদ স্বরূপ প্রেরণ করেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ﴾ [الروم:46].

অর্থাৎ তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হল এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সু সংবাদদানকারী স্বরূপ। (সূরা রূম: ৪৬)

আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾

২২. আমি বৃষ্টি-সঞ্চারী বাতাস প্রেরণ করি, অতঃপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি আর তা তোমাদের পান করাই । (সূরা হিজর: ২২)

* বাতাস দ্বারাই মানবজাতির আরেকটি কল্যাণকর বিষয় হলো এর মাধ্যমে নৌকার পাল লাগিয়ে তা চালানো হয়। এমনই আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে।

* এই বাতাসের মাধ্যমেই আযাব ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়ে থাকে।

ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: দাবুর নামক পিছনের দিক থেকে আসা বাতাসের দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।" বুখারী ও মুসলিম)

অতএব বান্দার জন্য জরুরী হলো, বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তায়ালাই বাতাস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা পাঠিয়ে থাকেন বিশেষ বিশেষ কারণে যা তিনিই জানেন। সুতরাং বান্দার উচিত তার রবের হুকুম মেনে চলা, যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকা এবং সাধ্য মত আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার চেষ্টা করা।

যখন ঝড় হাওয়া বইতে থাকে অথবা আকাশে মেঘ দেখা যায় তখন কোন দোয়া পড়তে হবে অথবা কি করণীয়?

১। যখন প্রচন্ড বাতাস বইতে থাকে তখন সুন্নত হলো (হে আল্লাহর বান্দা) আপনার জন্যে এই প্রার্থনা করা যা আয়েশার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন প্রচন্ড ঝড় হাওয়া বইতে থাকতো তখন তিনি বলতেন: হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে এই বাতাসের কল্যাণ কামনা করি এবং এর মধ্যে যা মঙ্গল আছে তা আমি কামনা করি আর যে কল্যাণের জন্যে বাতাস প্রেরণ

করা হয়েছে তোমার কাছে তা প্রার্থনা করি এর অনিষ্ট থেকে এবং এর ভিতরে যে অনিষ্ট নিহিত আছে এই বাতাসকে যেই অনিষ্টের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে তা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
২। হে আল্লাহর বান্দা আপনি যখন আকাশে কালো মেঘ (যা বিপদজনক) অথবা প্রচন্ড বাতাস দেখতে পান তখন আপনি আল্লাহর আযাব থেকে ভয় কর ন। আর এই ভীতি লক্ষণ আপনার চেহারায় পরিলক্ষিত হওয়া উচিৎ আর যখন বৃষ্টি বর্ষণ হবে তখন তাতে আপনি খুশি হবেন। আয়েশার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তিনি আকাশে কালো মেঘ অথবা প্রচন্ড বাতাস দেখতেন তখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেহারায় প্রভাব দেখা যেত। তিনি (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি লোকজনকে দেখি যে, তারা যখন মেঘ দেখে তখন তারা আনন্দিত হয় এই আশায় যে বৃষ্টি বর্ষণ হবে, আর আমি আপনাকে দেখছি যে, আপনি যখন মেঘ দেখেন তখন আপনার চেহারায় মলীনতা পরিলক্ষিত হয়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: তিনি বললেন: হে আয়েশা আমি নিরাপত্তাবোধ করতে পারি না যে, সেটাতে আজাব নেই। নিশ্চয় একটি জাতি প্রচন্ড ঝড়ে শাস্তি পেয়েছে আর নিশ্চয় একটি জাতি আজাব দেখে তারা বললো এই মেঘ আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।
আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর্শ এই ছিল: (যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হতো তখন তিনি খুশি হতেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:

সামর্থ থাকা সত্বেও যে ব্যক্তির কাছে কেউ আল্লাহর নামে ভিক্ষা চাইল অথচ সে তাকে দিল না:

এতে কতিপয় বিধান রয়েছে:

১। আল্লাহ তায়ালার মহত্বকে বজায় রাখার মধ্য হতে এটিও একটি যে, কেউ ভিক্ষা চাইলে তাকে দান করা যদি সে তার প্রাপ্য চায় অথবা সে বাধ্য হয় অথবা সেটা তার অতি প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং এমন বস্তু চেয়ে থাকে যে, সেটা দিয়ে দিলে তার কোন ক্ষতি হবে না। যদি তার সামর্থ থাকার পরেও না দেয় তবে মৌলিক ও পরিপূর্ণ ঈমানে অসম্পূর্ণ তা দেখা দিবে। কেননা সে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ মহত্ব বজায় রাখেনি।
ইবনে উমরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ...الحديث)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায় তা তোমরা দিয়ে দাও... । হাদীসটি আবু দাউদ ও নিসাঈ বর্ণনা করেছেন ।

২ । আর যদি আল্লাহর নামে নিষিদ্ধ বস্তু চায় অথবা খারাপ কিছু চায় অথবা এমন বস্তু চায় যা তার সাধ্যের বাহিরে অথবা তা দিলে তার ক্ষতি হবে তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্যে দান করা জরূরী নয় ।

আর হারাম বস্তু দান করা হারাম আর অপছন্দনিয় বস্তু চাইলে তা দেয়া ভাল নয় ।

(৩) যে ব্যক্তির কাছে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায় আর সে তাকে সেটা না দেয় তার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তবে সে আল্লাহর মহত্বকে বজায় রাখলো না সুতরাং সে তার মৌলিক তাওহীদ ও পরিপূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী কাজ করলো । বরং তার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ)

অর্থাৎ তোমরা জেনে রাখো, আমি তোমাদেরকে মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির কথা বলছি সে হলো সেই ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়া হলো আর সে তাতেও কিছু দিলো না । (ইমাম তিরমিজী এই হাদীসটি তার বর্ণনা করেছেন-সহীহ ।

(৪) হে আল্লাহর বান্দা: আপনার উপর ওয়াজেব হলো, যে ব্যক্তি আপনার নিকট আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে সাধ্যানুযায়ী তাকে আশ্রয় দেয়া । যা শরীয়তে বৈধ ।

যেমন কেউ কারো অত্যাচার থেকে আল্লাহর ওয়াস্তে পানাহ চাইল তাহলে তাকে আশ্রয় দেয়া ও রক্ষা করা ওয়াজেব । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ...الحديث)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পানাহ চায় তাকে পানাহ দাও... । (হাদীসটি আবু দাউদ ও নেসাঈ বর্ণনা করেছেন-সহীহ) বরং হে আল্লাহর বান্দা আপনার প্রতি ওয়াজেব হলো অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা ।

যেমন আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)

অর্থাৎ তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক । হাদীসটি বুখারী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।

৫ । হে আল্লাহর বান্দা উত্তম হলো মহৎ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া আল্লাহর ওয়াস্তে না চাওয়া । সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবেন জাহান্নামের শাস্তি ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর চেহারার অসীলায় ।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: যখন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ ﴾

অর্থাৎ বল, তিনি তোমাদের উপর থেকে অথবা পদতল থেকে ‘আযাব পাঠাতে (সক্ষম)। (সূরা আনআম: ৬৫)
তিনি বলেন আমি আপনার সম্মানিত চেহারার অসীলায় কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি:

﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾

অর্থাৎ অথবা পদতল থেকে ‘আযাব পাঠাতে (সক্ষম)। (সূরা আনআম: ৬৫)
তিনি বললেন: আমি আপনার চেহারা অসীলায় আশ্রয়া প্রার্থনা করি। আর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾

অর্থাৎ অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করার মাধ্যমে একদলকে অন্যদলের সংঘাত সংঘর্ষ ও হিংসা হানাহানির আস্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম।(সূরা আনআম: ৬৫)
তিনি বললেন এই দুটি অনেক সহজ। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।
আব্দুলাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন:

(أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর কাছে আমি তাঁর সম্মানিত চেহারার অসীলায় এবং তাঁর সর্বস্থায়ী রাজত্বের অসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি বিতাড়িত শয়তান থেকে।
তিনি আরও বলেছেন যখন তিনি এই কথা বলেন তখন শয়তান বলে আমার থেকে সারাটি দিন হেফাজতে থাকবেন। (হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন-সহীহ।

মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা

এই বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। হে আল্লাহর বান্দা! আপনার প্রতি ওয়াজেব হলো আপনি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করবেন কেননা আপনার মহান প্রভূর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। নিশ্চয় বান্দা যখন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে তবে সে মহা কল্যাণ অর্জন করে। যদি সে তার প্রভূর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে তখন সে অনিষ্ট তাকে পেয়ে বসে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে:

(أَنَّ اللَّهَ ﷻ قَالَ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ)

অর্থাৎ নিশ্চয় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন আমি আমার বান্দার কাছে তেমনি যেমন সে আমার প্রতি ধারণা করে। যদি সে আমার কল্যাণের ধারণা করে তাহলে তাই তার জন্যে হবে। আর যদি অকল্যাণের ধারণা করে তাহলে তাই তার জন্যে হবে। (হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন-সহীহ।)

ওয়াসেলার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ)

অর্থাৎ আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী সুতারাং যা ইচ্ছা তাই ধারণা করতে পারে। (হাদীসটি আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন-সহীহ।)

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি খারাপ ধারণার অবস্থাসমূহ

প্রথমত অবস্থা:

আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব ধারণা রাখা যা তার তাওহীদের বিপরীত।

যেমন কেউ ধারণা করে যে, নিশ্চয় মুশরিকদের উপাস্যসমূহ যা তারা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করে তা তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে অথবা ধারণা করল যে, আল্লাহর অংশীদার আছে অথবা জন্মদাতা অথবা সন্তান আছে অথবা ধারণা করল যে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবস প্রতিষ্ঠিত করবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাহলে এই ধারণা কুফরী হবে, আল্লাহকে অস্বীকার করা হবে (বড় ধরণের কুফরী হবে), আর এটা জাহেলী যুগের ধারণার মতই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ...الآية ﴾ [آل عمران:154].

অর্থাৎ এবং অন্যদল মূর্খের মতো আল্লাহ্‌র প্রতি কুধারণা পোষণ করত। সূরা আলে ইমরান: ১৫৪)

আর আয়াতে ধারণার ব্যাখ্যা করা হয়েছে: নিশ্চয় আল্লাহ তার রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহায্য করেন নাই এবং রাসূলের নির্দেশ লংঘনীয়। আরেকটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেই আঘাত পেয়েছেন তা আল্লাহর তাকদীরের মধ্যে ছিল না আর না তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত ছিল। আর সঠিক ব্যাখ্যা হলো যে, আয়াতটি এসব থেকে ব্যাপক অর্থে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো:

আল্লাহর প্রতি এমন খারাপ ধারণা রাখা যে, তার ফলে তাকে কাফের বলা যাবে না, তবে এতে মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের অসম্পূর্ণতা আসবে তা হলো যে, অনেক লোকের অন্তরে ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পায় এবং এটাকে দোষারোপ করে। যেমন তার অন্তরে একথা উদায় হওয়া আল্লাহর উচিৎ ছিল উমুক ব্যক্তির চেয়ে আমাকে বেশী অর্থ সম্পদ দান করা, কেননা আমি উমুকের থেকে বেশী অনুগত্যশীল ইত্যাদি। আর এটা পাওয়া যায় এমন সব লোকদের মাঝে যারা অধিক ও অল্পের তুলনা করে থাকে।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণায় পতিত ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপদেশ

বর্তমান অনেক লোক আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। আর এর থেকে কেবলমাত্র যারা আল্লাহর নামসমূহ ও তার গুণসমূহ সম্পর্কে অবহিত এবং তার প্রজ্ঞা প্রশংসাকে আঁকড়ে ধরেছে কেবলমাত্র তারাই এ থেকে নিরাপদ।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা: হে জ্ঞানী নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী এটা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করুন। আপনার প্রভূর কাছে বেশী করে তাওবা করুন আপনার খারাপ ধারণা থেকে প্রভূর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন। নিজের আত্মাকে ঢিল দিবেন না যা

সব সময় খারাপের নির্দেশ দিয়ে থাকে, সুতরাং আপনার প্রভূর প্রতি সুধারণা রাখুন বরং বান্দার জেনে রাখা উচিৎ যে, নিশ্চয় আল্লাহ তার ভাগ্যে যেই সব দু:খ কষ্ট রেখেছেন তাতে বিশেষ রহস্য রয়েছে। যা কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন। আর বান্দার প্রতি ওয়াজেব হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং সুধারণা পোষণ করা, তাতে তার পাপসমূহ মোচন হবে এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর কাছে অসংখ্য প্রতিদান পাবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10].

অর্থাৎ)। আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি। (সূরা যুমার: ১০)

২। হে মুসলিম আপনার প্রতি ওয়াজেব হলো এই বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ তার রাসূলকে সাহায্য করেছেন এবং তার দ্বীনকে সাহায্য করেছেন তার নূরকে পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: 8].

অর্থাৎ কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করবেনই যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে। (সূরা স্বফ: ৮)

৩। তেমনিভাবে হে মুসলিম আপনার প্রতি ওয়াজেব হলো যে, এই বিশ্বাস করা যে, যারা আল্লাহর প্রতি এই ধারণা করে যে, তিনি তার রাসূলকে সাহায্য করেন নাই এবং তার দ্বীনকে সুমর্যাদা দেন নাই তারা ক্ষতিগ্রস্থ এবং তাদের ধোকা চক্রান্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج : 15].

অর্থাৎ যে কেউ ধারণা করে যে আল্লাহ তাকে (অর্থাৎ তাঁর রাসূলকে) কক্ষনো দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করবেন না, তাহলে সে আকাশ পর্যন্ত একটা দড়ি ঝুলিয়ে নিক, অতঃপর তা কেটে দিক, অতঃপর সে দেখুক তার কলা-কৌশল তার রাগের কারণ দূর করে কিনা। (রাসূলের দুশমন নিজের ঝুলানো দড়িটাই কাটুক, কেননা সে তো রাসূলের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্যের দড়িটা কক্ষনো কাটতে পারবে না।) (সূরা হাজ্ব:১৫)

পরিপূর্ণ মৌলিক তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:

সাইয়্যেদের এমন বলা: আমার দাস ও আমার দাসী এবং দাস তার সাইয়্যেদকে বলা: আমার রব পালনকর্তা :

১। হে আল্লাহর বান্দা জেনে রাখুন যে, নিশ্চয়: যখন এই কথা বলা হয় (দাস তার মনীবকে বলে: হে আমার প্রতিপালক) তাতে মহান আল্লাহ তায়ালা পালনকর্তা হিসেবে যে তিনি এক তাতে অংশীদার হওয়ার ধারণা জন্মে অথচ তিনি পবিত্র সত্বা তিনি একমাত্র পালনকর্তা ও একক। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন আল্লাহ তায়ালার সাথে শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্যে। আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ)

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যেন এই কথা না বলে যে, তোমার পালনকর্তাকে পানি পান করাও, তোমার প্রভূকে খাবার খাইতে দাও, তোমার প্রভূকে অজু করতে দাও আর কেউ যেন তার মনীবকে আমার প্রভূ না বলে বরং সে যেন বলে আমার মনীব বা আমার অভিভাবক। (বুখারী ও মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

আর এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত দাস ও দাস ছাড়া সকলেই সুতরাং কেউ তার দাসকে এই কথা বলবে না, তোমার প্রভূকে খাবার খেতে দাও বরং সে বলবে তোমার মনীবকে খেতে দাও। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, তোমার প্রভূকে খেতে দাও, অথবা দাস তার মনীবকে বলবে: আমার রব প্রভূ তবে তা মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের ঘাটতি হবে, কেননা সে একটি নিষিদ্ধ কাজ করলো। সুতরাং এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে আল্লাহ তায়ালার পালনকর্তার গুণে অংশীদার হওয়ার ধারণা না হয়। আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: দাস কখনো এই কথা বলবে না যে, আমার কর্তা ও কর্তৃী এবং মালিক যেন বলেন: আমার ছেলে ও আমার মেয়ে। আর অধিনস্ত বলবে আমার নেতা ও আমার নেত্রী। নিশ্চয় তোমরা সকলেই আল্লাহর অধিনস্ত দাস, আর প্রভূ একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা।

আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-সহীহ।

২। মনীবকে এই কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে: আমার বান্দা ও আমার বান্দী। কেননা এই শব্দে শিরকের অন্তর্ভুক্তি আছে। আর নিশ্চয় সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর দাস আর সমস্ত নারী আলাহর দাসী।

আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে:

তোমাদের মধ্যে কখনোও কেউ বলবে না: আমার দাস, আমার দাসী কেননা তোমরা সকলেই আল্লাহর দাস এবং তোমাদের সকল নারী আল্লাহর দাসী বরং সে বলবে আমার ছেলে আমার মেয়ে এবং আমার বাচ্চা ও আমার বাচ্চি।

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আর যে ব্যক্তি বলবে আমার বান্দা অথবা আমার বান্দী তাহলে তা মৌলিক তাওহীদের অসম্পূর্ণতা হবে যা থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন:

তোমাদের কেউ বলবে না যে, আমার দাস-বান্দা অথবা আমার দাসী বা বাঁদী বরং বলবে আমার ছেলে আর আমার মেয়ে ও আমার বাচ্চা। (বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণান করেছেন।)

আমার সাইয়্যেদ বা নেতা বলার বিধান

"আমার সাইয়্যেদ এমন বলা জায়েয আছে, তা দাসের ক্ষেত্রে হোক অথবা অন্যের জন্যে হোক, কেননা নেতৃত্ব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের বলেছেন:

(قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সাইয়্যেদের (নেতার) জন্যে দাঁড়াও। বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর তাদের নেতা ছিলেন সা'দ বিন মোয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

কাউকে কেবলমাত্র সাইয়্যেদ বলা:

তবে কারো ব্যাপারে কোন সম্পৃক্ততা ব্যতীত সাইয়্যেদ বলা জায়েয নেই কেননা সাইয়্যেদ হলেন আল্লাহ যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আব্দুল্লাহ বিন শাখীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে:

(السَّيِّدُ اللَّهُ)

অর্থাৎ সাইয়্যেদ হলো আল্লাহ। আহমাদ ও আবু দাউদ এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

বাড়ীর মালিক বা প্রভূ ইত্যাদি বলার বিধান:

আর প্রতিপালক বা প্রভূ গুণটি কোন এমন কিছুর জন্যে প্রযোজ্য করা; যেসবের উপর শরীয়তের বিধান অর্পিত হয়নি তবে তা জায়েয হবে তাতে কোন দোষ নেই। সুতরাং এই কথা বলা যাবে বাড়ীর মালিক বা প্রতিপালক এবং উটের প্রতিপালক, ছাগলের প্রতিপালক এবং সম্পর্কে মালিক ইত্যাদি। কেননা এসবের ক্ষেত্রে বুঝা যায় যে, এখানে মালিকানা বুঝানো হয়েছে আর এমন বিশ্বাস করা হয় না যে, এখানে এসব বস্তুর কোন প্রকার দাসত্ব আছে এসবের মালিকের জন্যে; কেননা এসব বস্তুর উপর শরীয়তের বিধান অর্পিত হয়নি।

একটি বিধান:

যে বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে: দাস তার মনীবকে বলবে না যে, আমার মাওলা বা প্রভূ কেননা নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের প্রভূ মহান আল্লাহ তায়ালা। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আলেমগণ বলেছেন এই হাদীসটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ও সংরক্ষিত মনে হয় না কেননা ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন: রবং সে বলবে আমার সাইয়্যেদ ও আমার মাওলা। এটাকে প্রাধ্যন্য দেয়া হবে, যা মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। (একমাত্র আল্লাহ সব জানেন।)

মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:

কোন সৃষ্টকে এমন নামে আখ্যায়িত করা যা একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য:

এই বিষয়টির বিশ্লেষণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

১। যে নামসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে প্রযোজ্য সে সবের কোন একটি নামে বান্দাকে আখ্যায়িত করা হারাম বা নিষিদ্ধ যেমন আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বের প্রভূ, অদৃশ্যের জ্ঞানী, পাক পবিত্র, রাজাধিরাজ, আর এরই অন্তর্ভুক্ত হাকাম অর্থাৎ ফয়সালার অধিকারী, যদি কেউ তার নিজের নাম অথবা অন্য কারো নাম হাকাম রাখে তবে তা হারাম হবে। এটি মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। আবু শুরাইহর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাকে আবুল হাকাম বলে আহ্বান করা হতো তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنْ الْوُلْدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহই একমাত্র হাকাম বা ফয়সালা করার অধিকারী আর বিধান তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় সুতরাং তোমাকে কেন আবু হাকাম বলা হবে, তখন তিনি বললেন তোমাকে কেন আবুল হাকাম বলা হবে, তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় যখন আমার সম্প্রদায় কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তারা আমার কাছে আসে আর আমি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেই; তাতে তারা উভয়েই খুশি হয়ে মেনে নেয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন এটা কতই না উত্তম তোমার সন্তান আছে? তিনি বলেন: আমার (সন্তান) হলো শুরাহ, আব্দুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন তাদের মাঝে বড় কে তিনি উত্তর দিলেন শুরাইহ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন তাহলে তুমি আবু শুরাইহ। (আবু দাউদ ও নাসাঈ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (সহীহ)।

২। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তের মাধ্যমে ফয়সালা করে তাকে হাকাম অর্থাৎ ফয়সালাকারী আখ্যায়িত করা হারাম বা নিষেধ নেই বরং এটা জায়েয, এতে কোন দোষ নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء:35].

অর্থাৎ তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন সালিস (ফয়সালাকারী) নিযুক্ত কর। (সূরা নিসা: ৩৫)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন:

﴿ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الحكام لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ الناس بالإثم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:188].

অর্থাৎ এবং জানা সত্ত্বেও অসৎ উপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশে তা ফয়সালাকারীর নিকট নিয়ে যেও না। (সূরা বাকারা: ১৮৮)

৩। যে সব নাম একমাত্র আল্লাহর নামে বিশেষিত তা দ্বারা কুনিয়াত বা উপনাম হিসেবে আহ্বান করা হারাম। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হাকাম নামে ডাকা ব্যক্তিকে তা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা আল্লাহ হলেন হাকাম অতএব, আল্লাহ তায়ালা কাউকে জন্ম দেননি আর না তিনি কারো থেকে জন্ম নিয়েছেন।

কুনিয়াত বা উপনাম:

এর অর্থ হলো যার নামের পূর্বে বাবা অথবা মা ব্যবহার হবে। সুতরাং যাকে আবু ফোলান বা উম্মে ফোলান বলে কুনিয়াত হিসেবে ডাকা হবে তা মূলত নাম অবহিত হবে, কেননা কুনিয়াত নামেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪। আর ওয়াজেব হলো যে সব নাম পরিবর্তন করা, যা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত তেমনিভাবে সেই সব কুনিয়াত পরিবর্তন করাও ওয়াজেব যদি সেটি এমনই হয়ে থাকে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যক্তিটির কুনিয়াত পরিবর্তন করেছেন এবং তিনি তাকে বলেছেন (তুমি আবু শুরাইহ)

৫। আর যে সব নামে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তার সৃষ্টকেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে তা জায়েয যেমন: আযীয, কারীম আর সে ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য যেমন উপযুক্ত তাই প্রযোজ্য হবে আর বান্দার জন্য যা উপযুক্ত তাই প্রযোজ্য হবে।

মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত:

এমন কথা বলা: আল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক:

১। আল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এই কথা বলা হারাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মুখাপেক্ষী নন আর এটা একটি দোয়া আর আল্লাহ তাঁর জন্য কোন দোয়ার মুখাপেক্ষী নন। কেননা আল্লাহ সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা ও ত্র টি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি তার সত্বা, নাম ও গুণাগুণে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাঁর জন্য শান্তি অথবা নিরাপত্তার প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই, বান্দাগণই শান্তি বা নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী।

আর ইবনে আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: আমরা একদা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে নামাযে ছিলাম তখন আমরা বললাম আল্লাহ যেন তার বান্দাদের থেকে নিরাপদে থাকেন, উমুক উমুক নিরাপত্তায় থাক, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা এই কথা বলো না যে, আল্লাহ যেন নিরাপদে থাকেন, কেননা আল্লাহ নিজে নিরাপত্তার অধিকারী। বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহর প্রতি সালাম, তার মৌলিক ঈমান লোপ পাবে এবং এই কথাটি মৌলিক তাওহীদের পরিপন্থী হবে। এজন্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ থেকে নিষেধ করেছেন।

২। "আসসালাম" আল্লাহ তায়ালার একটি নাম, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

অর্থাৎ পূর্ণ শাক্তিময়, নিরাপত্তা দানকারী, প্রতাপশালী, পর্যবেক্ষক, মহা পরাক্রমশালী, অপ্রতিরোধ্য, প্রকৃত গর্বের অধিকারী। তারা যাকে (তাঁর) শরীক করে তাথেকে তিনি পবিত্র, মহান। (সূরা হাশর: ২৩)

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হলেন সালাম। আর আলাহ তায়ালা তার নাম ও গুণসমূহে পরিপূর্ণ আর সকল দোষ ত্র টি থেকে নিরাপদ ও পবিত্র। তিনি তার বান্দাদেরকে সব ধরণের বিপদ ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখেন।

হে আল্লাহর বান্দা:

১। আপনার প্রতি ওয়াজেব হলো, আপনি আপনার সকল কর্মে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করবেন, নির্ভর করবেন, ও তাঁরই উপর, আর এমন সব কর্ম করবেন যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপদে ও শাক্তিতে থাকতে পারেন এবং দুনিয়া ও আখেরারেতর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

অর্থাৎ নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না ও অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। আহমাদ ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

২। আপনার প্রতি ওয়াজেব হলো, সেই সকল বিধান মেনে চলা যা আপনার প্রভূ আপনার প্রতি অর্পন করেছেন। আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না যে, এই বিধানটি কেন করা হয়েছে? নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿لايُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء:23].

অর্থাৎ তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, বরং তারা জিজ্ঞাসিত হবে (তাদের কাজের ব্যাপারে)। (সূরা আম্বিয়া: ২৩)

এতএব জরুরী হলো, যে সব বিষয় আল্লাহ ওয়াজেব করেছেন তা মেনে চলা ও পালন করা এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:36].

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুর ষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। (সূরা আহযাব: ৩৬)

বান্দাকে এই কথা অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ, আল্লাহ তায়ালা তার মহাগ্রন্থে যা তার জন্যে বিধান দিয়েছেন ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতে। তাতে তার জন্যে ধ্বংস থেকে নিরাপত্তা ও মুক্তি রয়েছে, আর আল্লাহ তায়ালা সে সব ব্যক্তির জন্যেই বলেছেন যারা আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলে:

﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ...الآية﴾ [الأنعام:127].

অর্থাৎ তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে শান্তিধাম, তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক এজন্য যে তারা (সঠিক) 'আমাল করেছিল। (সূরা আনআম: ১২৭)

৩। আপনার জন্য সুন্নাত হলো, তাওহীদের পরিপূর্ণতার কারণগুলি বাস্তবায়ণ করার চেষ্টা করা, যা অপরিপহার্য পূর্ণতাকে বৃদ্ধির দ্বারাই সম্ভব। আর এরই অন্তর্ভুক্ত হলো: লোকজনকে প্রথমই সালাম দেয়া। যেমন আবু উমামার হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ)

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো, যে শুরুতেই সালাম দেয়। (আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-সহীহ।)

৪। সুন্নাত হলো, আপনি সালাম প্রচার করতে সচেষ্ট হবেন, যেন মুমিনদের মাঝে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যা ঈমানের জন্যে একটি শর্ত। আর আল্লাহ ফজল ও করুনায় জান্নাতে প্রবেশের জন্যে ঈমান হলো শর্ত। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী, আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)

অর্থাৎ সেই সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ; তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে আর ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরে সম্প্রীতি না থাকে। আমি কি তোমাদের এমন এক নির্দেশনা দিব না, যা তোমরা পালন করলে তোমরা তোমাদের পরস্পরে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলবে; আর তা হলো তোমরা তোমাদের মাঝে সালামের প্রচলন করো। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

সালামের প্রচলন হলো আপনি পরিচিত ও অপরিচিত সকলের প্রতি সালাম দিবেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো ইসলামের সর্বোত্তম আমল কি? তিনি উত্তরে বললেন:

(تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)

অর্থাৎ তুমি আহার করাবে এবং তুমি পরিচতি ও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি সালাম দিবে। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো:

ঈমান সংরক্ষণ না করা

হে আল্লাহর বান্দা:

১। অতি প্রয়োজন ছাড়া অথবা শরীয়তের বিশেষ কারণ ব্যতীত শপথ করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة:89].

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। (সূরা মায়িদাহ: ৮৯)

সুতরাং যে ব্যক্তি তার শপথকে সংরক্ষণ করে না বরং সে তার কথায় প্রয়োজনে অথবা শরীয়ত সম্মত কোন কারণ ব্যতীত বেশী বেশী শপথ করে থাকে, সে আল্লাহ তায়ালাকে সম্মান দেয় না। তাই এটি মৌলিক ও পরিপূর্ণ ঈমানকে কমিয়ে দিবে।

২। সম্পদের আদান প্রদানে শপথ করবেন না আর নিশ্চয় শপথকারী সে তার সম্পদের আদান প্রদানে ও ক্রয় বিক্রয়ের জন্যেই শপথকে বেছে নেয়, সে মহান আল্লাহকে সম্মান দেয় না। আর সালমানের (রাযিয়াল্লাহু আনুহ) হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَةً، لا يَشْتَرِي إِلا بِيَمِينِهِ، وَلا يَبِيعُ إِلا بِيَمِينِهِ)

অর্থাৎ ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা তিন প্রকার ব্যক্তি প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, দরিদ্র অহংকারী, এবং এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে নিজের সম্পদের মতই বানিয়ে নেয়; তা শপথ করে ক্রয় করে এবং তার শপথ করেই বিক্রি করে। এই হাদীসটি তাবরানী তার গ্রন্থ কাবীরে এবং বাইহাকী শোয়াব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (সহীহ)।

আসমা বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ غَدًا: شَيْخٌ زَانٍ، وَرَجُلٌ اتَّخَذَ الأَيْمَانَ بِضَاعَةً يَحْلِفُ فِي كُلِّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ مَزْهُوٌّ.

অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবেন না: বৃদ্ধ ব্যভিচারী, এবং এমন ব্যক্তি যে শপথকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রত্যেক সত্য ও মিথ্যায় শপথ করে এবং দরিদ্র অহংকারী। (তাবরানী তার কাবীর গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন (হাসান)।

সুতরাং ব্যক্তির সম্পদ ক্রয় বিক্রয়ে আল্লাহর নামকে ব্যবহার হারাম, যদিও তার কথা সত্য হয়ে থাকে।

৩। জেনে রাখুন নিশ্চয় সম্পদ ক্রয় বিক্রয়ে শপথকারীকে আল্লাহ উপযুক্ত শক্তি দিবেন কেননা সে তার শপথ সংরক্ষণে আল্লাহর নির্দেশকে মান্য করেনি এবং তার প্রভূকে মর্যাদা

দেয়নি অথচ আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরণের ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না: যে ব্যক্তি সম্পদের জন্যে শপথ করলো যে, সে যা দিয়েছে তা অনেক বেশী দিয়েছে অথচ সে মিথ্যাবাদী এমন ব্যক্তি যে আসরের পর মিথ্যা শপথ করলো, যেন সে একটি মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ হনন করতে পারে এবং এমন ব্যক্তি বেঁচে যাওয়া পানি দিতে নিষেধ করলো, আল্লাহ বলেন: আজ আমি আমার দয়া থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলাম, যেমন তুমি তোমার হাতের পরিশ্রম ছাড়া যা তোমার কাছে ছিল তা থেকে তুমি নিষেধ করেছ। (বুখারী ও মসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

নিম্নে বর্ণিত মূল ও পরিপন্থী তাওহীদের বিপরীত বিষয়:

১। অহংকার: নিশ্চয় অহংকারী আল্লাহর অহংকারের চাদর ছিনিয়ে নেয়।

২। অতি সম্মান: এমন সম্মানের দাবীদার যা কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যে। সে আল্লাহ সেই সম্মানের পোষাক ছিনিয়ে নেয়।

৩। আলাহর হুকুম বিধি-বিধানে সন্দেহ করা।

৪। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

এসবের প্রমাণ হলো, ফাযালা বিন আবীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ)

অর্থাৎ তিন প্রকার ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না: সে ব্যক্তি যে আল্লাহর চাদর ছিনিয়ে নিবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার চাদর হলো বড়ত্ব-অহংকার এবং পরিধেয় (লুঙ্গী) হলো, ইজ্জত-সম্মান। এমন ব্যক্তি যে, আল্লাহর বিধানে সন্দেহ করে এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। (হাদীসটি তাবরানী কাবীর গ্রন্থে বর্ণান করেছেন-সহীহ)

সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালার জন্যে যে অহংকার ও সম্মান আছে তা তার জন্যেও আছে। তাহলে এটা মূল তাওহীদের পরিপন্থী হবে।

কেউ যদি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় যেমন খারেজী সম্প্রদায় করে থাকে, তারা গোনাহগারকে কাফের বলে আখ্যা দেয়, তারা মনে করে পাপী যে তাওবা না করে

মৃত্যুবরণ করে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের বানীতে সন্দেহ করে অথবা ক্বিয়ামত সম্পর্কে, এসবই মূল তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়। আর যদি সে অহংকারী অথবা সম্মানের দাবীদার, তবে উল্লেখিত পর্যায়ে নয় অথবা সন্দেহ এমন পর্যায়ে হয় যে, তা অনেকের মাঝে কখনো কখনো এসে যায় অথবা নিরাশ হয় তবে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশার পর্যায়ে না হয়, তবে এসকল বিষয় অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতা পরিপন্থী হবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আরও যেসব বিষয় মৌলিক তাওহীদের পরিপন্থী তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। বংশ মর্যাদার অহংকার।

২। বংশের প্রতি দোষত্র টি আরোপ করা।

৩। তারকারাজীর কাছে পানি চাওয়া (বলা উমুক তারার জন্যে বৃষ্টি হয়েছে।) এমন বিশ্বাস করে যে, তারকাই বৃষ্টির কারণ।

৪। মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ করা।

৫। এমন বলা যে, রোগ একজনের থেকে আরেকজনে ছড়ায়।

এগুলির প্রমাণ হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বানী যা আবু মূসা আশাআরীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত:

(أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ)

অর্থাৎ জাহেলীয়াতের চারটি বস্তু আমার উম্মতের মধ্যে রয়ে যাবে যা তারা ত্যাগ করবে না, তা হলো মর্যাদার অহংকার, বংশকে দোষারোপ করা, তারকারাজির কাছে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করা এবং মৃতের উপর বিলাপ করা। এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন যা আবু হুরাইরার হাদীসে আছে:

(اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)

অর্থাৎ মানুষের মাঝে দুটি বিষয় (ছোট) কুফরী রয়েছে: বংশের প্রতি দোষারোপ এবং মৃতের উপর বিলাপ করা।

আর আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে:

(أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَم يَدَعهُنَّ النَّاسُ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا وَالْإِعْدَاءُ جَرِبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَة بعير فَمَنْ أَجرب البعير الْأَوَّلَ)

অর্থাৎ জাহেলীয়াতের চারটি বিষয় লোকজন ত্যাগ করতে পারেনি: বংশের দোষারোপ মৃতের জন্য বিলাপ, তারকারাজির বিষয়, অর্থাৎ এমন বলা যে, অমুক অমুক তারকার জন্যে বৃষ্টি হয়েছে এবং রোগ সংক্রামিত হওয়ার বিশ্বাস অর্থাৎ একটি উটের রোগ বিশেষ

হওয়াতে তা শতটি উটে ছড়িয়ে গেছে। (তাহলে প্রশ্ন হলো) তবে প্রথমটির কোথা হতে আসলো। (আহমাদ ও তিরমিজী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-হাসান।)

হে আল্লাহর বান্দা:

১। আপনি আপনার পূর্বপুরুষের মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত থাকুন। আর জেনে রাখুন যে, সকল মানব জাতি এক আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে:

(لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ)

অর্থাৎ সেই সব সম্প্রদায় লাঞ্চিত হয়ে যাবে, যারা তাদের পূর্ব পুরুষকে নিয়ে গর্ব করে; যাদের মৃত্যু হয়েছে আর তারা জাহান্নামের কয়লা অথবা তারা আল্লাহর নিকট এমন তুচ্ছ পায়খানার পোকার চেয়ে নিকৃষ্ট যা স্বীয় নাক দ্বারা আবর্জনা উল্টায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের অহমিকা ও বাপ-দাদার অহংকারকে বিলুপ্ত করেন। মূলত পাপি বদবখত সমস্ত মানুষ আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং আদম সৃষ্টি হয়েছে মাটি হতে। হাদীসটি তিরমিজী বর্ণনা করেছেন। সহীহ।

হে মুসলিম আপনি অহংকার থেকে বেচে থাকুন।

২। মানুষেরে বংশের উপর দোষারোপ করা ত্যাগ করুন।

আর এটা খুবই খারাপ দোষ, জেনে রাখুন নিশ্চয় আপনি এবং যাদের বংশকে আপনি দোষারোপ করেছেন সকলেরই মূল এক। আপনাদের সকলের আদি পিতা এক। তিনি হলেন আদম ﷺ আর আদম মাটির সৃষ্টি সুতরাং আপনি কেন তাদের দোষ দিবেন এবং তাদের উপর নিজের অহংকার করবেন?

৩। আপনি তাদের মত হবেন না যারা তারকার কাছে বৃষ্টি চায়। আর আপনি মৃতের উপর বিলাপ করা ত্যাগ করুন।

৪। নিশ্চয় বিলাপ মহিলাদের মাঝে বেশী পাওয়া যায়, সুতরাং হে নারী আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আর বিলাপ করা ত্যাগ করুন এবং মুত্যুর পূর্বে এই বিলাপ করা ত্যাগ করুন এবং মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর কাছে এই বিলাপ থেকে তাওবা করুন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু মালিক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে:

(النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ)

অর্থাৎ বিলাপকারীনি যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তবে তাকে ক্বিয়ামতের দিন দাড় করানো হবে এমন অবস্থায় যে, তার গায়ে আল কাতরার সালোয়ার ও রোগ বিশেষের আল খেল্লা থাকবে।

৫। আর এই কথা বলেন না যে, রোগ ছড়ায়। কেননা নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ)

অর্থাৎ তবে প্রথম উটে কিভাবে এরোগ এলো।

হাদীসটি আহমদ, তিরমিজী বর্ণনা করেছেন।

আর যে সব বিষয় পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত সেগুলোর মধ্যে:

বংশের দাবী করা (বিকৃতভাবে) অথবা অস্বীকার করা অথবা এমন দাবী করা যা তার জন্য নয়।

১। যে ব্যক্তি এমন বংশের দাবী করলো যা অপরিচিত অথবা তার পিতা ছাড়া অন্যের দিকে নিজের বংশ জড়িয়ে দেয় অথবা জেনে বুঝে অন্য মাওয়ার দিকে নিসবত করল, যদি সেটা এমন হয় যে, আল্লাহর হারাম করা বস্তুকে সে হালাল মনে করে তবে তা মূল তাওহীদের পরিপন্থী বড় ধরনের কুফরী হবে। আর যদি সে আল্লাহর হারাম করাকে হালাল মনে না করে তবে তা তাওহীদের পরিপূর্ণতা পরিপন্থী ছোট ধরণের কুফরী হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা সাদ ও আবু বাকরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে:

(مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পিতা ছাড়া অন্যকে তার পিতা দাবী করে অথচ সে তা জানে (সে তার পিতা নয়) তাহলে জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর আনাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে ছাড়া অন্যকে পিতা দাবি করে অথবা নিজের মুনিবকে ছাড়া অন্যকে মুনিব বলে তার উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনবরত আল্লাহর অভিশাপ হবে। আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সহীহ।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আব্দুল্লাহ বিন আমরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে:

(مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার পিতাকে ছাড়া অন্যকে নিজের বাবা দাবি করে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, নিশ্চয় জান্নাতের সুগন্ধি পাচশত বৎসরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।
(ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন- সহীহ।)
২। যে ব্যক্তি বংশকে অস্বীকার করে যদিও তা তুচ্ছ বংশ হয় যদি সে আল্লাহ (এ ক্ষেত্রে) যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করে। তাহলে তা বড় কুফরী হবে যা মূল তাওহীদের পরিপন্থি। আর যদি সে এটিকে হালাল মনে না করে তবে তা তাওহীদের অপরিহার্যতার পরিপূর্ণতা পরিপন্থী ও তবে তা হবে ছোট কুফর যা অবৈধ।
যেমন আব্দুল্লাহ বিন আমরের হাদীসে রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কুফরী হলো, অপরিচিত কোন বংশের দাবী করা অথবা তার নিজের বংশকে অস্বীকার করা যদিও তা তুচ্ছ হয়। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাসান)
আর আবু বকরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(كُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফরী হলো, নিজেকে স্বীয় বংশ মুক্ত ঘোষণা করা যদিও তা তুচ্ছ হয়। বাযযার এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। (হাসান)
৩। হে মুসলিম যা আপনার জন্যে নয় তা আপনি দাবি করবেন না। নিশ্চয় আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবী করে যা তার জন্য নয়, তবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার উচিৎ তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়া। ইবনে মাজাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (সহীহ)

পাপ মিটান ও ক্ষমার পদ্ধতি

হে মুসলিম! আপনি আপনার প্রতিটি নেক কর্মে প্রচেষ্টা করে যান। আর সে সব বিষয় অবলম্বন করুন, যার ফলে আল্লাহ তায়ালা পাপসমূহ মিটিয়ে দিবেন। আর এসবের অন্তর্ভুক্ত হলো:

* বান্দা যদি বিপদাপদ দু:খ ও দু:শ্চিন্তায় পড়ে তাতে ধৈর্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা করে তবে তার ফলে আল্লাহ তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। যেমন আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)

অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তিকে যে কোন প্রকার দু:খ কষ্ট পৌঁছে এবং যে কোন দু:শ্চিন্তা ও কষ্ট আসুক এমন কি কাঁটা ফুটলেও আল্লাহ তায়ালা এসবের দ্বারা তার অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার উপর সমস্ত দু:খ, দুশ্চিন্তা ও অন্য সকল অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করুন এবং সাওয়াব পাওয়ার আশা রাখুন।

* বেশী বেশী পড়তে থাকুন: "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু।" কালেমাটি প্রতিদিন একশতবার অথবা এরও বেশী পড়তে থাকুন।

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে:

(مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিনে একশতবার "লা ইলহা ইল্লাল্লাহাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" কালেমাটি পড়বে তার জন্যে দশটি দাস মুক্ত করার সমান হবে এবং তার জন্যে একশত ছাওয়াব লেখা হবে, তার একশত পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং এটি তার জন্যে সেই দিন সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে হেফাজত ও নিরাপদে থাকার ঢাল হয়ে থাকবে এবং সে যা করলো তার থেকে উত্তম কর্ম কেউ করতে পারবে না, তবে কেউ যদি তার এই আমল থেকে বেশী আমল করে থাকে। বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

* আপনি পড়ুন: সুবাহানাল্লাহ ওয়া বেহামদিহি দিনে একশতবার।

আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্নিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়া বি হামদিহি" দিনে একশতবার পড়বে, তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমূদ্রের ফেনাতূল্য হয়ে থাকে। বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

* আপনি পড়ুন: যা সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে বলেছেন:

من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله رباً وبمحمدٍ رسولاً وبالإسلام ديناً" غفر له ذنبه. (رواه مسلم)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনকে বলতে শুনে বলবে: আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাজিতু বিল্লাহি রব্বাউ ওয়া বি মুহাম্মাদিন রাসূলাউ ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনা" তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

* যখন আপনি কোন বৈঠকে থাকবেন তখন আপনি পড়ুন (সেই কালেমা) যা যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন লা ইলাহা ইলা আনতা, আস্তাগফিরু কা ওয়া আতুবু ইলাইকা" বলবে, কোন যিকিরের বৈঠকে তাহলে তা তার জন্যে রেকর্ড হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি এটা কোন অর্থহীন বৈঠকে পড়বে তা তার জন্যে কাফফারা হয়ে যাবে। নাসাঈ ও হাকিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-সহীহ।

*যখন আপনি সকালে উঠবেন তখন আপনি বলবেন:

লা ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু আইয়াশ আয যুরাকীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে:

(مَنْ قَالَ حِينَ أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِذَا أَمْسَى مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সকালে পড়বে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" তাহলে তার এই আমলটি ইসমাঈলের বংশের কোন দাসকে মুক্ত করার সমতুল্য হবে এবং তার জন্যে লেখা হবে

দশটি সাওয়াব, দশটি পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে তার জন্যে দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে এবং সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপত্তায় থাকবে আর যখন সন্ধা হবে তেমনিভাবে সকাল পর্যন্ত। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ।

* যদি আপনার নিকট থেকে কোন গোনাহ হয়ে থাকে, তবে আপনি সাথে সাথে নেক কাজ করুন যাতে সেই পাপটি মিটে যায়। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا...الحديث)

অর্থাৎ আপনি পাপের সাথে সাথে ভাল কাজ করুন, যা সেই পাপটি মুছে ফেলবে। হাদীসটি তিরমিজী বর্ণনা করেছেন। (হাসান)

* আপনি আলাহর কাছে প্রত্যেক পাপ থেকে তাওবা করুন যা পাপকে মিটিয়ে দিবে এবং তা নেকীতে পরিণত করবে। আর মহান আল্লাহর কাছে বেশী করে তাওবা করুন।

আল্লাহ তায়ালা তাওবাকরীদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾[الفرقان:70].

অর্থাৎ আল্লাহ এদের পাপগুলোকে পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেবেন; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। (সূরা ফুরকান: ৭)

ইবনে মাসউদের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)

অর্থাৎ "গোনাহ থেকে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই।" ইবনে মাজাহ এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন-হাসান।

*হে মুসলিম আপনি পাপসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন:

(فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ)

অর্থাৎ "তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব।" হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

*কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে আমরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বলেছেন:

(الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ)

অর্থাৎ আলাহর রাস্তায় যুদ্ধ প্রত্যেক গোনাহ ক্ষমা করে দেয় ঋণ ব্যতীত। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

* আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখুন এবং নেক আমল করতে চেষ্টা কর ন এবং হারাম বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন:

(أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ)

অর্থাৎ আমি আমার বান্দার ধারণা অনুরূপ যদি সে আমার প্রতি ভাল ধারণা করে তবে আমি তার জন্যে ভাল, আর যদি খারাপ ধারণা করে তবে আমি তার জন্যে খারাপ। ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

*আপনি আপনার ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে সাবলীল ক্ষমাশীল হোন এতে আলাহ আপানাকে ক্ষমা করে দিবেন। জাবেরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হদীসে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى)

অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে তোমাদের পূর্বে ছিল সে যখন বিক্রি করতো তখন সে সহজ ছিল, আর যখন ক্রয় করতো তখন সে সহজ এবং যখন সে আদায় করতো তখন সে সহজ। এই হাদীসটি তিরমিজী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন আর বুখারীও এইরূপ বর্ণনা করেছেন।

*পানি সাদকা কর ন এবং এমন সব লোকদের পানি পান করান যাদের পানির খুবই প্রয়োজন। এমনকি প্রাণীসমূহকে পান করান তাতে আল্লাহ আপানাকে ক্ষমা করবেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হদীসে বর্ণিত আছে:

(غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ)

অর্থাৎ এমন এক ব্যভিচারীনী মহিলাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যে এমন এক কুকুরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল যে, কুকুরটি কুপের পাড়ে হাপাচ্ছিল পিপাসায় মরার কাছাকাছি ছিল। সেই মহিলাটি তার মুজা খুলে উড়নার সাথে বাঁধল এবং তার জন্য পানি উঠাল; যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

*রমযান মাসে এবাদত কর ন, ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রোযা রাখুন এবং ক্বদরের রাত্রিতে এবাদত কর ন ঈমান ও সওয়াবের আশায়, যার ফলে আপনার পূর্বের যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে:

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি রমযানে ঈমান রেখে ও সাওয়াবের আশায় রোজা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি রমযানে ঈমান রেখে ও সাওয়াবের আশায় এবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন: যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রিতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় এবাদত করবে তার অতীতের যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। দীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

* আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য-ইখলাসের সাথে হজ্ব করেন। হজ্বে যৌনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হবে না।

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخاري)

অর্থাৎ: যে হজ্ব করল আল্লাহরই জন্য, সে যৌনাচারে লিপ্ত হল না, পাপও করল না, সে এমন দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে যে, তার মা তাকে সে দিন জন্ম দিয়েছে। (বুখারী)

*জুমআর নামায, রমযানের রোযা এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায গুরুত্ব সহকারে হেফাযত করুন এবং কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকুন যাতে আপনার ছোট ছোট গোনাহসমূহ যা এই সবের মাঝখানে হয়ে যায় তা ক্ষমা হয়ে যায়।

নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত: পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় এবং জুময়া থেকে জুময়া আদায় যেসব ছোট গোনাহ এর মাঝে হয়েছে তার কাফফারা হয়ে যায়, যদি সে সময়ের কবীরা গোনাহ না হয়ে থাকে। হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

*যখন ইমাম নামাযে আমীন বলেন তখন আপনি আমীন বলুন। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত আছে : যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরা আমীন বলো, নিশ্চয় যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

* আরাফার দিনে রোযা রাখুন, যদি আপনি হজ্ব করতে না যেয়ে থাকেন, আর আশুরার দিনে রোযা রাখুন (মুহাররমের দশম দিন)। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: আরাফার দিনে রোযার প্রতিদান আল্লাহর কাছে আশা করি যে, অতীত হয়ে যাওয়া এক বৎসরের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং পরবর্তী এক বৎসরের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আশুরার রোযার সওয়াব আল্লাহর কাছে আশা করি যে, পূর্বের বৎসরটির গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

*উত্তমরূপে ওজু করুন তাতে আপনার গোনাহ বের হয়ে যাবে, যেমন আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন মুসলিম ব্যক্তি অথবা মুমিন ব্যক্তি ওজু করে এবং সে যখন চেহারা ধৌত করে তার চেহারা থেকে প্রত্যেক গোনাহ বের হয়ে যায় পানির সাথে অথবা শেষ পানির ফোটার সাথে, যা সে তার দুচোখ দিয়ে দেখেছিল আর যখন সে তার দু হাত ধৌত করে তখন

তার দুহাত থেকে প্রত্যেক গোনাহ যা যে হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিল, বের হয়ে যায় পানির সাথে অথবা শেষ পানির ফোটার সাথে। আর যখন সে তার দু পা ধৌত করে প্রত্যেক সেই পাপ যার জন্যে সে পা দুটি দিয়ে হেটে গিয়েছিল বের হয়ে যায় পানির সাথে অথবা শেষ পানির ফোটার সাথে, আর অবশেষে সে সমস্ত গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

*আপনি উত্তমভাবে ওজু করার পর ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করুন এবং মসজিদে যান মুসলমানদের সাথে জামায়াতে নামায আদায় করার জন্যে। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

* যদি কেউ উত্তমরূপে ওজু করে নামাযের জন্যে বের হয়, সে তার ডান পা উঠানো মাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে একটি নেকী লেখে দেন, আর তার বাম পা রাখার পূর্বেই মহান আল্লাহ তায়ালা একটি পাপ মুছে দেন সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ নৈকট্য লাভ করতে পারে অথবা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। যখন সে মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায আদায় করে তখন তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

*বেশী করে ভাল কাজ করুন যাতে ক্বিয়ামতের দিন পাপ থেকে নেকির পাল্লা ভারী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[المؤمنون:102].

অর্থাৎ যাদের (সৎ কাজের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। (সূরা মুমেনূন: ১০২)

*কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর" সাক্ষ্য নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করুন।

হাদীসে আছে যে, সমস্ত আমলের রেকর্ড উপরে উঠে গেল আর কালেমার সাক্ষ্য ভারী হয়ে গেল। (হাদীসটি তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন-সহীহ।)

*গোনাহ ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্যে যখন আপনি আপনার বাড়ী থেকে বের হবেন তখন পড়ুন যা আনাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে: "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ" তার জন্যে বলা হয় তোমার জন্যে যথেষ্ট হয়েছে তুমি গোনাহ থেকে রক্ষা পেয়েছ এবং তার কাছে থেকে শয়তান দূরে চলে যায়। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন-সহীহ।

আর আপনি পড়ুন: "আল্লাহুম্মা আউযু বিকা আন আজিল্লাহ আও উজাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও য়ুজহালা আলাইয়া।"

*যেসব বস্তু মুসলমানদেরকে চলার পথে কষ্ট দেয় ও ক্ষতি করে যেমন কাঁটা, পাথর এবং কাঁচ ইত্যাদি রাস্তা থেকে সরিয়ে দিন । নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যা আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে:

(بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)

অর্থাৎ একদা একটি ব্যক্তি একটি রাস্তায় চলছিল, সে রাস্তায় কাটার একটি ডাল পেল এবং সেটিকে সে সরিয়ে দিল এতে আল্লাহ শুকরিয়া করলো এবং তার গোনাহ ক্ষমা করে দিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীটি বর্ণনা করেছেন।

*আপনার সকল বিষয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর ন, বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর ন এবং সকল অনিষ্ট ও পাপ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর ন। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা:

প্রথম মাসয়ালা:

*কবীরা গুনাহসমূহ অনেক সে সবগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তা কবীরা গুনাহ যেমন ইতি পূর্বে অতিবাহিত হাদীসসমূহে আছে, অনুরূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানী:

(الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْإِيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ)

অর্থাৎ কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং আল্লাহর করুনা হতে হতাশ হওয়া। এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া। আল বাযযার এই হাদীসটি বর্ণান করেছেন।

*কবীরা গুনাহ হলো সেই সব গুনাহ, যেগুলোর উপর শাস্তি নির্ধারিত আছে। যেমন ব্যভিচার ও চুরি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...الآية﴾ [النور:2].

অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। (সূরা নূর: ২)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة:38].

অর্থাৎ আর চোর ও চোরনী তাদের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি । আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রান্ত , মহাবিজ্ঞানী । (সূরা মায়িদাহ: ৩৮)

*অনুরূপ কবীরা গুনাহ হলো সেই বিষয়, যার জন্য গজব বা লানতের হুশিয়ারী এসেছে । যেমন আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ) رواه الترمذي (صحيح).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না তার উপর আল্লাহ নারাজ হয়ে থাকেন । হাদীসটি তিরমিজী বর্ণনা করেছেন । (সহীহ)

আর আলীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)

আল্লাহ লানত করেন, হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় তার উপর, হাদীসটি আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন, (সহীহ)

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

لعنة الله على الراشي والمرتشي

অর্থাৎ আল্লাহ ঘুষ দানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারীর উপর লানত করেন । (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ) ।

*কবীরা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত হলো যে সবের উপর আল্লাহ কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শণ করেছেন অথবা যেসব গোনাহগারের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদের সাথে কথা বলবেন না এমন হুশিয়ারী এসেছে: যেমন আবু যরের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)

অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তি । কথাটি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার বললেন । আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন তারা ধ্বংশ হয়ে গেল এবং ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল । তিনি বললেন: যে ব্যক্তি পায়ের গিরার নিচে কাপড় ঝুলাই, যে উপকার করে খোটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ দিয়ে নিজের সম্পদ বিক্রিকারী । মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ।

আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)

অর্থাৎ আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে ক্বিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন দু:খজনক শাস্তি, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং অহংকারী ফকীর। হাদীসটি মুসিলম বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত আছে: অহংকারী ফকীর, নিজের মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্বনকারীনী নারী, দাইউস যে নিজের স্ত্রীকে পর পুরুষের সাথে মিশতে দেয়া, মাদকাসক্ত, অতিরিক্ত পানি মটকাতে থাকার পরেও মুসাফিরকে না দেয়, কেবলমাত্র দুনিয়া হাসিল করার জন্যে কোন ইমামের কাছে বয়আত গ্রহণকারী, অর্থের বিনিময় হলে তা সে পালন করে আর অর্থ না দিলে সে তা করে না।

* কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হলো, যে সব বিষয়ে আল্লাহ হশিয়ার করেছেন যে তিনি তা ঘৃণা করেন।

আবু জর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

والذين يشنؤهم الله التاجر الحلاف والبخيل المنان والفقير المختال. رواه أحمد (صحيح).

অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে ঘৃণা করেন তারা হলো: বেশী বেশী শপথকারী ব্যবসায়ী, খোটা দানকারী কৃপন ও অহংকারী ফকীর। ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে বর্ণনা করেন। (সহীহ)

*কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত হলো, যে সবের ব্যপারে রাসূল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, তিনি তাদের থেকে মুক্ত। নিশ্চয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু মূসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে আছে:

(أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ)

অর্থাৎ আমি তার হতে মুক্ত যে, মাথা নেড়ে করে, বিপদে আওয়াজ উচ্চ করে, বিপদে জামা-কাপড় ফাড়ে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন)

এবং জাবীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال لا ترى نارهما

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক ঐ মুসলিম হতে সম্পর্কহীন, যে ব্যক্তি মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। তাঁরা বলেন: ওহে আল্লাহর রাসূল, সে কেন বলে: তাদের উভয়ের আগুন পরস্পর দেখছে। আবু দাউদ ও তিরমিজী-(হাসান)

*কবীরা গুনাহ হলো সেইসব গোনাহ যে সব লোক এই গোনাসমূহ লিপ্ত তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল বলেছেন: সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরাইদার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমানতের শপথ করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আহমাদ ও হাকেম-(সহীহ)

আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বলেছেন:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ)

অর্থাৎ যে ধোকা দিলো সে আমাদের মধ্যে নয়। হাদীসটি আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। (সহীহ)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, (বিলাপ করে) গাল চাপড়ায়, নিজ পোষাক ছিড়ে এবং জাহেলীয়াতের গাওয়া গায়। হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস বর্ণিত, ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মাসয়ালা:

কবীরা গোনাহসমূহ ও সগীরা গোনাহসমূহ (অর্থাৎ বড় ও ছোট গোনাহ) পরস্পর একটি আরেকটি থেকে বড় ও ছোট।

আব্দুল্লাহর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন:

(قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ الْآيَةَ)

অর্থাৎ আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল কোন গোনাহ সবচেয়ে বড় তিনি বললেন: তুমি আল্লাহর সাথে কোন শরীক নির্ধারণ করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম এরপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে তুমি হত্যা করবে এই ভয়ে যে তোমার সাথে খাবে। তিনি বললেন এরপর কোনটি? তিনি বললেন তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

আর আলাহ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানীকে সত্যায়ন করে অবতীর্ণ করেছেন:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ الْآيَةَ)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মাবূদকে ডাকে না। (সূরা ফুরকান: ৬৮)
হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় মাসয়ালা:

বড় ও ছোট গোনাহ কাল ও স্থানের মর্যাদা ও অমর্যাদা অনুযায়ী বড় ও ছোট হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা হারাম শরীফের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾[الحج :25] .

অর্থাৎ যে তাতে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছে করে তাকে আমি আস্বাদন করাব ভয়াবহ শাস্তি ।(সূরা হজ্জ:২৫)
যেমন রমযান মাসের গোনাহ অন্য মাসের থেকে বেশী কঠিন এবং হারাম শরীফে অন্য স্থান থেকে কঠিন গোনাহ এবং এইরূপ যা আছে।

চতুর্থ মাসয়ালা:

কবীরা ও সগীরা গোনাহ তা অধিকমাত্রায় করতে করতে অনেক বড় হয়ে থাকে।
সুতরাং ছোট গোনাহ বারবার করলে তা কবীরায় পরিণত হয়ে যায় আর কবীরা গুনাহ অধিকমাত্রায় করলে সেটি অনেক অনেক বড় হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি দুইবার ব্যভিচার করলো তার গোনাহ বেশী বড়, তার থেকে যে ব্যক্তি একবার ব্যভিচার করলো, এইরূপ। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ)

অর্থাৎ প্রতিকৃতি তৈরীকারীর জন্যে প্রত্যেক প্রতিকৃতি যা সে তৈরী করেছিল তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হবে আর সেটি তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে। মুসলিম এই হাদীসটিকে বর্ণান করেছেন।

পঞ্চম মাসয়ালা

নিশ্চয় কবীরা ও সগীরা গোনাহ অনেক বড় হয়ে যায় যখন অন্য কিছু বিষয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয় যেমন ব্যভিচারের গোনাহ যা মাহরাম এমন আত্মিয়ের সাথে যার সাথে স্থায়ি বিবাহ নিষিদ্ধ ও যদি প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে হয় ইত্যাদি।
সুতরাং মুহরিমদের সাথে যিনা বেশী কঠিন গোনাহ যা অন্যের ক্ষেত্রে নয়, আর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার বেশী গোনাহ, যা অন্যের ক্ষেত্রে নয় ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ মাসয়ালা

হে আল্লাহর বান্দা:

১। আপনি আপনার অন্তর হেফাযত করুন। কেননা পাপের দাগ অন্তরে পড়ে। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যা আবু হুরাইরার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণিত:

(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾)

অর্থাৎ নিশ্চয় বান্দা যখন কোন পাপ কর্ম করে, তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায় আর যখন সে তা ত্যাগ করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাওবা করে তার অন্তর পরিস্কার হয়ে যায়। যদি সে পাপে আবার ফিরে আসে, তবে তা অনেক বৃদ্ধি পায়, আর সেই দাগের ব্যাপারে আল্লাহ আলোচনা করেছেন:

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾)

অর্থাৎ কক্ষনো না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে। (সূরা মুতাফফিফীন: ১৪)

এই হাদীসটি আহমদ, তিরমিজী ও নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। (হাসান)

২। কবীরা গুনাহসমূহ পরিত্যাগ করুন যাতে আপনি আল্লাহর অভিশাপ ও অসন্তুষ্টি এবং তার শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকেন এবং আল্লাহর রাসূলের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা থেকে নিরাপদ থাকুন। এমনকি যেন আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যান, যাদের ব্যাপারে তিনি বলেন: 'তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।

৩। সগীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকুন: কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গোনাহ থেকে নিষেধ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)

অর্থাৎ যখন আমি কোন কিছু থেকে নিষেধ করি তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাক। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪। আপনি সর্বদায় আল্লাহর কাছে তাওবাকে অবলম্বন করুন (দিনে একশতবারের থেকেও বেশী) বৈঠকে ৭০ বারের থেকেও বেশী। আর যখনই গোনাহ করেন তৎক্ষনাৎ তাওবা করুন এবং বেশী করে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

সপ্তম মাসয়ালা

১। হে মুসলিম: গুনায় পতিত হওয়া থেকে সতর্ক হোন।

২। ছোট বড় সমস্ত গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট তওবা করুন, আল্লা তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾[التحريم:8].

অর্থাৎ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ কর- আন্তরিক তাওবাহ। (সূরা তাহরীম: ৮)

৩। আপনার তাওবা যেন একনিষ্ট ও সত্য হয়।

৪। ছোট ও অন্যান্য গুনাহ বারবার করা হতে সতর্ক হোন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران:135].

অর্থাৎ এবং তারা জেনে শুনে নিজেদের (পাপ) কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

৫। যদি গুনাহ করে বসেন তবে আল্লাহকে স্মরণ করুন, অতপর সংগে সংগে আল্লাহর নিকট তওবা করুন, বর্তমানে গুনাহ হতে দূর হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ... الآية ﴾ [آل عمران:135].

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহসমূহের ক্ষমাকারী কেই বা আছে। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৫)

৬। যে সমস্ত গুনাহ করেছেন তার জন্য লজ্জিত হোন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে মাসউদের হাদীসে বলেন:

(النَّدَمُ تَوْبَةٌ)

অর্থাৎ লজ্জিত হওয়াই মূলত তওবা। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম-সহীহ)

৭। আপনার গুনাহ যদি খারাপ বিষয়, বিদআত ও হারাম সমূহ প্রচার-প্রসার কেন্দ্রিক হয় তবে, তওবা করুন, তা অন্যকে স্পষ্ট করে দিন যে তা খারাপ-হারাম ও তা সংশোধন করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [سورة البقرة:160].

অর্থাৎ কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তাদের তাওবাহ আমি কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যধিক তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা: ১৬০)

৮। আপনি যদি এমন পরিবেশ ও সমাজে বসবাস করেন, যা অতি গুনায় নিমজ্জিত ও নোংরা সমাজ তবে আপনি অন্য সৎ সমাজে স্থানান্তরিত হয়ে যান যেমনটি হয়েছিল, যে ব্যক্তি একশতজনকে হত্যা করেছিল তার ক্ষেত্রে, তাকে আলেম ইশারা করলেন যে, তিনি

যেন এমন গ্রামে চলে যান যেখানে নেক লোকদের বসবাস, এবং সেখানে গিয়ে যেন তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়। (সহীহ হাদীস)

৯। আল্লাহর দিকে অন্তর দিয়ে অগ্রসর হোন, সৎআমল বেশি বেশী করে করুন এবং আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ)

অর্থাৎ আল্লাহরই নিকট সাহায্য কামনা করুন। আমল করুন নিজের অলসতা, উদাসিনতা দূর করুন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَلَا تَعْجَزْ)

অর্থাৎ অপারগ হয়ো না। আপনার মৃত্যু ও আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হোন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا)

অর্থাৎ এ ধরণের বিষয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। (ইবনে মাজাহ, বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণিত।

১০। দুনিয়াতে এমন হয়ে বসবাস করুন, আপনি যেন এখানে একজন অপরিচিত, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ)

অর্থাৎ দুনিয়াতে তুমি এমন হও, যেন তুমি একজন অপরিচিত বা একজন মুসাফির পথিক। (বুখারী, ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত)

১১। আল্লাহ আপনাকে রযী রোজগারে দুনিয়াতে যা দিয়েছেন তাতেই তুষ্ট হোন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ)

অর্থাৎ মূলত সেই সফলকাম, যে ব্যক্তি মুসসমান, যথেষ্ট পরিমান রযী প্রাপ্ত এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তৃপ্ত করতে পেরেছেন। (মুসলিম)

১২। আল্লাহর তাওহীদ একত্বকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করুন। আল্লাহ তাওফীক দাতা।

অষ্টম অধ্যায়: বিদআত

*দ্বীনের মধ্যে বিদআত আল্লাহর সাথে শিরকের পর সবচেয়ে বড় ও নিকৃষ্ট গুনাহ।

বিদআতের হুকুম: দ্বীনের মধ্যে সব ধরণের বিদআত গুমরাহী ও ভ্রষ্টতা, এতএব তা হারাম। ইরবাজ বিন সারীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

অর্থাৎ নয়া নয়া আবিষ্কার হতে তোমরা নিজেকে বাঁচাও, কেননা প্রত্যেক নয়া আবিষ্কার, একটি বিদআত আর প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী-ভ্রষ্টতা। (আহমাদ ও আবু দাউদ (সহীহ)

বিদআত ও বিদআতীর বৈশিষ্ট

*বিদআত নীতির পরিনাম ধ্বংস, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যখন বলা হয় আমাদেরকে কিসের অঙ্গিকারে রেখে যাচ্ছেন? তিনি বলেন:

(قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ...الحديث)

অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রেখে যাচ্ছি সচ্ছ সাদা তরীকার উপর, তার রাত্রীও বিদালোকের মত, তা থেকে আমার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যতীত কেউ বিচ্যুত হবে না। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)।

*নয়া নয়া আবিষ্কারের মধ্যে বিদআতই হলো সর্ব নিকৃষ্ট বিষয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খুৎবায় বলতেন:

(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

অর্থাৎ অত:পর, নিশ্চয়ই সব চেয়ে বিশ্বস্ত হাদীস আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম ত্বরীকা মুহাম্মাদী ত্বরীকা, সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় নয়া নয়া আবিষ্কার এবং প্রত্যেক বিদআতই গুমরাহী-ভ্রষ্টতা। (আহমদ-সহীহ)

*বিদআতির উপর বিদআতের ভালবাসা প্রখর হয়ে যায়, যার ফলে তা থেকে তারা তওবার তাওফীক লাভ করে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إنّ الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة)

অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবাকে বিরত রেখেছেন। (তবারানী ও বাইহাকী-সহীহ)

*বিদআত সমূহ প্রচলনের মাধ্যমে বিদআতীগণ জনগণকে ও তাদেরকে তাদের বিদআতের পথে আহ্বান করে গুমরাহ করে থাকে এবং তারা এরই প্রচেষ্টা চালিয়ে

থাকে। কিয়ামতে তারা অবশ্যই সেই অবস্থার স্বীকার হবে যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [النحل:25].

অর্থাৎ যার ফলে ক্বিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায়, আর (আংশিক) তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা গুমরাহ করেছে নিজেদের অজ্ঞতার কারণে। হায়, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল: ২৫)

এবং জাবীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন উত্তম সুন্নাতের প্রচলন করবে, আর তার অনুসরণ করা হয়, তবে তার জন্য তার সওয়াব ও যারা তার অনুসরণ করবে তাদেরও অনুরূপ সওয়াব সে পাবে, তাদের সওয়াব হতে সমান্যতম কমানো ব্যতীত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্ট প্রথা প্রচলন করল, আর তার অনুসরণ করা হলো, তবে তার জন্য তার গুনাহ ও যারা তার অনুসরণ করবে তাদেরও অনুরূপ গুনাহ পাবে। তাদের গুনাহ হতে সামান্যতম কমানো ব্যতীতই। (তিরমিজী ও মুসলিম)

আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন গুমরাহীর পথে আহ্বান করলো, তবে তার জন্য গুনাহ হবে ঐ সমস্ত গুনাহর অনুরূপ, যারা তার অনুসরণ করেব, তাদের কোন গুনাহ তা হতে কমানো ছাড়াই। মুসলিম ও তিরমিজী)

* মূলত বিদআতীরই মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট) বিষয় অনুসরণ করে মুহকাম (স্পষ্ট) বিষয়গুলি বাদ দিয়ে, সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ তাদের থেকে সতর্ক থাকা।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

অর্থাৎ তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলত: এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে যে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে, মূলতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই নসীহত গ্রহণ করে না। (সূরা আলে ইমরান: ৭)

তারপর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তুমি যদি ঐ সমস্ত লোক যারা মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট) বিষয়ের অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে, ওরাই তারা যাদের পরিচয় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, অতএব তাদের থেকে সতর্ক থাক। (বুখারী-মুসিলম)

*বিদআতীরা যা করে এর দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের উপর অসম্পূর্ণতার অপবাদ আরোপ হয়, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [آل عمران:83].

অর্থাৎ এরা কি আল্লাহ্‌র দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীনের সন্ধান করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা আছে সবই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। (সূরা আলে ইমরান: ৮৩)

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে বলেন:

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة:3].

অর্থাৎ । আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম। (সূরা মায়িদাহ: ৩)

*বিদআতীদেরকে বিদআত প্রীতির শারাব পান করিয়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে বিদআতসমূহ তাদের উপর জোরালোভাবে চেপে বসেছে, মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا...الحديث)

অর্থাৎ জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে ছিল দলে দলে বিভক্ত হয়েছে.....। (আবু দাউদ, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ তবে আবু দাউদ আরো বৃদ্ধি করেছে: আর নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মাঝে এমন কতিপয় লোক বের হবে, তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ (বিদআত) এমন ছড়িয়ে পড়বে যেমন পাগল কুকুরের প্রভাব ছড়িয়ে

পড়ে। (এর একজন বর্ণনাকরী আমার ইবনে উসমান বলেন) অর্থাৎ যাকে পাগলা কুকরে কাটে তার শিরা উপশিরায় তার প্রভাব বিস্তার করে ..... । (হাসান)

*বিদআতীদের বিদআত আমল তাদের দিকেই প্রত্যাখ্যাত হবে, তা আল্লাহর নিকট কবূল হবে না, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন:

(مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নয়া কিছু আবিষ্কার করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী-মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে:

(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।

*দ্বীনের মধ্যে নতুন প্রথা আবিষ্কার দ্বীন, ইহকাল ও পরকালে একটি ভয়াবহ ব্যাপার। এটি দুনিয়াবী জীবনেও একটি দ্বীনের মধ্যে ফিকরাবন্দী, আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً)

অর্থাৎ ইহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, খ্রিষ্টানরা একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। (আব দাউদ, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ-সহীহ)

আউফ ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে:

(لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ)

অর্থাৎ অবশ্য অবশ্যই আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে, এক দল জান্নাতে এবং বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, বলা হলো, তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল জামায়াত। (ইবনে মাজাহ-সহীহ)

হাওজে কাউসারের হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংবাদ দেন, হাওজের নিকট থেকে কিছু লোককে সরিয়ে দেয়া হবে, তখন আমি বলব, তারা তো নিশ্চয়ই আমারই অন্তর্ভুক্ত, তারপর বলা হবে আপনি অবশ্যই জানেন না; আপনার পর তারা কত কি আবিষ্কার করেছে, অতপর আমি বলব, আমার পর যারা পরিবর্তন করেছে সে দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা। (বুখারী-মুসলিম)

দ্বীন নষ্ট করার দিক দিয়ে বিদআতের প্রকারভেদ

সমস্ত বিদআতই দ্বীনকে নষ্ট ও পরিবর্তনকারী এ হিসেবে বিদয়াত দু প্রকার:

১। কুফরী বিদআত: আর তা হলো, দ্বীনের অপরিচার্য পরিজ্ঞাত ও ঐক্যমতের বিষয়কে অস্বীকার করা, যেমন কোন ফরজ বিষয়কে অস্বীকার, বা আল্লাহর দ্বীনে ফরজ নয় এমন বিষয়কে ফরজ করে নেয়া বা হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম বানিয়ে নেয়া। এসব আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মিথ্যারোপের শামিল, যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী অস্বীকারে জাহমিয়াদের বিদআত, কাদরিয়াদের বিদআত আল্লাহর ইলম, কর্ম ও তাকদীর অস্বীকারের ক্ষেত্রে এবং মুমাসসিলাহদের বিদআত যারা সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে তুলনা ও সাদৃশ্য পোষণ করে। ইত্যাদি।

২। **যে বিদআত কুফুরী নয়:** আর তা হলো, যাতে আল্লাহ বা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি মিথারোপ হয় না, যেমন ঐ সমস্ত লোকের বিদআত যারা ঈদের নামাযের পূর্বে খোৎবা দেয় ও অন্যান্য।

আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে বিদয়াতের প্রকারভেদ

১। আকীদাগত বিদআত: যেমন, সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সাদৃশ্যপন্থীদের বিদআত।

২। আমলগত বিদআত: যেমন মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপন, কবর পাকা ও বিল্ডিং করা ইত্যাদি।

৩। উক্তিগত বা মৌখিক বিদআত: সম্মিলিত হালকায়ে জিকির ও অন্যান্য।

বিদয়াতের বিরুদ্ধে মুসলিমের করণীয়:

-বিদআত ও বিদআতীদের বির্ুদ্ধে আমাদের করণীয় কি?

হে মুসলিম আমার ও আপনার উপর অপরিহার্য হলো নিম্নরূপ:

১। বিদআত ও বিদআতীদের হতে আমাদের সতর্ক হওয়া ওয়াজিব, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ)

অর্থাৎ ওরাই তারা আল্লাহ যাদের আলামত বর্ণনা করেছেন, অতএব তোমরা তাদের থেকে সতর্ক হও। (বুখারী-মুসলিম)

২। বিদআতীরা কর্ম ও মৌখিকভাবে যেসব বিদআত করে, আমাদেরকে তার সাধ্যমত প্রতিবাদ করা ওয়াজিব।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মারওয়ান ইবনে হাকামের সাথে বের হন (মারওয়ান সে সময় মদীনার আমীর ছিলেন) তখন উভয়ে ঈদের দিন ঈদগাহে আগমন

করলেন মারওয়ান নামাযের পূর্বে খোৎবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মিম্বারে উঠার ইচ্ছা করলে আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাপড় ধরে তাকে টান দেন, মারওয়ানও আবু সাঈদকে ধাক্কা দিয়ে মিম্বারে উঠে যান ও নামাযের পূর্বে খোৎবা দেন। অত:পর আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বলেন:

(غيّرتم والله)

অর্থাৎ আলাহর শপথ আপনি পরিবর্তন করে ফেললেন। (হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন।)

৩। বিদআতীকে আমরা বলে দিব যে, নিশ্চয়ই সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিপন্থী কাজ করছে, এবং নিশ্চয়ই তার বিদআতী কর্ম, উক্তি ও বিশ্বাস আল্লাহর দ্বীনের পরিপন্থী। আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

(أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)

অর্থাৎ ঈদের দিন মারওয়ান মিম্বার বের করেন ও নামাযের পূর্বেই খোৎবা শুরু করেন, অতপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন: মারওয়ান, আপনি সুন্নাতের বিরোধিতা করে ঈদের দিন মিম্বার বের করেছেন, অথচ তা বের করা হয় না, নামাযের পূর্বে খোৎবা দেয়া শুরু করেছেন অথচ নামাযের পূর্বে তা দেয়া হয় না।

আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আর এ ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই তার উপর যে দায়িত্ব ছিল তাই পূর্ণ করল, (কেননা) আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি; তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কর্ম দেখে আর সে তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করার সামর্থ রাখে। অতএব সে যেন তা হাত দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলে, যদি সে না পারে তবে তার জবান দ্বারা, আর তা জবান দ্বারা যদি না পারে তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃনা করবে) আর এটিই দুর্বলতম ঈমান। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিজী-সহীহ)

৪। আমাদের জন্য ওয়াজিব হল বিদআতীদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করা, তাদের জবাব দেয়া, তাদের সংশয় খন্ডন করা ও তাদের জন্য হকের বর্ণনা দেয়া। এটিই হবে সেই জবান, কলম বয়ানের শরীয়ত সম্মত জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উলামায়ে কিরাম (রাহেমাহুমুল্লাহ) বিদআতীদের জবাব ও প্রতিবাদে বহু কিতাব রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলেন: শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনে কাইয়িম (রাহেমাহুমাল্লাহ)।

৫। যে ব্যক্তি বিদআতীদের সংস্পর্শে থাকায় নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করে, তবে তাঁর জন্য ওয়াজিব হলো, তাদের সাতে উঠা-বসা ও সংস্পর্শ ও সংমিশ্রন থাকা হতে বিরত থাকা, তার জন্য তা হারামও বটে, কেননা তাদের সংস্পর্শতা তাদের বিদআতী তরীকার দিকে তাকে ধাবিত করবে।

৬। বিদআতীরা হলো তাদের বিদআতে বড় খবীস দুষ্কর্মকারী, তাদের নিকট স্পষ্ট করার পর তাদেরকে খাবীস বিদআতী অভিহিত করা জায়েয। কাব ইবনে উজরা যখন মসজিদে প্রবেশ করেন, এমতাবস্থায় আব্দুর রহমান ইবনে উম্মল হাকাম বসে খোৎবা দিচ্ছেন, তখন তিনি বলেন:

(انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾)

অর্থাৎ দেখ এ খাবীসের দিকে, সে বসে বসে খোৎবা দিচ্ছে অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾)

অর্থাৎ তারা যখন ব্যবসায় অথবা ক্রীড়া কৌতুক দেখে তখন তারা সেদিকে ছুটে যায় আর তোমাকে রেখে যায় দাঁড়ানো অবস্থায়। (সূরা জুমআ: ১১)

৭। বিদআতী যদি বুঝানোর পরেও বিদআত পরিত্যাগ না করে বিদআতে লিপ্ত থাকে তবে তার উপর বদ দোয়া করা জায়েয। মুসলিম শরীফে আম্মার ইবনে রাবীয়া হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বিশর ইবনে মারওয়ানকে মিম্বারের উপর উভয় হাত উঠানো অবস্থায় দেখতে পান, তারপর বলেন:

(قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ)

অর্থাৎ এ দু হাতের উপর আল্লাহর লানত, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেছি, তিনি এর চেয়ে বেশী করতে দেখনি যে, তিনি তার হাত দিয়ে এভাবে করতেন ও তিনি তার তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন। (তবারানী)

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই লোকটির উপর বদ দোয়া করেন, আলী, ত্বলহা ও যুবাইরকে গালী দিত নিষেধ করার পরেও।

তখন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার উপর এভাবে বদদোয়া করেন:

(اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَشْتِمُ أَقْوَامًا سَبَقَ لَهُمْ مِنْكَ مَا سَبَقَ ، فَاجْعَلْهُ الْيَوْمَ نَكَالا فَجَاءَتْ بُخْتِيَّةٌ فَأَفْرَجَ النَّاسُ لَهَا ، فَتَخَبَّطَتْهُ)

৮। বিদআতীদের হতে বেঁচে থাকা ও আল্লাহর জন্যেই তাদের বিদআত অনুপাতে তাদেরকে ঘৃনা করা ওয়াজিব। কিন্তু এ বেঁচে থাকা ও ঘৃনা করার অর্থ এমন নয় যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া, তাদের প্রতিবাদ, আল্লাহর দিকে তাদেরকে তওবা করার আহ্বান, জনগণকে তাদের বিদয়াতের ভয়াবহতা হতে সতর্ক করা হতে বিরত থাকা। বরং আবু দাউদ (রাহেমাহুল্লাহ) একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন:

باب مُجانبة أهل الأهواء وبُغضهم.

অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারী বিদআতীদের থেকে বেঁচে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণার পরিচ্ছেদ ।

৯ । বিদআতীদেরকে বিদআত বর্জন না করা পর্যন্ত সালাম না দেয়াতে যদি উপকার আসে তবে তাকে সালাম না দেয়া জায়েয । কেননা আবু দাউদ (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন:

باب ترك السلام على أهل الأهواء

অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারী বিদআতীদের প্রতি সালাম বর্জনের পরিচ্ছেদ । এবং তাতে তিনি আম্মার বিন ইয়াসির বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন ও বলেন:

(قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ)

অর্থাৎ আমি আমার পরিবারের নিকট আগমন করি এমতাবস্থায় আমার উভয় হাত ফেটে ফেঠে ছিল অতএব তারা আমাকে যাফরান মাখিয়ে দিল, অতপর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গেলাম ও তাকে সালাম প্রদান করলাম কিন্তু তিনি আমাকে উত্তর দিলেন না বরং বললেন যাও তুমি তোমার হাত থেকে যাফরান ধৌত করে ফেল । (হাসান)

১০ । যদি কোন শাসক বিদআত বা গুনাহর হুকুম করে তবে তার অনুসরণ করা যাবে না । যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ)

অর্থাৎ আমার পরে তোমাদের ব্যাপার কিছু এমন লোক হাতে নিবে যে, তারা সুন্নাতকে মিটিয়ে দিবে ও বিদয়াতের উপর আমল করবে, তারা নামাযকে তার সময় হতে পিছিয়ে দিবে, আমি তখন বললাম: হে আল্লাহ রাসূল! যদি তাদেরকে পাই তবে কেমন করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: হে গোলামের মায়ের ছেলে জিজ্ঞেস করছো তুমি কেমন করবে? যে আল্লাহর অবাধ্যতা করল তার অনুসরণ নেই । (ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ-সহীহ)

১১ । আমরা জানি যে বিদআতী আমলের মুজতাহিদ-গবেষক তার বিদআতের উপর ইজতিহাদের কোন সওয়াব পাবে না । আর এটিই উলামাদের মতসমূহের মধ্যে পছন্দনিয় বিশুদ্ধ মত ।

(আলাহ্ই অধিক জ্ঞাত)

১২ । ফিরকাবন্দী না করে মুসলমানদের জামায়াতকে আঁকড়ে ধরা আমাদের জন্য জরূরী । আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ...الآية﴾[الأنعام:153].

অর্থাৎ আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর। (সূরা আনআম: ১৫৩)

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ...الحديث)

অর্থাৎ তোমরা আলজামায়াতকে আঁকড়ে ধর এবং ফিরকাবন্দী দলাদলী হতে নিজেদেরকে বাঁচাও, কেননা শয়তান একের সাথে হয় এবং দুজন হতে খুব দূরে। অতএব যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থান চায় সে যেন আল জামায়তকে আকড়ে ধরে ...। (আহমাদ, তিরমিজী ও হাকেম-সহীহ)

আল জামায়াত: তারা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবাগণ যে ত্বরীকা আদর্শ (আকীদা, আমল ও আখলাক) মত ছিলেন, যারা তা অনুযায়ি চলে তারা এর অন্তর্ভুক্ত।

নবম অধ্যায়:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের অপরিহার্যতা

আলাহর কিতাব (আল কুরআন) রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য। সুতরাং আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণেই রয়েছে পূর্ণ কল্যাণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় রয়েছে পুরাপুরি অকল্যাণ, ও পাপাচারী ও খারাপী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য ওযাজিব, আর সে আনুগত্য হবে নিম্নের দুটি বিষয়ে:

(ক) আলাহ এবং তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হুকুম করেছেন সাধ্যমত তা পালন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...الآية ﴾ [التغابن:16].

অর্থাৎ কাজেই তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যমত ভয় কর। (সূরা তাগাবুন: ১৬)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

অর্থাৎ আমি যখন তোমাদেরকে কোন হুকুম দেই, তা তোমরা সাধ্যমত আদায় কর। (বুখারী-মুসলিম)

(খ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকা। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وإذا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ"

অর্থাৎ আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু নিষেধ করি তা তোমরা বর্জন কর। (মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের ফলাফল

১। হে বান্দা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর ন ,তবে আপনি মহা সাফল্য অর্জন করবেন। মেযন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فأولئك هُمُ الفآئزون ﴾ [النور:52].

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর: ৫২)

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:71].

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে– মহাসাফল্য। (সূরা আহযাব: ৭১)

২। আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করুন, তবে হেদায়েত পাবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ...الآية ﴾ [النور:54].

অর্থাৎ তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তবে সঠিক পথ পাবে। (সূরা নূর:৫৪)

৩। হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করুন, আর জেনে রাখুন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ অবশ্যই আলাহরই অনুসরণ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء:80].

অর্থাৎ যে রসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। (সূরা নিসা: ৮০)

৪। আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করুন, কেননা আল্লাহ তায়ালা অবশ্য আপনাকে এর হুকুম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول...الآية ﴾ [المائدة:92].

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর। (সূরা মায়িদাহ: ৯২)

৫। আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করুন, তবে ইহকাল ও পরকালে সম্মানজনক হায়াত-জেন্দেগী অর্জন করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...الآية ﴾ [الأنفال:24].

অর্থাৎ ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে। (সূরা আনফাল: ২৪)

৬। আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করুন যেন অন্ধকার সমূহ হতে আলোর পথে যেতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ...الآية ﴾ [الطلاق:10-11].

অর্থাৎ অতএব হে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা! যারা ঈমান এনেছ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ।

(তদুপরি তিনি পাঠিয়েছেন) একজন রসূল যে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট আয়াত পাঠ করে, যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে তাদেরকে গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। (সূরা তালাক:১০-১১)

৭। আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ কর ন। যেন আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষন করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَطِيعُواْ الله والرسول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران :132].

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ও রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপাপ্রাপ্ত হতে পার। (সূরা আলে ইমরান: ১৩২)

৮। আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ কর ন, আল্লাহ যেন আপনাকে সেরূপ নেয়ামত দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদেরকে তিনি নেয়ামত দান করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء:69].

অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককার লোকদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ নি'মাত দান করেছেন, তারা কতই না উত্তম সঙ্গী!। (সূরা নিসা: ৬৯)

৯। আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ কর ন, (শুনেন ও মানেন) যেন আপনি সফল ও কৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন অর্থাৎ আপনি যা আকাংক্ষা করেন ও যা হতে ভয় করেন তা আপনি অর্জন করবেন ও মুক্তি পাবেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[النور:51].

অর্থাৎ মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু'মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। (সূরা নূর: ৫১)

১০। আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ কর ন, তবে আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وذلك الفوز العظيم ﴾[النساء:13]

অর্থাৎ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরবাসী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য। (সূরা নিসা: ১৩)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন:

(كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)

অর্থাৎ আমাকে অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সাহাবাগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আপনাকে অস্বীকার করবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে অবশ্য সেই অস্বীকারকারী। (বুখারী)

১১। হে আল্লাহর বান্দা! ফরজসমূহ আদায়, হারামসমূহ বর্জন করার মাধ্যমে আপনার আলাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা ফরজ। অনুরূপ আপনার জন্য সুন্নাতসমূহ পালন ও মাকরূহসমূহ বর্জনের দ্বারাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা উচিত। সুতরাং আপনি প্রত্যেক নেক আমল যদিও তা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হয় পালন করার চেষ্টা করুন, যেন আপনি মহা কল্যান অর্জন করতে পারেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রব হতে (হাদীসে কুদসীতে) বর্ণনা করেন:

(وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ...الحديث)

অর্থাৎ আমার বান্দা (সাধারণত) যা দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে তার মধ্যে যা আমি তার উপর ফরজ করেছি তা আমার নিকট অধিক প্রিয় সুতরাং আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতেই থাকে এমনটি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি...। (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতার অপরাধ

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে যা নিষেধ করেছেন তা হতে আপনার বিরত থাকা ওয়াজিব। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)

অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু হতে নিষেধ করি তা হতে তোমরা বিরত থাক। (বুখারী-মুসলিম)

হে বান্দা! আল্লাহ ও তার রাসূলের দ্বীন হতে বিমূখ হওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ হতে বিমূখ এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ বর্জন করার মধ্যে রয়েছে মহা ধ্বংশ।

আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর দ্বীন হতে বিমূখতার কুফল

১। হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুকুমের বিরোধিতা ও বিমূখতা নিশ্চয়ই কুফরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ الله وَالرَّسُوْلَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الكَافِرِيْنَ ﴾ [آل عمران:32].

অর্থাৎ বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ও রাসূলের আজ্ঞাবহ হও'। অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না। (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

২। আপনার নিকট রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা এসেছে তার বিমূখতা করে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করেন, তবে অবশ্য যে তা করল তার জন্য স্থায়ী জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء:14].

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরবাসী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা নিসা: ১৪)

এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল অবশ্য সেই অস্বীকার করল। (বুখারী)

৩। জেনে রাখুন, আল্লাহ ও তারা রাসূলের বিরোধিতা ইহকাল ও পরকালের জন্য একটি ব্যর্থতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَأَطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ واصبروا إِنَّ الله مَعَ الصابرين ﴾ [الأنفال:46].

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা আনফাল: ৪৬)

জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুকুমের বিরোধিতা করল, অবশ্যই সে ফিতনা ও ভয়াবহ কষ্ট দায়ক আযাবে নিপতিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الذين يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور:63].

অর্থাৎ কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর পরীক্ষা নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি। (সূরা নূর: ৬৩)

৫। জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুকুমের বিরোধিতা করল, সে সবচেয়ে বড় ও স্পষ্ট পদভ্রষ্ট। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً ﴾ [الأحزاب:36].

অর্থাৎ যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দুরে সরে পড়ল। (সূরা আহযাব: ৩৬)

৬। জেনে রাখুন, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অমান্য করল তার নিকট হেয়দায়েত স্পষ্ট হওয়ার পরও আল্লাহ তাকে সেদিকেই ধাবিত করবেন যে দিকে সে ধাবিত ও তাকে জাহান্নামে পৌছে দিবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء:115].

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস! (সূরা নিসা: ১১৫)

৭। হে বান্দা আপনি আপনার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুরসণ করুন, যা হতে আপনাকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকুন। আল্লাহকে ভয় করুন ও বিরোধিতা হতে সতর্ক হোন, কেননা নিশ্চয় বিরোধী ও অমান্যকারীর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر:7].

অর্থাৎ রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যাথেকে নিষেধ করে তাথেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর: ৭)

৮। যদি আপনার নিকট রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হতে হুকুম-নির্দেশ ও নিষেধ আসে তবে এক্ষেত্রে আপনার কোন ইখতিয়ার নেই। বরং তা গ্রহণ করে নিন ও পূর্ণ সন্তুষ্টি ও আনন্দের সাথে তা বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:36].

অর্থাৎ আলাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। (সূরা আহযাব: ৩৬)

৯। আল্লাহ ও তার রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যে সচেষ্ট হোন এবং বিরোধিতা হতে সতর্ক হোন, কেননা নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতায় আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرسول وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد:33].

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের 'আমালগুলোকে নষ্ট করে দিও না। (সূরা মুহাম্মাদ: ৩৩)

হে আল্লাহর বান্দা, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধিতায় সতর্ক হোন, কেননা অবশ্যই তার বিরোধিতা ও তার প্রতি মিথ্যারোপ এমন ধ্বংসের কারণ যার কোন তুলনা নেই এবং তার অনুসরনে রয়েছে আল্লাহর মেহেরবানীতে অবধারিত মুক্তি। আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তিনি বলেন:

(إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার ও আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির মত যে, সে জাতির নিকট এসে বলল: হে জাতি! আমি তোমাদরে বিরুদ্ধে স্বচোখে সৈন্য বাহিনী দেখে আসলাম, সুতরাং দেখ আমি নিশ্চয়ই এক প্রকাশ্য ও স্পষ্ট সতর্ককারী, অতএব মুক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। সুতরাং এক দল তাদের মধ্যে তার কথা শুনে তাদের সুবিধা মত স্থানে প্রস্থান করল, ফলে তারা মুক্তি পেয়ে গেল, কিন্তু তাদের মধ্যে একদল তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে স্বস্থানেই সকাল করল। পরিশেষে উক্ত সেনা বাহিনী সকাল সকাল তাদের উপর আক্রমন করল, অতপর তাদেরকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করল। তাই সে দৃষ্টান্ত হলো, যে আমার কথা মানল ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল এবং তার দৃষ্টান্ত যে আমার নাফরমানী করল ও আমি যে হক নিয়ে আগমন করেছি তা অস্বীকার করল। (বুখারী-মুসলিম)

১০। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতা হতে সতর্ক হোন, কেননা তা হলো অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ, বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত আঁকড়ে ধরে তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন, ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا

لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমার পূর্বে কোন সম্প্রদায়ে এমন কোন নবী পাঠাননি, যার স্বীয় উম্মত হতে কতিপয় সাহায্যকারী ও সাহাবী ছিল না, যারা তার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত ও তার হুকুমের অনুসরণ করত। তারপর তাদের পরবর্তীতে উত্তরসূরী হলো এমন বিরূদ্ধাচারী পরবর্তীবর্গ, যারা যা না করত তাই বলত, যা হুকুম করা হত না তাই করত। সুতরাং এ সমস্ত লোকের সাথে যে তার হাত দ্বারা জেহাদ করে সে মুমিন, যে তার জবান দ্বারা জেহাদ করে সে মুমিন ও যে তার অন্তর দ্বারা জেহাদ করে সে মুমিন। আর এর পিছনে ঈমানের এক সরিষা দানা তুল্যও অবশিষ্ট নেই। (মুসলিম)

১১। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের বিরোধিতা হতে সতর্ক হোন, কেননা যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতা করল সে আল্লাহরই বিরোধিতা করল। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ العقاب﴾ [الحشر:4].

অর্থাৎ এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রবল বিরোধিতা করেছে; আর যে-ই আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দানে বড়ই কঠোর। (সূরা হাশর: ৪)

জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহর সুন্নাত এক প্রকার ওহী, অতএব আপনি যেমন কুরআন গ্রহণ করেন আপনার জন্য জরূরী হলো, অনুরূপ তা গ্রহণ করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ...الحديث)

অর্থাৎ জেনে রাখো, আমি আল কুরআন ও তার সাথে অনুরূপ প্রদত্ত্ব হয়েছি। (আবু দাউদ, আহমাদ ও নাসায়ী-সহীহ)

১২। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তা হারাম জানুন, এবং যা আপনাকে আদেশ করেন তা আঁকড়ে ধরুন যা কিছু আল্লাহ আপনার প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের ওয়াজিব করেছেন এবং আপনি এ সকল লোক হতে সতর্ক হোন, যারা রাসূলুল্লাহর সুন্নাতকে বর্জন করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)

অর্থাৎ অতি সত্তর তোমাদের কেউ আমাকে তার আরাম সোফায় বসে বসে অবিশ্বাস করবে, আমার হাদীস বর্ণনা করা হবে অতপর সে বলবে: আমাদের ও আপনাদের মাঝে তো আল্লাহর কিতাব রয়েছে, সুতরাং তাতে আমরা যা পাই হালালের তা হালাল জানি

এবং তাতে আমরা যা হারামের পাই তা হারাম জানি। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই মত। (আহমাদ ও তিরমিজী-সহীহ)

১৩। হে মুসলিম, আপনি অবশ্যই অনেক মতভেদ দেখবেন, (বহু ফিরকাবন্দী ও প্রবৃত্তির লড়াইয়ের আধিক্য) যা মূলত শয়তানের ত্বরীকা। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাস্তা-ত্বরীকা সরল একটিই। অতএব, তার তরীকাকেই আকড়ে ধরে অনুসরণ করুন এবং শয়তানী ত্বরীকা সমূহ হতে সতর্ক হোন ও সেগুলির অনুসরণ করবেন না। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে:

(كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا هَكَذَا أَمَامَهُ فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ هَذِهِ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَسْوَدِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾)

অর্থাৎ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি তার সামনে এভাবে একটি (সরল) রেখা টানলেন, আর বললেন এটি আল্লাহর ত্বরীকা, তারপর তার ডানে দুটি এং তার বামে দুটি রেখা টানলেম, এবং বললেন এ সমস্ত তরীকা শয়তানের। অতপর তিনি তার হাত কালো (সরল) রেখাটির উপর রেখে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾)

অর্থাৎ আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাঁকে ভয় কর (যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে ও সৎ আমল বাস্তবায়ন করে)। (সূরা আনআম: ১৫৩)

(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম তিনি সহীহ বলেন-সহীহ)

১৪। হে মুসলিম! আপনার রবের আহ্বানে সাড়া দিন, কেননা নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে জান্নাতের পথে আহ্বান করেন। পর্দা উম্মুচন হতে সতর্ক হোন। কারণ তার পরে আপনি আল্লাহ যা হারাম করেছেন তাতে পতিত হয়ে যাবেন। আপনি আল্লাহর নসীহতের প্রতি লক্ষ্য করুন, যাতে আপনি বিরত থাকতে পারেন। আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে, যাতে আপনি আল্লাহ তার কিতাব ও তার রাসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে যা ওয়াজিব করেছেন তা আদায় করতে পারেন।

নাওয়াস বিন সাময়ান বলেন:

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَيْ الصِّرَاطِ زُورَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنَفَيْ الصِّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা রাস্তার উভয় পার্শ্বের উপর একটি সরল রাস্তার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, দুটি প্রচীর ও উভয়ের রয়েছে কতিপয় উন্মুক্ত দরজা কতিপয় র দ্ধ দরজার উপর। একজন আহ্বানকারী রাস্তার মাথায় বসে আহ্বান করছে আর অন্য একজন তার উপরে বসে আহ্বান করছে:

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহ্বান জানান আর যাকে তিনি চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ইউনুস: ২৫)

ঐ দরজাগুলি যা রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে আল্লাহর সীমা রেখা, সুতরাং পর্দা উন্মুক্ত করা পর্যন্ত কেউ আল্লাহর সীমানায় পতিত হবে না, আর যে তার উপর হতে আহ্বান করে, সে তার রবের উপদেশদাতা-নসীহতকারী। (তিরমিজী-সহীহ-এবং আহমাদ এ ধরণের বর্ণনা করেন ও তাতে রয়েছে: রাস্তাটি হল, ইসলাম, দুটি প্রাচীর হল আল্লাহর সীমারেখা, উন্মুক্ত দরজা হলো আল্লাহর হারামসমূহ। আর রাস্তার মাথায় সেই আহ্বানকারী হলো আল্লাহর কিতাব, এবং রাস্তার উপরের আহ্বানকারী হলো প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরের আল্লাহর উপদেশদাতা-নসীহতকারী। (সহীহ)

১৫। হে মুসলিম, নিশ্চয়ই আপনি বহু মতভেদ দেখতে পাবেন, (বহু প্রবৃত্তিপূজারী ও দলাদলি) সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর ন। শ্রবণ কর ন ও মেনে চলুন আল্লাহর কিতাব ও তার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত এবং ইমাম-শাসক যদি সৎকর্মের আদেশ করেন তবে অনুসরণ কর ন। বিদআতসমূহ হতে সতর্ক হোন এবং আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত ও খেলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাত আঁকড়ে ধর ন।

ইরবাজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তাকওয়ার এবং শোনা ও মানার ওসীয়্যত করি, যদিও তিনি হাবাশী গোলাম হন। কেননা নিশ্চয়ই তোমরা যারা জিবীত থাকবে বহু মতবাদ দেখবে, তখন তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করবে নয়া নয়া বিষয় থেকে, কেননা তা অবশ্যই গুমরাহী। অতএব, তোমাদের মাঝে কেউ যদি এমন পাও তবে তার জন্য অপরিহার্য হলো আমার সুন্নাত এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মাড়ির দাত দ্বারা চেপে ধারণ করবে। (তিরমিজী-সহীহ)

পরিচ্ছেদ: শাসকদের অনুসরণ

১। হে বান্দা! জেনে রাখুন শাসকদের অনুসরণ মূলত আল্লাহর অনুসরণের মাধ্যমে। সুতরাং তাদের সৎকর্মের অনুসরণ আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহরই অনুসরণ। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول وَأُوْلِي الأمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء:59].

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের; যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা। (সূরা নিসা: ৫৯)

২। যদি সৎকর্মে হয় তবে শাসকদের অনুসরণ করা আপনার জন্য ওয়াজিব। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه الشيخان.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই অনুসরণ তো শুধু সৎকর্মে। (বুখারী-মুসলিম)

৩। শাসকের কথা শোনা ও সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা জরুরী যা আপনি পছন্দ করেন, বা অপছন্দ করেন তা আপনার কষ্টে হোক আর সহজে, আনন্দচিত্তে হোক আর অপছন্দে।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ) رواه مسلم.

অর্থাৎ তোমার জন্য অপরিহার্য যে, (শাসকের কথা) তোমার কঠিন, সহজে, আনন্দে, অপছন্দে ও আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে, শোনবে ও অনুসরণ করবে। (মুসলিম)

৪। আল্লাহর অবাধ্যতায় আপনার উপর কারো অনুসরণ ওয়াজিব নয় বরং আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মাখলূকের (সৃষ্টির) অনুসরণ হারাম।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا طَاعَةَ لأحدٍ فِي مَعْصِيَةِ الله إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)

অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো অনুসরণ জায়েয নেই অনুসরণ নিশ্চয়ই সৎকর্মে। (বুখারী-মুসলিম)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)

অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোন মাখলুকের (সৃষ্টির) অনুসরণ জায়েয নেই। (আহমাদ-সহীহ)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ ﷻ)

অর্থাৎ যে আল্লাহর অনুসরণ করেনা তার কোন অনুসরণ জায়েয নয়। (আহমাদ)

৫। আলাহর অবাধ্যতার যদি আদিষ্ট হন তবে সেক্ষেত্রে তার আদেশ শোনা ও অনুসরণ করা হারাম।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে বলেন:

(عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)

অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সে যা পছন্দ করে আর সে যা অপছন্দ করে তাতে আমীরের আদেশ শুনবে ও অনুসরণ করবে, যদি তাকে কোন গুনাহর আদেশ না দেয়া হয়, যদি কোন গুনাহর হুকুম করা হয় তবে শুনবেও না ও অনুসরণও করবে না। (মুসলিম)

আবু সাঈদ বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ)

অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ তোমাদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতার হুকুম করলে তার তোমরা অনুসরণ কর না। (ইবনে মাজাহ ও আহমাদ-হাসান)

৬। হে মুসলিম, ধন-সম্পদ ও শাসকদের পক্ষ হতে যা কিছুর সম্মুখিন হন তাতে আপনার ধৈর্য ধরা ওয়াজিব।

উসাইদ বিন হুজাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্নিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বরেন:

(إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ)

অর্থাৎ তোমরা অবশ্য আমার পর অবৈধ অগ্রাধিকারের সুম্মখিন হবে, অতএব তোমরা আমার সাথে হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। (বুখারী-মুসলিম)

৭। নেক আমল হলো: যা কিছু পালন করার আলাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুকুম, তা ফরজ আমলের অন্তর্ভুক্ত হোক, হারাম পরিত্যাগের মাধ্যমে হোক এবং তা মুসলিম জনকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত হোক, তবে যদি তা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। (আলাহই তাওফীক দাতা।)

মুসলমানের উপর শাসকদের নসীহত পরায়ণ-হিতাকাংক্ষী হওয়া ওয়াজিব।

তামীমুদ্দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই দ্বীন হলো নসীহত, সাহাবারা বলেন কার জন্য, হে আলাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহর জন্য তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমামদের জন্য এবং তাদের সর্ব সাধারণের জন্য। (মুসলিম)

৯। মুসলিম শাসক যদি আলাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানায় তবে বের হওয়া ওয়াজিব, যেমন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)

অর্থাৎ (জিহাদের জন্য) যদি তোমাদের নিকট বের হওয়ার ঘোষণা আসে তবে তোমরা বের হও। (বুখারী-মুসলিম)

১০। শাসকের অনুসরণ বান্দার সাধ্যমত:

আব্দুলাহ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমাম বা শাসকের কাছে বাইয়াত করল, আর তার হাতে হাত দিল এবং একনিষ্টতা ও আন্তরিকতা দান করল, তবে সে যেন তার সাধ্যমত অনুসরণ করে আর যদি অন্য কেউ এসে তাঁর সাথে ঝগড়া করে তবে অন্য জনের (দ্বিতীয় জনের) গর্দান মেরে দাও। (মুসলিম ও অন্যান্য)

১১। যে ইমাম বা শাসক আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী মানুষকে পরিচালনা করে তার অনুসরণ ওয়াজিব।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا)

অর্থাৎ তোমাদের উপর যদি কোন দাসকে কর্তা নিয়োগ করা হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, তবে তার আদেশ শোন ও অনুসরণ কর। (মুসলিম)

১২। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে তার জন্য ওয়াজিব হলো, সে যেন তার লাড়ইয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, সৎকর্মে তার ইমামের অনুসারী হয় এবং ফিতনা ফ্যাসাদ হতে বেঁচে চলে তবে সে অবশ্য মহা বিনিময় লাভ করবে।

মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ)

অর্থাৎ যুদ্ধ দু প্রকার: (প্রথম) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করল, ইমাম বা শাসকের অনুসরণ করল, উত্তম মাল দান-খয়রাত করল, সঙ্গীদের সাথে সহজ-সহযোগিতা করল, ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে বিরত থাকল তবে তার নিদ্রা ও জাগ্রত সম্পূর্ণই সওয়াব, পক্ষান্তরে (দ্বিতীয়) যে ব্যক্তি রিয়া-দেখানো ও শুনান-সুনাম অর্জনের জন্য যুদ্ধ করল, ইমাম-শাসকের অবাধ্যতা করল এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, নিশ্চয়ই সে কিছুই নিয়ে ফিরতে পারে না। (আবু দাউদ ও নাসায়ী-হাসান)

(আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

সূচী পত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১১	অনুবাদকের আরয	৩
২২৫	ভূমিকা	৫
৩ *	**প্রথম অধ্যায়: তাওহীদুল ইবাদাহ** (ইবাদতের তাওহীদ) তাওহীদুল ইবাদাতের সংজ্ঞা	৬
৪	তাওহীদুল ইবাদাহ প্রতিষ্ঠায় কুরআন:	৬
৫	তাওহীদে উলূহিয়্যাহর অপরিহার্যতার দলীল	৬
৬	তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ও উলূহিয়্যাহর অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক:	৮
৭	তাওহীদে উলূহিয়্যার (ইবাদতের) বাস্তবতা ও তাৎপর্য:	৯
৮	তাওহীদের ফযীলত	১২
৯	গুনাহগার তাওহীদবাদী মুসলিমের জন্য জাহান্নামের হুশিয়ারী	১৩
১০	"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সাক্ষ্য দেয়াই তাওহীদে উলুহিয়্যা	১৪
১১	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাক্ষ্যের অর্থ:	১৪
১২	কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর বিশ্লেষণ:	১৪
১৩	কালেমায়ে শাহাদত "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র ফজীলত	১৫
১৪	"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তাবলী:	১৯
১৫	"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর শর্তের শিক্ষা:	২৫
১৬	লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর প্রতি দাওয়াত	২৭
১৭০	"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাস্তবায়নের ব্যাপারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	২৭
১৯	কালেমার দাবি অনুযায়ী মিত্রতা ও বৈরিতা	২৯
২০	মুমিনদের সাথে মিত্রতার লক্ষণ ও তার পরিপন্থী বিষয় হতে সতর্কতা	৩০
২১	কাফেরদের সাথে মিত্রতার নিদর্শনাবলী হতে সতর্কতা	৩৭

২২	কাফেরদের দেশে সফরের হুকুম	৩৮
২৩	কাফেরদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য পোষণের হুকুম	৩৮
২৪ *	**পরিচ্ছেদ: হিজরত** হিজরতের অর্থ:	৩৯
২৫ *	**দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইবাদতের বর্ণনা** ইবাদতের অর্থ:	৪০
২৬	ফরজ ও ফরজ নয় এর ভিত্তিতে **ইবাদতের প্রকারভেদ**	৪০
২৭	আল্লাহর দাসত্বের অর্থ:	৪১
২৮	**সঠিক ইবাদতের ভিত্তি: ভালবাসা, ভয় ও আশা ঃ**	৪১
২৯ * * *	ইবাদত যে সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: ১। সমস্ত সৎ আমলই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত: ২। আদত-অভ্যাসও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়: ৩। চিন্তা-দু:খও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়:	৪২
৩০	**ইবাদতের রুকন বা ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত**	৪৪
৩১	উভয় শর্তের কোন শর্ত পূর্ণ না হলে আমলের হুকুম:	৪৬
৩২	বিদআতীর আমল	৪৭
৩৩ * * * * * * * * * * *	**ইবাদতের উল্লেখযোগ্য প্রকারসমূহ ঃ** ১। দোয়া প্রার্থনা:---------- ২। আল্লাহর নিকট তাওবাহ করা---------- ৩- ভয়-ভীতি---------- ৪। আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখা:---------- ৫।- বিনয়-নম্রতা বশ্যতা, আল্লাহর জন্য অবনত হওয়া এবং তার নিকট যে উত্তম বিনিময় রয়েছে তার আকাঙ্ক্ষা করা:------ ৬। সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা:---------- ৭। কুরআন তেলাওয়াত:---------- ৮। আকাঙ্ক্ষা: আল্লাহর দীদার (সাক্ষাত) কামনা করা” ৯। আল্লাহর আশ্রয় ও শরণাপন্ন হওয়া----------	৪৭ ৪৭ ৫২ ৫৪ ৫৬ ৫৮ ৬০ ৬৪ ৬৭ ৬৯ ৭৬

*	১০। আল্লাহর নিকট কল্যাণ লাভ করা ও ক্ষতি	৭৯
*	থেকে বাঁচার জন্য ফরীয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনা:----------	৮৬
*	১১। ভালবাসা-মুহাব্বত----------	৯২
*	১২। আল্লাহর ভয়-ভীতি----------	৯৪
*	১৩। আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া:----------	১০০
	১৪। জবাই করা:----------	
	১৫। মানত মানা:----------	
৩৪	যে ব্যক্তি কোন ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য পালন করে তার হুকুম	১০৫
৩৫	তৃতীয় অধ্যায় ঃ আল কুফর	১০৬
*	কুফরের অর্থ:	
৩৬	কুফরের প্রকারভেদ	১০৭
*	প্রথম প্রকার: বড় কুফর যা ইসলাম হতে বের করে	১০৭
*	দেয় ঃ	১০৭
*	১। মিথ্যা আরোপ জনিত কুফর:----------	১০৭
*	২। সত্য জানার পরও প্রত্যাখ্যান ও অহঙ্কার জনিত	১০৭
*	কুফর:	১০৭
*	৩। সন্দেহ জনিত কুফর:----------	১০৮
*	৪। উপেক্ষা জনিত কুফর:----------	১০৮
*	৫। মোনাফেকী জনিত কুফরী:----------	১০৮
*	৬। ঠাট্টা বিদ্রুপ জনিত কুফর:----------	১০৮
*	৭। আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া বিচার ফয়সালা করা:---	১০৮
*	৮। নামায পরিত্যাগজনিত কুফরী:----------	১০৯
	৯। আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ইবাদত পালন জনিত	
	কুফর:----------	১০৯
*	১০। প্রয়োজনে দ্বীনের জ্ঞাত বিষয়কে	১০৯
*	অস্বীকারজনিত কুফর:----------	১০৯
*	কুফরের দ্বিতীয় প্রকার: ছোট কুফর যা ইসলাম	
	থেকে বের করে না:----------	১০৯
*	১। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করা:----------	১১০
*	২। মো'মিনের সাথে লড়াই করা:----------	১১০
*	৩। না জেনে বংশ বা রক্ত সম্পর্ক দাবী করা বা তা	

	অস্বীকার করা:---------- ৪। মৌখিক ভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা:---------- ৫। বংশের খোঁচা দেয়া ও মৃত্যুতে বিলাপ করা:---- ৬। মুসলমানদের আপোষে ঝগড়ায় একে অপরকে হত্যা করা:----------	১১০
৩৭	বড় কুফর ও ছোট কুফরের পার্থক্য	১১১
৩৮	পরিচ্ছেদ :কুফর ও শিরকের কারণ:	১১৩
*	১। সৎ লোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি:----------	১১৩
*	* সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বলতে কি বুঝায়?-	১১৩
*	* সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ:	১১৩
*	২- দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি----------	১১৬
*	৩। তারকা, নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি:-	১১৮
*	৪- অহংকার:----------	১১৮
*	৫। তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ:----------	১২০
*	৬। অজ্ঞতা ও ইলেম অর্জন করে ভুলে যাওয়া:-----	১২০
*	৭। শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও সৃষ্টজীবের উপর সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা:----------	১২২
*	৮। ভক্তদের জন্য শরীকগণ কর্তৃক কুফর ও গুমরাহীকে সুন্দর করে দেখান:----------	১২৪
*	৯। হিংসা-বিদ্বেষ:----------	১২৫
*	১০। মানুষের নিকট যা কিছু মিথ্যা রয়েছে তার দ্বারা প্রতারিত হওয়া এবং নিজে যতটুকু শিখেছে তা নিয়েই গর্ব করা:----------	১২৬
*	১১। ধন-সম্পদ ও সম্মানের লোভ:----------	১২৭
*	১২। পরকাল ও তার প্রতিদানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা:----------	১২৯
*	১৩। রাজত্ব ও সম্মান বা পদ হারানোর ভয়:----------	১২৯
*	১৪। সৃষ্টিজগত ও শরীয়তের নিদর্শণাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা:----------	১৩১
	১৫। হত্যা, শাস্তি ও বিপদ-আপদে পতিত হওয়ার ভয়:---	

৩৯ *	**চতুর্থ অধ্যায় :শিরক** * শিরকে আকবার বা বড় শিরক:	১৩৩
৪০ *	শিরকের প্রকারভেদ: প্রথম প্রকার: বড় শিরক:	১৩৩
৪১ * * *	দ্বিতীয় প্রকার: ছোট শিরক ছোট শিরক বিভিন্ন প্রকারের:---------- প্রথম: রিয়া বা দেখানোর জন্য আমল করা:------- রিয়া দু'ভাগে বিভক্ত: ----------	১৩৯ ১৩৯ ১৩৯ ১৪০
৪২	ছোট শিরকের দ্বিতীয় ভাগ: খ্যাতি ও সুনাম অর্জনের জন্য আমল:	১৪১
৪৩	ছোট শিরকের তৃতীয় ভাগ: মৌখিক প্রকাশ্য শিরক:	১৪৩
৪৪	ছোট শিরকের চতুর্থ ভাগ: অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ্য শিরক:	১৪৪
৪৫	পরিচ্ছেদ: বনী আদমের মাঝে কিভাবে শিরকের প্রবেশ ঘটলো	১৪৬
৪৬	কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলন করা থেকে সতর্কতা:	১৪৮
৪৭	বড় শিরক ও ছোট শিরকের মাঝে পার্থক্য:	১৪৯
৪৮ * *	**পঞ্চম অধ্যায়: মোনাফেকী:** মোনাফেকী প্রধাণত দুই প্রকার: প্রথমতঃ বিশ্বাসগত মোনাফেকী:	১৫০ ১৫০ ১৫০
৪৯	বিশ্বাসগত(বড়) মোনাফেকদের(৩৪টি) বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী:	১৫১
৫০	বিশ্বাসগত মোনাফেকীর প্রকার:	১৫৮
৫১	মোনাফেকীর দ্বিতীয় প্রকার: কর্মগত বা ছোট মোনাফেকী:	১৫৯
৫২	বিশ্বাসগত ও কর্মগত(বড় ও ছোট) মোনাফেকীর মাঝে পার্থক্য	১৬০
৫৩ * *	**ষষ্ঠ অধ্যায়: কতিপয় শিরকী কর্মকান্ডের বর্ণনা** ১। তাবীজ-কবচ:---------- - তাবীজ কবচের প্রকারভেদ----------	১৬৩ ১৬৩ ১৬৫

* * * * * * * *	২। যাদুময় ঝাড়ফুঁক, শয়তানী মন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র:- ঝাড়-ফুঁক দু প্রকার:---------- **প্রথম প্রকার: বৈধ:** ঝাড়-ফুঁক বৈধ হওয়ার শর্তাবলী:---------- শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকের প্রকার:---------- ঝাড়-ফুঁকের সুন্নাতী পদ্ধতি:---------- ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ:---------- **ঝাড়-ফুঁকের দ্বিতীয় প্রকার: অবৈধ**	১৬৭ ১৬৮ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭৪ ১৭৬ ১৭৬
৫৪ * *	**পরিচ্ছেদ: যে সব কারণে ঝাড়ফুঁক করা যায়:** ✸ চোখ লাগা বা বদ নজর:---------- *বদ নজর বা চোখ লাগার অবশ্যই বাস্তবতা রয়েছে	১৭৭ ১৭৭ ১৭৭
৫৫	বদ নজরের চিকিৎসা	১৭৯
৫৬ *	এমন কিছু যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত: গাছ-বৃক্ষ, পাথর ও অনুরূপ কিছুর বরকত গ্রহণ	১৮১ ১৮১
৫৭	যে সব বস্তুতে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন তার প্রকার:	১৮২
৫৮	বরকত গ্রহণের প্রকারভেদ:	১৮৪
৫৯	বরকত লাভের জন্য যা করণীয়	১৮৫
৬০	অবৈধ বরকত গ্রহণ	১৯১
৬১ *	পরিচ্ছেদ : কবর যিয়ারত---------- কবর যিয়ারত চার প্রকার:	১৯৩ ১৯৩
৬২	কবর যিয়ারতের প্রথম প্রকার: শরীয়ত সম্মত যিয়ারত:	১৯৩
৬৩	কবর যিয়ারতের আদব ও সুন্নাতসমূহ:	১৯৩
৬৪	জীবিতদের কোন কিছু মৃতের শ্রবণ করা মৃতরা জীবিতদের নির্ধারিত কিছু শুনতে পায়:	১৯৬
৬৫	কবর যিয়ারতের দ্বিতীয় প্রকার: বিদায়তী যিয়ারত	১৯৬
৬৬	কবর যিয়ারতের তৃতীয় প্রকার: শেরেকী যিয়ারত:	১৯৬

৬৭	কবর মাজার বাসিদের নিকট দোয়া-প্রার্থনাকারীদের প্রতি আহ্বান	১৯৭
৬৮	কবর যিয়ারতের চতুর্থ প্রকার: হারাম যিয়ারত:	১৯৯
৬৯	কবরের হুকুম	১৯৯
৭০ ৭১	পরিচ্ছেদ: যাদু সম্পর্কে কতিপয় বিষয়: ১। যাদুর পরিচয়:	২০১ ২০১
৭২	২। যাদুর হুকুম:	২০১
৭৩	৩। যাদুর হাকীকত বা বাস্তবতা:	২০১
৭৪	৪। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদু করা হয়েছিল:	২০১
৭৫	৫। যাদু শেখার অপকারিতা:	২০২
৭৬	৬। যাদু একটি মহা কাবীরা গুনাহ:	২০৩
৭৭	৭। যাদুকরের সাজা:----------	২০৩
৭৮	৮। যাদুকরের তাওবা:	২০৩
৭৯	৯। অধিকাংশ যাদু ব্যবহারকারী যারা:	২০৩
৮০	১০। যাদু হতে বাঁচার উপায়:	২০৪
৮১	যাদুর প্রকার:	২০৫
৮২	মাসয়ালাহ: যে যাদু করাতে চায় তার হুকুম:	২০৬
৮৩	যাদুর মত কিন্তু যাদু নয়	২০৬
৮৪ *	যাদুর চিকিৎসা ✱যাদু গ্রস্ত ব্যক্তি হতে যাদু নষ্ট করার দুটি পদ্ধতি:	২০৯ ২০৯
৮৫	অধ্যায়: জ্যোতিষী, গণক ইত্যাদি প্রসঙ্গ	২১১
৮৬	কাহানাহ বা ভাগ্য গণনার হুকুম:	২১১
৮৭	গণক যে পদ্ধতিতে মানুষের নিকট আসে:	২১১
৮৮	গণক ও তাদের নিকট যারা আসে তাদের সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়	২১১
৮৯	অধ্যায় : পাখি দ্বারা অশুভ বা কু লক্ষণ নির্ণয়	২১৫
৯০	অশুভ নির্ণয় করা দু প্রকার:	২১৬
৯১	মুসলিম ও অশুভ নির্ণয়:	২১৬
৯২	অধ্যায়: রোগ সংক্রামিত হওয়া প্রসঙ্গ	২২০

৯৩	✸ রোগ সংক্রামন বিশ্বাস হারাম:আর তা দু প্রকার:	২২০
৯৪	অধ্যায়:জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু-- জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার:	২২৩ ২২৩
৯৫	অধ্যায়: ইলম অর্জন দ্বারা মানুষের দুনিয়া অর্জনের নিয়ত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত:	২২৬
৯৬	কর্মের নিয়ত কয়েক প্রকার হয়ে থাকে:	২২৬
৯৭	অধ্যায়: আল্লাহর হারাম ও হালাল করা বিষয়ে ইমাম ও শাসকদের অনুসরণ করা	২২৯
৯৮	অধ্যায়: আল্লাহর নিয়ামত প্রসঙ্গ	২৩৩
৯৯	অধ্যায়:আল্লাহর শপথ ও অন্যের শপথ প্রসঙ্গ	২৩৭
১০০	অধ্যায়:কালকে মন্দ বলা প্রসঙ্গে	২৪১
১০১	অধ্যায়:"যদি" শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে	২৪৩
১০২	যে সব অবস্থায় "যদি" শব্দের ব্যবহার বৈধ	২৪৪
১০৩	প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদিতে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে সংরক্ষণ করাটাই হচ্ছে তাঁর মাহাত্ম্য প্রদর্শন:	২৪৫
১০৪	সপ্তম অধ্যায়: পাপসমূহ পাপ কয়েক ভাগে বিভক্ত:	২৪৭ ২৪৭
১০৫	প্রথম প্রকার পাপ:আল্লাহর সাথে বড় শিরক	২৪৭
১০৬	দ্বিতীয় প্রকার পাপ: ছোট শিরক	২৪৯
১০৭	তৃতীয় প্রকার পাপ শিরক ব্যতীত অন্যান্য কবীরা গুনাহ:	২৪৯
১০৮	যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করে তার কয়েকটি অবস্থা:	২৪৯
১০৯	কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়:	২৫০
১১০	চতুর্থ প্রকার পাপ: সগীরা তথা ছোট গুনাহসমূহ:	২৫১
১১১	তাওহীদের প্রয়োজনীয় পূর্ণতা বিরোধী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:	২৫১
১১২	অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতায় ঘাটতি আনে এমন	২৫৫

	বাক্য:	
১১৩	আরো অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতা অথবা মূল তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়:	২৫৭
১১৪	*আল্লাহর উপর শপথ করা দুই প্রকার:	২৫৭
১১৫	আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ তাওহীদের বিপরীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো: প্রাণীসমূহের আকৃতি তৈরী করা অথবা প্রতিকৃতি গ্রহণ করা	২৬০
১১৬	ছবি সংক্রান্ত কতগুলো বিধান:	২৬৩
১১৭	পরিপূর্ণ অপরিহার্য তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর মধ্যে আরেকটি হলো: ঝড় হাওয়াকে গালি গালাজ করা	২৬৩
১১৮	যখন ঝড় হাওয়া বইতে থাকে অথবা আকাশে মেঘ দেখা যায় তখন কোন দোয়া পড়তে হবে অথবা কি করণীয়?	২৬৪
১১৯	মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত:সামর্থ থাকা সত্বেও যে ব্যক্তির কাছে কেউ আল্লাহর নামে ভিক্ষা চাইল অথচ সে তাকে দিল না:	২৬৫
১২০	মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুন্ত হলো: আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা	২৬৮
১২১	মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি খারাপ ধারণার অবস্থাসমূহ	২৬৯
১২২	আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণায় পতিত ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপদেশ	২৬৯
১২৩	পরিপূর্ণ মৌলিক তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: সাইয়্যেদের এমন বলা: আমার দাস ও আমার দাসী এবং দাস তার সাইয়্যেদকে বলা: আমার রব পালনকর্তা	২৭১
১২৪	আমার সাইয়্যেদ বা নেতা বলার বিধান	২৭৩
১২৫	মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: কোন সৃষ্টকে এমন নামে আখ্যায়িত করা যা একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য:	২৭৪
১২৬	মৌলিক ও পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়গুলোর	২৭৫

	অন্তর্ভুক্ত: **এমন কথা বলা: আল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক**	
১২৭	অপরিহার্য তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো: **ঈমান সংরক্ষণ না করা**	২৭৮
১২৮	মূল ও পরিপন্থী তাওহীদের বিপরীত কতিপয় বিষয়:	২৮০
১২৯	আরও যেসব বিষয় মৌলিক তাওহীদের পরিপন্থী তার অন্তর্ভুক্ত হলো:	
১৩০	আর যে সব বিষয় পরিপূর্ণ তাওহীদের বিপরীত সেগুলোর মধ্যে: বংশের দাবী করা (বিকৃতভাবে) অথবা অস্বীকার করা অথবা এমন দাবী করা যা তার জন্য নয়	২৮২
১৩১	পাপ মিটান ও ক্ষমার পদ্ধতি	২৮৪
১৩২	কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত মাসয়ালা:	২৯০
১৩৩	**অষ্টম অধ্যায়: বিদআত**	২৯৮
১৩৪	বিদআাতের হুকুম:	২৯৮
১৩৫	বিদআত ও বিদআতীর বৈশিষ্ট	২৯৮
১৩৬	দ্বীন নষ্ট করার দিক দিয়ে বিদআাতের প্রকারভেদ: ১। কুফরী বিদআত ও ২। যে বিদআত কুফুরী নয়	৩০২
১৩৭	আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে বিদআতের প্রকারভেদ:	৩০২
১৩৮	বিদআতের বিরুদ্ধে মুসলিমের করণীয়:	৩০২
১৩৯	**নবম অধ্যায়: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের অপরিহার্যতা**	৩০৭
১৪০	আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের ফলাফল	৩০৭
১৪১	আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতার অপরাধ	৩১০
১৪২	আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর দ্বীন হতে বিমূখতার কুফল	৩১১
১৪৩	**পরিচ্চেদ: শাসকদের অনুসরণ**	৩১৭
১৪৪	**সূচী পত্র**	৩২১